অ। "তোমার হইতে পারে। কিন্তু আমার অদৃষ্টে কি আছে কে বলিবে? বোধ হয়, এই ভীষণ রজনীতে এমন স্থলে কেহই আমার অনুসরণ করিবে না। আর সেই বনপ্রদেশে এক বার প্রবেশ করিতে পারিলে, কেহই আমার অনুসন্ধান করিতেও পারিবে না। আণ্ডামানে থাকিতে, আমি স্বাধীনতা লাভের জন্য একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠি; পলায়ন করিলে এইরূপ স্বাধীনতা লাভ হইবে, যদি আগে জানিতাম; তাহা হইলে আমি কখনই সে স্থান পরিত্যাগ করিতাম না। এক ব্যতীত আমার আর সেখানে দ্বিতীয় কষ্ট ছিল না। সে স্থলে আমি দিবারাত্র নির্ভয়ে থাকিতাম; বিবিধ বিহগ-কুলের কলরব, ও বন্দী গণের আনন্দ সঙ্গীত শ্রবণ এবং মহাসমুদ্রের ঊর্ম্মি সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইতাম। এখন আমি স্বাধীন, কিন্তু গাছের পাতাটি নড়িলে, ফলটি পড়িলে, পশুপক্ষীর শব্দ অথবা মনুষ্যের পদধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেই, একেবারে চকিত হইয়া উঠি।"

বীরেন্দ্র সঙ্গীর কথা বার্ত্তায় বুঝিতে পারিলেন যে তিনি বন্দী হওয়া অবধি একেবারে নৈরাশ-সাগরে মগ্ন হইয়া ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়াছেন; অতএব মধুর বাক্যে তাঁহার তুষ্টি সাধনই বিধেয়, এই স্থির করিয়া, তিনি অতি শান্ত ভাবে বলিলেন, "কেহ তোমার অনুসরণ করিতেছে, এরূপ আশঙ্কা আছে কি"?

অ। "না থাকিবারও কোনও কারণ নাই।"

বীরেন্দ্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আহা! আমরা সভ্য রাজার সুশাসনে কি সুখে আছি! সময়ে

কি ঘোরতর অরাজকতার কার্য্য ঘটে না? এক জন কোনও এক অপরাধ করিলে দণ্ড পাইল। কুকাজ হইতে লোককে নিবৃত্ত করাই দণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু দণ্ডে কত লোক এবং কত পরিবার যে একেবারে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি কি কাহারও দৃষ্টিপাত আছে? আহা! আমরা যে কুক্ষণে একটি চিন্তাশীল প্রাণীকে একেবারে উৎসন্নের সোপানে আরোহণ করিতে দিই, পৃথিবীতে তদপেক্ষা অশুভক্ষণ আছে কি না বলিতে পারা যায় না।” পরে তিনি অতি মধুর স্বরে আবার বলিলেন, “ভাই আর না, তুমি অনেক ক্লেশ পাইয়াছ। আমি শুনিতেছি যে আমার পিতৃসিংহাসন সম্প্রতি শূন্য হইয়াছে, মন্ত্রী মহাশয় মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। যখন আমি পৈতৃক সিংহাসনে অধিরোহণ করিব, তখন যাহাতে তুমি দূরদেশে নির্ব্বিঘ্নে একটি ব্যবসায় করিতে পার, তাহার বিশেষ উপায় করিয়া দিব। আমার আশা হইতেছে, সেই দিন আগত প্রায়।”

তখন অভিরাম বিকৃত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “হাঁ তোমার [illegible] এই প্রকার উক্তিই বটে। কিন্তু কালের গতি অতি কুটিল,-সময় অতি পরিবর্ত্তনশীল। আমি এক্ষণে যার পর নাই কষ্ট পাইতেছি, কিন্তু তোমার সাহায্য ব্যতীত যে আর উন্নত হইতে পারিব না, তাহাও সম্ভব নয়।”

“ঈশ্বর করুন যে তাহাই হউক। কিন্তু ভাই তুমি নিশ্চয় জানিও, কখনও তোমার কোনও প্রকার উপকার করিতে আমি পরাঙ্মুখ হইব না।”

তখন অভিরাম গর্ব্বিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “পঞ্চতি পতি কি বীরেন্দ্র সিংহের প্রতিজ্ঞা-পালন করিবেন?”

বী। "পঞ্চতির অধিপতি স্বয়ং প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইতেছেন।"

অ। "মহাশয়! ক্ষমা করুন। আমি আপনার নূতন উপাধি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলাম।"

বী। "বন্ধুবর্গের নিকট আমার আর কোনও উপাধি নাই।"

অ। "আপনার এ প্রকার কথাপ্রণালী অধিক দিন থাকিবেক না। আমি মনোমধ্যে একটি নূতন বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ দেখুন, একটি দীন দরিদ্র অন্নবস্ত্রহীন শীতার্ত্ত ব্যক্তি স্বকীয় পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু পঞ্চতির নব ভূপতির আলয়ে মহা উৎসাহের সহিত সাহায্য প্রার্থনায় গমন করিতেছে। প্রতীহারদেশে উপস্থিত হইতে না হইতেই রক্ষিগণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং পরিশেষে সে যার পর নাই অপমানিত হইয়া গলদশ্রুলোচনে স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে প্রস্থান করিতেছে।"

"আমি জীবিত থাকিতে এ প্রকার কাজ কখনই হইতে পারিবে না।"

"আপনি কি জানেন না যে, সম্পৎ অনর্থের মূল। 'সম্পদঃ পদমাপদাম্'। আপনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, পারিষদগণ চাটুবাক্যে আপনার শ্রবণ-বিবর পরিতৃপ্ত করিবে, 'মহারাজ! মহারাজ!' ব্যতীত অন্য বাক্য আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না, তখন আপনি দরিদ্র-পালন প্রভৃতি সৎকার্য্যানুষ্ঠানের অবসরও পাইবেন না এবং অবসর পাইলেও তদ্রূপ প্রবৃত্তি থাকিবে না। নব নব বন্ধুবর্গে পরিবেষ্টিত হইলে কি এই পলায়িত বন্দীর কথা

আপনার স্মরণ থাকিবে? তখন আপনার পারিষদদলে প্রবিষ্ট হওয়া আমার পক্ষে আকাশকুসুমের ন্যায় এক প্রকার অসম্ভাবনীয় হইবে।”

বী। “তুমি এত অধীর হইতেছ কেন? তুমি কি রূপে এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিলে যে, আর কখনই তোমার সুখোদয় হইবেক না।”

অ। “অতীত বিষয়ই একেবারে আমার সকল আশার শেষ করিয়াছে। মহাশয়! ‘আত্মবৎ মন্যতে জগৎ’ এই প্রাচীন কথাটির বিলক্ষণ সার্থকতা আছে। আপনি লক্ষ্মীর বরপুত্র। দারিদ্র্য যে কাহাকে বলে কখনও জানিলেন না। আপনি যে সকলকেই সুখী মনে করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? যে এক বার সকল সুখে বঞ্চিত হইয়া সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতেছে, তাহার অবস্থা যে কত দূর শোচনীয়, তাহা, সে ব্যতীত অন্য কেহই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। আমার ক্লেশের একশেষ হইতেছে; এ জীবনে যে আর কখনও সুখ হইবে, তাহার আর কোনও প্রত্যাশা নাই।”

বী। “মনুষ্যের অদৃষ্টচক্র ভীষণ অন্ধতমসে সমাচ্ছাদিত। সেই চক্রের মর্ম্ম-ভেদ কেহই করিতে পারে না। যে দৈব-বিড়ম্বনায় তোমার এত দুর্গতি ঘটিয়াছে, মুহূর্ত্তমধ্যে আবার সেই দৈব তোমার প্রতি অনুকূল হইতে পারেন।”

বীরেন্দ্রের এই বাক্য শেষ হইতে না হইতেই, অভিরামের মুখমণ্ডল ভ্রূকুটীতে কুটিল হইয়া আসিল। তিনি আত্ম-গোপন করিতে অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনি বলিতে

লাগিলেন, "সকল সময়ে সদুপদেশ ভাল শুনায় না। যদি পঞ্চতির অধিপতির ন্যায় সুখশয্যায় কালহরণ এবং ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার সুযোগ থাকিত; তাহা হইলে, আমি অতি প্রফুল্লচিত্ত হইতে পারিতাম, সকলকে বলিতে পারিতাম—

"এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান।
সকল প্রকার সুখ করিতেছে দান॥"

তাহা হইলে আর কখনই বলিতাম না যে—

যাতনায় ব্যাকুলিত না পারি রহিতে।
ক্ষিতিত্যাগ অনুক্ষণ উপজিছে চিতে॥

তাহা হইলে আমি ঐশ্বর্য্য-শৈলের উচ্চ শিখরে উপবেশন করিয়া দীন দরিদ্র প্রতিবেশীদিগকে গম্ভীর স্বরে নানা প্রকার উৎসাহের কথা অক্লেশে বলিতে পারিতাম। মনুষ্যেরা দীর্ঘ বক্তৃতা করিবার সময় যাহা যাহা বলিয়া থাকেন, যদি তাহার শতাংশের এক অংশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত ক্লেশ ঘুচিয়া যাইত, তাহা হইলে আর মানবগণের সুখের ইয়ত্তা থাকিত না। কিন্তু আমার বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাই প্রতীতি হইতেছে, যে সম্পত্তি এইরূপ অসমভাগে বিভক্ত হইলে কখনই সুখের কারণ হইতে পারে না। এক ব্যক্তি অনর্থক অর্থনাশ করিবে, আর এক জন ক্ষুন্নিবারণ নিমিত্ত পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে। কোথাও বা এক ব্যক্তি একাকী দুর্গমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার অসংখ্য গৃহ জনমানবশূন্য; আবার কোথাও বা একখানি সামান্য কুটীরে অনেক লোক

একত্রে অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে। তুমি ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়াছ; ধন না থাকিলে যে কি দুর্গতি হইতে পারে, তাহা তোমার অনুভবশক্তির অতীত। তুমি সর্ব্বক্ষণ অশেষবিধ ভোগসুখে কালাতিপাত করিতেছ, 'তুমি সুখী হইবে' এ কথা লোককে বলা তোমার পক্ষে অতি সহজ। কিন্তু আমি স্বচক্ষে দরিদ্রের দুঃখ সন্দর্শন করিয়াছি এবং স্বয়ংও দারিদ্র্য দুঃখ বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি এবং যাবজ্জীবন বলিব যে ধনসম্পত্তি এই প্রকার অসম ভাগে বিভক্ত হওয়া যার পর নাই গর্হিত, ঘৃণিত ও জঘন্য ব্যাপার। স্বার্থপরতাই এই প্রথার মূল এবং মানব-হৃদয় যে কত দূর কলুষিত তাহা এই প্রথাই স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিতেছে।"

বীরেন্দ্র অতি শান্ত ভাবে উত্তর করিলেন,-"যে প্রথা পুরুষ-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহার সংশোধন অথবা সমূলে বিনাশ একপ্রকার অসম্ভব।"

"কেহ কখন কি চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে?"

"আমার ন্যায় অবস্থা তোমার হইলে, তোমার মতের কি কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না?"

"আমি ভাগ্যবান্ হইলে কখনই দাম্ভিক হইতাম না। আমি অত্যাচারে ক্লিষ্ট, দুঃখে জর্জ্জরিত এবং ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়াছি। মনের আবেগ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। ধনবান্ অথবা ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা চেষ্টা করিলে আমার ক্লেশ নিবারণ করিতে পারিতেন, তাঁহারা আমার কিছুই করেন নাই; আমি কেনই বা তাঁহাদের দোষ কীর্ত্তন না করিব? আপনিই বলুন দেখি, ক্ষমতাহীন বলিয়া কি আমার এবম্প্র-

কার অনিষ্টচেষ্টা। তাঁহাদের সঙ্গত কাজ! রাজবিচারে আমার দণ্ড হইল। রাজা প্রজার প্রভেদ কি? রাজা আমাকে দণ্ড দিলেন, কারণ আমার ক্ষমতা নাই, আমার বল নাই; আমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম না। আমি দেশান্তরিত হইলাম। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে বাধ্য হইলাম। আমি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিলাম; মানবজাতি স্বতন্ত্রেচ্ছু, ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিতে সমর্থ। আমি কোন্ কাজটি ইচ্ছানুসারে করিতে পারিলাম?”

এই বলিয়া অভিরাম আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু হইতে প্রবলবেগে বারিধারা বহিতে লাগিল।

অভিরামের এই প্রকার আক্ষেপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বীরেন্দ্র কিঞ্চিৎ কাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, অনন্তর বলিলেন, “ভাই! তোমার দুর্নিবার দুঃখপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া আমি তোমাকে সমধিক দয়ার পাত্র মনে করিয়াছি, অতএব তুমি যাহাই বল না কেন, আমি কিছুতেই ক্ষুব্ধ হইব না।”

অভিরাম নিস্তব্ধ থাকিবার লোক নহেন। তাঁহার ক্রোধানল একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, নয়ন রক্তবর্ণ হইল, মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, নাসাপ্রান্ত এবং অধরোষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, “তোমায় আর দয়া করিতে হইবে না”। তাঁহার এই শ্লেষ বীরেন্দ্রের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই, প্রবল বেগে বাত্যা উপস্থিত হইয়া একেবারে সেই বিভাবরীর নিস্তব্ধতা বিনাশ করিয়া দিল। উভয়ে বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়া বিষয়ান্তরে এত দূর অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে,

বৈশ গগন ঘনঘটায় সমাচ্ছাদিত হইয়া আসিতেছে, তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বাত্যা উপস্থিত হইলে, নৌকাও তাঁহাদের যত্ন ও পরিশ্রমের পক্ষপাতী না হইয়া ক্ষিপ্রপ্রায় বায়ুরাশির অনুগমন করিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া গেল।

অল্প ক্ষণ পরেই ঝড় থামিল। আরোহীদের মধ্যে কেহই নৌকায় নাই। দাসত্বশৃঙ্খল কেহই ভাল বাসে না। স্বাধীন হইলে নির্জীবের শরীরেও জীবনের প্রভা দৃষ্ট হয়। সেই নিশাকালে ঐ তরণী মনের সুখে কত কি করিতে লাগিলেন। তিনি এক বার নদীর এ কূলে এক বার ও কূলে যাইতে লাগিলেন; আবার মধ্যদেশে প্রবিষ্ট হইয়া জলরাশিকে মণ্ডলাকারে বিভাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আনন্দের পরিসীমা ছিল না। তিনি অতি হৃষ্ট মনে হেলিতে দুলিতে আর কত কি করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। আহা! কেহই যেন তাঁহার সুখের ব্যাঘাত না জন্মায়। ক্ষণমাত্র সুখ হইল তাহাতেই যেন তরণী একেবারে উন্মত্ত হইয়া গেলেন; প্রশান্তভাবে সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। সময়সুলভ দম্ভ আসিয়া জুটিল। অরে নির্ব্বোধ! তোমার কি হইতেছে, তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। এক বার বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, তোমার যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তুমি নৃত্য করিতে করিতে কোথায় যাইতেছ? অচিরে অনন্ত সাগরের গর্ভে প্রবিষ্ট হইলে তোমার এ সুখ কোথায় থাকিবে, এক বার ভাবিয়া দেখিলে না। অথবা তোমারই বা দোষ কি? তুমি নির্জীব কাষ্ঠখণ্ড বৈ ত নও! তোমার ত চিন্তা প্রভৃতি মনোবৃত্তি

কিছুই নাই। মানবজাতি তোমা অপেক্ষা কত গুণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াও যখন সময়ে সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া সর্ব্ব-নাশের সোপানে আরোহণ করে, তখন আর তোমাকে অনর্থক দোষী করিব কেন? এ জীবনে সুখ অতি দুর্লভ, সুখের সময়, পরে কি হইবে, ভাবিতে গেলে আর এ সুখ সুখ বলিয়া বোধ হয় না; এই জন্যই বুঝি মানবগণ সর্ব্বদা আত্মবিস্মৃত!

ঝড় থামিয়া গেলে দিঙ্মণ্ডল পরিষ্কার হইল। রাত্রি আর নাই, নক্ষত্রগণ নিষ্প্রভ, পূর্ব্ব দিক পরিষ্কার হইয়াছে, পশ্চিম দিক এখনও গভীর তমোরাশিতে সমাচ্ছাদিত। আরোহীদের এক জন কোথায় গেলেন? তিনি কি নিশ্চেষ্ট, নির্জীব হইয়া অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছেন? অন্য আরোহী অতি কষ্টে একখান ক্ষেপণী অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন বাঁচাইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। তীর পাইবামাত্রই তাঁহার মুখ অতি প্রফুল্ল হইল। ক্লেশ কিংবা হতাশতা কিছুরই চিহ্ন আর তাঁহার মুখমণ্ডলে লক্ষিত হইতেছে না। তিনি এক এক বার মন্দ মন্দ হাসিতেছেন এবং শিরঃকম্পন করিতেছেন। তিনি যে কত কি চিন্তা করিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার হাসি কেহই দেখিল না। আমরা যে, দিনের মধ্যে কত শত বার নির্জনে হাসিয়া থাকি, এবং কত সহস্র বার নীরবে কাঁদিয়া থাকি, তাহা কে দেখিয়া থাকে? তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত ক্লেশ সকলই দূর হইল, তাঁহার দাসত্ব উন্মোচন হইল, দুরপনেয় কলঙ্কও অন্তর্হিত হইল। তিনি আবার নূতন লোক নূতন বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নূতন জীবনে পদার্পণ করিলেন।

দ্বিতীয় স্তবক।

প্রাসাদে।

—∞—

বুদ্ধিবল সম বল নাহি ভূমণ্ডলে,
জয় লাভ করে লোক সদা বুদ্ধিবলে।
সুকৌশলে সুসজ্জিত হইয়াছি এবে,
কেহ মোরে প্রতারক জানিতে নারিবে॥

পঞ্চতীর ভূপাল স্বকীয় প্রধান সচিবের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। কুমার বীরেন্দ্রের অতি শৈশব অবস্থাতেই তিনি কালের করাল কবলে পতিত হন। ভূপতি, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কুমারকে সচিবের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। সেই অবধিই মন্ত্রিবর প্রকারান্তরে রাজা হইয়া উঠেন। তিনি অনেক কাল অবধি মন্ত্রীর কাজ করিয়াও প্রজামণ্ডলীর শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারেন নাই। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত, কেহই ভক্তি করিত না। তিনি প্রত্যেক বিষয়েই স্বীয় বুদ্ধিমত্তার অসাধারণ পরিচয় দিতেন, এবং কখনও কোনও কার্য্যে বিফলযত্ন হয়েন নাই। মৃত ভূপতির প্রতি প্রজামণ্ডীর অটল ভক্তি এবং প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার অবর্ত্তমানে সকলেই তাঁহার শিশুসন্তানের প্রতি

সাতিশয় অনুরক্ত হয়। প্রজাবর্গ বিপক্ষ হইলে রাজ্যপালন একপ্রকার বিড়ম্বনা; এজন্য মন্ত্রিবর স্বকীয় একমাত্র দুহিতা বিলাসবতীর সহিত রাজকুমারের পরিণয় প্রস্তাব প্রচার করত, প্রজামণ্ডলীকে বশীভূত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

আজ তাঁহার জীবনের শেষ দিন। তিনি সুকোমল পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া রত্নখচিত-পল্যঙ্কে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। মণিময় মুকুট শীর্ষদেশ উজ্জ্বল করিতেছে; রাজদণ্ড এবং রাজচ্ছত্র শয্যার এক পার্শ্বে রহিয়াছে। তদীয় শয়নগৃহে কয়েকটি মাত্র আলোক মন্দ মন্দ জ্বলিতেছে। যখন জীবন-আলোকই অন্তর্হিত, তখন সামান্য আলোক আর কিরূপে সেই গৃহের শোভা সম্পাদন করিবে? তিনি জীবদ্দশায় এক দিন ভ্রম ক্রমেও রাজচিহ্ন হইতে বিশ্লিষ্ট থাকিতেন না। কি সভামণ্ডলীতে, কি পরিবারবর্গ মধ্যে সকল সময়েই সকল স্থলেই স্বকীয় প্রাধান্যের পরিচয় দিতেন। এখনও রাজপরিচ্ছদে সুসজ্জিত। তাঁহার লোচনদ্বয় মুদ্রিত, শ্রবণযুগল শ্রবণে অশক্ত এবং অধরোষ্ঠ নিষ্কম্প হইলেও উহাদের প্রতিভা এখনও সম্পূর্ণ-রূপ তিরোহিত হয় নাই।

তিনি রাজ্যশাসন করিতেন, সকলে তাঁহাকে ভয় করিত। যাহাতে লোকের হৃদয় আকৃষ্ট হয়, যে কাজ করিলে মানবজাতি পরস্পর অনুরক্ত হয়, তাহাতে তিনি নিরন্তরই উদাসীন থাকিতেন। পরিবারবর্গ মধ্যেও ক্ষমতা প্রদর্শন ব্যতীত তিনি আর কিছুই করিতেন না। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে কেহই শোকাশ্রু বিসর্জন করে নাই। পৃথিবীতে

দুর্দ্দান্ত দস্যুর অভাব নাই। দস্যুর স্থান পূরণ হইতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না। তিনি থাকিতেও কেহ কোনও প্রকারে উপকৃত হয় নাই; তিনি না থাকিলেও কাহারও কোনও অপকার নাই। জগৎসম্বন্ধে তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন, জগৎও তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকিল।

পূর্ব্বে যাহারা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে সাহস করিত না, এখন তাহারাও নিঃশঙ্কচিত্তে এক দৃষ্টিতে নিশ্চেষ্ট, নির্নিমেষ এবং নিস্তব্ধ মন্ত্রীর প্রতি নেত্রপাত করিতে লাগিল। তদীয় ভাবের এই রূপ পরিবর্ত্তন দর্শনে অনেকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিল। মন্ত্রিপত্নী এবং বিলাসবতী অনেক ক্ষণই তৎসন্নিধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কি বিরলে রোদন করিতেছেন? কে বলিবে? অনেক সময়ে মনোবৃত্তিসকল সংসর্গ-দোষগুণে উত্তেজিত হইয়া থাকে। এত দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ নির্ম্মম নিষ্ঠুর দুরাচারের সহবাসে তাঁহাদের অন্তঃকরণের স্বাভাবিক কোমলতাও কিয়ৎপরিমাণে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিলাসবতী নিতান্ত অপরিণতাবস্থায় একটি টীয়া পাখী পুষিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে পাখীটির লালন পালন করিতেন এবং সর্ব্বদা তাহার নিকট থাকিতে ভাল বাসিতেন। পাখীটিও নিঃশঙ্কচিত্তে তদীয় হস্ত হইতে আহারাদি গ্রহণ করিত। কিছু দিন পরে পাখীটির মৃত্যু হয় এবং বিলাসবতী শোকে নিতান্ত অধীরা হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করেন। তনয়ার ক্রন্দন, রাজমন্ত্রীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি বিংশতি রৌপ্য মুদ্রা বিলাসবতীর হস্তে দিয়া বলিলেন,-"বিলাপ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ

কোন্ তেজস্বিনী রমণী শোকাকুলা হইয়া থাকেন? তুমি এই অর্থ দ্বারা আর একটি পাখী ক্রয় করিয়া পালন কর।” বিলাসবতী সময়ে সময়ে পিতার নিকট এবম্প্রকার সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতেন।

রাজপরিবারে বীরেন্দ্র ব্যতীত অন্য এক প্রাণীও জীবিত ছিলেন না। রাজ্যভার মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত হইলে, তিনি স্বকীয় আলয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্ত্রী ও কন্যা মাত্র সমভিব্যাহারে, রাজবাটীতেই অবস্থিতি করিতেন। সচরাচর হিন্দু-পরিবার, যেমন আত্মীয়, কুটুম্ব এবং বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া, অক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাঁহাদের সেরূপ সুবিধা ছিল না। তাঁহারা পরিচারকবর্গ ব্যতীত আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেও পাইতেন না। বিলাসবতী স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ অভিমানিনী, তাহাতে মন্ত্রিরাজের একমাত্র দুহিতা; সুতরাং কিঞ্চিৎ গর্ব্বিতা ছিলেন। তিনি পরিচারিকাবর্গের সহিত প্রয়োজন ব্যতীত আলাপও করিতেন না। প্রায়ই নির্জনে থাকিতেন এবং পিতার উপদেশ মনের সহিত পালন করিতেন। এই প্রকার কারাগার-বিশেষে বন্দী হইয়া, বিলাসবতী স্বকীয় হৃদয়ের কারুণ্যরসের সংবর্দ্ধন করিতে সুযোগ পান নাই; পরন্তু পিতৃ উপদেশ পরিপালনে উহাকে অনেক পরিমাণে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি যে পিতৃবিয়োগে অশ্রুবিসর্জ্জন করিবেন না, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

মন্ত্রিপত্নীর অবস্থা এত দূর শোচনীয় না হইলেও, তিনি ঘটনা বিশেষে পতিত হইয়া স্ত্রীহৃদয়ের ঋজুভাব অনেকাংশে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃভবনে থাকিবার

সময় অতি কোমলহৃদয়া ছিলেন; পতির আলয়ে আসিবার পর ক্ষণ হইতেই, স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য, তাঁহার অভিমত আচরণ শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ এক প্রকার অসম্ভব। তিনি মানিনী তনয়াকে ভয় করিতেন এবং কোনও বিষয়ে তাহার অনভিমতে কাজ করিতে সাহসী হইতেন না। স্বামীর বিয়োগে তিনি প্রকাশ্য রোদন করেন নাই বটে, কিন্তু নীরবে দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

মন্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রায় এক মাস কাল অতীত হইল, কিন্তু বীরেন্দ্র প্রত্যাগমন করিলেন না।

তাঁহাদের সম্পর্ক উঠিয়া গেল; এক্ষণে মন্ত্রিপত্নী ও বিলাসবতী আর কি বলিয়া রাজবাটীতে থাকিবেন। তাঁহারা পুরাতন বাটীতেই পুনর্গমনের মানস করিলেন। রাজসিংহাসন এখনও শূন্য রহিয়াছে। মন্ত্রিপত্নী কত প্রকারই বা কল্পনা করিতেছেন। তিনি আজ কাল করিয়া কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিপত্নী হইয়াও, তিনি রাজরাণীর ন্যায় জীবনাতিপাত করিয়াছেন; এক্ষণে এবম্প্রকার সুখ হইতে বঞ্চিত হওয়া সমধিক কষ্টকর। তিনি বীরেন্দ্রের স্বভাব জানিতেন এবং তাঁহাকে বিলক্ষণ ভাল বাসিতেন। বীরেন্দ্র বাটী আসিয়া বিলাসবতীর পরিণয়-পাশে বদ্ধ হইলে, আর তাঁহাকে রাজবাটী পরিত্যাগ করিতে হইবে না; তখন তিনি রাজমাতা হইবেন। এই সিদ্ধান্তই তাঁহার রাজবাটী পরিত্যাগ করণে বিলম্বের কারণ।

এক দিন সন্ধ্যার পর বিলাসবতী ও তাঁহার জননী, বাতায়নে উপবেশন করিয়া, নানারূপ কথাবার্ত্তায় সময়াতি-

পাত করিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে বীরেন্দ্রের নামের উল্লেখ হইলে, বিলাসবতী বলিয়া উঠিলেন,—"মা! এ কি আশ্চর্য্য! যে তিনি এত দিনেও বাটী আসিলেন না। অন্ততঃ চারি মাস গত হইল, পিতার পীড়ার সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।"

মা। "তিনি হয় ত কোনও সংবাদ পান নাই।"

বি। "তা হবে, কিন্তু আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, যে, তিনি বাটী হইতে যাওয়ার সময়ে বলিয়াছিলেন, উপযুক্ত সময় ব্যতীত বাটী আসিবেন না; এবং যাহাতে তিনি এ স্থলের সংবাদ সর্ব্বদা পান, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।"

মা। "বাছা! এও কি সম্ভব নয় যে তিনি এত দিন জীবিত নাই?"

বি। "না মা! তাহা হইলে কোনও না কোনও প্রকারে ও বিষয়ের সংবাদ পাইতাম। কুসংবাদ কখনও ছাপা থাকে না। তাঁহার সঙ্গে অনেক প্রকার প্রমাণ পত্র রহিয়াছে; তিনি যে পঞ্চতীর অধিপতির একমাত্র সন্তান, তাহা ঐ সমস্ত কাগজে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়া দিবে। এ প্রকার অবস্থায়, তাঁহার মৃত্যুবিষয় গুপ্ত থাকা এক প্রকার অসম্ভব। বিশেষতঃ, তিনি ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করারও লোক নন। তোমার কি স্মরণ হয় না, যে, যখন তিনি তোমার নিকট বিদায় লইতে আইসেন, তখন অতি গম্ভীর বাক্যে বলিয়াছিলেন যে শারীরিক পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ তিনি শ্লাঘার বিষয় মনে করেন। লোককে বিমোহিত করা সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার স্বভাবের বিপরীত। তিনি প্রজামণ্ডলীর অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। রাজধানীতে উপস্থিত থাকিলে.

পাছে প্রজাগণ আমার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে, এই আশঙ্কায় দেশপর্য্যটনচ্ছলে তিনি পঞ্চুতী পরিত্যাগ করেন। কিন্তু পিতার পীড়ার সংবাদ, এবং তৎপরে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ, সর্ব্বত্র ঘোষিত হইলেও, তিনি প্রত্যাগমন করিতেছেন না, ইহাতেই আমার সংশয় জন্মিতেছে!"

মন্ত্রিপত্নী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাজবাটী পরিত্যাগ করাই তাঁহার অন্যায় হইয়াছিল।"

বি। "হাঁ মা! স্বার্থসম্বন্ধে অন্যায় বটে। কিন্তু তাঁহার স্বভাব আমার পিতার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি অতি সুশীল ও শান্তপ্রকৃতি, অতি শৈশব অবস্থাতেই প্রজাগণের মন হরণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যে থাকিলে, আমার পিতা কি রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিতে পারিতেন? তিনি আমাদের সুখের জন্য, আত্মক্লেশের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন না, ইহা কি তাঁহার মহানুভাবতাগুণের প্রমাণ নয়?"

মা। "তোমার পিতা কিন্তু কখনও তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন নাই।"

বি। "তিনি বীরেন্দ্রকে ভয় করিতেন, ভক্তি করিতেন না।"

মা। "তুমি যে এত আগ্রহের সহিত বীরেন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করিতেছ, ইহাতে আমার বিস্ময় জন্মিতেছে!"

বি। "শৈশব কালে খেলা করিবার সময়, আমরা বিবাদ করিতাম বলিয়া বুঝি তুমি ঐরূপ মনে করিলে। কিন্তু মা, এক বার মনে করিয়া দেখ দেখি, কত দিন হইল তিনি পঞ্চুতী পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমি ভাল বাসি

মা সত্য; কিন্তু তাঁহার বিদেশ গমনের দিন হইতে, আমি তাঁহার গুণের পক্ষপাতিনী হইয়াছি, এবং তাঁহাকে ভক্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছি।"

মা। "এত দিনে হয় ত তাঁহার স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

বি। "তাহার আর কোনও সংশয় নাই। তিনি, বাটী হইতে গমনকালে, অতি শিশু ছিলেন এবং প্রায় আট বৎসর হইল, বিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার স্বভাব ও চরিত্র যে পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে আমার বিলক্ষণ সংশয় জন্মিয়াছে।"

মা। "কেন?"

বি। "তিনি এত দীর্ঘ কাল নানাপ্রকার লোকের সহিত আলাপ ও সংসর্গ করিতেছেন। সৎসংসর্গ অতি বিরল এবং অসৎসংসর্গের আধিপত্য সমধিক প্রবল। সুতরাং সংসর্গ-দোষে তিনি যে যার পর নাই বিভিন্ন প্রকৃতির লোক হইয়া বাটী আসিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি?"

মা। "বীরেন্দ্র তত খারাপ হইবার লোক নয়।"

বি। "সতত সৎসংসর্গে থাকিলে, তাঁহার চরিত্র কলুষিত না হইতে পারিত। কিন্তু সৎসংসর্গ নিতান্ত সুলভ নহে। বুদ্ধিবৃত্তি পরিপক্ক হওয়ার পূর্ব্বেই, বীরেন্দ্র বাটী পরিত্যাগ করেন। অজ্ঞ এবং অসৎপ্রকৃতি লোকের সংসর্গে পতিত হওয়াই তাঁহার পক্ষে সম্ভব; এবং ঐরূপ সংসর্গে পড়িয়া চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখা সহজ নহে। গন্ধক সংযোগে নিষ্কলঙ্ক রজতের জ্যোতিও নিতান্ত মলিন হইয়া যায়।"

তখন মন্ত্রিপত্নী বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন, "তুমি যে

রূপ মনে করিতেছ, বীরেন্দ্রের চরিত্র তত দূর দূষিত হইলে অত্যন্ত কষ্টকর হইবে; কারণ অসচ্চরিত্রের হস্তে সমগ্র রাজ্যভার এবং একটি পরিবারের মান সম্ভ্রম রক্ষার ভার পতিত হওয়া যার পর নাই পরিতাপের বিষয়।"

বি। "তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি হইবে? বীরেন্দ্র ত তোমার পুত্র নয়। ভবিষ্যতে বীরেন্দ্রের সংসর্গে থাকিতে, কেহই আর আমাদিগকে অনুরোধ করিতে পারিবে না।"

মা। "রাজপরিবারের সহিত সম্বন্ধ না রাখা কি যুক্তি-সিদ্ধ?"

বি। "কেন নয়? রাজ্যভোগে আমাদের কি প্রয়োজন?"

এইরূপ কথোপকথনের পর উভয়েই ক্ষণ কাল নীরব রহিলেন। এই সময়ে মনুষ্যের পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া, উভয়েই চকিতের ন্যায় সেই দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে, দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদেরই পরিচারিকা আসিতেছে। দাসী যথাবিহিত অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল, "মা! বীরেন্দ্র নামক এক ব্যক্তি, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছে। সে ব্যক্তি বলিল, তোমাদের কর্ত্রী-ঠাকুরাণীকে আমার নাম বলিলে, তিনি অবশ্যই আমাকে যাইতে বলিবেন।"

দাসীর কথা শ্রবণমাত্রেই উভয়ের মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল; উভয়েই উভয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। মন্ত্রিপত্নী বিলাসবতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কি বল, তাঁর এক বার এখানে আসা ভাল নয় কি?"

বি। "আমি জানি না। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।"

মা। "তোমার ত কোনও আপত্তি নাই?"

বি। "আমি কেনই বা আপত্তি করিব?" (দাসীর প্রতি) "তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।"

দাসী আজ্ঞা পাইয়া চলিয়া গেলে, মাতা ও কন্যা উভয়েই অতিশয় চঞ্চল হইলেন এবং তাঁহাদের ধমনীতে রক্তের গতি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর পরিচারিকা, সেই আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া, তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, উভয়েই নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। মন্ত্রিপত্নীর মুখমণ্ডলে অনির্ব্বচনীয় প্রভা প্রকাশ পাইতেছিল; তিনি বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া স্থির দৃষ্টিতে রহিয়াছিলেন। বিলাসবতীর মুখমণ্ডল গম্ভীর; তিনি স্থির চিত্তে আগন্তুককে বিশেষ করিয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার তৎকালের ভাবভঙ্গী দেখিলে বোধ হয়, যেন তাঁহার হৃদয়ে কোনও এক প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছিল। আগন্তুক তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, যথাবিহিত রূপে অভিবাদন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইল, যেন তাঁহার চিত্ত সুস্থির নয়; তিনি কোনও গুরুতর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। মন্ত্রিপত্নী আশীর্ব্বাদ করিলেন না, স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন না এবং উপবেশন করিতেও অনুরোধ করিলেন না।

অভ্যর্থনার শিথিলতায় এবং বিলাসবতীর স্থির দৃষ্টিক্ষেপে, আগন্তুক অতিমাত্র সন্ত্রস্ত ও কুণ্ঠিত হইলেন; অনন্তর ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কেন, আমি ত দাসীর দ্বারা আমার নাম বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম।"

বিলাসবতী নিরস্ত থাকিবার লোক নন; তিনি অসঙ্কুচিত

চিত্তে সদর্পে বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়! আপনি আমাকে নিঃসংশয় অতি মুখরা মনে করিবেন; কিন্তু বলিতে কি, ইতিপূর্ব্বে যে আপনাকে কখনও দেখিয়াছি, আমার এমন স্মরণ হয় না। আমাদের রাজকুমারের নাম বীরেন্দ্র; দুই এক দিন মধ্যেই, তাঁহার গৃহে প্রত্যাগমনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আপনার নামও বীরেন্দ্র হওয়ায়, আমরা না জানিয়া আপনাকে আসিতে বলিয়াছি। কিন্তু আপনি, অজ্ঞাত-কুলশীল হইয়াও, যে এমন সময়ে এমন স্থলে আসিয়াছেন, তাহাতেই আমি বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছি!"

এই প্রকার অভ্যর্থনায় আগন্তুক উত্তেজিত হইয়াছিলেন এবং ঈষৎ কম্পিতও হইতেছিলেন; কিন্তু তিনি মৃদু স্বরে বলিলেন, "তোমরা যে আমাকে অপরিচিত মনে করিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না।"

বিলাসবতী, ভ্রূভঙ্গী দ্বারা তাঁহাকে তর্জ্জন করিয়া, বিদ্রূপ করিতে করিতে বলিলেন, "মহাশয়! যাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, তাঁহাকে কি রূপে পরিচিত মনে করিব।"

মন্ত্রিপত্নী এ পর্য্যন্ত কিছুই বলেন নাই। তিনি, আর নিস্তব্ধ না থাকিয়া, আস্তে আস্তে তনয়াকে বলিলেন, "বাছা! এত উতলা হওয়া উচিত নয়। আগে আমাদের বিশেষ করিয়া জানা উচিত, এ ব্যক্তি কে?"

বিলাসবতী বলিলেন, "তাই ত মা! আমি ত উহাই জানিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি।" পরে আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করুন।"

আগন্তুক অতি প্রশান্ত চিত্তে বলিলেন, "যখন প্রত্যক্ষ

দর্শনেও তোমাদের প্রতীতি জন্মিতেছে না, তখন আর পরিচয়ে কি প্রয়োজন ?"

বি। "মহাশয় কোন্ কালে স্ত্রীলোকের এত দূর সূক্ষ্ম দর্শন জন্মিয়া থাকে ?"

আগন্তুক এ পর্য্যন্তও উপবেশন করিতে আসন প্রাপ্ত হন নাই। মন্ত্রিপত্নী, স্বীয় তনয়ার বাক্‌চাতুর্য্যে সমধিক আনন্দিত হইয়া, স্বয়ং কিছুই বলিলেন না। বিলাসবতীও তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করেন নাই, পরন্তু তিনি দণ্ডায়মান থাকায়, তদীয় আপাদমস্তক অতি সাবধানে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। আগন্তুক, উপায়ান্তর না দেখিয়া, মন্ত্রিপত্নীর হস্তে কয়েক খান কাগজ ন্যস্ত করিয়া, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আপনি আমাকে নাই বা চিনিতে পারুন কিন্তু এই অব্যর্থ নিদর্শন দেখুন।"

মন্ত্রিপত্নী পড়িতে জানিতেন না। তাঁহার কন্যা, সমধিক ব্যগ্রতার সহিত মাতার হস্ত হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক, অতি প্রশান্ত ভাবে এবং মনোনিবেশ পূর্ব্বক এক এক খান করিয়া সকল গুলিরই মর্ম্ম অবগত হইলেন। আগন্তুক অনেক ক্ষণ দণ্ডায়মান ছিলেন, তজ্জন্য কষ্টও হইতেছিল, সুতরাং আর সেভাবে থাকিতে না পারিয়া, তাঁহাদের অনুমতি অপেক্ষা না করিয়াই, নিকটস্থ আসনে উপবেশন করিলেন। বিলাসবতী পাঠ সমাপনান্তে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি যে পঞ্চতীর নব ভূপতি, এই কি তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ ?"

এই শ্লেষসূচক বাক্য শ্রবণে, আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া, আগন্তুক বলিলেন, "এখনও আমাকে অনাদর করিতে

কি তোমার লজ্জা ও শঙ্কা হইতেছে না?" তিনি আবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ইহা ব্যতীত আরও অনেক প্রমাণ আছে। আমি কি করিতে পারি, অতঃপর স্বয়ংই প্রত্যক্ষ করিবে। আমি মন্ত্রিপত্নীকে মাতৃস্বরূপ জ্ঞান করিতাম, তাঁহাকে অভিবাদন করিতে আসিলে যে প্রমাণ আবশ্যক হইবে, ইতিপূর্ব্বে আমার সে বোধ ছিল না।"

মন্ত্রিপত্নী। "তুমিই কি সেই বীরেন্দ্র?"

বি। "মা! ইনি যে প্রকৃত বীরেন্দ্র নন, তাহা কি এখনও তোমার মনে লইতেছে না?"

মা। "না বাছা! আট বৎসরে অনেক পরিবর্ত্ত হইতে পারে।"

আ। "কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমার প্রতি বিলাস-বতীর বিদ্বেষভাব এখনও পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। অপর লোকে শুনিলে নিশ্চয়ই বলিবে, আমরা আবার আমাদের সেই বাল্যবিবাদের পুনরুদ্বোধন আরম্ভ করিলাম।"

এই কথায় বিলাসবতী অন্তরে ব্যথা পাইলেন, তিনি অতি শান্ত ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "বল দেখি আমাদের শেষ বিবাদ কোন্ স্থলে, কোন্ সময়ে এবং কোন্ বিষয় উপলক্ষে হইয়াছিল?"

আ। "আজ আট বৎসর গত হইল, তোমার সঙ্গে আমার শেষ বিবাদ হয়। তোমার প্রশ্ন শ্রবণে সকল কথা একেবারে আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। কেহ যেন আমার অন্ধকারাবৃত মানসনেত্রে প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। যে দিন আমি বাটী হইতে যাত্রা করি, সেই দিন তোমার জননীর নিকট বিদায় লইয়া যেমন বহির্দ্দেশে যাইতেছিলাম,

অমনি দেখিলাম, তুমি একাকিনী কুসুমকাননে একটি সূর্য্যমুখী ফুল হস্তে করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ। তখন, তুমি দশমবর্ষীয়া বালিকা, আমিও অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলাম। একখানি ঢাকাই সাড়ী তোমার পরিধান ছিল; হস্তে বলয়, কর্ণে কুণ্ডল, এবং কণ্ঠে কণ্ঠমালা ব্যতীত অন্য কোন আভরণ তোমার সুচিক্কণ অঙ্গের শোভা সম্পাদন করে নাই। তোমাকে তদবস্থায় অবলোকন করিয়া আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাই এবং আস্তে আস্তে তোমার পার্শ্বে গমন পূর্ব্বক, তোমার পাণিগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করি। তুমি অতি প্রগল্‌ভতার সহিত বলিয়া উঠিলে 'রাজকুমারী কখনও সামান্য ভিক্ষোপজীবী ব্যক্তির সহিত পরিণয় পাশে বদ্ধ হইবে না।' তখন আমি গর্ব্বিত ভাবে বলিলাম, বীরেন্দ্র পঙ্কতীর একমাত্র অধীশ্বর না হইলে, এ বাটীতে আর কখনও পদার্পণ করিবেন না; তাহাতে তুমিও বলিয়াছিলে, 'বিলাসবতী কখনই আত্মবিস্মৃত হইবে না'। তোমার এবম্প্রকার সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলাম, বিলাসবতি! তুমি প্রকৃতই তোমার জনকের অনুকৃতি। এই বলিয়া অচিরে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করি। এখন দেখিতেছি যে যৌবনসুলভ দম্ভ বাল্য বয়সেই তোমাতে সঞ্জাত হইয়াছিল। মনে করিয়া দেখ দেখি আমার এই কথা ঠিক হইতেছে কি না?"

বিলাসবতী মৌনাবলম্বিনী হইলেন আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না।

তখন সেই আগন্তুক মন্ত্রিপত্নীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "জননি! আপনি আমার প্রতি সাতিশয় সদয়া

ছিলেন। প্রস্থান কালে আপনি আমাকে কেবল আশীর্ব্বাদ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই।” অনন্তর, একটি মুদ্রাকোষ তাঁহার হস্তের দিকে প্রসারণ করিয়া, বলিলেন, “দেখুন দেখি, এইটি আপনি মুদ্রাপূর্ণ করিয়া আমাকে পাথেয়স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন কি না? এইটি অনেক দিন রিক্ত হইয়াছে এবং সেই জন্যই বোধ হয় নানা সঙ্কটে পড়িয়াও আমি ইহা হইতে বিশ্লিষ্ট হই নাই।”

তদীয় বাক্য সমাপ্তির পর, মন্ত্রিপত্নী তাঁহাকে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বভা[illegible] কোমল হৃদয় অধিকতর কোমল হইয়া উঠিল; তখন [illegible] অতি যত্ন সহকারে তাঁহার জলযোগের আয়োজন করিয়া [illegible]লেন।

আগন্তুক, পদাবনত হইয়া, অশ্রুজলে মন্ত্রিপ[illegible]র পাদ ধৌত করিয়া, অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, “জননি [illegible]শৈশবে মাতৃবিয়োগক্লেশ আপনার স্নেহেই বিস্মৃত হই[illegible]লাম। আপনি যে আমার প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবেন [illegible], তাহা আমার পূর্ব্বাবধিই প্রতীতি ছিল।”

ম। “সম্যক বিচার না করিয়া, ঐরূপ ব্যবহার আমাদের অনুচিতই হইয়াছিল। কিন্তু কালসহকারে তোমার কলেবরে অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে, আর ধূর্ত্তেরা নানা প্রকার ছল করিয়া লোককে প্রতারিত করে বলিয়াই আমরা কিঞ্চিৎ সতর্ক হইয়া ছিলাম।”

এ। “বাছা বিলাস! এ ব্যক্তি আমাদের সেই রাজকুমার, [illegible]তাহার সন্দেহ নাই।”

[illegible] বি। “তুমি চিনিতে পারিলেই হইল। ইনি বলিতে-[illegible]ছেন, ইঁহার প্রচুর প্রমাণ আছে; তবে ইনি অমাত্যবর্গ

ও প্রজামণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করিয়া সুখে রাজ্য করুন। ইনি প্রকৃত বীরেন্দ্র হউন আর না হউন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই।”

আ। “তোমার কথা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে।”

বি। “কেন?”

আ। “বাটী প্রত্যাগমন করিলে, তোমাদের সম্বন্ধে যে কোনও রূপ পরিবর্ত্ত ঘটিবে, আমি তাহা এক বারও ভাবি নাই; মনে করিয়াছিলাম, যে, ইনি প্রকৃত পক্ষেই আমার জননীস্থানীয় হইবেন।”

চতুরা বিলাসবতী এখনও নিজমূর্ত্তি পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি বলিলেন, “এতে তোমার স্ত্রী রাজি হইবেন কেন?”

আ। “আমার স্ত্রী!”

বি। “এত দিনেও নয়? এ দিকে ত—”

আ। “সময়ে সকলই হইবে। যিনি আজ অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সেই অভাব পূরণের জন্য অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি কি এখনও স্বীয় কঠোর ভাব পরিত্যাগ করিবেন না? জননী কি এখনও আমাকে একাকী এই অবস্থায় রাখিয়া প্রস্থান করিবেন? আমার এত ক্লেশেও কি তাঁহার দয়ার উদ্রেক হয় নাই? একাকী এই সুখদ গৃহে অবস্থান করা অপেক্ষা, বনচরের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করা, আমি সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর মনে করি।”

ম। “বৎস! আর দুঃখ করিও না। যত দিন বলিবে,

আমি এখানে থাকিব। ইহাতে বোধ হয়, আমার বিশ্বাসের অবধি নাই।"

বি। "সম্পূর্ণ আছে।"

আ। "এ বিষয়ের নির্দ্ধারণে এখন আর প্রয়োজন নাই। সময়ে অবশ্যই তুমি আর এক প্রকার হইবে।"

বি। "কখনই না।"

ম। "হাঁ বাছা! তোমার অভিসন্ধি আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

বি। "সে কেবল আমার অদৃষ্টের দোষ। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, ইহার পরিণামে কি হইবে, কিছুই বলিতে পারা যায় না। আমরা স্ত্রীলোক বই ত নই; যখন কিছুই নির্দ্ধারিত হইতেছে না, তখন বাবার প্রধান আত্মীয় মুকুন্দ-রাম ঠাকুরকে আনানই উচিত।"

মুকুন্দরাম ঐ পরিবারে অনেক দিন অবধি কাজ করেন। তিনি পঞ্চতীর অধিপতির এবং তৎপরে মন্ত্রী ম[illegible]শয়েরও বিশ্বাসভাজন ও স্নেহপাত্র হইয়াছিলেন। [illegible]ন অতি সজ্জন, চতুর ও বুদ্ধিমান; সুতরাং তৎকর্ত্তৃক আগন্তুক নিঃসন্দেহ প্রতারক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবেন, বিলাসবতীর এই সিদ্ধান্ত স্থির হওয়ায়, তিনি কিঞ্চিৎ প্রফুল্লও হইয়াছিলেন, কিন্তু বৈদেশিক ঐ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করায় আবার বিস্মিত হইলেন।

বিলাসবতী এক খণ্ড লিপিতে সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া, অবিলম্বে মুকুন্দরামের বাটীতে প্রতীহারীকে ঐ লিপি সহিত প্রেরণ করিলেন। আগন্তুকও, ইত্যবসরে বিলক্ষণ রূপে জলযোগ করিয়া, ভাবী সংগ্রামে জয়লাভের আশয়ে,

প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। তিনি, মন্ত্রিপত্নীর অনুমতি লইয়া, সেই পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নূতন পরিধেয় পরিধান করিলে, বীরেন্দ্র না হউন, কিন্তু তিনি যে কোনও এক উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কাহারও কোনও সন্দেহ রহিল না। গর্ব্বিতা বিলাসবতীও অনেক পরিমাণে নরম হইয়া আসিলেন।

পত্র প্রাপ্তি মাত্র মুকুন্দরাম, আগন্তুককে ছদ্মবেশী প্রতারক নির্দ্দেশ করিবেন বলিয়া, অত্যন্ত উৎসাহের সহিত আসিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনি, অভ্যাগতের প্রতি প্রথমে মহাশয় মহাশয় তৎপরে মহারাজ মহারাজ শব্দ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দরাম, নানা প্রকার কূট প্রশ্ন করিয়া তাহার যথাযথ প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হওয়ায়, একেবারে নিঃশংসয়ে বলিয়া উঠিলেন, "ইনিই আমাদের সেই যুবরাজ।"

বিলাসবতী তখন আর প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না, কিন্তু বিরলে মাতার নিকট বলিলেন, "মা! যাহাই হউক না কেন, আট বৎসর পূর্ব্বে বীরেন্দ্র যে প্রকার ছিলেন, তাহার সহিত এ ব্যক্তির কোনও সৌসাদৃশ্য নাই।"

ম। "তা বাছা, কিরূপেই বা থাকিবে? তুমি উঁহার মুখমণ্ডলে কি দেখিতেছ?"

অনেক পাঠক, হয় ত, মনে করিবেন, বিলাসবতী যথাযোগ্য ভাবে চিত্রিত হয়েন নাই। তাঁহারা বলিতে পারেন, কোন্ কুলকামিনী অপরিচিত পুরুষের সহিত এত প্রগল্ভ ভাবে তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন? অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষের সহিত আলাপ কালে, স্ত্রীজাতিসুলভ নম্রতা, ঋজুতা ও

শালীনতা কোথায় গেল? কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, যে প্রয়োজন ঘটিলে কোনও কালে শিষ্টাচারের অপেক্ষা থাকে না। বিশেষতঃ, এতদ্দেশীয় কামিনীরা যে অতি ধীরপ্রকৃতি এবং পুরুষ দেখিলেই যে লজ্জা ও ভয়ে একান্ত অভিভূতা হয়েন, শৈশবাবধি পুরুষ সমাজের সহিত সংস্রব না রাখা ও বাক্যালাপ করিবার সুবিধা না পাওয়াই তাহার একমাত্র কারণ। বিলাসবতী স্বভাবতঃ সাতিশয় প্রগল্ভা ছিলেন। তিনি মন্ত্রিরাজের একমাত্র দুহিতা এবং তাঁহারই নিদেশ-পরম্পরা কায়মনোবাক্যে পালন করিতেন [illegible]মন কি, সময়ে সময়ে সভামণ্ডলীতে উপস্থিত হইয়া, রা[illegible]পুরুষগণ এবং অপরাপর অভ্যাগত ব্যক্তিবৃন্দের সহিত অ[illegible]চত চিত্তে কথোপকথন করিতে কোনও প্রকারে নিরুদ্ধ [illegible]তেন না। সুতরাং তিনি শৈশবাবধি যাহাই করিয়া [illegible]সিতেছেন এখনও তাহাই করিলেন। বিলাসবতীর অ[illegible]র ন্যায় অবস্থায় পড়িলে, চতুরা পাঠিকারা কি করেন, [illegible]হা কেবল তাঁহারাই বলিতে পারেন। তাঁহাদের দুর[illegible]ঞয় চরিত্রে প্রবেশ করে কার সাধ্য? ফলতঃ বিলাসবতী আগন্তুকের সহিত যে প্রকার বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত রূপে প্রকটিত হইয়াছে।

তৃতীয় স্তবক।

তরঙ্গিণীতটে

"ভুয়সা জীবিধর্ম্ম এব যদ্রসময়ী কস্যচিৎ কচিৎপ্রীতিঃ যত্র লৌকিকানাং ব্যাহারঃ তারামৈত্রকং চক্ষুরাগ ইতি তমপ্রতিসংখ্যেয়মনিবন্ধনং প্রেমাণমামনন্তি।"

ভবভুতি।

রাত্রি অতি স্নিগ্ধকারিণী ও বিরামদায়িনী। রাত্রিকালে শ্রমোপজীবী মানবগণ, সুষুপ্তিসম্ভূত আনন্দ সম্ভোগ করত, দিবাভাগের শ্রমজনিত ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া, আবার নূতন দিনে নূতন পরিশ্রমে নিযুক্ত হয়। পক্ষিগণও বিরামার্থ স্ব স্ব কুলায়ে গমন করে। জগৎ নিস্তব্ধ। বোধ হয়, যেন আনন্দ মূর্ত্তিমান হইয়াই রাজ্য করিতেছেন। সকলেই কি রজনীর আরাম লাভে সমর্থ? উদ্বেগ, নিদ্রাকে একেবারে তিরোহিত করিয়া দেয়। যাঁহার হৃদয় চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত, তিনি রাত্রিকালে সমধিক কাতর হন; সুখময়ী শর্ব্বরী তাঁহার পক্ষে দুঃখময়ী হইয়া উঠে। কি আশ্চর্য্য! এক বস্তু একের নিকট অতীব রমণীয়, কিন্তু অপরের নিকট মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা দায়ক। এক জন বিশ্রাম জন্য, অপর জন দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য, নিশার অনুগত। কেহ বিপৎপাত

ভয়ে রাত্রির আগমনে সাতিশয় সন্ত্রস্ত হইতেছে; কেহ বা অভিলষিত বিষয়ের ফলভোগ করিবে বলিয়া অতি আগ্রহ সহকারে রাত্রির প্রতীক্ষা করিতেছে। যে ব্যক্তি আজ রাত্রির আগমনাকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, হয় ত, তিনিই আবার কাল রাত্রির আগমনে সমধিক ভীত হইবেন। কেহ বা কায়-মনোবাক্যে ঈশ্বর সমীপে নিশাবসান প্রার্থনা করিতেছেন; কেহ বা আবার তদ্বিপরীত কামনায় অভীষ্ট দেবের অর্চ্চনায় নিযুক্ত আছেন। দস্যুগণ কি বিশ্রাম সুখলাভের জন্য নিশার আগমন কামনা করে? অর্থপিশাচ ব্যয়কুণ্ঠেরা কি কখনও সুষুপ্তি সম্ভোগ করিয়া থাকে? রাজাজ্ঞায় নিশাবসানে যাহার প্রাণদণ্ড হইবে, সে কি কখনও যামিনীর অবসানের আকাঙ্ক্ষী? আবার যে যুবক যুবতীর নিশাবসানেই শুভ পরিণয়, সেই রাত্রি কি তাঁহাদের নিকট ক্লেশকর নয়?

ভ্রমপূর্ণ মানবমণ্ডলী যে চিরকাল অব্যবস্থচিত্ত থাকিবে, এবং তাহাদের মধ্যে যে পরস্পর মতামত সম্বন্ধে অনৈক্য রহিয়া যাইবে, এই কি তাহার একটি সুন্দর স্থল নয়?

যে ঘোর বিভাবরীতে, বীরেন্দ্র এবং অভিরাম নৌকা-রোহণে নদীগর্ভে বাত্যাভিহত হইতেছিলেন, তখন যে কোথায় কি হইতেছিল কে বলিবে? কি ও! ও দিকে এত কলরব হইতেছে কেন? এখনও ত প্রভাত হয় নাই। ইহার মধ্যেই কি মৃগয়াব্যাসক্ত ব্যাধেরা পশু বিনাশার্থে আগমন করিয়াছে? অশ্ব, গর্দ্দভ, কুক্কুর প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু-গণেরও ত বিলক্ষণ কোলাহল শ্রবণগোচর হইতেছে। এ ত বিবাদ নয়; তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে বামাগণ এবং বালক বালিকাই বা থাকিবে কেন? ইহারা দিননাথের আগমন

ভয়েই কি ভীত হইয়া দল বলে বিজন বনে প্রবেশ করিতেছে? ইহারাই বুঝি সেই শক্তিভক্ত সংস্য সম্প্রদায়! ইহারাই বুঝি নরবলি দ্বারা করালবদনা কালীর উপাসনা করে! পরস্ব লুণ্ঠন, তদভাবে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যই, বুঝি ইহাদের উপজীবিকা। ঐ সম্প্রদায়ের প্রধানা এক বর্ষীয়সী নারী। শরীরে রূপ লাবণ্য কিছুই নাই। মুখ দেখিলেই অতি কর্কশা বলিয়া বোধ হয়। কেশপাশ আলুলায়িত, কর্ণমূলে এবং কেশদামে বনপুষ্প দুলিতেছে এবং নিতম্বে পত্রশ্রেণী মেখলার শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

ঐ আকৃতি সন্দর্শন করিলে, ভয় ব্যতীত, অন্য কোনও মনোবৃত্তি উত্তেজিত হয় না। বৃদ্ধা স্বগণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, আত্মগৌরব প্রকাশ পূর্ব্বক, সকলকে বলিতে লাগিল; সকলেই নীরবে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিল।

তাহার বাক্যাবলী হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বাহির হইতে লাগিল; চক্ষু যেন একেবারে জ্বলিয়া উঠিল এবং নাসিকাগ্র ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। সে বলিল, "কি আপদ! কোথাও ত আমাদের নিরাপদ নাই। আমরা যেখানে যাইব, সেখানেই আমাদের সর্ব্বনাশের জন্য লোক প্রধাবিত হইবে। আমরা পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তবে পৃথিবীর উপস্বত্ব কেনই বা ভোগ না করিব? আমরা সংস্য সম্প্রদায়, লুট আমাদের ব্যবসায়; তাতেই কি আমাদের প্রতি তাদের এত আক্রোশ! আমরা লুট করি কেন? উদর পূরণের জন্য বই ত নয়। ক্ষমতা আছে, সুতরাং তাহারা সুযোগ পাইলে আমাদিগকে বান্ধিয়া লইয়া যায়। আমরা

ক্ষমতা হীন ; সুতরাং পলাইয়া বেড়াই। তাহারা বলপ্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে তাড়াইয়া দেয় ও অশ্ব প্রভৃতি হরণ করে ; আমাদের বল নাই, সুতরাং আমরা গোপনে অন্যের দ্রব্য অপহরণ করি। হাঁ বাছা! জরমানিরা! দেখ, বাস করিব বলিয়া গুপ্ত বনেও একটু স্থান নির্দ্দেশ করিলে, তাদের চক্ষু টাটাইবে এও কি অন্যায় নয়?”

“হাঁ মা!” এই দুটি কথা উচ্চারিত হইলে পর, দীর্ঘায়তন বিশিষ্ট গাঢ় কৃষ্ণবর্ণা একটি রমণীমূর্ত্তি, সহসা উত্থিত হইয়া সেই বর্ষীয়সীর প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করত, বলিয়া উঠিলেন, “হ্যাঁ গা! আমার রজমন্ কোথায়?” সেই মূর্ত্তির নয়ন অতিশয় রক্তবর্ণ থাকায় তখন হঠাৎ বোধ হইল, যেন, মেঘের কোলে নিশ্চলা বিজলি খেলা করিল।

“আমি জানি না। এই মাত্র ত সে এখানে ছিল।”

জ। “হয় ত স্রোতের ধারে গিয়াছে। সে নদীর কল কল শব্দ শুনিতে এবং বালুকাকণা গুণিতে বড় ভাল বাসে। বালি ও জলের ঢেউ রজমনের সঙ্গে কথা কহিয়া থাকে!”

“দূর পাগলি! বালি আর ঢেউ কি কখন কথা কয়?”

জ। “মা! তুই জানিস্ নে। তারা রজমনের সঙ্গে কথা কয়, রজমন্ও তাদের সঙ্গে কথা কয়।”

মা। “সে পাগল।”

জ। “তবুও আমার চাইতে অনেক বুদ্ধিমান।”

মা। “তুই হলি কি? জিম্মা আবার আজ্ কাল্ আমার কাছে তোর অনেক নিন্দা করিয়া থাকে।”

জ। “তাতে আমার কি হবে?”

বৃদ্ধা তখন ক্ষণ কাল পর্য্যন্ত, তনয়ার প্রতি তীব্র দৃষ্টি-

পাত করিয়া, সহসা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

জয়মানিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, কাষ্ঠখণ্ড আহরণ পূর্ব্বক, অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে আরম্ভ করিলেন। কাষ্ঠ নীরস নয়, নীহার বিন্দুতে সম্পূর্ণ রূপ আর্দ্র হওয়ায় সহজে জ্বলিয়া উঠে নাই; জয়মানিয়াকে যার পর নাই আয়াস ও প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। নিশা জাগরণে লোহিত চক্ষু আরও লোহিত হইয়া উঠিল। প্রাতঃকালীন তুষাররাশিও সেই ললনার উজ্জ্বল আভা মলিন করিতে পারে নাই। জয়মানিয়া নিরাভরণা; তাঁহার কেশপাশ আলুলায়িত এবং পাদদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান; কেবল দুই একটি লাল এবং শ্বেত বন ফুল সেই কৃষ্ণ বর্ণ শরীরের সমধিক শোভা সম্পাদন করিতেছিল। তদীয় শিরস্থ শ্বেত-কুসুম নীলাকাশে শশিকলার সুকুমার কান্তি প্রকাশ করিতেছিল। তাঁহার তাৎকালিক আরক্ত নয়ন দেখিলেই বোধ হয়, যেন, তদভ্যন্তরে স্বজাতিসুলভ নির্ভীকতা বিরাজমান; কিন্তু স্ত্রীজাতিসুলভ কমনীয়তারও অভাব নাই। তাঁহার আকৃতি মধুরিমাতে পরিপূর্ণ। কোনও নিপুণ আলেখ্যকার সেই অমানুষিক মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে, তদীয় ছবি চিত্র করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইতেন; কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, রন্ধনাশয়ে জলসমেত মৃণ্ময় পাত্র অগ্নিশিখায় স্থাপন পূর্ব্বক, পাদদ্বয় প্রসারণ করত, জয়মানিয়া অগ্নির উত্তাপে বসিয়া রহিলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ হইয়াছিল, তাহাতে আবার আহার হয় নাই, সুতরাং অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন; শরীর যেন একেবারে

আলস্যে অবশ হইয়া আসিল এবং মুহুর্মুহুঃ হাই তুলিতে লাগিলেন। পর ক্ষণেই আবার চকিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার রজমন্ ত এখনও আসিল না। বালুকাকণা ও জলতরঙ্গের সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে, বুঝি আহারও একেবারে ভুলিয়াছে ; যাহা হউক আমি তাহাকে অন্বেষণ করিয়া আনি।"

বর্ষীয়সী ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিল "ওপ্রকার লোকের আহার না হওরাই ভাল।"

জয়মানিয়া মাতৃবৎ করুণ স্বরে বলিলেন ; "আহা মাতৃপিতৃহীন বালক! কি সুখের বিষয় যে তাহার প্রতি আমার সাতিশয় স্নেহ হইয়াছে।"

তনয়ার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা যেন একেবারে জ্বলিয়া উঠিল ; সেই কর্কশা বলিল,—"তুই যদি তাকে ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে না দিতিস, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে আমাদের ন্যায় হইত। তুই কিছু না বলিলে, আমার জিপ্সা নিশ্চয়ই উহার নির্বুদ্ধিতার শেষ করিয়া দিত।"

জয়মানিয়া মাতার ঐ কথা শুনিয়া, একেবারে ক্ষিপ্তার ন্যায়, অতি গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন "দেখ মা! তোমার জিপ্সা আমার রজমনের অনিষ্ট করিবার আশয়ে, তাহার শরীর স্পর্শ করিলে, উহাকে অবশ্যই ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে।" সেই সময়ে জয়মানিয়ার ক্রোধোদ্দীপিত মুখমণ্ডলের বিকৃত আকৃতি দেখিয়া, বৃদ্ধা কিঞ্চিৎ ভীতা হইয়াছিল, কিন্তু পর ক্ষণেই একটু ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিয়া উঠিল, "হাঁ। তুমি যে রজমনকে কেন এত ভাল বাস, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি।"

"আচ্ছা পারিয়া থাক ত ভাল।"

"আমি জানিলাম তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু জিম্মা জানি-লেই তোমার সর্ব্বনাশ।"

"মা! তোমার জিম্মা আমার ব্যবহার অনেক বার দেখিয়াছে; আমি কি জিম্মাকে ভয় করি, যে তাহার মনোমত কাজ করিতে যাইব?"

"আমি জানি না; তোর যা ইচ্ছা তুই তাই কর, তাতে আর আমার কি?"

"জয়মানিয়া একটু হাঁসিলেন এবং অবিলম্বে অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।"

মাতা এবং তনয়াতে যখনই এই প্রকার বাক্‌বিতণ্ডা হইত, তখন সকলেই আমোদ দেখিতে থাকিত। বৃদ্ধার অমতে কোনও কাজ করিতে অথবা কোনও কথা কহিতে, কেহই সাহস করিত না। বৃদ্ধার গর্ব্বও অনেক পরিমাণে তনয়ার কাছেই খর্ব্ব হইত। জিম্মাও অনেক সময়ে মাতাকে শাসন করিত। যখন মাতা ও ভগিনীতে বিবাদ উপস্থিত হইত, তখন সে ভগিনীর পক্ষ অবলম্বন করিত। জয়মানিয়াকে প্রীত করিয়া, তাহার মন হরণ করাই জিম্মার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু জিম্মা ব্যতীত আর এক জন জয়মানিয়াকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। এ ভাল বাসা নির্দ্দোষ, নিঃস্বার্থ ও নিঃসীম। ঐ ব্যক্তিকেই জয়মানিয়া "আমার রত্নমন্" বলিত। তিনি মাতৃপিতৃহীন, বুদ্ধিহীন নহেন, কিন্তু সংস্য জাতির সঙ্গে তাঁহার কোনও সৌসাদৃশ্য ছিল না। তিনি এক জন ভাবুক, সর্ব্বদাই চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। স্বসম্প্রদায়ের ব্যবসায়কে, তিনি মনের সহিত ঘৃণা করি-

তেন; অহরহঃ হয় নদীকূলে, নয় গিরিনির্ঝরিণীতীরে অথবা বিজন বিপিনে প্রায়ই একাকী ভ্রমণ করিতেন; কখনও বা তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষিণী জয়মানিয়াও তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতেন। জয়মানিয়ার সহিতই কেবল তাঁহার সহানুভূতি হইত। কারণ, কে জানিবে? হয় ত তাঁহারাও জানিতেন না। রজমনের স্বভাবের বিচিত্র ভাব দেখিয়া, সমস্ত সংস্থ সম্প্রদায়ই নানা রূপ হাস্য কৌতুক করিত এবং জিম্মা সময়ে সময়ে বিশেষ অনিষ্টের চেষ্টা পাইত, কিন্তু জয়মানিয়ার জন্য কেহই তাঁহার কেশস্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিত না।

জয়মানিয়ার এই প্রকার সদ্ভাবে রজমন্ একেবারে মুগ্ধ হইতেন এবং যেখানে সেখানে তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতেন। তিনি অতি শান্ত ও সুশীল ছিলেন, কখনও কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু জয়মানিয়া সংক্রান্ত তাঁহার যাবতীয় কার্য্যপ্রণালী বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই অনুমিত হইত, যে, কোনও বিপদ আপদ সমুপস্থিত হইলে, রজমন আত্মজীবন বিনাশের সম্ভাবনা থাকিলেও, জয়মানিয়ার হিতসাধনে বিমুখ থাকিবেন না।

জয়মানিয়া, মাতার সঙ্গে বিবাদ সাঙ্গ করিয়া, রজমনের উদ্দেশে একবারে নদীকূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি নদীগর্ভস্থ একটি ক্ষুদ্র সাল তরু দৃঢ় রূপে ধারণ করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে স্রোতের দিকে কি দেখিতেছেন। সেই স্থলে নদীগর্ভস্থ অসংখ্য সাল বৃক্ষে স্রোতের প্রতিঘাত হওয়ায়, এক অপূর্ব্ব শ্রুতিসুখকর মধুর শব্দ সমুৎপন্ন হইতেছিল,

সেই শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, জয়মানিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি অতি ব্যগ্র ভাবে বলিয়া উঠিলেন, “হ্যাঁ গা রজমন্! নদী তোমাকে কি বলিতেছেন?”

“আমি আজ যে কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছি, তাহাতে আর নদীর কথা শুনিতে অবকাশ পাই নাই।”

“কেন কি কাজ?”

“আমি একটা জিনিস পাইয়াছি।”

“কই কি জিনিস, কোথায়?”

“গাছের আড়ালে। বল দেখি, আমি কি পাইয়াছি?”

“একটা টাকার থলে?”

“না, না। একটি নূতন জিনিস; একটি মানুষ!”

“কি! মানুষ! জীবিত না মৃত?”

“জানি না। আইস দেখা যাউক।”

চতুর্থ স্তবক।

চেতনাগমে।

সরলা ললনা বালা সাক্ষাৎ প্রকৃতি,
সাধুপথে নিরন্তর করিছেন গতি।
কোমল হৃদয় তাঁর স্নেহনিকেতন,
চিরসহিষ্ণুতা-উৎস, দয়া-প্রস্রবণ॥

অনন্তর জয়মানিয়া সত্বর পাদ বিক্ষেপ পূর্ব্বক যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে এক প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছিল; উহাতে ভীতির কোনও চিহ্নই লক্ষিত হইতেছিল না। তাঁহারা উভয়ে অতি যত্ন পূর্ব্বক সেই নিশ্চেষ্ট মনুষ্যদেহ তীরে উঠাইয়া নানাপ্রকার উপায় দ্বারা জীবনাগমের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। জয়-মানিয়া ঐ মানবদেহের কপালদেশে একটি ক্ষতচিহ্ন সন্দর্শন করিয়া স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই ইহার কোনও গূঢ় কারণ আছে। আঘাত ব্যতীত, এ প্রকার চিহ্ন হওয়ার কোনও সম্ভা-বনা নাই। তিনি আরও মনে করিলেন, যে হয় ত, এখন পর্য্যন্ত প্রাণ-বায়ু বহির্গত হয় নাই; কেবল প্রহার-যন্ত্রণায় ও শীতের প্রাদুর্ভাবে ইঁহার চেতনা তিরোহিত হইয়া আছে; গৃহে লইয়া শুশ্রূষা করিলে সুস্থ হওয়ারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, তিনি স্বয়ং ঐ দেহভার স্কন্ধে করিয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার শরীরে অপর্য্যাপ্ত

শক্তি ছিল, কিন্তু অল্প দূর যাইয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন; সুতরাং সেই দেহ ভূতলে সংস্থাপন করিয়া রজমনকে বলিলেন, "আমি এখানে থাকিতেছি, তুমি এক বার আমাদের দলস্থ কতিপয় ব্যক্তিকে আমার নাম করিয়া ডাকিয়া আন।" এই কথা বলিতে না বলিতেই তাঁহার মতান্তর ঘটিল। তখন তিনি, রজমনকে প্রহরিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ংই দলের অভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইলেন। কবিরা সুন্দরীদিগকে হংসগামিনী অথবা গজগামিনী বলিয়া থাকেন; জয়মানিয়া সুন্দরী হইয়াও বিলাসপ্রকাশক মন্দ গতি অভ্যাস করেন নাই। মৃতকল্প শরীরে জীবনদান করিতে পারিলে, তাঁহার যে অতুল আনন্দ হইবে, তাহার কি মুল্য আছে? তিনি সেই আনন্দ অনেক সময় সম্ভোগ করিয়াছেন এবং আবার সেই আনন্দ সম্ভোগের সময় উপস্থিত; সুতরাং তিনি অতি সন্ত্রস্তা; অন্য কিছুরই প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই। পথ অতি বন্ধুর, স্থানে স্থানে কত শত উপলখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে; বেতস প্রভৃতি কণ্টকলতারও অভাব নাই; কিন্তু সে সময়ে সে বেগের বাধা দেয় কার সাধ্য? ঈপ্সিতার্থে স্থিরনিশ্চয় মন, নিম্নগামী জলপ্রবাহের ন্যায়, কখন কি ব্যাঘাতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে?

প্রস্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে, জয়মানিয়া অতি সাবধানে সেই মৃতকল্প মানবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও কিছুই পান নাই; তাঁহার ঐ রূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার সহিত কিছু অর্থ থাকিলে উহা লুকাইয়া রাখিবেন, নচেৎ তাঁহার সঙ্গীদের চক্ষে পড়িলে বিপৎপাতের সম্ভাবনা। জয়মানিয়ার গমন কালে রজমন

স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার বোধ হইল, যেন বনদেবী স্বয়ং মুর্ত্তিমতী হইয়া দুঃখী মানবের হিত কামনায় অতিশয় যত্নবতী হইয়াছেন। বলিতে গেলে, জয়মানিয়া রজমনকে লালন পালন করেন এবং তাঁহার স্নেহ অনেক পরিমাণে মাতৃস্নেহ সদৃশ; কিন্তু জয়মানিয়ার প্রতি রজমনের যে অনুরাগ, তাহাতে সন্তানোচিত কোনও লক্ষণই লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের সম্প্রীতি দাম্পত্য প্রণয়েরও সদৃশ নয়। তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট বলিতে পারা যায় না। জগতে এ প্রকার প্রণয় অতি বিরল; কপাল ক্রমে কেবল দুই এক জনেরই ভাগ্যে এই রূপ প্রণয় ঘটিয়া উঠে। কোন্ নিগূঢ় নিগড়ে যে এই প্রণয় নিযন্ত্রিত, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। জয়মানিয়া ও রজমন উভয়েই এক সঙ্গে থাকিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং কার্য্য গতিকে তাঁহাদের পরস্পর পৃথক্ অবস্থান ঘটিলে উভয়েই ক্লেশ পাইতেন। জয়মানিয়া নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই রজমন্ বুঝিতে পারিতেন যে, তিনি আসিতেছেন; তাঁহার অন্তরা[illegible] পূর্ব্ব হইতেই আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকিত; কেহ যেন কানে কানে বলিয়া দিত, ঐ দেখ, তোমার সর্ব্বমঙ্গলা আসিতেছেন।

ক্ষণেক পরেই অনেক স্ত্রী পুরুষ সঙ্গে লইয়া জয়মানিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রজমন্ দেখিবামাত্রই যেন একেবারে আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহাদের চারি চক্ষু সংমিলিত হইলে, উভয়েরই নূতন আশা এবং নূতন স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল।

জয়মানিয়ার সমভিব্যাহারিণীরা লোলুপ জিহ্বায় যেন কোনও রসাল দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করিতে আসিতেছিল।

সকলেই সেই ভূতলস্থিত দেহের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু তাঁহার ভয়ে কাহারও বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে সাহস হইল না। পরিশেষে এক নবীনা, স্বীয় ক্রোড়স্থিত শিশু সন্তানকে স্তন্য পান করাইতে করাইতে, তাহার মধুময় হাস্য সন্দর্শনে সাতিশয় পুলকিত হইয়া, ধূলায় ধূসরিত, শীতে এবং তুষারে প্রপীড়িত সেই বিবর্ণ, মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একেবারে বলিয়া উঠিল, "ও মরিয়াছে, আর কেন উহাকে লইয়া যাইবে?।"

জ। "তুমি কেমন করিয়া জানিলে ও মরিয়াছে?"

যু। "আমার কি আর চোখ নাই?"

এই কথা শুনিয়া জয়মানিয়া সাতিশয় ক্ষুভিত হইলেন, কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া অতি প্রশান্ত ভাবে বলিলেন "দেখ, আমরা স্ত্রীলোক; আমাদের সন্তান সন্ততির বিপদ্ আপদ্ আছে। তোমার ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানের এই রূপ অবস্থা হইলে, তোমার প্রাণ কি কাতর হয় না? আমি অবশ্য এই ব্যক্তিকে আশ্রয় দিব। ইহাকে এখন বাসায় লইয়া যাইতে হইবে। বল, তোমরা কে আমার সাহায্য করিবে।"

এই কথা সাঙ্গ হইবা মাত্র দুইটি রমণী কাহারও অপেক্ষা না করিয়া, জয়মানিয়ার সাহায্যে আসিল। তাহারা দুই জন, এবং জয়মানিয়া ও রজমন এই চারি জনে অক্লেশে সেই মৃতকল্প পুরুষকে যে স্থলে অগ্নি জ্বলিতেছিল তথায় লইয়া চলিলেন। উত্তাপ সংযোগে শীত নিবারণ করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহাদের এই প্রকার আচরণ দেখিয়া বৃদ্ধা যার পর নাই কুপিতা হইল। সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া জয়মানিয়াকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "তুই আমা-

দের সর্ব্বনাশ করিবি। কোথাকার আপদ্ কোথায় আনিলি! এ ব্যক্তির বন্ধুবর্গ ইহাকে না পাইয়া নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবে। পরিশেষে আমাদের আলয়ে আসিয়া ইহাকে প্রাপ্ত হইলে 'আমরা অর্থলোভে ইহার প্রাণনাশ করিয়াছি' এই জনরব রটাইয়া দিবে। একেই ত আমাদের বিপক্ষে স্থানে স্থানে গুপ্ত চর বেড়াইতেছে, তাহাতে আবার এ ঘটনা ঘটিলে, কি আর নিস্তার আছে? তুই কি এই সংস্যকুলে কালি দিতে জন্মিয়াছিলি? যদি ভাল চাস্, তবে আর বিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্তেই এই দেহ পুনরায় লইয়া গিয়া সেই স্রোতে নিক্ষেপ কর্।"

জ। "আমি কখনও তত নির্ম্মম হইতে পারিব না। মা! এক বার ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার এই রূপ অবস্থা হইলে কেমন হয়।"

মা। "আমি মরিলে আমার শরীরের যাহাই হউক না কেন, আমি তাহার জন্য কখনও ভাবিত হই না।"

জ। "মা! ইনি এখনও যে জীবিত আ ছেন, তাহা আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে।"

বৃদ্ধার নাড়ী জ্ঞান ছিল। সে গাছ গাছড়া ঔষধও অনেক জানিত। যুবকের আকার প্রকার দেখিলে, উচ্চবংশাবতংস বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে। আর্দ্র ও কর্দ্দমাক্ত হইয়াও তাঁহার পরিচ্ছদ মহামূল্য বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল। তাঁহাকে অনেক বার অবলোকন করিয়া, বৃদ্ধার এই সংস্কার জন্মে যে, ইহাকে আরাম করিতে পারিলে মহামূল্য পুরস্কার পাইবে। তখন সে তনয়াকে আর ভৎর্সনা না করিয়া, স্বয়ং সেই মৃতকল্প দেহের সন্নিকটে উপবেশন

পূর্ব্বক অতি মনোযোগ সহকারে, নাড়ী, ধমনীবেগ প্রভৃতি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল।

জয়মানিয়া অশিক্ষিতা হইয়াও অতি চতুরা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি স্বীয় জননীর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া একটু মুচঁকি মুচকি হাসিলেন। বৃদ্ধা যে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক রোগীর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, তদ্দর্শনে তাঁহার কিঞ্চিৎ আশারও সঞ্চার হইল। তিনি সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান; তাঁহার সংশয় নিবৃত্তি না করিয়া অধিকতর বৃদ্ধি করাই বৃদ্ধার অভিপ্রেত; সুতরাং সে, সেই অভিপ্রায়ে দুইটি পরিণতবয়স্কা রমণীকে আহ্বান করিয়া কানে কানে কিছু বলিয়া দিল। উহারা তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে ঔষধপূর্ণ একটি মৃণ্ময় ভাণ্ড এবং কয়েকটি বৃক্ষপত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

জয়মানিয়া দুর্ভাবনায় অতি অধীর। তিনি করে কপোল সংস্থাপন পূর্ব্বক অতি বিষণ্ন মনে তথায় বসিয়াছিলেন, অপর কামিনীরা নানা উপায়ে রোগীর চৈতন্যাগমের চেষ্টা পাইতেছিল। কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া তাহারা ক্ষুণ্নমনে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে সেই ব্যক্তি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শূন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, আকাশ দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, সম্মুখে একটি অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি। তখন অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "আমি কোথায়?"

জয়মানিয়ার আর আনন্দের সীমা রহিল না। স্বর্গীয় হাস্য পুনর্ব্বার তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল করিল। তিনি বলি-

লেন, "আপনি আত্মীয়বর্গের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন; সঙ্কুচিত হইবার কোনও কারণ নাই।"

"আমি সঙ্কুচিত হইতেছি না।" এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার শুশ্রূষাকারিণী দুইটি রমণীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, পরে অগ্নির চতুর্দ্দিকস্থ যাবতীয় লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, আবার জয়মানিয়ার প্রতি নেত্রসঞ্চালন করিলে, তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। মুখভঙ্গী দ্বারা কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কিরূপে এখানে আসিলাম?"

জয়মানিয়া নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন অবধি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, "আপনার কপালে আঘাত দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপনি হয় ত, আঘাতেই মূর্চ্ছিত হইয়াছেন যত্ন করিলে ভাল হইতে পারেন।" এই বলিয়া জয়মানিয়া তাঁহার বৃত্তান্ত শ্রবণ মানসে তদীয় মুখে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন; কিন্তু তিনি কেবল ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না। যন্ত্রণাতেই হউক, ঔষধের প্রভাবেই হউক, আবার নয়ন মুদ্রিত করিলেন। তিনি নিদ্রা কিংবা অবসন্নতায় পুনর্ব্বার চৈতন্য হারাইলেন।

পরে দলস্থ কয়েক জন, একত্র মিলিত হইয়া, তাঁহাকে অগ্নির উত্তাপে রাখিল। জয়মানিয়া, পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক, নানা উপায় দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে জিম্মা, অনেক লোক সমভি-ব্যাহারে কোলাহল করিতে করিতে, সেই প্রজ্বলিত অগ্নি-

কুণ্ডের সমীপে আসিতে লাগিল। জিম্মা, কোনও একটী কার্য্যে বিফলমনোরথ হইয়া, অতীব কুপিত হইয়াছিল; তার উপর আবার মদিরায় উন্মত্ত। তাহার তৎকালীন আকার প্রকার সন্দর্শন করিলে, হিংস্র জন্তুগণও দূরে পলায়ন করে। শিশু সন্তানগণ দূর হইতে তাহার আরক্ত নয়ন, ভ্রুকুটীকুটিল মুখ, অসংলগ্ন বাক্যাবলি এবং অদ্ভুত গতিস্ছটা সন্দর্শন করিয়া, ভয়ে বিহ্বল হইয়া, চীৎকার করিতে করিতে, স্ব স্ব জননীর দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল। কোনও বিষয়েই তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে অগ্নি-সমীপে গমন পূর্ব্বক নিদ্রিতের কলেবরে সজোরে পদাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই এখানে?"

জয়মানিয়া কুপিতস্বরে বলিলেন, "আঃ তুমি কি কর?"

জিম্মা হাসিল; বলিল, "আমি বুঝিয়াছি, এ বুঝি তোমার সেই আদরের রজমন্? আহা! আমি উহাকে বড় ভাল বাসি। আবার সজোরে পদাঘাত করিয়া, ভালবাসার লক্ষণ দেখাইয়া বলিল, "অরে অলস! আর ঘুমাইতে হইবে না। দেখ্ দেখি, এই প্রকার নিষ্কর্ম্মা থাকিয়া, আহার করিতে কি তোর লজ্জা হয় না? আমরা কাজ করিব, আর উনি বসিয়া খাইবেন। আমি বল্ছি, আপন মঙ্গল কামনা করিস্, ত আর বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র ওঠ্।"

জয়মানিয়া ভ্রাতার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই কমনীয় চক্ষু যেন অগ্নি উদ্গার করিতে লাগিল। জিম্মাকে ভস্ম করিবার জন্যই যেন কালমেঘ হইতে তড়িৎ বহির্গত হইতে লাগিল। ইহার পর শীলাবৃষ্টি বর্ষণেরই বিলক্ষণ সম্ভাবনা, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অমৃতেরই বর্ষণ হইল। তিনি

বলিলেন, "এ রজমন্ নয়। ইনি স্রোতে ডুবিয়া যাইতে ছিলেন, আমরা ইঁহাকে ডুবিতে দিই নাই। আমি ইঁহাকে সুস্থ করিব বলিয়া স্বয়ংই সেবা শুশ্রূষা করিতেছি।"

এ প্রকার মধুর স্বর শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, নিতান্ত মূঢের হৃদয়েও করুণার সঞ্চার হয়; জিম্মার কুপিতভাব কিঞ্চিৎ শমিত হইল; কিন্তু সম্পূর্ণ দূরীভূত হইল না; সে বলিল, "আমাদের এত জনের সেবা করিয়াও বুঝি তোমার আশ মিটে না?"

জয়মানিয়া একটু অভিমানের সহিত বলিলেন, "দেখ, তুমি যে এত নিষ্ঠুর, পরের দুঃখ দেখিলে যে তোমার মন নরম হয় না, ইহা আগে জানিতে পারিলে, আমি কখনই গত বৎসর তোমার সাংঘাতিক পীড়ার সময় সেবা করিতাম না। বল দেখি, আমি তখন তোমার সেবা না করিলে, কে করিত ও তাহা হইলে আজ তোমার কি দশা ঘটিত?"

জি। "হ্যাঁ হ্যাঁ কেহই করিত না।"

জ। "আচ্ছা তোমার ঘোড়ার আরাম ব্যারাম হ'লে কে দেখিয়া থাকে?"

জি। "হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিই।" জিম্মার কুপিতভাব একেবারেই তিরোহিত হইয়া গেল। সে আর কিছুই না বলিয়া, কেবল শূন্যদৃষ্টিতে জয়মানিয়ার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

জ। "তবে তুমি কেন আমাকে ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে দিবে না? তুমি আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিলে, আর কখনও আমি তোমার কোনও উপকার করিব না। আর তুমি কি জান না যে, রজমনকে সঙ্গে করিয়া আমি তোমার অপেক্ষা অনেক টাকা আনিয়া থাকি? তুমি কি জান না যে, আমি

সাধ্যানুসারে বাঁচাইতে পারিলে, আমাদের একটা কুকুরকেও মরিতে দিই না? এক বার ভাবিয়া দেখ দেখি, এক জন মানুষকে বাঁচান কত বড় কাজ। হয় ত আমাদের এ কাজের পুরস্কার অনেক টাকাও হইবে।"

জ্রি। "তুমি আমার প্রতি সদয় থাকিলে, আমি কখনই তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিতাম না।"

জয়মানিয়ার সামান্য কটাক্ষপাতে, জ্রিম্মার হৃদয়ে যে প্রচণ্ড প্রলয় সমুত্থিত হইতে পারে, তদ্বিষয় তিনি সম্যক অবগত ছিলেন; কিন্তু তিনি ভ্রাতার জাতিসুলভ নৃশংস ও জঘন্য আচারে তাহাকে মনের সহিত ঘৃণা করিতেন। আপদে বিপদে রক্ষা না করিলে, জ্রিম্মার যে অন্য উপায় নাই, এইটি স্মরণ করিয়া, তিনি স্বভাবগুণে ক্রোধকে দমন করিয়া কারুণ্যেরই প্রশ্রয় দিতেন। তিনি ভাবিতেন, আহা! আমি না করিলে উহার কি উপায় হইবে। পূর্ব্বে শুশ্রূষা দ্বারা এক বার যে জীবন দান করিয়াছেন, এখন আবার কোনরূপে সেই জীবনের অনিষ্ট চেষ্টা কি নিষ্ঠুরতার কার্য্য নয়?

জ্রিম্মার স্বভাব যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, আর সে যে কখনও পরিণাম ভাবিয়া কাজ করিত না, তাহা জয়মানিয়ার অবিদিত ছিল না। তিনি ভ্রাতাকে ঘৃণা করিতেন এবং অনেক সময়ে তদ্বিরুদ্ধে অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু তাহাকে ভয়ও করিতেন। তিনি সেই অচেতন ব্যক্তির চৈতন্য-সম্পাদনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন; জ্রিম্মা পদে পদে তাঁহার অভীষ্টের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে, সুতরাং এখন তিনি অভিপ্রেত কার্য্য সাধনের নিমিত্ত, ভ্রাতার মনস্তুষ্টিসাধনই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন। আত্মপ্রাণরক্ষার নিমিত্ত তিনি

এত দুরহব্রতে ব্রতী হইতেন কি না সন্দেহ। আহা! জয়মানিয়াই প্রকৃত রমণীরত্ন। তিনি অতি নীচাশয় পামর কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কখনও সদুপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, কখনও সৎসংসর্গে অবস্থান করেন নাই। তদীয় নির্ম্মল স্বভাব, কুসংসর্গরূপ রজোরাশিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াও, বিকৃত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর পরিমার্জ্জিতই হইতেছিল। তিনি শুভ ক্ষণে, অন্ধকারে দীপ, ও অকূলে দ্বীপ স্বরূপ রজমনকে প্রাপ্ত হন। তাহা না হইলে হয় ত জয়মানিয়া এত দিনে মনের আবেগে একপ্রকার উন্মাদিনী হইতেন। স্বজাতিসুলভ ওজস্বিতা ও নির্ভীকতা তাঁহাতে বিরাজমান, কিন্তু রমণীসুলভ কমনীয়তা, পরদুঃখকাতরতা এক প্রকার তাঁহার জীবনের সার পদার্থ। কিসে সেই অচেতন ব্যক্তি চৈতন্য লাভ করেন, এই চিন্তাতেই আকুল। পাছে জিম্মার অভিপ্রেতের বিপরীত কাজ করিলে, সেই নৃশংস তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা পায়, এই ভয়ে তিনি ভ্রাতার বিপক্ষে কিছুই বলিলেন না। তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া স্বক্ষমতায় তাহাদের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলে, জয়মানিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবেন। কিন্তু যাবৎ সেই সময় উপস্থিত না হয়, তাবৎ তিনি কখনই জিম্মার প্রতি অপ্রসন্ন হইবেন না। এই সিদ্ধান্ত করিয়া, জয়মানিয়া স্বকরে জিম্মার কর গ্রহণ পূর্ব্বক অতি মধুর স্বরে বলিলেন, "দেখ ভাই, আমার অনুরোধে তুমি এ ব্যক্তির অনিষ্ট চেষ্টা পাইও না। মনে করিয়া দেখ দেখি, আমি তোমার জন্য কত করিয়াছি; অতি অল্প দিনেই ইনি ভাল হইবেন; তাহা হইলে আর আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হইবেক না।"

এত আদরের কথা জিষা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শ্রবণ করে নাই; সুতরাং সে আহ্লাদে একেবারে ঢলিয়া পড়িল। 'আচ্ছা তোমার কথায় সম্মত হইলাম, দেখিও যেন আবার ভুলিও না,' এই বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

জয়মানিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। রাহু যেন চন্দ্রকে অর্দ্ধ-গ্রাসান্তেই উন্মুক্ত করিল। এমন সময়ে নিদ্রিত ব্যক্তি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া, 'উহুঃ উহুঃ মাথা গেল, মাথা গেল,' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

তখন জয়মানিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, করুণস্বরে, 'ভয় কি? এই আমি আছি,' বলিয়া তাঁহার ললাট ও কপোল দেশে আস্তে আস্তে হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

সেই আহত ব্যক্তি কি সেই রজনীতে সুখদ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া, সুষুপ্তি সম্ভোগ করিতেছিলেন; এবং পরিচারকগণ তাঁহার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া চামর বীজন করিতেছিল? কায়িক যন্ত্রণার সহিত সুষুপ্তির চির কালই বৈরিভাব। তিনি তন্দ্রাবেশে কত কি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কোথায় কি অবস্থায় আছেন কিছুই জ্ঞান নাই। এমন সময় সহসা নেত্রোন্মীলন করিয়া, দেখিতে পাইলেন, নীলাকাশে নক্ষত্র-মালা, হীরকখণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। বৃক্ষ-রাজি শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া, ছিন্ন চন্দ্রাতপের অভাব পূরণ করিতেছিল। এই দৃশ্য সন্দর্শন করিলে, হৃদয়ে যে কি এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা যিনি কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারেন। আবার সেই সময়ে যদি কোনও মনোমোহিনী, তদীয় উপাধান সমীপে উপবেশন করিয়া, স্বকীয় কর-কমল তদঙ্গে

আবর্ত্তন করত অশেষ প্রকার বিনোদনের চেষ্টা করেন, তবে মনে যে কি অতুল আনন্দের ও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়, বলিতে পারা যায় না। এখন আর তাঁহার তন্দ্রাবেশ নাই; তিনি জাগ্রত অবস্থায় রহিয়াছেন, কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে, 'এখন কেমন আছ,' এই একটি শ্রুতি-সুখকর মধুর কথা, তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; এবং যে করকমল ইতিপূর্ব্বে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্লেশ নিবারণ করিতেছিল, সেই করকমল এখন আবার তাঁহার মুখবিবরে ঔষধ প্রদান করিল। তিনি জাগ্রত, প্রকৃত ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন; কুহকিনী স্বপ্ন তাঁহাকে বিমোহিত করিতেছিল না।

পীড়িতের কল্পনা, অথবা নিদ্রিতের স্বপ্ন, এ প্রকার হইলেও সুখের হয়। নীলাম্বরে নক্ষত্রগণ, স্বাভাবিকী বিচিত্র গতি দ্বারা ও বিমল রশ্মি প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহার যন্ত্রণার উপশম করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সেই গভীর বিভাবরীতে যে উজ্জ্বল নয়ন-দ্বয়, উৎসাহ বর্দ্ধন এবং সান্ত্বনা দ্বারা একেবারে তাঁহার সকল ক্লেশের অবসান করিতেছিল, উহারা কি নক্ষত্রমণ্ডলী অপেক্ষা সহস্রাংশে উৎকৃষ্ট নয়? নক্ষত্রগণের শান্তি কেবল কবির কল্পনা; উহাদের শান্তি চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ। সেই নয়নদ্বয়, প্রশান্ত ভাবে কি বলিতেছিল? তাহারা বলিতেছিল, পথিক, বন্ধুবিহীন প্রদেশে পরিত্যক্ত হন নাই; অন্ততঃ এ স্থলে তাঁহার এক জন প্রকৃত ও নিঃস্বার্থ উপকারিণী বিদ্যমান রহিয়াছেন। আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত না হইলেও তাঁহার যত্নে পথিক কখনও কোনও কষ্ট অনুভব করিবেন না।

পর দিন প্রত্যুষে, সেই অরণ্যানী আবার মানবশূন্য হইল। পাদচিহ্ন, ভগ্নকাষ্ঠখণ্ড, পরিত্যক্ত দ্রব্যজাত এবং নির্ব্বাপিত অঙ্গার ব্যতীত, মনুষ্যসমাগম সূচক কোনও লক্ষণই সে স্থলে আর লক্ষিত হইল না।

পঞ্চম স্তবক।

নবভূপতি।

"অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
—কি মোর করমে লেখি—
* * * * *
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অতল জলে।"
জ্ঞান দাস।

আমরা এত ক্ষণ বনপ্রদেশে সংস্থ সম্প্রদায়ের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম। এক্ষণে পঞ্চতী প্রবেশ পূর্ব্বক নব ভূপতির কার্য্যপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। তিনি বিবিধ উপায়ে প্রজারঞ্জন করিতে লাগিলেন; সৌজন্য ও ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক মন্ত্রিপত্নীর নিরতিশয় স্নেহভাজন হইলেন এবং মধুর বাক্যে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদের রাজবাটী পরিত্যাগে কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন।

বিলাসবতী কিছুতেই ভুলিবার নন। তিনি প্রথম সাক্ষাৎ কালে যেরূপ ছিলেন, এখনও অবিকল সেই রূপই রহিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি এখন, কোনও বিষয়ে অগ্রগামী হইতেন না; কিন্তু

প্রয়োজন মত বাগ্‌বিতণ্ডায় অথবা স্বমতের পোষকতায় সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন।

ভূপতির অসংখ্য পারিষদ মণ্ডলী এবং অনেক স্তাবক আসিয়া জুটিল; তাঁহার ক্ষমতাও প্রভূত হইল। বিলাসবতী ব্যতীত, তাঁহার বিরুদ্ধে একটি কথা বলে, এমন কেহই নাই। অবলা বিলাসবতীই বা তাঁহার কি করিতে পারেন? তিনি বিলাসবতীর মনস্তুষ্টির জন্যই এত ব্যস্ত কেন? আশার কি শেষ আছে? মুখ বন্ধ করিয়া সকলকে নিরস্ত করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? নির্ব্বিরোধে রাজ্য ভোগ না হইলে, কি কখনও প্রকৃত সুখ হয়? সন্দেহ কি সকল সুখের অন্তরায় নয়? বিলাসবতী ভূপতিকে ঘৃণা করেন, অশ্রদ্ধা করেন এবং সন্দেহ করেন। বিলাসবতী অভিমানিনী, তেজস্বিনী ও অতি চতুরা রমণী। তাঁহাকে হস্তগত করিতে পারিলেই নব ভূপাল সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হইতে পারেন। কণাপরিমিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কি সময় বিশেষে প্রলয় অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করিতে পারে না? হৃৎপিণ্ডে অজগর সংস্থাপন কি অমঙ্গলকর নয়?

দিগ্‌দিগন্ত হইতে নব ভূপতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে অসংখ্য লোক আসিতে লাগিল। তাঁহার রাজত্বে যে, সকলেরই সুখ বৃদ্ধি হইবে, এ বিষয়ে কাহারও অণুমাত্র সংশয় রহিল না। তিনি কৃতদার হইয়া, সুখে ও সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে পারিলেই সকলের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। নিকটস্থ জনপদসমূহে মহাকুলপ্রসূতা, সচ্চরিত্রা সুপাত্রীরও অসদ্ভাব নাই; কিন্তু বিবাহ বিষয়ে তাঁহাকে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। পরিণয় রূপ শুভ কার্য্যে, অন্য কোনও প্রতিবন্ধক আছে কি না, জানিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রিপত্নী তাঁহার

নিকট এক দিন ঐ বিষয়ের প্রস্তাব করিলে, তিনি কোনও কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া, কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন "মা! এখনও প্রকৃত সময় উপস্থিত হয় নাই। আমি যে কখনও বিবাহ করিব না অথবা কখনও সে বিষয় চিন্তা করি না, এমত নহে; কিন্তু অভীপ্সিত বিষয় লাভে আমার কোনও আশা নাই। বিশেষতঃ, সম্প্রতি কোনও এক কারণ বশতঃ আমার মন সমধিক চঞ্চল হইয়াছে; অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে না পারিলে, পরিণয়পাশে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা নাই।"

স্বামীর মৃত্যুর পর মন্ত্রিপত্নী, স্বীয় স্বাভাবিক কমনীয় স্বভাব পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তাঁহার প্রকৃত মনোবৃত্তি সকল এত কাল স্বামীর ভয়ে স্বকীয় অন্তরেই নিগূঢ় ভাবে লুক্কায়িত ছিল; এক্ষণে সে ভয় নাই, সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ব স্বভাব এখন অবিকৃত রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কাহাকেও কোনও বিষয়ে সন্দেহ করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ; আগন্তুক যে প্রকৃত বীরেন্দ্র, সে বিষয়ে তাঁহার ধ্রুব জ্ঞান জন্মে, এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার প্রতি তিনি কখনও কোনও অসদ্ব্যবহার করেন নাই।

রাজকুমারের এবংবিধ মানসিক অসুখ শ্রবণ করিয়া তাঁহার করুণ হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি বলিলেন, "বাছা আমার নিকট তোমার কিছুই গোপন করিবার প্রয়োজন নাই; মনোগত ভাব ব্যক্ত কর, আমার দ্বারা তোমার কোনও আনুকূল্য হইতে পারিলে, কখনও তাহার অন্যথা হইবে না।"

পঞ্চতীরাজ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বলিলেন,

"জননি! আপনি ত জানেন, যে শৈশবাবধি আমি বিলাস-বতীকেই ভাল বাসিতেছি, ও তাহাকেই শরীরার্দ্ধভাগিনী করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। কিন্তু তাহার কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে, আমার সে আশা কখনই সুসিদ্ধ হইবে না।"

মন্ত্রিপত্নী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "এজন্য আর এত ভাবনা কেন? বিলাসবতী সাতিশয় গর্ব্বিতা ও নিরতিশয় অভিমানিনী। সে প্রথমাবধিই তোমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু সময়ে তাহার মনের অনেক পরিবর্ত্ত হওয়ারও সম্ভব। বিলাসকে তোমার অনুরাগিণী করিতে পারিব কি না বলিতে পারি না; কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমি কখনও তাহাকে বুঝাইতে ক্রটি করিব না।"

"আপনি চির কালই আমার প্রতি সদয় আছেন। কিন্তু দেশ ভ্রমণ কালে নানা প্রকার দুর্দশায় পতিত হওয়ায়, আমার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি উভয়েরই অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে; অতএব সুশিক্ষিতা, সর্ব্বগুণসম্পন্না ও রূপলাবণ্যযুক্তা বিলাসবতী যে আমাকে ভাল বাসিবে, এই অসম্ভব আশায় আমি ক্ষণ মাত্রও আশ্বাসিত হইতে পারি না। বিলাস আমাকে ভাল বাসে না; কিন্তু আমি বিলাসকে ভাল বাসি। বিলাস আমাকে হতাদর করিলে আমি যাবজ্জীবন অকৃতদার থাকিব, কিন্তু কখনও অন্য কুমারীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইব না।"

"বৎস বীরেন্দ্র! ও কথা মুখে আনিও না। বিলাস যে তোমার পক্ষপাতিনী হইতেছে না, তাহাতেই আমার বিস্ময় জন্মিতেছে; কিন্তু তাতে তোমার কি? তোমার ন্যায় সৎপতি লাভের আশায়, কত শত কামিনী যে হরগৌরীর

উপাসনা করিতেছে বলিতে পারি না। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, এইরূপ আত্মাভিমানের জন্য বিলাসকে অনুতপ্ত হইতে হইবে।"

"কেন এর কারণ কি?"

রাজকুমারকে উৎসাহ দেওয়াই মন্ত্রিপত্নীর প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা যে, এমন উপযুক্ত পাত্র হাত ছাড়া না হয়। এজন্য তিনি এই মাত্র বলিলেন, "কারণ কি তাহা তুমি অল্প দিনেই জানিতে পারিবে।"

তাঁহাদের কথোপকথন সাঙ্গ হইলে মন্ত্রিপত্নী গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন, রাজকুমারও বাহিরের দিকে গমন করিলেন। তখন দিবাবসান হইয়াছে। তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন, এমন সময়ে দেখিলেন, সম্মুখে অন্যমনস্কা বিলাসবতী। নব ভূপতিকে দেখিবামাত্র তিনি লজ্জিতা হইলেন; কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে এবং নেত্রপ্রান্তে তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি সগর্ব্বে জিজ্ঞাসিলেন, "আমার মা কোথায়? আমি শুনিলাম তিনি নাকি এইমাত্র আপনার শয়নকক্ষে ছিলেন?"

"তোমার মা কখনও ত আমার গৃহে আইসেন না।"

বিলাসবতী বিস্মিতভাবে আবার বলিলেন, "কি কখনই আইসেন না? তিনি আপনাকে এত ভাল বাসেন, আর আপনিও তাঁহাকে এত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, সময়ে সময়ে তিনি যে আপনার মনোহর পবিত্র গৃহে না আসিয়া থাকিতে পারেন, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।"

"আমার কুৎসিত কদর্য্য গৃহে কি কখনও তোমার জননী আসিতে পারেন?"

"আমি কখনও আপনার গৃহে প্রবেশ করি নাই, কিন্তু বাহির হইতে দেখিয়াই জানিয়াছি যে, ঘরটি অতীব রমণীয় ও বিলক্ষণ সুসজ্জিত। সে যাহা হউক, আপনার এত কালের ভ্রমণবৃত্তান্ত ত কিছুই শুনিতে পাইলাম না।"

"সে সকল ঘটনাবলী স্মরণ করিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যে বিষয় লিপিবদ্ধ করিলে কোনও লাভ নাই, অথচ যাহার স্মরণে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে, তাহার নিদর্শন না রাখাই কি যুক্তিসিদ্ধ নয়?"

"সে কি! আপনার স্বদেশ প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বের ঘটনাবলীই হৃদয়বিদারক; কিন্তু তৎপূর্ব্বে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করায় কি ক্ষতি হইতে পারে?"

রাজা চকিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল। "তুমি কি বল্‌ছ? গৃহ প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বের ঘটনাবলী! সে কি? তোমার কথার অর্থ কি?"

"আমার কথার গূঢ় অর্থ কিছুই নাই। যাহা বলিয়াছি, নিতান্ত শিশুরাও বুঝিতে পারে?"

"কই, আমি ত তোমার কথা কিছুই বুঝিতেছি না।"

"সেটিও আমার অদৃষ্টের দোষ। কিন্তু যাহা একবার বলিয়াছি, তাহা আমি আবার বলিতে পারি না।"

"তুমি ত জান, আমি গূঢ়ার্থ নির্দ্দেশে পটু নই?"

"তাহাতে আর ক্ষতি কি? আপনি ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী। যে যে কাজ করিলে, পৃথিবীতে উন্নতি লাভ ও কীর্ত্তি-মন্দির স্থাপন করিতে পারা যায় সে সে কাজে আপনি বিলক্ষণ নিপুণ?"

"আমার কোনও বিদ্যা নাই।"

"মহারাজ, আপনি সত্য সত্যই বড় অজ্ঞ!"

"আমার বিপক্ষেরা কিন্তু আমাকে ওরূপ বলে না।"

"তবে ত আমি আপনার স্বপক্ষ হইলাম।"

"তুমি যে আমার স্বপক্ষ ও সুহৃদ্, এ কথা আমি তোমাকে সাহস করিয়া বলিতে পারি না।"

"তবে আপনিই বলিলেন, আপনি অজ্ঞ নন।"

"যে বিষয়ে কোনও গুণ নাই, সে বিষয়ে পারদর্শী বলিয়া সুখ্যাতি লাভে আমি কোনও প্রত্যাশা রাখি না।"

বিলাসবতী আরক্ত নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কোনও একটি মর্ম্মভেদী নিদারুণ বিষয় গোপন করিবার জন্য, মানসিক শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া, আপনাকে যে ক্লেশ পাইতে হইতেছে, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে, তন্নিবারণের জন্যও অযথা প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হইতে অথবা অহেতুক সুখ্যাতি লাভ করিতে আপনার কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

বিলাসবতীর এ প্রকার ভর্ৎসনা বাক্য শ্রবণ করিয়া পঞ্চতীরাজ স্তম্ভিত হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ কিছুই বলিতে পারিলেন না। কিন্তু সে ভাব অতি অল্প কাল রহিল, ক্ষণ কাল তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইল; পদ্মপত্রে জলবিন্দু যেন টল টল করিতে লাগিল। পর ক্ষণেই আবার গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক শান্ত ভাবে বলিলেন, "শৈশবে ক্রীড়াচ্ছলে তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা উল্লেখ করিয়া আমাকে ক্লেশ দেওয়া কি তোমার উচিত? তুমি তখন নিতান্ত বালিকা ছিলে, আমিও অপরিণতবয়স্ক ছিলাম; অনেক সময়ে

তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি সত্য, কিন্তু তুমি এক্ষণে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ, তোমার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্ত আমি বিস্তর ক্লেশ পাইলাম, কিন্তু তুমি কিছুতেই সদয় হইলে না। তুমি কি এতই নির্দ্দয়? লোকে যে স্ত্রীলোকদিগকে কেন কোমলহৃদয়া বলে, আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

এই কথা বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠদেশ কম্পিত হইতে লাগিল, কোনও এক নিদারুণ যন্ত্রণা যেন তাঁহার অন্তরাত্মাকে ক্লিষ্ট করিতে লাগিল, বাক্য যেন আর নির্গত হইতে চায় না।

আপনি সম্প্রতি যা অন্যায় ও অসঙ্গত কথা কহিলেন, তদ্ব্যতীত, ইতিপূর্ব্বে আর কখন আমাকে কিছুই বলেন নাই। আমি অকারণে আপনার বিপক্ষপক্ষ অবলম্বন করিয়াছি, মনে করিলে, ভ্রম হইতেছে, জানিবেন। আমি এ পর্য্যন্ত কখনও কাহারও প্রতি অযথা ব্যবহার করি নাই। প্রকৃত তথ্য অবগত না হইলে, অথবা কাহারও কোনও অভিসন্ধি বিশেষ করিয়া বুঝিতে না পারিলে, আমি কখনও কাহারও প্রতি দোষারোপ করি না।"

"তুমি আমার প্রতিই অযথা আচরণ করিতেছ।"

"আপনার কথায় আমার বিস্ময় জন্মিল।"

"যাহা হউক, আমাদের আর বাদানুবাদে কাজ নাই।"

বিলাসবতী সগর্ব্বে বলিলেন "হাঁ আমিও অনেক পূর্ব্বে উহাই বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম।"

তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ভাল তোমার মা কোথায় আমি কি খুঁজিয়া দিব?"

"কথাতেই আপ্যায়িত হইলাম ; কিন্তু এ বাটীর সকল স্থল আপনার অপেক্ষা আমি অনেক ভাল জানি।"

"আমি দীর্ঘকাল বিদেশে ছিলাম বলিয়া কি বাটীর কোথায় কিরূপ বিস্মৃত হইয়াছি? তুমি যদি বল, নিঃসংশয়ে বলিয়া দিতে পারি তোমার মা কোথায় আছেন।"

"আপনার খোঁজা ও আমার খোঁজা একই কথা।" এই বলিয়া বিলাসবতী দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পল্লীর অধিপতিও সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। ক্ষণ কাল কুসুমোদ্যানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা, কোনও একটি আকর্ষণী শক্তি যেন তাঁহাকে নদীর অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। তিনি অন্যমনস্ক। কোথায় যাইতেছেন, কেনই বা যাইতেছেন, কিছুই স্থির নাই। তিনি চলিলেন ; ইচ্ছা নাই, কারণ নাই, তবুও চলিলেন।

পথিমধ্যে এক বার দণ্ডায়মান হইতেছেন ; শূন্যে নেত্রপাত করিতেছেন ; গতির বিপরীত দিকে ফিরিতেছেন। সেই দিকে দু এক পাও চলিলেন, কিন্তু আবার ফিরিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যেন কি এক প্রকার নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই ভাব কি? তাহার নাম কি? স্বরূপ কি? কে বলিবে? সে ভাব অব্যক্ত ও অপরিস্ফুট। তাঁহার অন্তরাত্মা তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিতেছেন ; অভ্যাস নিবন্ধন কি চরণ চলিতেছে? তবে বিপরীত দিকেই বা চলিতে চায় না কেন? অন্তরেই কি তবে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ভাবদ্বয়ের যুগপৎ সমাবেশ হইয়াছে? তিনি অনিচ্ছা পূর্ব্বক আবার স্রোতের

দিকে চলিলেন। কল্লোলিনীর কল কল নিনাদ শ্রবণ করিতে চলিলেন; তিনি কি সেই শ্রুতিসুখকর মধুর নিনাদে আবার মুগ্ধ হইলেন? প্রিয়সুহৃদের যে কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা কি ইহার মধ্যেই তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে তিরোহিত হইল?

কোনও এক দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ পরমাত্মীয়ের আকালিক নিধন ও কষ্টে সৃষ্টে আত্মজীবন রক্ষা, মনে হইলে, হৃদয়ে কি মর্ম্মান্তিক দুঃখের উদয় হয় না? সেই সময়ে আমিও যদি রক্ষা না পাইতাম, অনন্ত কালের জন্য যদি সেই সময়েই একেবারে বিলীন হইতাম, তাহা হইলে কি হইত? কি করিতাম? এ সকল চিন্তাও অতীব কষ্টকর। এ সকল ভাবিতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না।

নদীর স্রোত প্রবল বেগে সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে, উভয়কূলে ঊর্ম্মির মুহুর্মুহুঃ আঘাত হইতেছে, এবং সেই আঘাতে সময়ে সময়ে মৃৎরাশি নদীগর্ভে নিপতিত হইতেছে। কূল সমীপে বিপরীত স্রোতের অব্যক্ত মধুর শব্দ এবং নদীর কল কল নিনাদ শ্রবণে, সেই ভয়ানক বিভাবরীর অদ্ভুত কাণ্ড একেবারে তাঁহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইল। তিনি মানসনেত্রে আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন এবং চকিত হইলেন; নদীর দিকে আর দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না; সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে অন্য পথে চলিলেন। সে পথও আবার নদীর অতি সন্নিকটে আসিল; তিনি আবার চকিত হইলেন, এবং সেই ভয়ানক বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার যে কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা তিনি ব্যতীত আর কে অনুভব করিতে পারে? তিনি যেন একেবারে উন্মত্ত হইলেন।

প্রিয়সুহৃদ্ দৈবদুর্ব্বিপাক বশতই অন্তর্হিত হইয়াছেন। তিনি কি করিবেন? মনুষ্য কোন্ কালে দৈবের গতি রোধ করিতে পারে? তবে তিনি এত কাতর হইতেছেন কেন? তাঁহার এত মানসিক যন্ত্রণাই বা কেন? বোধ হইতে লাগিল যেন অনুতাপ তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে।

তিনি কি স্বীয় অদৃষ্ট, সুহৃদের অদৃষ্টের সহিত তুলনা করাতেই এই নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন? তাঁহার সুখ-সূর্য্য উদিত হইয়াছে; কিন্তু সেই নিঃসহায় পরিত্যক্ত সুহৃদের এখন কি দশা ঘটিয়াছে? তিনি এখন কোথায়, কি রূপেই বা অবস্থান করিতেছেন? তিনি কি কুক্ষণেই নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। বিলাসবতীর অসদ্ব্যবহারে তিনি নিরতিশয় মানসিক যন্ত্রণা পাইয়াছেন; মানসিক শান্তির নিমিত্তই বুঝি সন্ধ্যাকালীন সলিলকণবাহী সুশীতল সমীরণ সেবন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়াছে; তাঁহাকে দর্শন করিলে, বোধ হয়, যেন মূর্ত্তিমান্ শোকই দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি নদীর নির্ম্মল সলিলে স্বকীয় প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া একেবারে সিহরিয়া উঠিলেন। ক্ষণ কাল নদীকূলে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে বন-রাজিপরিশোভিত এক নিকুঞ্জ সমীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় নদীর উভয় পার্শ্বের বৃক্ষসমূহ, স্বীয় শাখাবৃন্দ স্রোতাভিমুখে প্রসারণ করিয়া একটি স্বাভাবিক সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে। সেতুর কিয়দংশ জলের উপরি ভাগে ও অবশিষ্ট অংশ নদীগর্ভে প্রবিষ্ট রহিয়াছে। স্রোতের জল তাহাতে প্রতিহত হইয়া এক অতীব রমণীয় শব্দ সমুৎপন্ন করিতেছে। তিনি কি সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া শরীর ও মন স্নিগ্ধ করি-

বার আশয়ে অবশেষে তথায় উপস্থিত হইলেন? তিনি নিবিষ্টচিত্তে সেই স্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন; সন্ধ্যা অতীত হইল, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না; তরুচ্ছায়া মানুষ বলিয়া মনে হইল, তিনি চকিত হইলেন; নদীগর্ভে সেতুর অতি সন্নিকট কি একটা নূতন জিনিস এক এক বার স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে; কত দূর গিয়া মণ্ডলাকার চক্রে ভ্রমিতেছে এবং আবার বিপরীত স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিতেছে। এরূপ কত বার আসিতেছে ও যাই-তেছে, কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইতেছে না। তিনি অনেক ক্ষণ একাগ্রচিত্তে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, কত কি ভাবিলেন; ফিরিয়া ঘুরিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন; দেখিলেন তথায় জনমানবের সমাগম নাই; বৃক্ষসেতুর উপর আরোহণ করিয়া স্বকীয় করস্থিত যষ্টি দ্বারা সেই দ্রব্য আকর্ষণ করিয়া হস্তে তুলিলেন; আবার চকিতভাবে চারি দিক্ দেখিতে লাগিলেন; তথায় কেহই নাই। তীরে আসিলেন; দেখিলেন হস্তস্থিত দ্রব্য মনুষ্যের শিরস্ত্রাণ; উহা আর্দ্র ও ছিন্ন। তখন স্রোতে নিক্ষেপ করিলেন। মনে কি হইল, আবার তুলিয়া লইলেন। প্রস্তরখণ্ড সংলগ্ন করিয়া সবেগে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন; টুপি ডুবিল। নদীবক্ষে অসংখ্য মণ্ডলাকার বৃত্ত অঙ্কিত হইল; অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত, ক্রমে বড় হইল এবং দেখিতে দেখিতে জলের সঙ্গে মিলাইয়া গেল—কোনও চিহ্ন রহিল না। স্রোত পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল; তিনি যেন নিষ্কৃতি পাইলেন; কোনও একটি মর্ম্মভেদী চিহ্ন যেন একেবারে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহার মুখমণ্ডলের কালিমাও সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হইল; চিন্তা,

উদ্বেগ ও যন্ত্রণা আর কিছুই রহিল না। তিনি একটু হাসিলেন।

অনন্তর তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইল। রাত্রি হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, ও দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া আবার ফিরিলেন; পুনর্ব্বার সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন; এবং সেই সেতু আরোহণ করিলেন; সেই স্থল বিশেষ রূপে অন্বেষণ করিলেন কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অনেক ক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলেন, তাঁহার চক্ষে জল আসিল, তিনি যন্ত্রণা অনুভব করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। স্রোত কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে। উপরে তারকারাজি জ্বলিতেছে; তথায় জন প্রাণী কেহই নাই—তিনি একাকী মাত্র। তখন ধীরে ধীরে অতি সতর্কে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন; এবং দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

পঞ্চতীরাজ নিভৃতে অন্ধকারে একটি কাজ সম্পন্ন করিলেন; তাহা কে দেখিল? কিছুই যাঁহার অগোচর নাই তিনি দেখিলেন, স্রোতস্বতী দেখিল, তারকাগণ দেখিল, বৃক্ষ সকলও দেখিল। কেহই কিছু বলিবে না—কাহারও বাক্‌শক্তি নাই। কিন্তু এক ব্যক্তি পঞ্চতীরাজের কার্য্য পরম্পরা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি পঞ্চতীরাজকে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করেন; পঞ্চতীরাজও তাঁহাকে ভয় ও সন্দেহ করেন। পঞ্চতীরাজ বিলাসবতীর সহিত কথাবার্ত্তা সমাপন করিয়া, প্রস্থান করিলে, বিলাসবতী অট্টালিকার শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়া তাঁহার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। একের সংশয় বাড়িল, অপরের ঘুচিল।

ষষ্ঠ স্তবক।

সংলাপে।

বনচারী আমি ভাল বাসি বন,
চলিব ফিরিব ভ্রমিব কানন।
কারাবন্দী সম হয়ে হতাশ্বাস,
কেন বা ত্যজিব বনজ বাতাস॥

তটিনীতটে নিপতিত সেই নিশ্চেষ্ট অপরিচিত যুবক জয়মানিয়ার পরিচর্য্যায় সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই। তাঁহার দৃষ্টির, ঘ্রাণের ও শ্রবণের জড়তা অন্তর্হিত হয় নাই। মনে হইতেছে যে, তিনি অভিনব স্থান, অভিনব প্রাণিবর্গ, প্রত্যক্ষ করিতেছেন; কিন্তু স্বয়ং কোথায় কি অবস্থায়, কি কারণে, অবস্থিতি করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছেন না, ভাবিতেও পারিতেছেন না। নেত্রে পদার্থ দেখিতেছেন; কর্ণে শব্দ শুনিতেছেন; নাসিকায় গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছেন; কিন্তু কি দেখিলেন, কি শুনিলেন, কিসেরই বা আঘ্রাণ লইলেন, কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে; অদূরে বিকটাকার মনুষ্যগণ এক এক বার অগ্নি সমীপে আসিতেছে, এক এক বার অন্য দিকে যাইতেছে; তাহারা অতি প্রফুল্লচিত্ত; তাহাদের কোনও

ভয় নাই, কোনও ভাবনা নাই। তাহারা কি শ্মশান ভূমির প্রেতাত্মা? কুক্কুরগণও সানন্দে লেজ নাড়িতে নাড়িতে এক বার এ দিক্ এক বার ও দিক্ করিয়া বেড়াইতেছে; এক এক বার আনন্দসূচক চীৎকার করিতেছে; তাহাদের লোল জিহ্বা লক্ লক্ করিতেছে; জিহ্বাগ্রভাগ হইতে এক এক বার বিন্দু বিন্দু লালও পড়িতেছে। ক্ষণে ক্ষণে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে রব করিতে করিতে শিবা প্রভৃতির অনুসরণ করিতেছে। তিনি এক প্রকার তন্দ্রায় অভিভূত; সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছেন; কিন্তু কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছেন না—কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি অনেক সময়ে আত্মবিস্মৃত হইতেছেন। তিনি কে, এই বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া চিন্তিত বিষয় ভুলিয়া যাইতেছেন। সকল বিষয়ই এক এক বার ভুলিতেছেন; কিন্তু তাঁহার যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতেছিল তাহাই কেবল ভুলিতে পারিতেছেন না। আবার প্রজ্বলিত হুতাশন নয়নগোচর হইল। তিনি ভয়ানক বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন এক বিকটাকার পুরুষ তাঁহার ললাট দেশে সজোরে ক্ষেপণি প্রহার করিল; সেই বিকটমূর্ত্তি তাঁহাকে ভ্রূকুটি করিয়া ভর্ৎসনা করিল; সেই ভীষণদর্শন তাঁহার হস্ত পদ দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া অগ্নিকুণ্ডের দিকে লইয়া চলিল। ঊর্দ্ধে দুই একটি শকুনীও উড়িতেছিল। এ কি প্রজ্বলিত চিতানল? জীবিতাবস্থায় হুতাশনে দগ্ধ হইবেন বলিয়াই কি তিনি চৈতন্য লাভ করিয়াছিলেন? তিনি অগ্নিকুণ্ডে স্থাপিত হইলেন। কল্পনা আরও তেজস্বিনী হইল। তিনি চকিত ও কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

তৎক্ষণাৎ 'ভয় কি এই আমি আছি,' এই মধুর স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। স্বর পূর্ব্বপরিচিত; আবার সুখস্পর্শ কোমল কর তাঁহার কলেবরে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল; করটিও পরিচিতপূর্ব্ব। শরীর ও মন শীতল হইল। সেই অগ্নি-কুণ্ড দূরেই জ্বলিতেছে; অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। তাঁহার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল; শরীরের ও মনের জড়তা দূরীভূত হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; দেখিলেন, সম্মুখে সেই রমণীরত্ন। তাঁহার বাক্যে এখন আর জড়তা নাই; তিনি কথা কহিলেন, বলিলেন 'জয়মানিয়া!' এ নামটি তিনি কি রূপে জানিলেন? সকল বিষয়ই বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এটি কি তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল? ঐটিই তাঁহার জীবনের শেষ অবলম্বন; ঐ মন্ত্রই তাঁহার হৃদয়ের প্রধান সাধন। মোহের বিরামে ঐ নাম তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, একেবারে হৃৎপিণ্ডে অঙ্কিত হয়; হৃৎপিণ্ড থাকিতে কি আর উহার লয় আছে?

তিনি উঠিতে চেষ্টা করিলেন, অতিশয় দুর্ব্বল, তাই পারিলেন না। তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, জয়মানিয়া আমি কোথায় ছিলাম; এখনই বা কোথায় আছি? তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ আবার স্ব স্ব কার্য্যে বিরত হইল; জড়তা আসিল। তিনি যে এখন এক নূতন সম্প্রদায়ে অবস্থিতি করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কিছুই তাঁহার জ্ঞান নাই। চতুর্দ্দিগস্থ লোকসমূহের আচার ব্যবহারাদি দর্শনে মনে শঙ্কার উদয় হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলেন, ইহারাই বুঝি তাঁহার জীবনের শেষ করিয়া দিবে। কিয়ৎ কাল পরে তাঁহার মস্তিষ্ক সবল হইল; সুতরাং স্বকীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত তাঁহার অল্প অল্প

স্মরণ হইতে লাগিল। এখন যে স্থলে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা যে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছেন, তাঁহার স্মরণ হইল না; কিন্তু অল্প কাল পূর্ব্বে যে সকল বিকটাকার মনুষ্যকে প্রেতাত্মা বলিয়া শঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহারা যে জয়মানিয়ার দলের লোক, তদ্বিষয়ে এখন তাঁহার আর সংশয় রহিল না। এক দিন অপরাহ্নে তিনি সংস্থসম্প্রদায়ের এক খানি শকট আরোহণে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেকানেক নগর উপনগর অতিক্রম করিয়া যে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ভিতর দিয়া কোনও একটি অনির্দ্দিষ্ট স্থলে যাইতেছিলেন, এখন তাহাও স্মরণ হইল; মনে করিলেন, হয় ত এই সেই স্থল। তখন সে স্থান হইতে পরিত্রাণ পাইয়া স্বদেশ গমনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, যিনি আমার নিদারুণ সময়ে প্রাণ দান করিয়াছেন, তিনিই আবার কোনও না কোনও প্রকারে আমার নিষ্কৃতির উপায় করিয়া দিবেন। মনে মনে এরূপ মীমাংসা করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "জয়মানিয়া তুমি আমার জীবন দান করিলে, কিন্তু আমি তোমার কিছুই করিতে পারিলাম না; পরোপকারীর উপকার জগদীশ্বরই করিয়া থাকেন। তোমার মহৎকাজের পুরস্কার তিনিই করিবেন।"

জয়মানিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "মহাশয়! আমি কোনও পুরস্কারের আশয়ে আপনার সেবা করি নাই। আপনি তরুণবয়স্ক, এ বয়সে সংসারলীলা সংবরণ করা অতি কষ্টকর। আপনাকে নদীতীরে মূর্চ্ছিত দেখিয়া আমি মনে বড় কষ্ট পাই, আপনার অদর্শনে আপনার আত্মীয় বর্গের হৃদয়ে যে কি ভাব উপস্থিত হইবে, তদ্বিষয় চিন্তা

করিয়া অধিকতর কাতর হই। সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া, অশেষ প্রকার উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার চৈতন্য সম্পাদনে কৃতসংকল্প হইয়া পরিশেষে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমি নিজের মনোবেদনা নিবারণের নিমিত্তই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার জীবনদানরূপ মহামূল্য পুরস্কার লাভ করিয়াছি। আমি অন্য পুরস্কারের প্রত্যাশিনী নহি। আপনি হয় ত মনে করিয়াছিলেন যে, নির্ম্মম সংস্থসম্প্রদায়ে মমতার লেশ-মাত্রও নাই।"

"আমি এখন জানিলাম, শঙ্কটাকীর্ণ জলধিই অসংখ্য রত্নের আকর; এবং গহন কানন, বা উত্তপ্ত মরুভূমিই বিবিধ প্রীতিকর ও সুগন্ধ কুসুম উৎপাদন করিয়া থাকে।"

"আপনি চুপ করুন। আমি জিম্মার কথা শুনিতে পাইতেছি। আপনি এখনও অসুস্থ আছেন; সুতরাং আমাকে আপনার কাছে দেখিলে সে আমাদের দুই জনকেই মারিয়া ফেলিবে।"

"কেন?"

জয়মানিয়া সলজ্জভাবে বলিলেন, "জিম্মা অতিশয় ঈর্ষা-পরবশ। পাছে সে আপনার কোনও অনিষ্ট করে এই আশঙ্কাতেই আমি এত দিন তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলাম; কিন্তু তাহার কুৎসিত ও জঘন্য আচরণে আমি সততই তাহার প্রতি বিরক্ত আছি; এক্ষণে আপনি একটু সবল হইয়াছেন, অতএব এই স্থান পরিত্যাগ করাই আপনার পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। আমি এত দিন সকল প্রকার অনিষ্ট হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছি; কিন্তু আর পারিব না।"

এই কথা গুলি জয়মানিয়া এত মৃদু স্বরে বলিয়াছিলেন, যে, উহারা যেন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রভাত সমীরণের ন্যায় মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল।

জয়মানিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "দেখুন আপনার চতুর্দ্দিকে ঐ নৃশংস ঘাতকেরা অবস্থিতি করিতেছে। উহাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে, আপনি উহাদের কার্য্যপ্রণালী সকল সবিশেষ অবগত হইয়া পরিশেষে উহাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন। আপনার দ্বারা, যে, সে কাজ কখনই সম্ভবে না তাহা আমি উহাদিগকে বুঝাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু কিছুতেই উহারা বুঝিল না। উহারা আপনারাই সকল বিষয় মীমাংসা করে; কখনও কাহারও সৎপরামর্শে কর্ণপাত করে না। অতএব কল্য এ স্থলে আপনার অবস্থান করা কোনও মতে কর্ত্তব্য নহে।"

"এখানে আর দুই এক দিন থাকিলেও কি বিপৎপাতের সম্ভাবনা?" তিনি যে এখনও সম্পূর্ণরূপ গমনক্ষম হন নাই, ইহা তাঁহার এই কথায় স্পষ্ট প্রকাশ পাইল।

জয়মানিয়া অতি কাতরস্বরে বলিলেন, "বিপৎপাত এক প্রকার নিশ্চিতই বলিতে হইবেক। আপনিও জানেন যে, জিম্মা কথার পাত্র নয়। বিশেষতঃ কাল অমাবস্যা। আমাদের সম্প্রদায়ের সকলে মদিরায় উন্মত্ত হইয়া ভবানীর পুজা করিবে। কাল আমি কখনও জিম্মার সম্মুখে যাইতে পারিব না। প্রকৃতস্থ থাকিলেও তাহার দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, সুরাপান করিলে সে বন্য জন্তুর অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। মহাশয়! আমার ভয় হইতেছে, আপনি এখানে থাকিলে না জানি সে কাল কি অনর্থ ঘটায়।"

তিনি তখন স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "জয়মানিয়া তোমাকে এমন অবস্থায় নৃশংস পামরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া আত্মপ্রাণ বাঁচাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। মনে করিয়া দেখ দেখি, এ জীবন তোমা হইতেই লাভ করিলাম। তুমি আমার এত করিলে, আমি তোমার একটু সামান্য উপকার করিতে বাঞ্ছা করি, এ বিষয়ে তোমার অমত করা উচিত নহে। তুমি অতি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ কুলের সমধিক উৎকর্ষ সাধন করিলে, কিন্তু আর অধিক দিন এ কুলে জীবন যাপন করা তোমার পক্ষে কোনও মতে বিধেয় নহে। রত্নাবলি হীনপ্রভব হইলেও কি নৃপতিদিগের কিরীটের শোভা সংবর্দ্ধন করে না? অতএব জয়মানিয়া আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি এ স্থান পরিত্যাগ কর; আমার একটি কথা রাখ; তুমি সম্মত হও, আমি তোমাকে একটি সুখদ আবাসে লইয়া যাই।"

"আমি কখন স্বজাতি পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিব না। বিশেষতঃ আমার রজমন্ আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না।"

"কেন? রজমন্‌কে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে।"

"না, না। আমাদের আকার প্রকার ও কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে সকলেই আমাদিগকে সংস্থ বলিয়া জানিতে পারিবে; তাহা হইলেই বিপদ্ ঘটিবে।"

"আমি থাকিতে তোমাদের কখনও কোনও বিপদ্ ঘটিতে পারিবে না।"

"আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি যে, আপনি আমাকে সর্ব্ব ক্ষণ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন। কিন্তু আমরা সংস্থজাতি,

বনচারী। এক স্থানে সুস্থির হইয়া থাকা আমাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। বনের পাখীরাও অনেক সময়ে পোষ মানে, কিন্তু আমরা কখনও পোষ মানি না। আপনি আমাকে সুবর্ণ-পিঞ্জরে অবরোধ করিয়া রাখিলেও আমি স্থির থাকিতে পারিব না।”

“কেন? নূতন আবাসে কিয়দ্দিন থাকিলেই ভাল লাগিবে। পাখীরাও কি প্রথমে পোষ মানিতে চায়?”

“পিঞ্জরের দোর খুলিয়া দিলে পোষা পাখীরাও কি উড়িয়া যায় না? মহাশয়! আমি সংস্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমাদের প্রকৃতি আপনাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের বাড়ী নাই, ঘর নাই। আমরা যেখানে যাই, সেঁ খানেই আমাদের বাড়ী, সে খানেই আমাদের ঘর। দেশে মন্বন্তর উপস্থিত হইলে আমরা উপবাসী থাকিয়াও কোনও ক্লেশ অনুভব করি না। আমরা স্বাধীন, সকল স্থলেই গাছের ছায়া, নদীর জল, আকাশ ও বাতাস পাই; আর তাহাতেই চরিতার্থ হইয়া যাই। অতি সুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকায় আমাকে বন্ধ করিয়া রাখুন, নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য দ্বারা আমাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করুন; দেখিবেন, আপনার খাদ্য আমি স্পর্শও করিব না। আর কণ্টকময় নিবিড় গহন বনে আমি ফল মূল ভক্ষণ করিয়াও পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইব। অতএব আপনি আমার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া নিষ্কৃতির উপায় দেখুন।”

“না জয়মানিয়া।”

“না মহাশয়! আপনি অনর্থক আর কাল বিলম্ব করি-বেন না। আপনি সকল বিষয় অবগত নন। আপনি

নিশ্চয় জানিবেন যে, আমি এই অবস্থাতেই বেশ সুখে আছি। এ স্থান পরিত্যাগ করা আমার অভিপ্রেত হইলেও তাহাতে ব্যাঘাত আছে।”

“তবে আমি কি একাকীই প্রস্থান করিব?”

“হাঁ, একাকীই অনতিবিলম্বে যাইবেন।”

“কল্যই তবে প্রস্থান করা স্থির হইল; কিন্তু কখন্ ও কি রূপে এস্থান পরিত্যাগ করিব, তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে।”

“সে ভার আমার উপরেই রহিল। ঐ শুনুন, মা আমাকে ডাকিতেছেন। আমি চলিলাম, যদি প্রস্থানের পূর্ব্বে আর আপনার সহিত দেখা করিতে না পারি, তবে নিশ্চয় জানিবেন যে, উহারা আমাকে এক বারও চক্ষের আড়ালে যাইতে দিতেছে না; যাহাই হউক না কেন, আপনার নিষ্কৃতির উপায় উদ্ভাবন ব্যতীত আমার আর কোনও কাজ থাকিবে না। মহাশয়! অতি শৈশবাবধি মিথ্যা কথা কহিতে ও সকলকে বঞ্চনা করিতেই শিখিয়াছি; আপনার প্রতি যে সাধু ব্যবহার করিলাম, তাহাও অন্যত্র শিখি নাই। আপনি আমাকে কোনও দুষ্কর্ম্ম করিতে দেখিলে, নীচাশয় বলিয়া ঘৃণা করিবেন না। জানিবেন, যে কোনও একটি মহৎ বিষয় সুসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায় না থাকিলে, জয়মানিয়া কখনও গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। আপনি এ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে গমন করিয়া সুখী হইলে, বন্ধুবর্গের সহিত নানা বিষয়ের আলাপ কালে এই সংস্থ-কন্যার কথা কি আপনার স্মরণ হইবে? তাহাকে কুলোচিত জঘন্য আচারে অভ্যস্ত দেখিয়াছেন বলিয়া, আপনি কি

তাহার নিন্দা করিবেন না? সে যাহা হউক, সহস্র দোষ সত্বেও জয়মানিয়া, আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়াও আপনার কোনও উপকার করিতে পারিলে কদাচ তাহাতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

এই কথা বলিয়া জয়মানিয়া সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দেখিতে দেখিতে একেবারে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া গেলেন। তখন সেই অপরিচিত যুবক আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে, ভাবিতে লাগিলেন—কি আশ্চর্য্য! জগতের কোথায় যে কি আছে কে বলিতে পারে? জয়মানিয়া নৃশংস ঘাতক কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও শৈশবাবধি তাহাদেরই কার্য্য-পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি কোনও অংশেই স্বজাতির অনুরূপ নহে। এত দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য ও সারল্য উচ্চবংশসম্ভূতা ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণীতেও আছে কি না সন্দেহ। আমি এত দিনে বুঝিলাম, যে স্বভাব-সিদ্ধ গুণ কখনও সুশিক্ষার অপেক্ষা করে না। আহা! বাক্‌চাতুর্য্যেরই বা কি পারদর্শিতা! জয়মানিয়া স্বজাতীয় ব্যবসায়ে সুশিক্ষিতা, সুতরাং বাক্যকৌশলে বিলক্ষণ নিপুণা; কিন্তু আমার সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন ও কথা বার্ত্তা কহিয়াছেন, তাহাতে স্বীয় অন্তঃকরণের পবিত্রতা ও উৎকর্ষতারই প্রচুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। জয়মানিয়া বাগ্দেবতার মানসকন্যা, অথবা স্বয়ংই মূর্ত্তিমতী বাগ্বাদিনী।

সপ্তম স্তবক।

প্রান্তর অন্তরে।

প্রকৃতিস্বরূপা বিশ্ববিমোহিনী,
মায়াবলে কভু কালভুজঙ্গিনী।
কখন কমলা শান্তিনিকেতন,
জগতে অদ্ভুত রমণীরতম॥

চম্পাটিপ্রান্তর অতিশয় বিস্তীর্ণ ও দেখিতে পরম সুন্দর। অনেক কাল অবধি তথায় একটি জীর্ণ, সংস্কারবিবর্জ্জিত দেবমন্দির আছে। তদভ্যন্তরে কালিকার পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ঐ দেবীই সংস্কজাতির কুলদেবতা। বৎসরান্তে এক দিন তাঁহার অর্চ্চনা সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়; কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক পূজার কোনও অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না। মন্দিরটি প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী হইয়াও নিবিড় বনরাজিতে পরিবেষ্টিত হওয়ায় সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না। কাল ভবানীপূজা, সংস্কজাতির সমারোহের দিন; সুতরাং সকলেরই অন্তঃকরণ উৎসবে পরিপূর্ণ; সকলেই একেবারে আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কোথায় কি হইতেছে, কে কি করিতেছে, তৎপ্রতি কাহারও বিশেষ লক্ষ্য নাই। জয়মানিয়া এরূপ আনন্দের দিনেও নিরানন্দ। তাঁহার মুখ ম্লান ও গম্ভীর। দেখিলেই

বোধ হয়, তিনি কোনও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। রজমনের আনন্দ নিরানন্দ কিছুই বোধ নাই। তিনি তারা, বালি, প্রস্তরাদি লইয়াই শশব্যস্ত। সেই আহত যুবক এখন সুস্থ হইয়াছেন; তিনি কয়েক দিন প্রহারব্যথায় কষ্ট পাইতেছিলেন; এক্ষণে পূজার উৎসবে সকলকে প্রফুল্ল দেখিয়া কি সচ্ছন্দচিত্ত হইলেন? সকল সময় অন্যের আনন্দে আমরা আনন্দিত হই না; অনেক সময় অন্যের আনন্দে আমাদের ক্ষোভ উপস্থিত হয়। ভবানীপূজার উৎসবে তাঁহার কেনই বা তুষ্টি জন্মিবে? তিনি এপর্য্যন্ত আত্মবিস্মৃত ছিলেন, তাঁহার সুখ দুঃখ কিছুরই বোধ ছিল না; এখন তিনি কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া সময়াতিপাত করিতেছেন, তাহা সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার অন্তরে তুমুল প্রলয় উপস্থিত। পলায়নই তাঁহার বর্ত্তমান চিন্তা। হৃদয়বিদারক যন্ত্রণার সময় আত্মীয় স্বজনকে প্রফুল্ল দেখিলেও কষ্টের অনেক লাঘব হয়, কিন্তু জয়মানিয়ার মলিন মুখ দেখিলে তিনি যে আরও উৎকণ্ঠিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি হৃদয়ের আবেগে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু এক বারও একাকী হইতে পারিতেছেন না। এক জন না এক জন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেছে। তাঁহাকে চক্ষের অন্তর হইতে দেওয়া যেন তাহাদের অভিমত নয়।

ক্রমে দিবাবসান হইল; রাত্রি আসিল। এই কালই সংস্থগণের গমনাগমনের প্রশস্ত সময়। শকট যানাদি সকলই সুসজ্জিত হইল। জয়মানিয়ার মাতা প্রস্থানের অনুমতি প্রদান করিলে, সকলেই স্ব স্ব যানে আরোহণ পূর্ব্বক চম্পাটির অভিমুখে যাত্রা করিল। সেই অপরিচিত যুবকও তাহাদের

কোনও এক খানি শকটে আরোহণ পূর্ব্বক শয়ন করিলেন। শরীর অতি দুর্ব্বল, এজন্য তিনি অনতিবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন, গমনজনিত ক্লেশ আর তাঁহার অনুভূত হইল না। সংস্থসম্প্রদায়স্থ সকলেই এক প্রকার নিশাচর; সকলেই পূজার উৎসাহে উৎসাহিত; সুতরাং তাহাদের কাহারও নিদ্রাকর্ষণ হইল না। তাহারা নানা গ্রাম ও উপগ্রাম, নগর ও উপনগর অতিক্রম করিয়া রাত্রি থাকিতে থাকিতেই সেই প্রান্তরে উত্তীর্ণ হইল। পশুগণ সমস্ত রাত্রি অনবরত পরিশ্রম করায় কাতর হইয়াছিল, এখন যথাস্থানে উপস্থিত হওয়ায় নিষ্কৃতি পাইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধার আজ্ঞানুসারে দলস্থ সকলে সমবেত হইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রান্তর মধ্যে অসংখ্য পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রকারান্তরে একটি ক্ষুদ্র নগর সংস্থাপন করিল। কুটীরগুলি প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত। নানা জাতীয় কুসুমদাম, ফল মূল ও অভিনব বনজ দ্রব্যজাতে সুসজ্জিত হওয়ায় একটি বৃহৎ বিপণীর শোভা ধারণ করিল। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই নানা প্রকার কার্য্য ব্যপদেশে সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চারি দিকে অবস্থান করিতে লাগিল। কোথাও নৃত্য গীত, কোথাও বালক বালিকার কৌতুককর ক্রীড়া, কোথাও বা যুবক বৃন্দের মল্লযুদ্ধ হইতে লাগিল। আবার অনেক স্ত্রী পুরুষ, অদৃষ্টগণনাতৎপর দৈবজ্ঞের ভান করিয়া চতুর্দ্দিক্‌স্থ মানবগণকে প্রতারণা করিবার আশয়ে অতিশয় চাতুর্য্যের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিকটস্থ পল্লীসমূহের কৃষাণগণ অতি প্রত্যূষে ক্ষেত্রের কার্য্যে প্রান্তরে আসিয়াছিল; তাহারা পূর্ব্ব দিন কিছুই প্রত্যক্ষ করে

নাই; রাত্রি মধ্যে এক নগর বসিল ও অসংখ্য লোকের সমাগম হইল দেখিয়া, বিস্মিত ভাবে গ্রামে গ্রামে সংবাদ প্রদান করিল। তচ্ছ্রবণে পল্লীস্থ সকলে কৌতুকদর্শনাভিলাষে সেই প্রান্তরে আসিতে লাগিল। যাহারা গণক হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে জয়মানিয়ার দলই সমধিক পুষ্ট। জয়মানিয়া এখন প্রকৃতই সংস্থকন্যা। তিনি কৃষ্ণবর্ণ শরীরে লালরঙের বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, ললাট শ্বেতবর্ণে চিত্রিত, সীমন্তে কিছুই নাই। তাঁহার বামকক্ষে বেত্রাধার, তদভ্যন্তরে অনেক লতা গুল্ম বৃক্ষমূল ও অশেষবিধ ঔষধ স্তরে স্তরে সুসজ্জিত রহিয়াছে। তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিতে প্রফুল্ল, অধরে হাসি বিরাজমান রহিয়াছে; কিন্তু কোনও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি জয়মানিয়াকে তদবস্থায় অবলোকন করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন যে, তাঁহার প্রস্ফুটিত নেত্রাভ্যন্তরে ও বিকসিত মুখকমলে গাঢ় কালিমা নিহিত রহিয়াছে। জয়মানিয়া স্বীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন; চাতুর্য্যে ও ধূর্ত্ততায় কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিল না।

এই কি সেই জয়মানিয়া? এই চতুরাই কি আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া আহত ও স্রোতোজলে পরিত্যক্ত সেই যুবকের ক্লেশ নিবারণের বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন?

এদিকে গ্রামে গ্রামে সংবাদ পৌঁছিলে, নানা আশয়ে, লোক আসিতে লাগিল। অনেকে, বিশেষতঃ বালক, বালিকা, যুবতী ও বৃদ্ধারাই অদৃষ্টের ফলাফল জানিতে আসিয়াছিল। জয়মানিয়া ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশে বিলক্ষণ পটু ছিলেন; সুতরাং তিনি সকলেরই মনোমত ভবিষ্যৎ ফলাফল নি-

র্দ্দেশ করিয়া অপর্য্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। যুবতী দিগকে 'অচিরে মনোমত পতি পাইবে' বলিয়া চরিতার্থ করিয়া, তাহাদের কষ্টলব্ধ রজত খণ্ড গ্রহণে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইলেন না। জয়মানিয়া কোনও কামিনীর হস্তে স্বামী বশীভূত করিবার ঔষধ প্রদান করিতেছেন, কাহাকেও বা সপত্নী দমনের অমোঘ সন্ধান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন।

সেই অভ্যাগত যুবক জয়মানিয়াকে নূতন ক্ষেত্রে অবতীর্ণা দেখিয়া চিনিতে পারিতেছেন না। তাঁহার হৃদয়ে নানা বিতর্ক উদিত হইতেছে। তিনি মনে করিতেছেন, আমি যাঁহাকে রমণীরত্ন বলিয়া স্থির করিয়াছি, সেই কামিনীই কি এমন জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? এ আকার সম্পূর্ণ নূতন! সম্পূর্ণ বিসদৃশ! এ আকারে ঋজুতা, কমনীয়তা ও পরদুঃখ-কাতরতা কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। এ আকৃতি সম্পূর্ণ পৈশাচিক। ইতিপূর্ব্বে তিনি জয়মানিয়াকে স্বজাতীয় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সদাচারব্রত পরিপালনে তৎপর দেখিয়া মোহিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে আবার সেই জয়মানিয়াকে স্বজাতিসুলভ ও জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার অন্তরে ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক হইতে লাগিল। স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, কাহারও প্রতি জয়মানিয়ার লক্ষ্য থাকে না; সুতরাং আজ তাঁহার প্রতিও নাই।

তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন, হয় ত এবার স্বজাতির মনোরঞ্জন আশয়েই জয়মানিয়া জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু জয়মানিয়া কত উন্নতহৃদয়া! কত পরদুঃখকাতরা! তিনি কেনই বা জাতিধর্ম্ম পালন করিবেন? তিনি কোনও বিষয়ে স্বজাতির নিকট ঋণী নন। অবিলম্বে জাতিধর্ম্মের

প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বজাতীয়দিগকে পরিত্যাগ করাই তাঁহার শ্রেয়ঃকল্প।

এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে দিবাবসান হইয়া গেল। জয়মানিয়া যে কি অভিপ্রায়ে এত আগ্রহ সহকারে স্বব্যবসায়ে পারদর্শিতা দেখাইতেছিলেন, তাহা এক বারও তাঁহার মনে উদিত হইল না। তিনি জয়মানিয়ার মন বুঝিতে পারিলেন না, তাই তাঁহার এত গ্লানি করিলেন। পরস্পর কার্য্য করিবার সময় আমরা যদি পরস্পরের মন জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আমাদের অনেক ক্লেশের অবসান হইত না?

সন্ধ্যা সমাগত। পল্লীবাসীরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। কুটীরশ্রেণীর মধ্যদেশে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইল। জয়মানিয়া অগ্নি সমীপে উপনীত হইলেন। পূজার সময় উপস্থিত; সকলেই আহ্লাদে ও মদিরায় উন্মত্ত। বৃদ্ধা অগ্রগামিনী হইলে, সকলেই দেবীর মন্দিরে যাইতে আরম্ভ করিল। জয়মানিয়া অগ্নি সমীপেই বসিয়া রহিলে ; কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না। আহত যুবক স... দিন এক মনে তাহাদের কার্য্যপ্রণালী সন্দর্শন করিয়া ছিলেন ; তাঁহার আকার প্রকার দৃষ্টে কাহার কোনও সন্দেহ হয় নাই ; সুতরাং মন্দিরে গমন কালে কেহ তাঁহার অনুসন্ধানও করিল না। সকলে প্রস্থান করিলে, জয়মানিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া কানে কানে বলিলেন, "মহাশয়! আর বিলম্ব করিবেন না, এই আপনার পলায়নের উপযুক্ত সময়। পূর্ব্বাভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করুন। এখন সকলেই মদিরায় মত্ত হইয়া পূজার স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, কেহই আপনার গতি রোধ করিবে না। এক ক্রোশ

পথ উত্তীর্ণ হইলেই একটি ক্ষুদ্র বন দেখিতে পাইবেন। তথায় একটি দেবালয় আছে। আপনি সে পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেই নিরাপদ হইবেন। সত্বর হউন; বিলম্বে অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভাবনা।"

অনন্তর তাঁহার হস্তে কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়! ক্ষমা করিবেন, আমি স্বোপার্জ্জিত সকল মুদ্রা আপনাকে দিতে পারিলাম না। মাকে কিছু না দিলে এখনই অনর্থ ঘটিবে।"

সংস্থকন্যার এবংপ্রকার আচরণে বিস্মিত হইয়া, তিনি বলিলেন, "জয়মানিয়া! তুমি আমার জন্য এত কষ্ট পাইলে। আমি কি তোমাকে এ অবস্থায় রাখিয়া ইতর জন্তুর ন্যায় আত্মপ্রাণ লইয়া পলায়ন করিব?"

"আপনি আমার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। করিশাবক কি কখন করিণীকে ভয় করে? জিম্মা ঈর্ষা বশতঃ আপনার সর্ব্বনাশের চেষ্টা পাইতেছে। আজ্ পূজাসমাপনান্তে আপনাকে পাইলে, সে, যে কি অনর্থ ঘটাইবে বলিতে পারি না। দলস্থ অপরাপর সকলে জিম্মার দুরভিসন্ধির বিষয় কিছুই জানে না। কিন্তু আপনার পলায়ন তাহাদেরও অভিমত নয়। স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া তাহারা আপনার এই স্থানে অবস্থিতি কামনা করিতেছে। কেহ কেহ মনে করিতেছে যে, আপনি নিঃসন্দেহ কোনও এক উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার আত্মীয় স্বজন বিপুল অর্থ দ্বারা আপনাকে মুক্ত করিয়া লইবেন; সুতরাং তাহাদের অর্থলাভ হইবে। অপরাপর অনেকে আবার আপনাকে ভয় করিতেছে। তাহারা মনে করিতেছে যে, আপনি মুক্তিলাভ

করিলেই তাহাদের বিপদ্ ঘটিবে। মহাশয়! এমত অবস্থায় আপনার আর ক্ষণ কালও বিলম্ব করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। আপনি সত্বর হউন, তাহারা অনেক ক্ষণ পূজার স্থানে গিয়াছে। আপনি দুর্ব্বল, যাইতে বিলম্ব হইবে, অতএব আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, আর বিলম্ব করিবেন না।"

তিনি অনেক ক্ষণ জয়মানিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল। "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন," এতদ্ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিলেন; দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার তাঁহাকে কবলিত করিল।

তিনি প্রস্থান করিলে, জয়মানিয়া অগ্নিকুণ্ডের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া করে কপোল সংস্থাপন পূর্ব্বক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন।

এমন সময়ে কতিপয় ব্যক্তি সমভিব্যাহারে জিম্মা পূজাস্থান হইতে মহা কোলাহল করিতে করিতে অগ্নিকুণ্ড সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল; জয়মানিয়াকে তথায় দেখিতে পাইয়া কঠোর ভাবে বলিল, 'সে কোথায়?'

জয়মানিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "জানি না। কাহিল মানুষ, হয় ত, কোনও এক স্থানে নিদ্রা যাইতেছেন। এত উতলা কেন? প্রয়োজন হইলেই পাইবে।"

"এখনই তার প্রয়োজন আছে।"

"কি প্রয়োজন? দেখিও যেন গোলযোগ করিয়া তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিও না।" জয়মানিয়ার এপ্রকার বাক্যে কোনও ভীতির চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। সকল বিষয় অচিরে

প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহা হইলেই বিপৎপাতের সম্ভাবনা, এটিও জয়মানিয়া বিলক্ষণ জানিতেছেন; কিন্তু আত্মবিপদের প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। তিনি ত ইতিপূর্ব্বে স্বয়ংই বলিয়াছিলেন, "জয়মানিয়া আত্মজীবনান্তে ও তাঁহার উপকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

এদিকে সেই যুবক নক্ষত্রালোকে পথ দেখিতে দেখিতে সত্বর পাদবিক্ষেপ পুরঃসর গ্রামাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। উপলখণ্ড ও কণ্টকশ্রেণী তাঁহার পাদ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল, কিন্তু তখন তাঁহার কিছুই বোধ হইল না। তিনি অদূরে একটি আলোক দেখিতে পাইলেন; উহা প্রকৃত আলোক, কি প্রাণনাশক আলেয়া, তাহা নির্দ্ধারণ না করিয়াই সেই দিকে প্রধাবিত হইলেন।

পুনর্ব্বার সংস্থসম্প্রদায়ের হস্তগত হইলে তাঁহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে। তিনি যে আলোক অনুসরণ করিয়া যাইতেছিলেন, উহা আলেয়া না হইলেও না হইতে পারে; এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াই কি যুবক অগ্রসর হইতেছিলেন? না-তিনি কিছুই সিদ্ধান্ত করেন নাই; তিনি কি করিতেছেন, জানেন না। কেবল ঊর্দ্ধশ্বাসে সম্মুখের দিকেই যাইতেছেন। এখন আলোক অতিশয় পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাইলেন। উন্মূলিত আশালতা পুনরুজ্জীবিত হইল। সে স্থলে উপস্থিত হইলে আশ্রয় পাইবেন কি না তাহারও স্থিরতা নাই; অথচ তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন তথায় সমাদরে গৃহীত হইবেন।

এখনও অর্দ্ধ ক্রোশ চলিতে হইবে। তিনি অতি ক্লান্ত হইয়াছেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতেছে, ইন্দ্রিয়গণও অবশ

সময়েই সম্ভব। বালরবি উদিত হইতে না হইতেই সময়ে সময়ে দুরন্ত মেঘ আসিয়া পূর্ব্ব গগন অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মধ্যাহ্নেও বাত্যা সমুপস্থিত হইয়া থাকে। সন্ধ্যা-ন্তেই দৃষ্টিনাশক গভীরান্ধকার! নির্দ্দোষ বাল্যকালও করাল কালের কবল হইতে নিস্কৃতি পায় না, যৌবনকালেও মানব-গণ সতত দুর্ব্বার রিপুগণের বশীভূত হইয়া স্বেচ্ছাচারকলু-ষিত জীবনের বিনাশ সাধন করে, আবার বার্দ্ধক্যের উত্তর কালও চিরান্ধকারে নিহিত রহিয়াছে। এই অন্ধকার অধি-কাংশের পক্ষেই কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকার। অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই শুক্ল পক্ষ ঘটিয়া থাকে; সূর্য্যালোক কেহই প্রাপ্ত হন না।

সন্ধ্যার মোহিনী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে, আমরা গভীর চিন্তায় মগ্ন হই। জীবনের সন্ধ্যাও অচিরে আসিবে, এই স্মরণ করি ও অন্ধকারে গমনোপযোগী পথ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হই। ভারতীয় আর্য্যেরা প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং এই তিন কাল উপাসনার প্রশস্ত সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের এই শুভানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য ও জাজ্বল্যমান। আমরা দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিলাম, তজ্জন্য প্রাতে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্রষ্টার মহিমা কীর্ত্তন করি। যৌবন কালে, আত্মবিস্মৃত হইয়া সর্ব্বনাশের সোপানে আরোহণ না করি, এই আশয়ে মধ্যাহ্নে ঈশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আত্ম-সংযমে সচেষ্ট হই। আর জীবনের সায়ংকালে—বার্দ্ধক্যা-বস্থায়—অনশ্বর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নশ্বর বিষয় হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া, সানন্দে মোক্ষধামে প্রধাবিত হই।

আহা! আর্য্যগণ কি সূক্ষ্মদর্শীই ছিলেন। তাঁহারা কি শুভ

উদ্দেশেই এই প্রথা প্রচলিত করিয়া যান। আমরা এখন স্ব স্ব বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করত, আর্য্যদিগের প্রথা পরম্পরা পদদলিত করিতেছি, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কি শুভানুষ্ঠান করিতেছি? আমরা কিছুই করি না, কিছুই মানি না। সময়াতিপাত করিতে হইবে, আপাতমনোরম হইলেই একেবারে চরিতার্থ হইয়া যাই; কিন্তু এক বারও পরিণাম ভাবিয়া দেখি না। রোগ, শোক, পরিতাপ প্রভৃতি যে হাতে হাতে ফল ফলিতেছে, তৎপ্রতি এক বারও লক্ষ্য করি না। আমাদের হৃদয়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সততই বিরাজমান রহিয়াছে। আর্য্যজাতি সভ্য রাজার শাসনে থাকিয়া সভ্য হইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের দুর্নিবার দুঃখ দিন দিন বাড়িতেছে। আর্য্যজাতি পূর্ব্বে অসভ্য ছিলেন, তাঁহাদের দুঃখপরম্পরা সমধিক অল্প ছিল; অথবা তাঁহারা অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইয়া দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই মনে করিতেন না। অনিবার্য্য দুঃখ ভোগ অথবা অল্পেই সন্তোষ, এতদুভয়ের কোন্‌টি অধিক বাঞ্ছনীয়? ভারতের আমোদ দিন দিন লয় প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে প্রয়োজনীয় কিছুই উদ্ভাবিত হইতেছে না। হে জ্ঞানিন্! তুমি মনুষ্য জাতির নির্দ্দোষ আমোদ হরণ করত, তৎপরিবর্ত্তে যে হলাহল প্রদান করিতেছ, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? পূর্ব্বে পূর্ব্বে সন্ধ্যার প্রাক্কালে পল্লীসমূহে আনন্দ বিরাজ করিত; ধূপাগ্নি ধূম বিস্তার পূর্ব্বক পূতিগন্ধ বিনাশ করিলে, ঋত্বিজগণ ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া পূত মনে অভীষ্ট দেবের অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইয়া মনের সুখে সময়াতিপাত করিতেন; বালকবালিকাগণ ক্ষণকাল মনের সুখে দৌড়াদৌড়ি করিয়া, স্ব স্ব শিক্ষাদির

বিষয় আলোচনা করিত। এক্ষণে সভ্য আচার ব্যবহার বিস্তীর্ণ হওয়ায় সে সমুদায় তিরোহিত হইতেছে। সেই দেশ ধন্য, যাহার অধিবাসীরা এখন পর্য্যন্ত সভ্য পদবীতে পদার্পণ করেন নাই; সেই দেশ সর্ব্বসুখাস্পদ, যাহার অধিবাসীরা এখন পর্য্যন্তও নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ সম্ভোগে সমর্থ।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে গোধূলি সমাগমে পর্ব্বতময় প্রদেশ দেখিতে অতি সুন্দর। ঐ যে অদূরে শৈলমূলে দেব-মন্দির দেখা যাইতেছে ওটি কি কাঞ্চনময়? মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে মঙ্গল ধ্বনি বহির্গত হইতেছে; শঙ্খ ঘণ্টার শব্দে অরণ্যানী প্রতিধ্বনিত হইতেছে; ভক্ত ভক্তিভাবে একাগ্রচিত্তে উপাস্য দেবতার উপাসনায় নিযুক্ত। কি পবিত্র স্থান! কি পবিত্র দৃশ্য! শরীর মন শীতল হইল। অন্তরাত্মা প্রীতিরসে নিমগ্ন হইয়া পবিত্র বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল, রাত্রি আসিল। মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইল, এবং দুইটি মানবমূর্ত্তি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, পার্শ্বস্থ অন্য এক গৃহে প্রবিষ্ট হইল। ঐ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলেই হৃদয়ে ভক্তি ভাবের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের এক জন অধিকবয়স্ক, স্থূলকায়, প্রশান্তমূর্ত্তি। তাঁহার মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু শুক্ল বর্ণ; দন্ত এখনও স্খলিত হয় নাই; ললাট ও মুখমণ্ডলের চর্ম্ম শিথিল ও কুঞ্চিত। মুখমণ্ডল মলিন, ও গম্ভীর। তাঁহার আকৃতি দেখিলেই বোধ হয় যেন তিনি এক জন প্রকৃষ্ট তাপস, সতত তপশ্চিন্তাতেই নিমগ্ন।

অপরটি পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা। স্বীয় রূপরাশিতে নিশার আঁধার নিরাস করিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার আগুল্‌ফলম্বিত স্খলিত কবরী, গমনকালে চারি দিকে

নীলকান্ত মণির সৌন্দর্য্য বিস্তার করিল। তাঁহার মুখমণ্ডল, শারদীয় পূর্ণ শশধরের ন্যায়; আয়ত লোচনযুগল, আকর্ণ-বিশ্রান্ত ও চকিত হরিণীর ন্যায় সুচঞ্চল; তাহা হইতে সততই যেন সুধাধারা বর্ষণ হইতেছে। সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল আয়ত, ও নয়নপত্র পক্ষ্মল, তাহাতে আননপ্রভার সমধিক ঔজ্জ্বল্য সম্পাদিত হইতেছে। নাসিকা সুগঠিত ও ঈষদুন্নত। আরক্ত কপোলদ্বয় তপশ্চরণে ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। সুরক্তিম অধরোষ্ঠে, সুধাশুভ্র নির্ম্মল হাসি বিরাজমান; মুক্তাকলাপ সদৃশ দশনশ্রেণীর শ্বেত তরল প্রভা, তাহার সহিত সংমিলিত হওয়ায়, প্রবালবিন্যস্ত শ্বেতকুসুমের নিরুপম কান্তিকেও পরাভূত করিয়াছে। গ্রীবাদেশ নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব; এবং মৃণালকোমল রক্ততল বাহুদ্বয় হইতে, স্থলকমলদলসম চরণতল পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গই অতীব রমণীয়। সেই গৌরাঙ্গীর চারুদেহ সর্ব্বত্রই সুগঠিত। তাঁহার হস্ত এবং পাদস্থিত কৃষ্ণবর্ণ শিরা শ্রেণী ঈষৎ স্ফীত হইয়া, সেই সেই প্রদেশের সমধিক শোভা সম্পাদন করিয়াছে। সুন্দরীর অঙ্গে অঙ্গরাগ বা অঙ্গাভরণ কিছুই নাই। অঙ্গাভরণ কি এমন শরীরের শোভা সংবর্দ্ধন করিতে পারে? মণি মুক্তা প্রবালাদি রত্নাবলী, মলিনাধারে ন্যস্ত হইলেই অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল দীপ্তি বিকাশ করিতে থাকে। এমন সুচিক্কণ সুন্দর শরীরে সে সকলের সংযোজনা হইলে, শশাঙ্কের কলঙ্কের ন্যায়ই হইবে। তিনি কি বনদেশে যোগিনী অথবা মোহিনী? এমন কিশোর বয়সেই দুরূহ তপশ্চর্য্যার অনুরাগিণী, অথবা নিরাশপ্রণয়বিধুরা বিরহিণী? ইনি কি সেই শশিশেখর সমাগমার্থিনী হৈমবতী, অথবা সখীবিরহিতা কণ্বদুহিতা আনন্দদায়িনী?

তাঁহার আকার প্রকার এখনও অনেকাংশে বালিকা সদৃশ। এই কামিনী আনন্দময়ী, তাহাতে রমণীজাতির স্বাভাবিক আভরণ শালীনশীলতা ও ভীরুতা সুস্পষ্ট। তিনি যৌবনপদে পদার্পণ করিলেও তাঁহাতে যৌবনসুলভ বিলাসপ্রিয়তা, দাম্ভিকতা ও চঞ্চলতা কিছুই লক্ষিত হয় না। তাঁহার প্রফুল্ল মুখকমলে, ঋজুতা ও পবিত্রতা বিরাজিত; কিন্তু তেজস্বিতা ও অভিমানেরও অসদ্ভাব দৃষ্ট হয় না।

সৌন্দর্য্য দুই প্রকার,—আকারগত ও ভাবগত। কবিরা কেবল আকারগত প্রদানেই সমর্থ; আলেখ্যকারেরা আকারগত ও ভাবগত এই দুইটিই দিতে পারেন। কবির সৌন্দর্য্য বর্ণন পাঠ করিলে আমরা তৃপ্ত হই, কিন্তু মুগ্ধ হই না। আলেখ্যকারের চিত্র সন্দর্শন করিলে, আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাই। এই ভামিনী এই দুইটি বিষয়েরই অধিকারিণী। যখন তিনি মন্দিরাভ্যন্তর হইতে অন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন বোধ হইল, যেন জলদজালে বিজলী খেলা করিল। এ বিজলী অতি মনোরম, অতি প্রীতি[illegible], তাপবিহীন——স্নিগ্ধ। ইহাতে নয়ন ঝলসিত হয় না, দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়।

পৃথিবীতে এমন অনেক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের মুখমণ্ডল সর্ব্বদাই প্রফুল্ল, যাহাদিগকে সন্দর্শন করিলে তাপিতেরও দগ্ধহৃদয় শীতল হয়, এবং নিতান্ত মূঢ় পাষণ্ডেরও অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হয়। প্রভাবতীও তাঁহাদের এক জন। প্রভাবতীর অনেক মানসিক যন্ত্রণা আছে, তজ্জন্য তিনি বিরলে অশ্রুপাত করেন; কিন্তু পিতৃসমক্ষে সদাই খুসী, সদাই প্রফুল্ল। তাঁহার পিতা নানা প্রকার হৃদ্বিদারক যন্ত্রণা

সহ্য করিলেও, পূজাদি সমাপনান্তে এই নির্জ্জন প্রদেশে তনয়ার মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক, সকল মনস্তাপ বিস্মৃত হইয়া অতি সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন।

তাঁহারা সেই পার্শ্বস্থ গৃহে প্রবেশানন্তর, উভয়ে এক কম্বল আসনে উপবেশন পূর্ব্বক, নানাবিধ অতীত বিষয়ের আলোচনায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সম্মুখে একটি আলোক জ্বলিতে লাগিল। প্রভাবতী একটি বিড়ালশাবক পুষিয়াছিলেন, সেটিও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে এক এক বার আলোকের দিকে, এক এক বার বা প্রভাবতী ও তাঁহার জনকের উৎসঙ্গে যাইতে লাগিল।

এমন সময় বৃদ্ধ হঠাৎ দ্বারদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এখনও যে দোরের আলো জ্বলিতেছে? আলোটি নিবাও নাই কেন?"

"কেন বাবা, আমি ত দোরের আলো কখনই এত সকালে নিবাই না। এদেশে আর কাহারও বাস নাই; হয় ত কোনও নিরাশ্রয় পথিক দূর হইতে এই আলোক দেখিতে পাইলে, আমাদের এখানে আসিয়া আশ্রয় লইবে।"

তনয়ার বাক্যে বৃদ্ধ একটু অসুখ বোধ করিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল; তিনি বলিলেন, "না বাছা ওরূপ মনে করা ভাল নয়।"

"কেন বাবা?"

বৃদ্ধ আর বসিতে পারিলেন না; শয্যায় শয়ন করিলেন ও অন্য দিকে শূন্য দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

প্রভাবতী তদীয় মস্তক আপন অঙ্কে স্থাপন পূর্ব্বক অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "বাবা হয় ত যাহার জন্য সর্ব্বদা

আমার মন কেমন করে, তিনিও আসিলে আসিতে পারেন। তিনি অনেক দোষ করিয়াছেন, তিনিই আমাদের নির্ম্মল কুলে কালি দিয়াছেন, আর তাঁহার কুকর্ম্মের ফলেই আমরা দেশ ত্যাগী হইয়া, অতি কষ্টে এই বনে কাল যাপন করিতেছি, কিন্তু আমি কিছুতেই মনকে বুঝাইতে পারিতেছি না। না জানি তিনি কোথায় কত ক্লেশে কাল যাপন করিতেছেন। তাঁহার বিষয় চিন্তা করিলে আমার চক্ষে জল আইসে; আমি তাঁহার সকল দোষ ভুলিয়া যাই।"

"কি! সেই নরাধম দুরাচারের জন্যে তুমি দুঃখ কর?"

প্রভাবতীর চক্ষে জল আসিল। তিনি বলিলেন, "বাবা মৃত্যুকালে মা দাদাকে তোমার হাতে হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন, "এখন হইতে আমার সন্তান তোমারই হইল।"

"সে কুকর্ম্ম না করিলে আমি কখনই তাহার প্রতি স্নেহশূন্য হইতাম না।"

"দাদা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কোনও দোষ ছিল না; আমরা কেনই বা তাঁহার কথা বিশ্বাস না করিব?"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িলেন; বলিলেন, "বাছা যে রাজবিচারে দোষী, আমরা তাহাকে কিরূপে নির্দ্দোষী মনে করিব? তাহার অদৃষ্টে যে ইহার পর আরও কি আছে, বলিতে পারি না। এক বার কুপথে পদার্পণ করিলে, প্রত্যাবর্ত্তন করা দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়।"

"বাবা, তুমি কি কেবল দাদার দোষই দেখিবে?"

"যাহার কোনও গুণ নাই, তাহার দোষ না দেখিয়া আর কি দেখিব?"

"তুমি কিসে জানিলে যে দাদার কোনও গুণ নাই?"

"একাল পর্য্যন্ত ত তাহার গুণের কোনও পরিচয় পাই নাই। সে যাহা হউক, ঐ দুরাত্মা অনুতপ্ত চিত্তে আত্মদোষ স্বীকার করিলে আমি তাহার কৃত অপরাধ বিস্মৃত হইতে পারি।"

"তুমি যে একেবারে স্নেহশূন্য হইতে পারিবে না, তাহা আমি আগেও জানিতাম। হাঁ বাবা, দাদা বাড়ী আসিলে তুমি তাঁহাকে ত লইবে?"

"তাহাকে গ্রহণ করা কখন আমার উচিত নয়; কিন্তু সে বাড়ী আসিলে আমি যে তাড়াইতে পারিব, তাহাও সম্ভব নহে।"

"দাদা বাড়ী আসিলে তাঁহাকে তাড়াইতে যে তোমার মনে ব্যথা লাগিবে, তাহা শুনিয়া সুখী হইলাম।"

অনন্তর প্রভাবতী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; স্থির-নেত্রে ও নিস্পন্দ ভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন। কত আশা-লতা তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, কত আবার অচিরে উন্মূলিত হইতে লাগিল। তিনি কত গড়িতে লাগি-লেন, কত ভাঙ্গিতে লাগিলেন; কিছুই মনোমত হইল না। তাঁহার শরীর পিতৃসমক্ষে রহিয়াছে, কিন্তু মন সেই বীচি-মালা-পরিপূরিত মহাসমুদ্র-বেষ্টিত দ্বীপে তড়িত অপেক্ষাও দ্রুত বেগে প্রস্থান করিল। সেখানে কি তাঁহার ভ্রাতা সুখে আছেন, না কষ্টে কালযাপন করিতেছেন? জননীর অকাল মৃত্যু কি তাঁহার কখনও স্মরণ হইতেছে না? তিনি কি এক বারও জন্মভূমি ও বাল্যলীলার স্থান দেখিতে ইচ্ছুক নুন? এই চিন্তার পর মনের গতি ফিরিল। আর সে দ্বীপ

নাই ; সে ঊর্ম্মিমালা পরিশোভিত মহাসমুদ্রও নাই। প্রভাবতী মানস নেত্রে দেখিতে লাগিলেন, যে, তাঁহার দাদা পূর্ব্বানুষ্ঠিত দুষ্কৃত স্মরণে অনুতপ্ত হইয়া, তাঁহাদের গুপ্ত আবাসে আসিতেছেন। কল্পনার কি মোহিনী শক্তি! প্রভাবতী যেন বাস্তবিক বিষয়ই প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার অনিন্দিত মুখারবিন্দ বিকসিত কমলের শোভা ধারণ করিল। তিনি অতি যত্ন সহকারে মঙ্গলাচরণ করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনিবেন বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, দুই এক পা অগ্রসরও হইলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না, সেই মনোহর দৃশ্য অন্তর্হিত হইল—জলবুদ্বুদ আবার জলের সহিত মিলাইয়া গেল। প্রভাবতীর ভ্রম ঘুচিল, তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। উপবেশন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে, বাহিরে কিসের শব্দ হইল ; শুষ্ক বৃক্ষপত্রে যেন কেহ ভ্রমণ করিতেছে। আবার শব্দ হইল, কেহ যেন ভূতলে পতিত হইল। প্রভাবতীর আশা বাড়িল। সত্য সত্যই কি আমার দাদা আসিলেন? আমি কি ইতিপূর্ব্বে বাস্তবিকই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম? মনে মনে এইরূপ বলিয়া তিনি সবেগে বহির্দ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

বাহিরে আলোক নাই। কিন্তু নক্ষত্রালোকেই দেখিতে পাইলেন, একটি মনুষ্য অচৈতন্য হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তিনি কি মৃত? ঈশ্বর না করুন। প্রভাবতী একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বাবা ঐ দেখ দাদা আসিয়াছেন।"

বৃদ্ধের তন্দ্রা আসিতেছিল ; তিনি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন "বাছা তুমি কি জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছ?"

"আমি স্বপ্ন দেখিতেছি না। তুমি আমাদের আলোটা লইয়া শীঘ্র বাহিরে আইস।" এই ব্যক্তি যে অভিরাম তদ্বিষয়ে প্রভাবতীর বিন্দুমাত্রও সংশয় ছিল না; এখনও জীবিত কি না তিনি কেবল ইহাই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় প্রতাপচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলে, প্রভাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন বাবা ঘরে লইয়া যাই।"

বৃদ্ধ সঙ্কেতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর পরিচারকের সাহায্যে তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া, দীপালোকে তাঁহার মুখ দেখিতে পাইয়া, প্রভাবতী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বাবা এ দাদা নয়?"

প্রভাবতীর শূন্যস্থ অট্টালিকা ভূতলে পড়িল, তাঁহার আশালতা ছিন্ন হইয়া গেল, তিনি বড় মনস্তাপ পাইলেন; সুতরাং ক্ষণ কাল অধোবদনে ভাবিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ তনয়াকে এরূপ অবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "বাছা এ ব্যক্তি তোমার দাদা হউন আর না হউন, যখন এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া আমাদের আবাসে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন প্রাণপণে যত্ন করিয়া ইঁহার সেবা শুশ্রূষা করা, আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।" পান্থের শুশ্রূষা রূপ সদনুষ্ঠানে প্রভাবতী কি উদাসীন ছিলেন? কখনই না। আশা ভঙ্গ হওয়ায় তিনি নিরতিশয় ক্ষুভিত হন, সুতরাং ক্ষণ কাল পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য নির্ব্বাচনে অসমর্থ হয়েন। পিতৃবাক্য শ্রবণে তিনি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চকিত ভাবে গাত্রোত্থান, পূর্ব্বক পথিকের নিকট গমন করিয়া, অগ্নিসেক প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে তাঁহার চেতনাগমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে পথিক নেত্রোন্মীলন করিয়া শূন্য দৃষ্টে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ

করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের দোর জানালা বন্দ করিয়া দাও; ঐ দেখ সংস্থেরা আসিতেছে, উহারা আমাকে এখনই মারিয়া ফেলিবে"।

"সংস্থেরা এ স্থানে আসিতে পারিবে না, তাহারা বাবাকে ভয় করে, প্রতাপচন্দ্রের নামেই তাহারা কাঁপিতে থাকে।"

পথিক চকিত ও কম্পিত হইলেন। "তোমার বাবার নাম প্রতাপচন্দ্র! আমি চলিলাম, আর এ স্থলে মুহূর্ত্তকালও থাকিব না", এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

প্রভাবতী বলিলেন, "আপনি অতিশয় কাহিল, চলিতে পারিবেন না।" এখানে অতিথি হইয়াছেন, সুতরাং এ রাত্রিতে আপনার কোনও অমঙ্গল হইলে আমাদের পাপ হইবে।"

প্রভাবতীর এই সরল, সাধু ও বিনয় গর্ভ ... শ্রবণে, পথিকের অন্তঃকরণ আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। "না আমি থাকিতে পারিব না, এস্থলে থাকা আমার উচিত নয়।" এই বলিয়া তিনি আবার প্রস্থানের উদ্যম করিতে লাগিলেন।

"আপনি কি করেন, এমন সময় গৃহের বাহির হইলে শীতে যে মারা পড়িবেন।"

"আপনারা আমায় জেদ করিবেন না, আপনাদের সৌজন্য ও সাধু ব্যবহারে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি।" আগন্তুক আর কিছুই বলিলেন না, উৎসুকচিত্তে কেবল প্রভাবতীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রভাবতী তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া লউন, এই যেন তাঁহার আন্ত-

রিক ইচ্ছা। প্রভাবতী পান্থের কথায় মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া, শূন্য দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "আমার বাবা আপনাকে এখানে থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন। মহাশয়! আপনার শরীরের এই অবস্থা, তাহাতে আবার এই ভয়ানক শীত, আর এই অন্ধকার রাত্রি, এমন সময়ে আপনি অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, আপনার কি শরীরের প্রতি মমতা নাই?"

"তুমুল সংগ্রামে হতসৈন্যের ন্যায় আমি পরিত্যক্ত হই। আমার কেহই নাই; কিছুই নাই। কাহারও অনুগ্রহে কথঞ্চিৎরূপে জীবন পাইলে দেখিলাম, "আমি সর্ব্বস্বান্ত; জীবন ব্যতীত, এ জগতে আমার আর কিছুই নাই।"

"জীবন থাকিলে আবার সকলই হইবে।"

"হয় ত, পাপাশয় প্রবল শত্রু, আমার নামটি পর্য্যন্ত হরণ করিয়াছে।"

"আপনি পুরুষ লোক। জীবিত থাকিলে আবার সকলই করিতে পারিবেন।"

"সক্ষম হইলেও, আমি আর সম্পত্তিলাভে যত্নবান্ হইব না। দুরাত্মা নির্ব্বিরোধে আমার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে, তাহার সমুচিত শাস্তিবিধানই আমার একমাত্র কার্য্য।"

কেহ তাঁহার বিশেষ অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে, প্রভাবতী পথিকের বাক্যে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং বলিলেন, "আপনি এখন অত্যন্ত কাহিল; ও সকল উৎকট বিষয় চিন্তা করিলে অধিকতর কষ্ট পাইবেন। আপনার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, বুদ্ধিবৃত্তিরও স্থিরতা নাই,

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, অতি সহজ উপায়ে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবেন।"

"অনিষ্টের প্রতীকার করিতে হইলে, আমি মুহূর্ত্তকের জন্যও এস্থানে অবস্থান করিতে পারি না।"

প্রতাপচন্দ্র আর নিরস্ত থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, "আপনি আমাদের অপরিচিত, আমরা আপনার কিছুই জানিনা, সুতরাং আপনার বাক্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতেও পারিলাম না।"

পথিক গাত্রোত্থান করিয়া বৃদ্ধকে বলিলেন, "ঈশ্বর না করুন, যে, এই নিদারুণ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও আপনাকে জানিতে হয়। মহাশয়, ক্ষমা করুন আমি প্রাণান্তে কৃতঘ্ন হইতে পারিব না। এখানে থাকিতে হইলে আমাকে নিশ্চয়ই কৃতঘ্ন হইতে হইবেক।"

তখন পিতা ও কন্যা উভয়ে ক্ষণ কাল পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কেহই কিছুই বলিলেন না। পরে বৃদ্ধ আস্তে আস্তে তনয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাছা! এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই অপ্রকৃতিস্থ। হয় ত ইঁহার আত্মীয় স্বজনও ইঁহার অনুসরণ করিয়াছেন; অতএব যে কোনও উপায়েই হউক, এ ব্যক্তিকে এখানেই রাখিতে হইবেক।"

এই যুক্তি স্থির করিয়া, প্রতাপচন্দ্র প্রসন্ন-ভাবে আবার পথিককে বলিলেন, "মহাশয়! এই নির্জ্জন-স্থানে বাস করা অবধি আমরা এক দিনও স্বজাতির মুখ দর্শন করিতে পাই নাই। আপনিই আমাদের সেই অভাব পূরণ করিতে [illegible] আগমন করিয়াছেন। অন্ততঃ এ রাত্রি-

টাও এখানে থাকিলে আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইব।”

পথিক ব্যগ্র ভাবে বারংবার পিতা ও পুত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় যেন কিঞ্চিৎ তেজোহীন হইয়া আসিল। পথশ্রমে শরীর ক্লান্ত ও ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইয়াছে; সুতরাং সাহায্যেরও বিশেষ প্রয়োজন। এরূপ অবস্থায়, সে স্থান পরিত্যাগ করিলে মৃত্যুও অবধারিত। এ দিকে আবার প্রতিহিংসাবৃত্তিও অতিশয় বলবতী, প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ না হইলে তাঁহার জীবনে প্রয়োজন নাই। পথিক সে রাত্রিতে তথায় অবস্থান করিবেন না, অন্যত্র গমন করিবেন, তাহাতে প্রাণান্ত হইলেও সম্মত আছেন।

এই চিন্তা করিতে করিতে, তিনি অধিকতর উত্তেজিত হইলেন; তাঁহার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকিল না, সুতরাং উন্মনার ন্যায় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুতবেগে বাহিরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিল; চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিলেন; স্খলিতগতি হইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে ভূতলে পতিত হইলেন। সম্পূর্ণরূপে চেতনার অপগম হইল না; স্বকীয় অবস্থা ও সামর্থ্য কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিলেন; আর গত্যন্তর নাই; তিনি এখন নিরুপায়। অদৃষ্টে যাহা থাকে, পরে হইবে, এই ভাবিয়া তিনি এক প্রকার নিরস্ত হইলেন।

বৃদ্ধ ও পরিচারক, তখন আবার যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে পূর্ব্ব স্থানে লইয়া গেলে, প্রভাবতী স্বয়ং তাঁহার আহার-সামগ্রী আনিয়া দেওয়ায়, তিনি আর বাক্য-ব্যয় না করিয়া

পান ও ভোজন করত, অনেক সচ্ছন্দ হইলেন এবং বিশ্রামার্থ কক্ষান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শয়ন করিলেন। প্রভাবতী ও তাঁহার জনক, বাহির হইতে সেই গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

কিঞ্চিৎ সবল হইলে, পূর্ব্বসংকল্প আবার পথিকের মনে উদিত হইল। এখন বুদ্ধির স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তিনি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত প্রশান্ত-ভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে রাত্রি গভীরা হইয়া আসিল, আশ্রম বাসী সকলেই নিদ্রিত হইল। তখন তিনি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিলেন। দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ থাকায় খুলিতে পারিলেন না। সুতরাং স্থির করিলেন, তিনি বন্দী হইয়াছেন। অনন্তর ভাবিতে লাগিলেন, এখন আমি আত্মকার্য্য সাধন করিলে, কেনই বা প্রত্যবায় ভাগী হইব? আমি স্ব ইচ্ছায় এ আবাসে অবস্থিতি করি নাই; ইঁহারা আমাকে অবরুদ্ধ করিয়াছেন; সুতরাং আত্মকার্য্য সাধন কালে ইঁহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে হইলেও, আমাকে কেহ কৃতঘ্ন বলিতে পারিবে না।

এইরূপ মীমাংসার পর, তাঁহার সকল চিন্তা তিরোহিত হইয়া গেল; অন্তঃকরণে অদ্ভুত শান্তি-রসের সঞ্চার হইল। তখন তিনি আস্তে আস্তে শয্যায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া অবিলম্বে নিদ্রার অভিভূত হইলেন।

প্রভাবতী কুসুমপূর্ণপাত্র কক্ষে করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে বাহিরে দেখিয়া প্রভাবতী হর্ষোৎফুল্ল লোচনে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি এত দূর চলিয়া আসিতে পারিয়াছেন দেখিয়া, আমার যে কত আহ্লাদ হইল, বলিতে পারি না।" অনন্তরএকটি চামেলী ফুল তাঁহার দিকে ধরিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি, এই ফুলটি কেমন!"

পথিক যত্ন পূর্ব্বক ফুল গ্রহণ করিয়া আঘ্রাণ করিতে করিতে বলিলেন, "আমি আপনাদের নিকট যে ঋণ-জালে জড়ীভূত হইয়াছি, এ জীবনে কখন তাহাহইতে উদ্ধার হইতে পারিব না।"

প্রভাবতী লজ্জাবনত মুখে বলিলেন, "ঋণ পরিশোধের কোনও প্রয়োজন নাই; কাহারও ক্লেশ নিরাকরণ করিতে আমাদের সুখ বোধ হয়, সুতরাং আমরা ক্লিস্ট ব্যক্তিকে ঋণী মনে করি না।"

"তজ্জন্যই আমার অধিকতর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

প্রভাবতীর একান্ত ইচ্ছা, যে, উপকার ও প্রত্যুপকার সম্বন্ধে আর কথা না হয়, সুতরাং তিনি অন্য দিকে চলিয়া গেলেন, কিন্তু পর ক্ষণেই একটি কুসুমকলিকা কেশ-গ্রন্থিতে বিন্যস্ত করিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন।

প্রভাবতী যে সুন্দরী, তদ্বিষয়ে তাঁহার নিজেরও বিশ্বাস ছিল। তিনি সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিতেন, এবং বেশবিন্যাস করিতেও ভাল বাসিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া অহঙ্কারিণী বা গর্ব্বিতা ছিলেন না। তিনি পথিকের সম্মুখে তদবস্থায় কুসুমাধার কক্ষে করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, পথিক মোহিত হইলেন। সত্য সত্যই বুঝি প্রত্যুষের

স্বপ্ন সফল হইল। তিনি নির্নিমেষ লোচনে, প্রভাবতীর রূপরাশি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন; অনেক ক্ষণ নিস্পন্দ-ভাবে দণ্ডায়মান থাকিলেন। শরীর অতিশয় দুর্ব্বল ছিল, তথাচ কিছু মাত্র ক্লান্তি অনুভব করিলেন না। সেই সময়ে প্রভাবতী পথিককে তদবস্থায় অবলোকন করিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিলেন "আপনাকে কি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

"ইচ্ছা হইলে এক শত কথা পারেন।"

"আপনার নাম কি?"

পথিক অনেক ক্ষণ নীরবে কি ভাবিলেন, পরিশেষে বলিলেন, "বীরেন্দ্র।"

প্রভাবতী সাতিশয় লজ্জিতা হইলেন; মুখ অবনত করিয়া বলিলেন, "কিছু মনে করিবেন না। মহেশ্বর মন্দিরের যাত্রীরা আপনার নাম জিজ্ঞাসিলে, বলিতে পারিতাম না, সুতরাং আজ এত মুখরার কাজ করিলাম।"

"এ জন্য সঙ্কুচিত হইবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু আপনারা যেরূপ আত্মীয়তা করিতেছেন, তাহাতেই ত্বরায় এ স্থান পরিত্যাগ করা আমার আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।"

প্রভাবতীর বিকসিত মুখকমল নীরস হইল; তিনি আবারও যেন কোনও আশায় নিরাশ হইলেন। তাঁহাকে ঈদৃশ ভাবাপন্ন দেখিয়া বীরেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনারা আমাকে অনর্থক যত্ন করিতেছেন। আমি কালভুজঙ্গ, আমাকে স্থান দান করিবেন না। যত্ন সহকারে আমার জীবন দান করিয়াছেন

বলিয়া, হয় ত, কোনও দিন আপনাদিগকে দুঃখ করিতে হইবেক। আমার এ বাক্যে কঠোরতা ও নির্দ্দয়তা প্রকাশ পাইতেছে, সত্য, কিন্তু কি করিব, আমি নিদারুণ কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি।”

প্রভাবতী বিমর্ষভাবে বলিলেন, “মহাশয়! আপনি কি বলিলেন, কিছুই বুঝিলাম না। আপনার ন্যায় আশ্চর্য্য লোকও কখন দেখি নাই।”

“প্রকৃত বিষয় অবগত থাকিলে, আমাকে আশ্চর্য্য লোক মনে করিতেন না।”

প্রভাবতী বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, “আমি ত আর প্রকৃত বিষয় জানি না।”

যে স্থলে, পথিক প্রথমতঃ সংস্থ সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, প্রভাবতী এখন ঠিক সেই স্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার তেজোগর্ভ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণে ও সেই স্থান দর্শনে পথিক অতিশয় ব্যথিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল হৃদয়স্থ নিদারুণ যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি বিলক্ষণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, বুঝিতে পারিয়া, প্রভাবতী ব্যথিতহৃদয়ে, সেই স্থলেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন পথিক বিনয়নম্র বচনে বলিলেন, “কোনও এক গুরুতর কর্ত্তব্যানুরোধে, আপনাদের আবাসে অবস্থান করিতে আমি সম্মত হই নাই। সমগ্র জগৎ সমক্ষে আত্ম-মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া স্বত্ব সংস্থাপন করিতে না পারিলে, আমার আর পৃথিবীতে সুখ নাই।”

"আপনি আমার নিকট এ সকল কথা কহিতেছেন কেন?"

"ইহার গূঢ় কারণ আছে। সে যাহা হউক, আপনি কি বিরক্ত হইলেন?"

"না, আমি আপনার প্রতি বিরক্ত হইব কেন?"

"আপনি হয় ত, আমাকে কৃতঘ্ন মনে করিতেছেন?"

"না, ঠিক তা নয়।"

"তবে কি?"

"আপনার চরিত্র আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আমার গূঢ় বিষয় যে আপনারা জানিবেন, ইহাও আমি ইচ্ছা করি না।"

"আপনি কি মনে করিতেছেন, আপনার গুপ্ত বিষয় জানিলে আমাদের কোনও অমঙ্গল হইবে?"

"জানিলে, মনে ব্যথা পাইবে।"

প্রভাবতী একটু নীরব রহিলেন, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; তৎ সঙ্গে সঙ্গেই যেন অ[illegible] বহ্নি অন্তর্ধান করিল। অনন্তর বলিলেন, "আপনার সঙ্গ কি কষ্টকর!"

"যাহার নাম পর্য্যন্ত অপহৃত হইয়াছে তাহার সঙ্গ কি রূপে সুখকর হইবে?"

"মনোবেদনাই বুঝি আপনার এ অসুখের কারণ?"

"মনোবেদনা ব্যতীত, এখন আর আমার জীবনে কিছুই নাই।"

কোমল-হৃদয়া প্রভাবতী, পথিকের দুঃখের কথা শ্রবণে অতিমাত্র কাতর হইয়া সরল ভাবে বলিলেন, "আপনার

সকল কথা শুনিয়া বড় দুঃখ পাইলাম। কথায় কথায় হাসিয়া থাকি বলিয়া, আপনি আমাকে চঞ্চলস্বভাবা মনে করিতে পারেন; কিন্তু অনিষ্টাপাতে হৃদয়ে যে কি কষ্টের উদ্রেক হয়, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। আপনার গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিবার কোনও প্রতিবন্ধক না থাকিলে—”

পথিক, প্রভাবতীকে আর কিছুই বলিতে না দিয়া স্বয়ং বলিলেন, “না আমি জানি আপনি অতি সদাশয়া, কিন্তু—”

“আমি অজ্ঞাতকুল-শীলা।”

পথিক হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “তাহা হইলে আমার পক্ষে মঙ্গল হইত।”

প্রভাবতী বিষণ্ণ হইলেন, বলিলেন, “আপনি সদাশয়, আমি অবিনীতা, সুতরাং এখানে অবস্থিতি করিয়া আর আপনাকে বিরক্ত করিব না।”

বীরেন্দ্র এই কথার কি উত্তর করেন, জানিবার জন্য উৎসুকচিত্তে প্রভাবতী ক্ষণ কাল তথায় অবস্থান করিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর না পাইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। বীরেন্দ্রও ইত্যবসরে নানা রূপ মর্ম্মভেদী চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

এই ঘটনার পর অবধি, প্রভাবতী বীরেন্দ্রের নিকটে যাইতেন না, কিন্তু তাঁহার তুষ্টিসাধনের জন্য যে অধিক যত্নবতী, কার্য্যে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় দিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরেন্দ্র স্থির নেত্রে ও একাগ্রচিত্তে প্রভাবতীর কার্য্যপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। প্রভাবতী সুন্দরী; তাহাতে আবার সৌজন্য, বদান্যতা, সরলতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি গুণরাশিতে অধিক শোভমানা। প্রথম দর্শনাবধিই, বীরেন্দ্র প্রভাবতীর অনুরাগী হইয়াছেন,

সুতরাং প্রভাবতীর সরল ও সামান্য কথাও তাঁহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। বালিকা হইলেও প্রভাবতীর সকল কথায়, সত্য ও সূক্ষ্মদর্শিতা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল। ফলতঃ কোমল স্ত্রীহৃদয় রত্নাকর; সত্যের উৎপত্তিস্থল। সুললিত অথচ ভাবপূর্ণ বাক্যাবলীর অবতারণা অন্যত্র সম্ভবে না। বীরেন্দ্র গুণেরই অধিক পক্ষপাতী। তিনি গুণেই মোহিত হইয়াছিলেন। বাহ্যিক রূপ লাবণ্য অচিরে ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু অন্তরস্থ সদ্‌গুণ উত্তর উত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রভাবতীকে ভুজবল্লী দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া, স্বকীয় অনুরাগ প্রদর্শন করিতে বীরেন্দ্রের একান্ত ইচ্ছা জন্মিতে লাগিল। সময়ে সময়ে এই ইচ্ছা নিতান্ত বলবতী হইয়া কার্য্যে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইলে, বীরেন্দ্র চকিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তরের আবেগ, কথঞ্চিৎরূপে অন্তরেই লুক্কায়িত রাখিতে ছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, না জানি অদৃষ্টে কত দুঃখই আছে। তিনি কি এমন প্রফুল্ল মুখ-কমল শুষ্ক করিতে প্রয়াস পাইতে পারেন? তাঁহার জীবন কণ্টকময় ও পূতিগন্ধ ... শিষ্ট। প্রভাবতী রূপকুসুম রাজ-কিরীটের শোভা সম্পাদনার্থেই হইয়াছে। তিনি প্রভাবতীর পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলে, প্রভাবতীর অবমাননা হইবে; সুতরাং তাঁহার মনের আবেগ হৃদয়স্থ দুর্গম প্রদেশে প্রচ্ছন্ন থাকাই ভাল। অনুরাগের লক্ষণ, মুখমণ্ডলে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল; কিন্তু কার্য্যে উহার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পাইতে দিলেন না।

প্রভাবতীও দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল; চক্ষু নিষ্প্রভ হইল।

তিনি বেশবিন্যাসে বিরত হইলেন। প্রভাবতী দু এক দিন পূর্ব্বে, বীরেন্দ্রের কাছে থাকিতে ভাল বাসিতেন, এখন অন্যত্র যাইতে পারিলে, আর তাঁহার কাছে আইসেন না। তিনিও কি কোনও গোপনীয় বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে বলিয়া ভয় করিতেছেন? বীরেন্দ্র তাঁহাদের আলয় পরিত্যাগ করিবার আশয়ে বাহিরে আসিলে, দেখি-লেন, প্রভাবতী ভুজমৃণালে মুখ-কমল স্থাপন পূর্ব্বক কি চিন্তা করিতেছেন। বীরেন্দ্রের প্রস্থানবার্ত্তা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তাঁহার বাহু বিকম্পিত হইতে লাগিল; তিনি সন্ত্রস্তা হইয়া আবরণ দ্বারা হস্ত ঢাকিয়া ফেলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বীরেন্দ্র প্রভাবতীর কার্য্যপ্রণালী যত্ন পূর্ব্বক সন্দর্শন করিতেন, এ ঘটনাটিও তাঁহার দৃষ্টির অতীত হইল না।

গুপ্তাবাস পরিত্যাগ করিতে তাঁহাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখিয়া প্রতাপচন্দ্র বলিলেন, "আপনি এখনও সাতিশয় দুর্ব্বল আছেন; এ অবস্থায় এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলে, আবার অসুস্থ হইবেন। আর আপনার এরূপ আকৃতি দেখিলে, আপনার বন্ধুবর্গই বা কি মনে করিবেন!"

"আমার আত্মীয়, স্বজন অথবা বন্ধু বান্ধব কেহই নাই।"

"আমাদিগকে কি আপনি, আত্মীয় মনে করেন না?"

"হাঁ, আপনারা ব্যতীত, আর কেহই নাই।"

প্রভাবতী এত ক্ষণ পর্য্যন্ত, আগ্রহ সহকারে তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; কিন্তু বীরেন্দ্র তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তিনি একেবারে লজ্জায় অবনতমুখী হইলেন। প্রতাপচন্দ্র, বীরেন্দ্রের এ প্রকার ভাব দর্শন

করিয়া মনে করিলেন, হয় ত, তাঁহার উপস্থিতিতেই পথিকের বিষাদ জন্মিল, সুতরাং তিনি বলিলেন, "মহাশয়! এ নির্জন প্রদেশ; এ স্থলে সদ্ব্যবহার বিশেষ অসম্ভাব। আমার উপস্থিতিতে কি আপনার কষ্ট হইতেছে? কিন্তু মনে করিয়া দেখুন দেখি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আপনি সে দিন আমার মনে কত কষ্ট দিয়াছিলেন।"

"মহাশয়! আপনাকে এই বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট দিবার জন্যই বুঝি আমার জন্ম হইয়াছিল।"

"আপনি ও সকল চিন্তা ত্যাগ করুন। আমি পুত্র সত্ত্বেও সম্প্রতি পুত্রহীন হইয়াছি। এ স্থলে, অন্য রূপে অবস্থান করিতে আপনার প্রবৃত্তি না জন্মিলে, আমার পুত্রস্থানীয় হইয়াও ত আপনি নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতে পারেন।"

বৃদ্ধের বাক্যে বীরেন্দ্র অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। বিকলচিত্তে চতুর্দ্দিকে পদচারণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্কশ স্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আমি আপনার সন্তানের স্থান প্রাপ্তির কোনও প্রয়াস রাখি না; আপনার সন্তানও কখন আমার স্থান পাইবেন না। আমি আপনার কাছে কিছুই প্রার্থনা করি না। কেহই যাহাতে আমার কোনও অনিষ্ট করিতে না পারে, তাহারই প্রতি কেবল আমার বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।"

প্রতাপচন্দ্র ক্ষণ কাল শূন্য দৃষ্টিতে বীরেন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে ভাল কথাই বলিতেছিলাম; ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে এ স্থলে রাখার আমার অন্য অভিসন্ধি নাই। আমরা সামান্য লোক,

মনের দুঃখে, কষ্টে সৃষ্টে কালাতিপাত করিতেছি; আমাদের সঙ্গে জীবন যাপন করা আপনার পক্ষে এক প্রকার বিড়ম্বনা; সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি আর কিছুই বলিব না; আমি চলিলাম, আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই করুন।"

বীরেন্দ্র গমন করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার গতিরোধ হইল। তিনি প্রশান্ত-নয়নে বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমি দুরবস্থার দাস হইয়া বিকলচিত্ত হইয়াছি। আত্মসংযম ক্ষমতা পর্য্যন্ত আমার আর এখন নাই। তাহা না হইলে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমি বিলক্ষণ সুখী হইতে পারিতাম।"

বীরেন্দ্রের এই বাক্যে প্রভাবতী লজ্জিতা হইলেন। তাঁহার সুরক্তিম গণ্ডস্থল আরও লোহিতবর্ণ ধারণ করিল।

বৃদ্ধও তাঁহার বাক্যে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া আবার বলিলেন, "মহাশয়! আর আপত্তি করিবেন না, এ স্থলেই অবস্থিতি করুন। আপনি যে ভদ্রবংশজাত, তাহাতে আমার অণুমাত্রও সংশয় নাই। আমরা এতদ্ব্যতীত আর কিছুই জানিতে ইচ্ছা করি না। আপনার রহস্য জানিবার আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই; আপনিও আমাদের রহস্য জানিয়া কিছুই ফল পাইবেন না। আমার ইচ্ছা, যে, আমাদের সঙ্গ ক্লেশকর না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি এখানেই থাকুন।"

বীরেন্দ্র অধিকতর বিষণ্ণ হইলেন, এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদ বচনে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি আমার প্রতি যতই প্রসন্ন হইতেছেন, এ স্থান পরিত্যাগ করা আমার

ততই প্রয়োজন হইতেছে। আপনি ও আপনার তনয়া আমার যে উপকার করিয়াছেন, আমি জীবন থাকিতে, তাহার প্রতিশোধ করিতে পারিব না। কিন্তু আমি কর্ত্ত-ব্যানুরোধে একটি দুরূহ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি। আমার শরীরও এখন অপেক্ষাকৃত অনেক সবল ও সচ্ছন্দ হইয়াছে; সুতরাং মুহূর্ত্তের জন্যও আমি আর এ স্থলে থাকিতে পারিব না। আমার হৃদয়ের আবেগ ক্রমেই ঘনী-ভূত হইতেছে।" এই বলিয়া, বীরেন্দ্র সত্বর পদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রভাবতীও নিস্পন্দভাবে ক্ষণ কাল দণ্ডায়মান থাকিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

প্রতাপচন্দ্র একাকী তথায় উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল নয়নদ্বয় যেন গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; দুঃখরাশি যেন হঠাৎ তাঁহাকে কবলিত করিয়া ফেলিল। তিনি কি বীরেন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন? ঈশ্বর না করুন, যে, সে বিষয় তাঁহাকে পৃথিবীতে জানিতে হয়। পরলোকে সকল বিষয় দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়া, তিনি অনন্তকাল পরমা-নন্দ সম্ভোগ করিবেন।

বীরেন্দ্র চলিয়া গেলে, পরিচারক এক খানি লিপি লইয়া আসিল। প্রতাপচন্দ্র ত্রস্ত ভাবে লিপি খুলিলেন, এবং প্রভাবতী আগ্রহ সহকারে পিতৃমুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপচন্দ্র এবং প্রভাবতীর অসংখ্য সুখ্যাতি-বাদেই লিপিখানি পূর্ণ ছিল। উপসংহার কালে কেবল "বীরেন্দ্রের সুখসূর্য্য অস্তমিত, ভবিষ্যৎ কালও চিরান্ধকারে নিহিত" এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল; কিন্তু আশ্রম

হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বীরেন্দ্র যে সমধিক দৈন্য দশায় গমন করিয়াছিলেন, তাহা লিখিতে কি তাঁহার স্মরণ হয় নাই? মন প্রাণ অপহৃত হইয়াছিল, তিনি কি বুঝিতে পারিলেন না? গমন কালে তিনি, যে প্রভাবতীর কবরী-স্খলিত নীরস কুসুমটি যত্ন সহকারে লইয়া গেলেন সেইটিই কি উঁহার ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবে?

দশম স্তবক।

বাতায়নে।

রমণী-জীবন প্রণয়-প্রবণ,
পুরুষ-জীবন তেমন নয়;
রমণী নিয়ত প্রণয়ে মগন,
বিষয়ে নিরত পুরুষ রয়।

বীরেন্দ্র প্রতাপচন্দ্রের গুপ্তাবাস পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে, প্রভাবতী একদৃষ্টে তাঁহার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দৃষ্টিপথের অতীত হইলে, প্রভাবতী ফিরিয়া আসিলেন। বীরেন্দ্র যে সত্যা সত্যই প্রস্থান করিলেন, তাহা একবারও প্রভাবতীর মনে উদিত হল না। তিনি ভাবিলেন, হয় ত, বীরেন্দ্র কৌতুক করিয়া প্রভাবতীর মন পরীক্ষা করিতেছেন। আহারের সময় প্রভাবতী স্বয়ং চারিদিকে অন্বেষণ করিলেন, কোথায়ও বীরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না; পরিচারক লিপি লইয়া আসিলে প্রভাবতী ঐ লিপির মর্ম্ম অবগত হইয়া বিস্মিত হইলেন। কোনও বিষয়ে সন্দিহান হওয়া অপেক্ষাকৃত পরিণতবয়স্ক লোকেরই স্বভাব। বাল্যবয়সে কিংবা যৌবন-

কালে লোকের সকল বিষয়েই সহজ বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। বীরেন্দ্রকে দর্শনাবধিই প্রভাবতী তাঁহার অনুরক্ত হইয়াছেন; বীরেন্দ্রও প্রভাবতীর সমক্ষে স্বকীয় অনুরাগের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কোনও নিগূঢ় কারণ বশতঃ বীরেন্দ্র যে, তাঁহাদের আবাসে অবস্থিতি করিতে সম্মত হয়েন নাই, প্রভাবতী তাহা কেবল পরিহাসই মনে করিয়া লইলেন। বীরেন্দ্র সত্য সত্যই বনাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথবা প্রভাবতীর মন পরীক্ষার নিমিত্ত কোনও স্থলে লুকাইয়া রহিয়াছেন, এই রূপ নানা বিষয়ের চিন্তায় দিবাবসান হইয়া গেল।

সন্ধ্যা আসিল; সন্ধ্যা অতীত হইল, রাত্রি আসিল, বীরেন্দ্র প্রত্যাগমন করিলেন না। প্রভাবতী বনাশ্রমের চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তথাচ বীরেন্দ্রের কোনও অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন নিশ্চয় বুঝিলেন, যে, তিনি সত্য সত্যই বনাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রভাবতী তখন বিষণ্ণ মনে মহাদেবকে নমস্কার করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক শয়ন করিলেন এবং অনতিবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রাবেশে প্রভাবতী সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র যেন রাজপরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বৈকদেশে উপবিষ্ট আছেন। প্রভাবতীর আর আহ্লাদের সীমা নাই; তাঁহার হৃদয় সরোবর ঊর্ম্মিমালায় পরিপূরিত হইল; তিনি জাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার পিতা নিদ্রা যাইতেছেন, গৃহে আর কেহই নাই। তাঁহার নয়নের জড়তা দূর হয় নাই; তৎসঙ্গে সঙ্গে আবার মনের অবসন্নতা উপস্থিত

হইল। প্রভাবতী আবার নিদ্রিত হইলেন, ও স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

ঘুম ভাঙ্গিলে প্রভাবতীর আশা বাড়িল, হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইল। বোধ হইল, যেন, বীরেন্দ্র তাঁহার কাছে আসিতেছেন। বীরেন্দ্র না আসিলে প্রভাবতীর জীবন সংশয়, সুতরাং তিনি মনে করিলেন, বীরেন্দ্র তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এরূপ আশার কোনও কারণ নাই; কিন্তু দুরাশা প্রলোভনে সমাশ্বস্ত হওয়া বয়সের ধর্ম্ম। এরূপ আশা, বিরহবিধুর যুবতীহৃদয় সতেজ রাখে; বারিসেচনে উত্তপ্ত মরুভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করে; গলিত দ্রব্যনিচয় পরিপূরিত নিবিড়ারণ্যের অন্ধকার বিনাশ করিয়া সুগন্ধ বিস্তার করে। আশার কুহকমন্ত্রে আশ্বাসিত যৌবনকাল অক্লেশে ক্লেশপরম্পরা সহ্য করে; অন্ধতমসে সমাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ কালেও সুবিমল চন্দ্রালোক দেখিতে পায়।

প্রভাবতী এইরূপে সমাশ্বস্ত হইয়া জানালায় বসিলেন। জানালার নিম্নদেশে একটি জলাশয় ছিল। সপ্তমীচন্দ্রের ক্ষীণালোক সেই জলাশয় দীপ্ত করিতেছিল। প্রভাবতী সেই জলাশয়ের স্বচ্ছ সলিলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন। স্বকীয় সৌন্দর্য্যের বিষয় প্রভাবতীর পূর্ব্বাবধিই বিলক্ষণ সংস্কার ছিল; কারণ যুবতী মাত্রেই ত আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানেন। প্রতিবিম্ব দর্শনে তাঁহার এই সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইল। সুতরাং এ রূপরাশি অন্য ব্যক্তিকে দেখাইতে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা জন্মিল। কেন, বীরেন্দ্র ত প্রভাবতীকে দেখিয়াছেন। কিন্তু সে

দেখা প্রচুর হয় নাই। প্রভাবতীর ইচ্ছা, যে, বীরেন্দ্র ও তিনি এক সঙ্গে উপবেশন করিয়া সলিলে প্রতিবিম্বিত প্রতিমূর্ত্তি উভয়ে উভয়কে দর্শন করাইবেন। প্রভাবতীর এ অভিলাষ পূর্ণ হইল না। তিনি অনেকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে সেই সলিলাভ্যন্তরে অর্দ্ধচন্দ্র দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে চন্দ্রও অন্তর্হিত হইল, প্রভাবতী চারিদিক অন্ধকারময় দেখিলেন। কারণ কি, অনুমান করাও সহজ নহে। কারণ নির্ণয় করিতে হইলে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের প্রকৃতিগত প্রভেদ পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। এও অতি গুরুতর বিষয়। আমরা এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিতে চলিলাম।

প্রণয়ীযুগল সম ও বিষম তড়িৎ সদৃশ। এই দুই প্রকার তড়িৎ উভয়েই উভয়কে আকর্ষণ করে। কিন্তু প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য নিয়ম, কার্য্যকালে বিষম তাড়িত-তেজই অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়। আবার প্রণয়াঙ্কুরিত রমণী হৃদয়ও প্রণয়বিষয়ে অগ্রগামী। প্রণয়-সাগরের তীরে উপনীত হইয়াও তাহাতে অবগাহন করিতে পুরুষ ভীত; রমণী অবাধে মনের উল্লাসে সেই সাগর-সলিলে সন্তরণ করেন। প্রণয়াগমে রমণী উন্মাদিনী; পুরুষ তখনও জ্ঞান প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া চলেন। রমণীর এক চিন্তা, এক ভাবনা, পুরুষ সর্ব্বদাই নানা কাজে বিব্রত থাকেন। রমণী-জীবনে প্রণয়ই সার পদার্থ; তিনি প্রণয় ব্যতীত আর কিছুই জানেন না; প্রণয়ে নিরাশ হইলেই তিনি সংসার অরণ্য দেখেন। পুরুষ পৃথিবীস্থ যাবতীয় কঠোর কার্য্যে ব্যাপৃত হন, সুতরাং রমণীর ন্যায় নিরাশ প্রণয়ে একেবারে অধীর হইয়া পড়েন না। প্রণয়সাগরোচ্ছ্বাস সময়ে সময়ে তাঁহার অন্তস্তট

আক্রমণ করে, কিন্তু পর ক্ষণেই আবার কর্ম্মরূপ মৃত্তিকা ভগ্নতটে সংযোজিত হইয়া তটের দৃঢ়তা সম্পাদন করে, সুতরাং তরঙ্গমালা তটাঘাতে প্রতিহত হইয়া আবার সাগর-সলিলে মিলাইয়া যায়।

বীরেন্দ্র প্রভাবতীর অনুরাগী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে, সুতরাং তিনি কঠোরবৃত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কোমলবৃত্তির অনুসরণ করিলেন না—প্রভাবতীর অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। কিন্তু প্রভাবতী সমস্ত রাত্রি বাতায়নে উপবেশন পূর্ব্বক, জলাশয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বীরেন্দ্র-মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় তদ্গত হইল। এই রূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাঁহার বোধ হইল, যেন সেই হ্রদ সলিলে একটি তেজোময় মানবমূর্ত্তি স্বর্গ হইতে অবতরণ করিল। এ কি প্রভাবতীর জননীর আত্মা? কল্পনাবলে কি প্রভাবতী স্বকীয় ভ্রাতা অভিরামের প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন? না, লোকান্তরগত জননী, কিংবা দূরদেশস্থিত সহোদর আর এখন প্রভাবতীর চিন্তার বিষয় নহে। প্রভাবতী এখন কেবল এক জনকেই চিন্তা করিতেছেন। কেশস্খলিত-কুসুমাপহারক প্রভাবতীর মন প্রাণ হরণ করিয়াছেন; সুতরাং বাহ্যেন্দ্রিয়গণ সেই অপহর্ত্তার অনুসরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, কিন্তু পারিতেছে না। প্রভাবতীর হৃদয়ক্ষেত্রে এখন এক ব্যতীত, অন্য চিন্তা নাই। তিনি বীরেন্দ্রকেই চিন্তা করিতেছেন, জগৎও বীরেন্দ্রময় দেখিতেছেন। হিমাংশু অস্তগমন করিলে, অন্ধকারে প্রভাবতী বীরেন্দ্রকেই দেখিতে পাইলেন।

এই কি স্ত্রী-হৃদয়! প্রভাবতী কয়েক দিন মাত্র একটি অপরিচিত পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিয়া একেবারে তাঁহার মূর্ত্তিই হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া ফেলিলেন। ইতি-পূর্ব্বে তিনি যে আগ্রহ সহকারে, পিতার সহিত, তর্ক করিয়া ভ্রাতার পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, সেই ভ্রাতার কথা কি এখন সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলেন? স্নেহময়ী জননী-মূর্ত্তিও কি তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্ধান করিল?

অনন্তর অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া, প্রভাবতী নিঃশব্দপদসঞ্চারে বাহিরে গমন করিয়া ক্ষণকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলেন। অন্ধকারে ভয় হইল; সুতরাং গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলেন, তাঁহার পিতা নিদ্রায় অচৈতন্যই রহিয়াছেন। প্রভাবতী আবার সেই জানালায় বসিয়া হ্রদ দেখিতে লাগিলেন।

পাঠক জানেন, যে প্রভাবতী বালিকা বয়স অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অন্তরক্ষেত্রে প্রণয়বীজও অঙ্কুরিত হইয়াছে। তিনি একাকিনী সেই নিশীথ সময়ে, শীতকালীন তুহিন-রাশি-পরিপূরিত বাতাসকেও তুচ্ছ করিয়া জানালায় বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন, জানিতে কি আপনার ইচ্ছা হয়? ইচ্ছা হইলেও বা কি রূপে জানিবেন। যুবতী-হৃদয় অতীব দুষ্প্রবেশ্য প্রদেশ। উহা অবিকসিত কমলকোরক সদৃশ। অংশুমালীর কিরণমালা স্পর্শে প্রস্ফুটিত না হইলে কি কখন তদভ্যন্তরস্থ মকরন্দপানে মানবগণ সমর্থ হইত? কৌমার্য্যে রমণীহৃদয় কুসুমকলিকার ন্যায় সুবাসে পরিপূরিত থাকে, কিন্তু কখন গন্ধ বিস্তার করে না। মুকুলভাব অপগত হইলে চারুশীলা

নিরন্তরই লজ্জায় অবনতমুখী থাকেন এবং সময়ে সময়ে আত্মরূপ সন্দর্শনে আপনিই মোহিত হয়েন।

অরুণোদয়ে ভাস্করমূর্ত্তি অথবা গোধূলি সমাগমে নক্ষত্রোদয় দর্শন করিলে, আমাদের হৃদয়ে পবিত্র ভাবের আবির্ভাব ও শান্তিরসের সঞ্চার হয়। যৌবন-প্রতিভাসিত যুবতীশরীরও পবিত্র দৃশ্য। সেই শরীর স্পর্শলোলুপের হৃদয়ে সহসাই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

কুমারী যৌবন কালেও সকল প্রকার বিকার বিরহিত; সুতরাং অবয়ববিহীন পদার্থে নির্ম্মিত। তিনি পদার্থ নন, পদার্থের ছায়া মাত্র।

প্রভাবতী অনেক ক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে সেই হ্রদ দর্শন করিলেন; হ্রদ তাঁহার আর ভাল লাগিল না; তিনি সাতিশয় বিকলচিত্ত হইলেন, এবং নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। প্রভাবতী কি চঞ্চলস্বভাব বশতই কাঁদিলেন? না, তিনি স্বীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেন, দেখিলেন, আশালতা উন্মূলিত প্রায়। কোনও এক মহান্ অনর্থ যেন তাঁহার অদৃষ্ট-চক্রের পরিচালক হইয়াছে; সে অনর্থের নাম কি, স্বরূপ কি? বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহার সকলই অনির্দ্দিষ্ট, সকলই গোলমাল বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে যে, বীরেন্দ্র যেন যাবজ্জীবনের নিমিত্ত তাঁহার দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেলেন।

ক্ষণকাল রোদন করিয়া প্রভাবতী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন; তখন আবার আশার সঞ্চার হইল।

এ দিকে সেই হ্রদতীরস্থ পাদপ সমূহে বিহগকুল কলরব করিয়া উঠিল। দুই একটি পক্ষী নীড় হইতে নিক্রান্ত হইয়া

কতক দূর গমন করিল, কিন্তু আবার ফিরিয়া আসিল। প্রভাবতীও তদ্দর্শনে সকাল হইয়াছে জানিতে পারিয়া, পুষ্পচয়ন মানসে গাত্রোত্থান করিলেন। এমন সময় প্রতাপচন্দ্র পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; প্রভাবতীও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পিতৃপার্শ্বে উপনীত হইলেন।

একাদশ স্তবক।

অগ্নিকুণ্ড সমীপে।

"যে চাহে পশুত্ববলে রমণী-প্রণয়।
অনলে সে চাহে জল, পাষাণে হৃদয়॥"

পলাশির যুদ্ধ।

সেই অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে, বীরেন্দ্র সংস্থ সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিলে, জিম্মার আজ্ঞানুক্রমে, তাহাদের দলস্থ অনেকে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। বন্যজাতি ক্রোধে একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। বীরেন্দ্র নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিলে, তাহাদের বিপদ হইবে, এই ভয়েই উহারা অধিকতর ভীষণ হইয়া উঠিল। সে সময় বীরেন্দ্র উহাদের হস্তগত হইলে অচিরে শতখণ্ড হইতেন। তিনি পলায়ন করিলেন, জয়মানিয়া পলায়নে সহায়তা করিল; অতএব জয়মানিয়াই দলের অমঙ্গল কামনা করিতেছে; সুতরাং সকলেই আরক্ত নয়নে জয়মানিয়ার প্রতি ভ্রূকুটি করিতে লাগিল। জয়মানিয়া দলমাতার কন্যা, তেজস্বিনী। তিনি কাহাকেও ভয় করেন না। দলস্থ সকলের আচরণে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। তিনি কর্ত্তব্য বিশেষ সম্পন্ন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়াছে। তিনি অগ্নিকুণ্ড-

সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া করে কেশবিন্যাস করিতেছেন, এবং এক এক বার মধুর হাসি হাসিতেছেন। তাঁহার অক্ষিদ্বয় অগ্নি সন্দর্শনেই নিবিষ্ট; কিন্তু এক এক বার চতুর্দ্দিকেও প্রধাবিত হইতেছে।

দুরন্ত পাষণ্ডেরা, তাঁহাকে তদবস্থায় সন্দর্শন করিয়া কিছুই বলিতে পারিল না; তাহাদের অন্তরে শঙ্কার উদয় হইল।

এমন সময়ে, বৃদ্ধা ধীরে ধীরে তনয়ার পার্শ্বে আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা! সে লোকটি কোথায়, উহারা সকলেই বা কি বলাবলি করিতেছে?"

"তুমি উহাদিগকেই জিজ্ঞাসা কর; আমি ও সকল বিষয়ের কোনও ধার ধারি না।"

"হ্যাঁগা, তারা না এই বল্‌ছে?"

"তারা কি বল্‌ছে আমি জানি না। আমি তাদের কথাবার্ত্তায় কান দিই না। উহাদের যে সৎকাজ, যত দূর সাহস আমি বিশেষ জানি।"

বাছা! চুপ কর। একেই সকলে তোমার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছে, তুমি আর উহাদিগকে রাগাইও না।"

"উহারা না হয় আমাকে মারিয়া ফেলিবে।"

"তবে মরণই কি তোমার অভিলাষ?"

জয়মানিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "দু দিন আগে আর পরে সকলকেই ত, মরিতে হইবে।"

"তোমার আজকার উপার্জ্জন দেখিলেই সকলে নিরস্ত হইবে। তুমি না হইলে যে উহাদের চলে না, তাহাও উহারা বেস জানে।"

"আমি উহাদের অনুগ্রহের অপেক্ষা করি না। আজ

যাহা বলিয়াছি, অথবা করিয়াছি, তাহাতে লজ্জিত হই-বারও কোনও কারণ নাই।”

“বাছা! তুমি আর ও সকল খেঁকী কুকুর ঘাঁটিও না।”

“ওরা তবে অনর্থক ডাকিবে কেন?”

“ডাকায় কি হইবে, অনিষ্ট না করিলেই হইল।”

জয়মানিয়া ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, “উহাদের সাহস থাকিলে ত আমার অনিষ্ট করিবে। আমার শরীর বলিষ্ঠ, আমি আত্মরক্ষা করিতে জানি। যে নরাধম কাপুরুষেরা এক জন আশ্রিত ব্যক্তির অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, আমি তাহাদের নিকট দয়ার প্রত্যাশা রাখি না। জীবনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও মমতা নাই, কিন্তু আমার সঙ্গে বিবাদ করিলে, উহারা যে আমার কিছুই করিতে পারিবে না তাহাও আমি বিলক্ষণ জানি।” এই বলিয়া, জয়মানিয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া তীব্র দৃষ্টিতে, জননীর প্রতি নেত্রপাত করিয়া, বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি শাণিত অস্ত্র বাহির করিলেন; অস্ত্র অগ্নির আলোকে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। জয়মানিয়া জননী তদ্দর্শনে চকিত হইল। জয়মানিয়া আবার অস্ত্র পূর্ব্ব স্থানে স্থাপন করিয়া, ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, “আমি যে সংস্থকন্যা তাহা কি উহারা জানে না? উহাদের শরীরে আমার অপেক্ষা অধিক বল থাকিতে পারে, কিন্তু উহাদের কাহারও আমার ন্যায় সাহস নাই। তুমি কি দেখ্‌ছ না, যে, উহারা আমার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে ভয় পাইতেছে।”

বৃদ্ধার একান্ত ইচ্ছা, যে, কোনও গোলযোগ উপস্থিত

না হয়। সুতরাং সে বলিল, "বাছা! তুমি আর উহাদিগকে রাগাইও না। পূজাস্থান হইতে আমার জিম্মা আগত প্রায়। সে আসিলেই সকল গোল চুকিয়া যাইবে।"

"আমি আত্মরক্ষা করিতে জানি। জিম্মার সাহায্যে আমার প্রয়োজন নাই।"

বৃদ্ধা এত দিন মনে করিতেছিল, জয়মানিয়ার মন জিম্মার প্রতি অনেক নরম হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে কন্যার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শ্রবণে, একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি বুঝি জিম্মার অভিপ্রায়ে সম্মত হইবে না?"

জয়মানিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "জিম্মা এখন ছেলে মানুষ নয়। সে আপনার কথা আপনি বলিলেই প্রকৃত উত্তর পাইবে।"

"তবে কি তুমি এত ক্ষণ কৌতুক করিতেছিলে?"

জয়মানিয়া উপহাসচ্ছলে একটু হাসিলেন। কিন্তু এ হাসিও মধুর। পরে বলিলেন, "মা! এই কি আমার কৌতুকের সময়? একটি মানুষ বিপদগ্রস্ত হইয়া আমাদের আশ্রয় লইলে, সকলে তাহাকে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া, অনুসরণ করিতেছে, আর আমি এখানে নির্ব্বিঘ্নে বসিয়া হাসিতেছি ও আমোদ প্রমোদ করিতেছি। যাহা হউক, আমরা বড় ভাল লোক। যে অবস্থায় পড়িলে, অপর লোকে কাঁদে, আমরা তখন হাসি। কাহারও বিপদের সময় আমোদ করা বড় ভাল, না, মা! কান্নায় কি কিছু লাভ আছে? যেখানে যাহা ইচ্ছা হউক না কেন, তাহাতে আমাদের কি? আমরা হাসিব, আমোদ করিব ও মনের সুখে বেড়াইব।"

বৃদ্ধা তনয়ার স্নেহের মর্ম্মোচ্ছেদ করিতে না পারিয়া, বলিল, "হাঁ বাছা! এত তুমি বুদ্ধির কথাই কহিতেছ। যদি সে মানুষটি মরিয়াই থাকে, তবে ত সকলই চুকিয়াছে; সে ত আর আমাদিগকে ধরিয়া দিতে পারিবে না। আর যদি বাঁচিয়াই থাকে, তাতেই বা আমাদের ভয় কি?"

এমন সময় কিসের শব্দ শুনিতে পাইয়া বৃদ্ধা ক্ষণ কাল নীরব থাকিয়া বলিল, "ঐ শুন জিম্মা কথা কহিতেছে। তুমি যাও তার সঙ্গে গিয়া দেখা কর।"

"কি! আমি দেখা করিব? তাহার প্রয়োজন থাকে, সে আপনিই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে।"

বৃদ্ধা জিম্মাকে ভয় করিত; রাগের সময় তাহাকে শান্ত করিতেও সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিত; সুতরাং জিম্মাকে দেখিবা মাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, দ্রুতবেগে তাহার দিকে দৌড়াইয়া গিয়া মিষ্ট কথায় তুষিতে লাগিল; কিন্তু জয়মানিয়া পূর্ব্ব স্থানেই স্থির দৃষ্টিতে, নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অগ্নির ক্ষীণ আলোকে, দূর হইতে তাঁহাকে ছায়া বলিয়াই ভ্রম হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, জয়মানিয়া ব্যগ্র ভাবে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন, রজমন তৃণশয্যা শয়নে, নিমীলিত নেত্রে, ও নিস্পন্দ ভাবে রহিয়াছেন। তিনি নিদ্রিত কি জাগ্রত অবস্থাতেই বিবিধ বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, জয়মানিয়া বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক এক খানি পর্ণকুটীরে আশ্রয় লইতে আদেশ করিলেন।

কিন্তু নিদ্রাবেশে অচৈতন্য অথবা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন

থাকা প্রযুক্ত রজমন, জয়মানিয়ার সঙ্কেতানুযায়ী কার্য্য করিলেন না। তিনি নিশ্চেষ্ট, নিস্পন্দ জড় পদার্থ সদৃশ ভূতলে শয়ানই রহিলেন। অগ্নির কাঞ্চনময় প্রভা তাঁহার মুখমণ্ডলে নিপতিত হওয়ায় নিমীলিত নেত্রযুগল ভূপতিত যমজ শুক্র গ্রহের শোভাসম্পাদন করিতে লাগিল। ক্ষণ কাল পরে জিম্মা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সুরায় উন্মত্ত প্রায়। তাহার বদন-মণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়াছে এবং অচিরে কোনও দুরভিসন্ধি সাধন করিবে বলিয়া, তাহাতে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় কঠোর ভাব প্রকাশ পাইতেছে। জয়মানিয়া সেই মূর্ত্তি দর্শনেই তাঁহাদের সম্ভাষণের পরিণাম যে কত দূর ভয়ানক হইবে, এক প্রকার বুঝিতে পারিলেন। জিম্মা সদর্পে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। জয়মানিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিতা অথবা ভীতা হইলেন না। পরিশেষে গ্রীবাদেশে জিম্মার করস্পর্শ অনুভূত হইলে, তাঁহার নয়নদ্বয় যেন জ্বলিয়া উঠিল এবং তিনি কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোমার হাত টানিয়া লও, নইলে এর সমুচিত প্রতিফল পাইবে।"

জিম্মা ভয় পাইল, চকিত হইল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলিয়া উঠিল, "কেন কি হয়েছে?"

"কি হবে? তুমি আমার সম্মুখ হইতে যাও।"

জিম্মা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "এত গরম কেন? সে ধূর্ত্ত যখন এখানে ছিল, তুমি যে তখন বড় ভাল ছিলে।"

জয়মানিয়া ভ্রাতার এত দূর তত্ত্বানুসন্ধানে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তিনি এখানে নাই তুমি কিরূপে জানিলে?"

"সে থাকিলে, তুমি কখনও যাহা ইচ্ছা বলিতে পারিতে না।"

তখন জয়মানিয়া প্রশান্ত ভাবে অথচ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এখন হইতে আমাদের গোলযোগ মিটিয়া যাউক। তুমি আমার আশয়ে অনর্থক সময় নষ্ট করিতেছ। অনেকানেক পরমা-সুন্দরী যুবতী তোমাকে বরণ করিবে বলিয়া লালায়িত হইতেছে। একে ত বিবাহ করিতে আমার তিলার্দ্ধও ইচ্ছা নাই। তাহাতে আবার মতামত সম্বন্ধে তোমার সহিত আমার সম্পূর্ণ অমিল, সুতরাং তোমাতে আমাতে বিবাহ হইতে পারে না।

"তুমি আমায় জ্বালাতন না করিলে আমি বিলক্ষণ ভাল মানুষ হইব।"

জয়মানিয়া বুঝিয়াও বুঝিলেন না; সুতরাং বলিলেন, "আমি তোমাকে আর কিছুই বলিব না। তোমার মনে তুমি থাক, আমার মনে আমি থাকি।"

"তোমার কথায় একেবারে গা জুড়াল। তুমি আমাকে ছেলে খেলা পাও নাই। অনেক দিন হতে তুমি আমার সঙ্গে ছল করিতেছ। আর নয়; 'হাঁ কি না,' এই দুয়ের একটি কথা তোমাকে আজ বলিতেই হইবে।"

জয়মানিয়া সদর্পে বলিলেন, "আচ্ছা ভালই হইল, আমি বলিলাম 'না'।"

তখন জয়মানিয়ার বিকৃত মুখভঙ্গী সন্দর্শন করিলে সকলেই নিরস্ত হইত, কিন্তু জিম্মা উন্মত্ত হইয়াছে। সে জয়মানিয়ার কথা বিশ্বাস করিল না, ক্ষণকাল তাঁহার মুখমণ্ডল সূক্ষ্মদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া সজল

নয়নে অতি কাতর স্বরে বলিল, "এ উপহাসের সময় নয়।"

জয়মানিয়া সগর্ব্বে আবার বলিলেন, "আমি উপহাস করিতেছি না; এ উপহাসের বিষয়ও নয়।"

জয়মানিয়ার গম্ভীর, মলিন মুখে আলোক নিপতিত হইলে, বদনকমল বিকসিত হইয়া যে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল, তৎসঙ্গে কিসলয়বিন্যস্ত মুক্তাফল সদৃশ অধরোষ্ঠান্তরস্থিত শুভ্র দন্তরাজির শোভা সংমিলিত হওয়ায় জিম্মা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। জয়মানিয়ার শ্লেষ, তাহার রসিকতাই বোধ হইল। সে জয়মানিয়াকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। জিম্মা নির্দ্দয়, পরুষভাষী, অতি কোপন-স্বভাব হইলেও, প্রণয়বীজ তাহার রুক্ষ অন্তরে নিহিত আছে। সে সংস্থমাতার সন্তান; দলস্থ সকলে তাহাকে মান্য করে এবং ভয় করে। বৃদ্ধাও সাহস করিয়া তাহাকে কিছুই বলিতে পারে না। সকলের উপর আধিপত্য করাই তাহার স্বভাব। সে প্রবলপ্রতাপে এত কাল সংস্থ সম্প্রদায়ে অবস্থান করিতেছে; যখন যাহা মনে লইতেছে, বলে বা কৌশলে তখনই তাহা সম্পাদন করিতেছে। এখন সে জয়মানিয়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। জয়মানিয়াই তাহার জীবনের ধ্রুব নক্ষত্র। সে জয়মানিয়ার জন্য চির অভ্যাস পরিত্যাগ করিল। সে কখন কাহারও প্রতি মধুর বাক্য প্রয়োগ করে নাই; এই প্রথম জয়মানিয়াকে মধুর সম্ভাষণ করিল। ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিল, বলিল, "জয়মানিয়া আমাকে আর কষ্ট দিও না। এই দেখ, তোমার জন্য কি আনিয়াছি; এই দেখ, তোমাকে আমি কত ভাল বাসি।"

এই বলিয়া এক ছড়া মুক্তার মালা তাঁহার গলায় পরাইয়া দিল।

জয়মানিয়া কথা কহিলেন না। মালা কণ্ঠ হইতে লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দৈবযোগে ঐ মালা অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়া ভস্ম হইয়া গেল। জিম্মা দাঁত কড় মড় করিয়া উঠিল; ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইল। কিন্তু প্রহার করা দূরে থাকুক, জয়মানিয়াকে কটু কথাটি পর্য্যন্ত বলিল না, বলিতে পারিল না; কেবল বিকট হাস্য করিয়া বলিল, "হ্যাঁ পাগলী, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নাই।"

জয়মানিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তবে তুমি আমাকে লইয়া কি করিবে?"

"কেন, সময়ে তোমার বোধ জন্মিলেও জন্মিতে পারে।"

আমি কখন তোমার সহিত বাস করিতে পারিব না।"

"আমি তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

জয়মানিয়া বিনয় বচনে বলিলেন, "দেখ, তোমাতে আমাতে যে সম্বন্ধ তাহাতে কি আমাদের বিবাহ হয়?"

জিম্মা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "এতই যদি তোমার মনে ছিল, তবে অনর্থক এত কাল কেন আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া আসিতেছিলে।"

জয়মানিয়া নীরব রহিলেন।

জিম্মা দৃঢ়রূপে জয়মানিয়ার কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়া সজোরে আকর্ষণ পূর্ব্বক, কর্কশ বচনে বলিয়া উঠিল "জিম্মা কখনই প্রতারিত হইবে না। এই দেখ জিম্মা কিছু করিতে পারে কি না?"

জয়মানিয়াও তদ্দণ্ডে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, তিনি

বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া জিম্মার প্রতি আক্রমণ করিলে, কেশগুচ্ছ তাহার হস্ত হইতে স্খলিত হইল। জয়মানিয়া যুদ্ধবেশে দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার করস্থিত অস্ত্র ঝক্ মক্ করিয়া উঠিল; নয়নদ্বয় অগ্নি উদ্গারণ করিল; ক্রোধে সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি জিম্মার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "জয়মানিয়া স্ত্রীলোক হইলেও আত্মরক্ষা করিতে জানে। দুরাচারেরা কখনই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারে না।"

জিম্মা জয়মানিয়ার তাৎকালিক আকৃতি দর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া ক্ষণ কাল নীরব রহিল। পরে সাহসভরে বলিল, "তোর বড় স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে। আমি এখনই তোর সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছি।" এই বলিয়া সে আবার জয়মানিয়ার দিকে অগ্রসর হইল। সম্মুখে রজমন্ সুখে নিদ্রা যাইতে ছিলেন, জিম্মা এক পদাঘাতে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া পথ পরিষ্কার করিল।

আঘাতে রজমনের নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি এতক্ষণ তন্দ্রাভিভূত হইয়া সুখস্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহার মুখ অতিশয় প্রফুল্ল। চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক তিনি সম্মুখে জিম্মার বিকট মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না, পরন্তু মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন, 'কে ও, জিম্মা।' রজমন আর কিছুই বলিলেন না। কিন্তু 'কে ও জিম্মা' এই কয়েকটি কথার উচ্চারণেই স্পষ্ট বোধ হইল তিনি, জয়মানিয়ার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। জয়মানিয়া কি তখন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি আত্মবিপদের প্রতি কিছুই লক্ষ্য না করিয়া প্রশান্তভাবে সত্বর-

পদে রজমনের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, "রজমন্ উঠ, আমি আসিয়াছি!"

রজমন গাত্রোত্থান করিলেন, এবং কাঁপিতে কাঁপিতে জয়মানিয়ার হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া বলিলেন, "জয়মানিয়া তুমি কি আমারে ডাকিতেছিলে?"

"না, না, আমি ডাকি নাই; কিন্তু তুমি ভাল সময়েই জাগিয়াছ?"

"আমি কি ঘুমাইতেছিলাম?"

"না, স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে।"

"হাঁ জয়মানিয়া, আমি একটি অপূর্ব্ব স্থান দেখিতেছিলাম। সেই স্থানটি নক্ষত্র লোকের উর্দ্ধেই স্থিত। কোনও একটি মহাপুরুষ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তোমাকে ও আমাকে সেই স্থলে যাইতে বলিতেছিলেন। জয়মানিয়া তুমি কি সেখানে যাবে না?"

জয়মানিয়া শূন্যে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল; অনন্তর একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনের আবেগ প্রকাশ করিলেন।

দুর্দ্দান্ত জিম্মাও রজমনের স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণে ভীত হইল; কিন্তু সে আকার প্রকারে মনোগত ভাব কিছুই প্রকাশ করিল না। রজমনের অবৈধ বিশ্বাস অতি কম ছিল। সংস্থ সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ এবং আশৈশব তাহাদের সঙ্গে অবস্থান করিলেও সংস্থগণের সহিত তাঁহার প্রকৃতিগত অনেক প্রভেদ ছিল। অবয়বেও উহাদের সহিত তাঁহার কোনও সৌসাদৃশ্য ছিল না। তাঁহার কার্য্য পরম্পরাও সংস্থজাতির বুদ্ধির অগম্য, সুতরাং তিনি তাহাদের ভয়

ও বিরক্তির কারণ ছিলেন। কিন্তু ছোট ছোট বালক বালিকাগণের সহিত সদ্ভাব থাকায় তিনি স্ত্রীলোকদিগের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আপনার পুত্রকে কেহ আদর করিয়া অঙ্কে স্থাপন করিতেছে দেখিলে, কোন্ জননীর হৃদয় না আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়? জয়মানিয়া রজমনকে ভাল বাসেন, সুতরাং জিম্মা ঈর্ষা পরবশ হইয়া রজমনকেই মারিতে চেষ্টা করিল। জয়মানিয়া জিম্মার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া রজমনকে স্থানান্তরিত করিবার উদ্দেশে বলিলেন, "রজমন লছ্‌মনির অসুখ হয়েছে, তুমি এক বার তার কাছে যাও।"

"সে আজ ভাল আছে, আমি তোমারই কাছে থাকি।"

"জিম্মার সঙ্গে আজ আমার একটু বিশেষ পরামর্শ আছে, তুমি এক বার যাও।"

"তা যাই। কিন্তু ঐ দেখ মেঘ ডাকিতেছে, বাতাস উঠিতেছে। আমি যাই, বাতাসের কথা শুনিতে যাই। বাতাসের কথা আজ্ কিছু ভারী হইল কেন? বাতাস কি কাঁদিতেছে? কেন কাঁদিতেছে?"

রজমনের চিত্ত চঞ্চল হইতেছে জানিয়া, জয়মানিয়া ভুজবল্লী দ্বারা তাঁহার গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। জিম্মা তদ্দর্শনে ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল। সে পদাঘাতে রজমনকে দূরে নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিল, এমন সময় জয়মানিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক একটি নিরাপদ স্থান দেখাইয়া তাঁহার কানে কানে বলিলেন, "তুমি ঐ স্থানে যাও, আমিও যাইতেছি।" অনন্তর ক্রোধভরে জিম্মার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "অরে নির্লজ্জ!

তোকে ধিক্। তুই একটি দুর্ব্বল শিশুর প্রতি বল প্রকাশ করিতে যাইতেছিস্। আমি এত কাল তোকে কেবল দুষ্টাত্মা বলিয়াই জানিতাম; আজ দেখিলাম, তুই একজন ভীরু-স্বভাব কাপুরুষ।"

জয়মানিয়ার তিরস্কার শ্রবণে জিম্মা লজ্জিত হইয়া বলিল, "এত তোমারই দোষ।"

"কেন, সম্পর্ক রাখিয়া চলিলে কি আমরা কখন পরস্পরের বিদ্বেষী হইতাম?"

"আমি আর কিছুই শুনিতে চাই না। তুমি আমার প্রণয়িনী হইবে কি না, এক কথায় বল।"

"আমি অনেক ক্ষণই তাহা বলিয়াছি। তুমি আমার নিকট হইতে যাও, আমি সমস্ত দিন কাজ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছি, এখন একটু বিশ্রাম করিব।"

"তুমি আজ সারাদিন যাহা উপার্জ্জন করিয়াছ, মার কাছে তাহা না দিলে কখন বিশ্রাম করিতে পারিবে না।"

জয়মানিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বৃদ্ধা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল। উপার্জ্জিত ধনের অংশ মাত্র তাহার হস্তে প্রদান করিলে, অবশিষ্ট কিরূপে ব্যয় হইয়াছে প্রকাশ হইয়া পড়িবে, সুতরাং বিশেষ গোলযোগ ঘটিবে। জয়মানিয়া এই গোল নিবারণের জন্য স্বোপার্জ্জিত ধনের এক কপর্দ্দকও এ পর্য্যন্ত বৃদ্ধাকে দেন নাই। তিনি সম্প্রতি জিম্মার বাক্য শ্রবণে আর কিছুই বলিলেন না, পরন্তু বৃদ্ধার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাহার হস্তে মুদ্রা প্রদান করিলেন, অনন্তর জিম্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কেমন তুমি এখন সন্তুষ্ট হইলে! এই দেখ একটি পয়সা পর্য্যন্তও আমি রাখিলাম না।"

টাকার ঝনঝনানিতে বৃদ্ধা বিপুল অর্থ আছে মনে করিয়া অতিশয় পুলকিত হইল।

জিম্মা অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিল। তাহার আকার প্রকার দৃষ্টে বোধ হইল, যেন সে মনে করিতেছে, জয়মানিয়া কিছু গোপন করিলেন। কিন্তু সে মনোগত ভাব অব্যক্ত রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "জয়মানিয়া, তুমি কি জান না যে, আমি তোমাকে ভাল বাসি।"

জয়মানিয়া ক্ষণ কাল মৌনাবলম্বিনী থাকিয়া বলিলেন, "কই, আমি ত তোমাতে ভাল বাসার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না। তুমি কাহাকেও ভাল বাসিলে, কখনও এত নির্ম্মম হইতে পারিতে না। প্রণয়-প্রবণ হৃদয় পশুবৃত্তি বিরহিত। সে যাহা হউক, জিম্মা সত্য বল দেখি, আমার পবিত্র হৃদয় অথবা সুন্দর বদন এতদুভয়ের কোনটির তুমি অধিক পক্ষপাতী? আমি কুৎসিতা হইলে কি কখন তুমি আমার প্রার্থী হইতে?"

অনুনয় ও বিনয় কোনও কার্য্যকারী হইল না দেখিয়া জিম্মা আবার ভয়প্রদর্শন করিল; সে বলিল, "তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। কিন্তু নিশ্চয জানিবে, যে, তোমার আশা কখন পূর্ণ হইবে না। সে ব্যক্তি জীবিত নাই, আর জীবিত থাকিলেও কখন সংস্তকন্যা গ্রহণ করিবে না।"

জয়মানিয়া চকিত হইলেন, নীরবে ভাবিতে লাগিলেন।

জিম্মা আর কিছুই না বলিয়া কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ক্ষণ কাল অপরাপর লোকের সহিত কি পরামর্শ করিল। পরে জয়মানিয়ার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ধূমপান

করিতে লাগিল। কোনও কথা কহিল না, এক মনে পথিকের গমনমার্গ লক্ষ্য করিয়া চলিল। জিম্মা জয়মানিয়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, সুতরাং সে বুঝি জয়মানিয়ার অপহৃত মন প্রাণ ফিরাইয়া আনিতে চলিল। জয়মানিয়ার মন প্রাণ ফিরাইয়া আনিতে পারিল না; তৎপরিবর্ত্তে একটি দ্রব্য আনিল, ও একটি কথা প্রচার করিল। সেই দ্রব্য দর্শনে ও সেই কথা শ্রবণে জয়মানিয়ার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

জিম্মা প্রস্থান করিলে, জয়মানিয়াও কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক শয়ন করিলেন, নিদ্রিত হইলেন না। তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু উদ্বেগ ক্লান্তিকেও পরাস্ত করিল।

দ্বাদশ স্তবক।

চিত্রপট।

নিরবধি যারে বিধি হয়েছেন বাম,
দুঃখভোগ যার ভাগ্যে ঘটে অবিরাম ;
লভুক সে জন শান্তি, হৃদয়ে নিয়ত,
সাধিয়া যতেক কাজ আত্ম-মনোমত।

পঞ্চুতী রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে নিবিড় বন। উত্তর ও পশ্চিম দিক গগনভেদী শৈলরাজিতে পরিবেষ্টিত। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়াছে। তথায় কৃত্রিম কিছুই নাই ; স্বাভাবিক প্রাচীর, স্বাভাবিক পরিখা এবং স্বাভাবিক সেতুই সেই প্রদেশকে অতীব রমণীয় করিয়াছে। এই রূপে পরিবেষ্টিত সুরম্য হর্ম্ম্যের চতুর্দ্দিকে কুসুমোদ্যান। উদ্যানে নানা জাতীয় কুসুমতরু শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অতিশয় সুখদৃশ্য হইয়াছে। রাজপ্রাসাদ হইতে উদ্যানের অভ্যান্তর দিয়া অনেকানেক প্রশস্ত রাজবর্ত্ম, গিরি ও নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। কুসুমকাননের শোভা এবং এই সমস্ত রাজবর্ত্মের পারিপাট্য মনুষ্যের শিল্প চাতুর্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে। সুবিস্তীর্ণ রাজপথ ব্যতীত, তথায় বনের অভ্যন্তর দিয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ও স্বাভাবিক

পথও রহিয়াছে। সেই সকল পথ বন্ধুর, প্রায়শই উপল-খণ্ডে মণ্ডিত; সচরাচর কাহারও গতায়াত নাই বলিয়া জঙ্গলময় হইয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে উহারাই জল নির্গমের পথ; অনবরত জলস্রোত নিঃসরণে প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। শীতাগমে সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিপথের জল-নির্গম বন্ধ হওয়ায় লোকে প্রয়োজন মত তাহার মধ্য দিয়া গতায়াতও করিতে পারে।

বিলাসবতী বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে ঘটনাক্রমে এক দিন ঐ রূপ একটি পথ দেখিতে পাইলেন। তিনি রাজ-পথ পরিত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বৃক্ষশ্রেণীর অভ্যন্তর দিয়া সেই পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেন; কিয়দ্দূর গমন করিয়াই সম্মুখে নদীতীরস্থ মনোহর নিকুঞ্জ এবং এক অতীব রমণীয় স্বাভাবিক বৃক্ষসেতু দেখিতে পাইলেন। জলতরঙ্গ কল কল করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেতু প্রতিঘাতে সেই নিনাদ আরও মধুর হইয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিলেন এ কি সেই সেতু! মনের আবেগ অতিশয় প্রবল হইল। ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, পরে আস্তে আস্তে পূর্ব্ব পথ অনুসরণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে প্রবেশকালে দেখিলেন, তাঁহার জননী ও নবভূপতি কি কথোপকথন করিতেছেন। বিলাসবতী তদ্দর্শনে কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বলি-লেন, "হ্যাঁ মা! আমরা কবে এ স্থান হইতে যাইব?"

"কেন বাছা! এখানে ত আমাদের কোনও ক্লেশ হই-তেছে না।"

"আমার শরীর ভাল আছে; অন্নবস্ত্রেরও কোনও

অভাব নাই; কিন্তু পরের বাড়ীতে থাকিতে আমার আর ইচ্ছা নাই।”

“বাছা! একি আমাদের পরের বাড়ী হইল। বীরেন্দ্র কি আমাদিগকে পর মনে করেন? অপরাপর সকলেও ত আমাদের এ স্থানে অবস্থান ভালই বলিতেছে।”

“অপর সকলে কি আমাদের উভয়ের মন রাখিয়া চলে না? তারা কি ‘বরের ঘরের মাসী আর কনের ঘরের পিসী’ নয়? তুমি এ স্থানে থাকিতে ভাল বাস, তাই তাহারা তোমার মন রাখিয়া কথা কয়; কিন্তু আমার কথা শুনিয়া তাহারা আমাকে আবার অন্যরূপ কহে। মা! আমি তোমার বীরেন্দ্রের বিপক্ষে কিছুই বলিতেছি না; কিন্তু অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তিনি আমাকে এখানে থাকিতে অনুরোধ করিতে-ছেন, সুতরাং আমি তাঁহার সমক্ষেই মনের কথা কহিলাম।”

পঞ্চতীরাজ নম্রভাবে উত্তর করিলেন, “হাঁ আমারই সকল দোষ। এখন হইতে আর তোমাকে আমার ইচ্ছা-নুসারে চলিতে হইবে না। এখন হইতে আমি একাকীই পঞ্চতীর নির্জ্জন বনে বাস করিব। কেমন এ হ’লে ত তুমি সুখী হও।”

বিলাসবতী মস্তক অবনত করিয়া সম্মতি প্রকাশ করি-লেন; এবং বলিলেন, “দেখ মা! তোমার বীরেন্দ্র এবার সদয় হইয়াছেন।”

“তুমি যখন বল প্রকাশ করিলে তখন সদয় না হইয়া আর কি করি।”

“কামিনীরা আর কোন্ কালে বল প্রকাশ করিয়া থাকে? কথা বার্ত্তাই কেবল তাহাদের প্রধান সম্বল।”

পঞ্চতীরাজ যেন বিলাসবতীর কথা কিছুই শুনিতে পাইলেন না এইরূপ ভাণ করিয়া মন্ত্রিপত্নীকে বলিলেন, "জননি! ঐ দেখুন সূর্য্যাস্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; এক বার পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখুন পর্ব্বত গুলি কেমন সুন্দর দেখাইতেছে।"

বিলাসবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমাদের মুখও কি সুন্দর দেখাইতেছে না।"

এ যুদ্ধে বিলাসবতীর জয় হইল। কিন্তু তাঁহার মন যেন সেই দিন হইতে পঞ্চতীরাজের প্রতি কিঞ্চিৎ নরম হইয়া আসিল। পূর্ব্বের ন্যায়, বিলাসবতী তাঁহার কার্য্য-প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু সকল বিষয়েই দোষারোপ করা প্রবৃত্তিটি যেন কতক পরিমাণে কমিয়া আসিল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মন্ত্রি-পত্নীর আশা বাড়িল। তিনি ইতিপূর্ব্বে মনে মনে কতই আন্দোলন করিয়াছিলেন। বিলাসবতী রাজরাণী হইলে, তিনি রাজমাতা হইবেন। কেহই তাঁহার ন্যায় সুখী হইতে পারিবে না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে তনয়ার সমক্ষে ঐ বিষয় প্রস্তাব করিলে, বিলাসবতী উপহাস করিতেন ও বলিতেন, যে, তাহা কখনই হইবে না; কিন্তু এখন হইতে ঐ বিষয় সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিলে, বিলাসবতী নীরব থাকিতেন ও দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন।

এক দিন অতি প্রত্যূষে বিলাসবতী স্বীয় কক্ষে উপবেশন পূর্ব্বক চিত্র আঁকিতেছিলেন। এমন সময়ে মন্ত্রিপত্নী হঠাৎ সেই স্থলে উপস্থিত হন। বিলাসবতী জননীকে দেখিবা-

মাত্র বলিলেন, "মা! বল দেখি, তোমার বীরেন্দ্র কি অভি-প্রায়ে, আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন?"

"বাছা! তিনি তোমাকে ভাল বাসেন।"

"না মা! তা নয়। আমি তাঁহাকে যেরূপ অযত্ন ও অনাদর করিতেছি, তাহাতে তিনি কখনও আমাকে ভাল বাসিতে পারেন না। বিবাহ বিষয়ে তাঁহার কোনও একটি গূঢ় অভিপ্রায় আছে।"

"এতে আর কি অভিপ্রায় থাকিতে পারে?"

"আমিও উহাই জানিতে চাই। আমার পিতৃ-দত্ত সম্পত্তি দেখিয়া ওঁর লোভ হইয়াছে আমি তাহাও বলিতে পারি না।"

"তাঁহার নিজেরই ত বিপুল ঐশ্বর্য্য আছে।"

তা সত্য! কিন্তু মা! আশার কি শেষ আছে? নির্ধনের ধন হইলে তাহারা আরও ধনাকাঙ্ক্ষী হয়।"

"বাছা! তুমি যাহা মনে করিতেছ, বীরেন্দ্র সেরূপ চরিত্রের লোক নন। তুমি কি শুন নাই, যে, তিনি টাকা কড়ির বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করেন না। হিসাব-পত্রের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি নাই।"

"হয় ত, নূতন স্থানে, নূতন কাজে প্রবৃত্ত হওয়ায় তিনি সকল বিষয় বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।"

"বাছা! তুমি কি বল! পঞ্চতী কি বীরেন্দ্রের নূতন স্থান হইল?"

বিলাসবতী তখন মৃদু ও গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মা! ঠিক বল দেখি, এই আগন্তুককে তুমি কি প্রকৃতই আমাদের রাজকুমার বীরেন্দ্র মনে করিতেছ?"

মন্ত্রিপত্নী তনয়ার বাক্যে চকিত হইলেন, ক্ষণ কাল তনয়ার দিকে চাহিয়া থাকিয়া, বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "বাছা! এ বিষয়ে আমার বিন্দু মাত্রও সংশয় নাই। তুমি আমার গর্ভের সন্তান, এটিতে আমার যত দূর বিশ্বাস; এ ব্যক্তি যে রাজকুমার বীরেন্দ্র, তাহাতেও আমার ঠিক তত দূর। রাজকুমারের শৈশব কালের ঘটনাবলি, বীরেন্দ্র না হইলে ইনি কখন জানিতে পারিতেন না। এই আট বৎসরে বীরেন্দ্রের শরীরে অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই চাল চলন বা অঙ্গ ভঙ্গী এক রূপই রহিয়াছে।"

"মা! তুমি কি তবে এ বিবাহে সম্মত আছ, আর ইহার পরিণাম অশুভ হইলেও কি তুমি দায়ী হইবে?"

"হাঁ বাছা! তোমাকে বীরেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলে আমার এ জীবনের একটি প্রধান কার্য্য সম্পন্ন হয়।"

বিলাসবতী ক্ষণ কাল নীরব হইয়া বলিলেন; পরে বলিলেন, "মা! হয় ত, আমি তোমার বীরেন্দ্রের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে; কেহ যেন আমার কানে কানে বলিয়া দিতেছে; প্রকৃত বীরেন্দ্র স্বরাজ্যের প্রার্থী হইয়া আগত প্রায়। তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই আমার সকল সংশয় ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু এত দিনেও যখন তিনি আসিতেছেন না, তখন তাঁহার জীবনের উপর আমার সংশয় জন্মিতেছে। যাহাই হউক না কেন দিন দিন এ ব্যক্তির পদ দৃঢ় হইতেছে, আধিপত্যও বাড়িতেছে। মা! যে ব্যক্তি এক বার কোনও উপায়ে কোনও একটি উচ্চ পদবীতে আরোহণ

করে সে কি আপনার পদ পূর্ব্বাবধিই দৃঢ় করিয়া রাখে না? এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই এমন কোনও কাজ করিয়াছেন, যাহাতে কেহই আর ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবে না। তোমরা সকলে ইঁহাকে প্রকৃত বীরেন্দ্র মনে করিতেছ; প্রজারাও ইঁহাকে প্রকৃত রাজকুমার বলিয়া সম্মান করিতেছে, সুতরাং আমি আর একাকী ইঁহাকে অন্যরূপ মনে করিয়া কি করিব?”

এতচ্ছ্রবণে মন্ত্রিপত্নী সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, “হাঁ বাছা! তাই ত ঠিক। তুমি যে এত দিন অন্যরূপ আচরণ করিতেছিলে,তাহাতেই আমার বিস্ময় জন্মিতেছিল। হয় ত এখন আর তোমার এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই?”

“সন্দেহ আছে কি না, শুনিয়া তুমি কি করিবে?”

“আচ্ছা তুমি ত বীরেন্দ্রকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলে?”

“হাঁ, না হইয়া আর কি করি?”

মন্ত্রিপত্নী এ কথা শুনিয়া আনন্দে উথলিয়া উঠিলেন, হৃষ্টমনে তনয়ার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। বিলাসবতীর এ সকল ভাল লাগিল না। তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া গম্ভীর স্বরে জননীকে বলিলেন, “এ বিবাহের পরিণাম যে কি হইবে বলিতে পারি না; কিন্তু দেখিবে, সময়ে তোমাকে আমি এ বিষয় স্মরণ করিয়া দিব।”

মন্ত্রিপত্নী তনয়ার বাক্যে ব্যথিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার আগ্রহাতিশয্যের বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইল না; তিনি বলিলেন, “বাছা! ভয় কি? এ বিবাহ কখনও কোনও রূপ অমঙ্গলকর হইবে না। আমরাও চিরকাল অক্লেশে কাটাইতে পারিব।”

বিলাসবতী আর কিছুই বলিলেন না; আবার চিত্র-ফলক লইয়া আঁকিতে বসিলেন।

মন্ত্রিপত্নী তনয়ার পার্শ্বে গমন পূর্ব্বক অনেক ক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে চিত্র দেখিলেন, অনন্তর বলিলেন, "কোন্ স্থানটি আঁকা হইল? এটি যেন চেনা চেনা বোধ হইতেছে।"

"চেনা বই কি।"

বিলাসবতী শীতকালে পার্ব্বতীয় প্রদেশের একটি নদী আঁকিয়াছেন। নদীর উভয়পার্শ্বে বৃক্ষগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৃক্ষশাখায় পাখী নাই। নদীর উভয় কূলে জনমানব অথবা পশুপক্ষী কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। নিকুঞ্জ ও বৃক্ষসেতু অতি সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। সেই বৃক্ষসেতুর উপরে একটি মানুষ স্বীয় হস্তস্থিত যষ্টি নদীগর্ভে প্রবিষ্ট করিয়া নিবিষ্টচিত্তে যেন কি দেখিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল যেন বিবর্ণ হইয়া আসিতেছে। চিত্রটি প্রকৃতির অবিকল প্রতিকৃতি। দর্শনমাত্রেই মন্ত্রিপত্নী চকিত হইলেন; তাঁহার যেন পা কাঁপিতে লাগিল। তিনি তনয়ার অঙ্কিত চিত্রফলক দর্শনে সোদ্বেগে বলিয়া উঠিলেন, "বাছা! তোমার এ কি স্বভাব! এ সকল বিষয় ব্যতীত তুমি কি আর কিছুই আঁকিতে পার না?"

"কেন মা! আমার ত এ সকল বিষয়ই ভাল লাগে।"

"হাঁ তা হবে বৈ কি। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি।"

বিলাসতী একটু হাসিলেন। বলিলেন, "মা! আমার ত সকলই বিচিত্র।"

"তোমার কাজ কর্ম্ম বুঝিয়া উঠা ভার।"

"তা এখন কি হবে। আমি দিবা নিশি দুঃখের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি; সময়ে সময়ে ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিয়া কিংবা মনোমত চিত্র আঁকিয়া কতক পরিমাণে শান্তি লাভ করিলেও কি তোমরা বিরক্ত হইবে?"

তনয়ার বাক্য শ্রবণে মন্ত্রিপত্নী অবাক হইয়া রহিলেন; কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না; সুতরাং স্থানান্তরে গমন করিলেন। বিলাসবতী আবার এক মনে চিত্র আঁকিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতে কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত, মন্ত্রিপত্নী তনয়ার সমক্ষে বিবাহসম্বন্ধে আর কোনও প্রস্তাব করেন নাই। কিন্তু পরিশেষে কোনও এক দৈব ঘটনা তাঁহার অভিপ্রায়ের অনেক সুবিধা করিয়া দিল।

ত্রয়োদশ স্তবক।

সম্মতি।

নর-দুর্ল্লভ অত্র ধরিত্রি-তলে
অনুরাগ পবিত্র, কদা কি মিলে ?

এক দিন বিলাসবতী একাকিনী ইতস্ততঃ বাগানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অন্যমনস্কে একটি বন-পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া নিকুঞ্জে উত্তীর্ণ হইলেন ; নদী এবং বৃক্ষ সেতুও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। নিকুঞ্জ, নদী এবং বৃক্ষ-সেতু তাঁহার বিলক্ষণ পরিচিত। সে স্থানটি তিনি প্রথমে ছাতের উপর হইতে দেখিয়াছিলেন, সে স্থানে তিনি ইতিপূর্ব্বে একবার ভ্রম ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ; সে স্থানের প্রতিকৃতি তিনি আবার অবিকল চিত্রিতও করিয়াছেন। নদী সন্দর্শনে তাঁহার হৃদয় শীতল ও নয়ন প্রফুল্ল হইল। তিনিও কি নব ভূপতির ন্যায় নদীর অনুরক্ত ? বিলাসবতী একাগ্রচিত্তে স্রোতের গতি নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ নদীগর্ভে এক প্রকার অদ্ভুত আলোক দৃষ্ট হইল। পরক্ষণেই ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বিলাসবতী জানিতেন, যে, মেঘের সময় বড় বড় বৃক্ষের তলায় দাঁড়ান

নিরাপদ নয়; সুতরাং বৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নদী-তীরে অনাবৃত স্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দেখি-লেন, কে যেন তাঁহার নিকটে আসিতেছে। বিলাসবতী মনে করিলেন, হয় ত পঞ্চতীরাজই আসিতেছেন। তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে প্রধাবিত হইলেন। শীত কাল; ধারা-প্রপাতে তাঁহার শরীরে যেন শিলা বর্ষণ হইতে লাগিল। কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক সেই অভ্যাগতের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কথা কহিবার আশয়ে মুখ উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, পঞ্চতীরাজ নয়, এক জন বিকটাকার সংস্থসন্তান লগুড় হস্তে করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইতেছে। তদ্দর্শনে বিলাসবতী চকিত হইলেন; ভাবিলেন, বৃক্ষতলও যে এ আশ্রয় হইতে সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর ছিল।

সেই ব্যক্তি বিলাসবতীকে দেখিয়া বলিতে লাগিল. "আহা! পৃথিবীতে আমার ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কে আছে? আমার অদৃষ্ট আমার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছে। এমন সময়, এমন স্থলে, কে আর এমন সুরূপা কামিনীর প্রত্যাশা করিয়াছিল? কামিনীর শরীর আভরণে সুস-জ্জিত; আমার উহাতেই ত প্রয়োজন। আমি মানুষ চাইনা. গয়না চাই।"

বিলাসবতীর পরম শত্রুরাও তাঁহাকে ভীরু-স্বভাবা বলিতে পারিত না। সেই ব্যক্তির কথা শ্রবণে, তাহার দুর-ভিসন্ধির মর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিয়া তিনি সদর্পে বলিয়া উঠিলেন, "অরে দুরাত্মা! তুই কি আমাকে একা-কিনী মনে করিতেছিস্? তুই অবিলম্বে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর্। পঞ্চতীর অধিপতি আমার সঙ্গে

আছেন, তুই আমার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিবি না।”

সে ব্যক্তি বিকট হাস্য করিয়া বলিল, “ তুমি যাহার কথা বলিলে, আমি তাহাকে দেখিয়াছি। সে একটু ঢেঙ্গা, তাহার একটা চোখ একটু ছোট। আমার সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন সে যেন কোথায় দৌড়িয়া যাইতেছিল। (একটু মাথা নাড়িয়া) হাঁ আমি বুঝেছি সে তোমারই কাছে আসিতেছিল; তুমিও বুঝি ঠিক সময়ে, এখানে আসিয়া তাহার অপেক্ষা করিতেছ। আর না, সুন্দরি আর না, আমি জলে ভিজিয়া কষ্ট পাইতে পারি না; তোমার গয়না আমাকে দাও। আমাদের এই ব্যবসায়। তোমার কথায়, বা রূপে ভুলিব না; আমি কাহাকেও ভয় করি না; কিছুতেই ভয় পাই না।”

“ তোর বিপদ্ ঘটিবে।”

“ সে ভাবনা আর তোমাকে ভাবিতে হইবে না।”

“ তুই বুঝি জেলে যেতে চাস্!”

“ তা আমার সকলই সমান। তোমার গয়না আমি লইবই লইব; শীঘ্র শীঘ্র খুলিয়া দাও।”

এই বলিয়া সেই ব্যক্তি বিলাসবতীর হস্তের স্বর্ণ-বলয় খুলিবার মানসে দৃঢ়রূপে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলে, বিলাসবতী সজোরে আপনার হাত ছাড়াইয়া লইয়া ক্রোধভরে কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “ অরে নরকের কীট! তোর এত বড় সাহস, যে তুই আমাকে স্পর্শ করিলি! অবিলম্বেই তোকে ইহার সমুচিত শাস্তি পাইতে হইবে।”

বিলাসবতীর তিরস্কার শ্রবণে দস্যুর ক্রোধানল একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, সে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিল। জিঘাংসা বৃত্তি যেন মূর্তিমতী হইয়া সেই স্থানে অবতীর্ণা হইল। সে তখন বিলাসবতীর প্রাণনাশে কৃতসংকল্প হইয়া হস্তস্থিত লগুড় উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিল। সেই আঘাত লাগিলেই বিলাসবতীর প্রাণবায়ু বিনির্গত হইবে। উত্থিত লগুড়ও পতিত প্রায়। এমন সময় পঞ্চতীরাজ অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া একটি প্রচণ্ড চীৎকার করায় দুরাত্মার হস্ত বিচলিত হইল, লগুড় স্খলিত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। দস্যুও উদ্যমে বিফল-মনোরথ হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে বিলাসবতীর কণ্ঠস্থ মুক্তার মালা ছিন্নগ্রন্থি হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল, দুরাত্মা তাহাই লইয়া গেল।

বিলাসবতী পঞ্চতীরাজের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সুখের বিষয় যে আপনি উপযুক্ত সময়েই উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

"দুরাত্মা ক্রমেই ভীষণ হইতেছিল।"

"হাঁ, আমি কিন্তু তাহার ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতে না পারিলে কখন সুখী হইতে পারিব না।"

বিলাসবতীর বাক্যে, পঞ্চতীরাজের একটু অসুখ বোধ হইল। তিনি আত্ম মনোভাব গোপন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কেহ আমার কোনও অনিষ্ট করিলে, আমি সাধ্যপক্ষে তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করি না। মনে করি, সে কখন ইচ্ছা পূর্ব্বক আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে নাই, কেবল স্বভাবানুসারেই এরূপ করিয়াছে। কণ্টকলতায়

আমরা ক্ষত বিক্ষত হই, অনেকানেক কুক্কুর মানুষ দেখিলেই ডাকিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে যে আমরা প্রপীড়িত বা বিরক্ত হই, উহারা কি তাহা বুঝিতে পারে? ঐ রূপ করা কি তাহাদের স্বভাব নয়? অনেক সময় আবার কেহ কেহ আপনার ইষ্ট সাধন উদ্দেশে আমাদের অনিষ্ট করিয়া থাকে, তাহাতেই বা আমরা তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইব কেন? তাহারা আপনাদিগকে অপরের অপেক্ষায় অধিক ভাল বাসে,—তাহারা স্বার্থপর। মনুষ্য মাত্রেইত ন্যূনাতিরিক্ত স্বার্থপর; এজন্য আমি তাহাদিগেরও কোনও দোষ দিই না। যাহারা অকারণে আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, আমি তাহাদিগকে কণ্টকলতা ও কুক্কুর সদৃশ মনে করি। পরের মন্দকামনা করাই তাহাদের স্বভাব; তাহারা স্বভাবের দাস। আরও দেখ মানবজাতি ভ্রমপূর্ণ। তাহারা অনেক সময়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কার্য্য গতিকে অপরের অনিষ্ট করিয়া বসে। তাহারা আবার কখন কখন কাহারও হিত সাধন করিতে গিয়া অহিত সাধন করিয়া ফেলে। এই সকল কারণ বশতঃ লোকের অযত্নে বা অসাধু ব্যবহারে বিরক্ত বা উদ্বেজিত হওয়া আমাদের উচিত নয়।

পঞ্চতীরাজের এই দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণে, বিলাসবতী হাস্যমুখে বলিলেন, "আমার কখন কোনও শত্রু হইলে সে যেন আপনার ন্যায় লোকই হয়। সে যাহা হউক, মহাশয়! যাঁহারা দোষীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, তাঁহারা আবার কাহাকেও অতিরিক্ত ভাল বাসিতে পারেন না।"

"কেন?"

"আমার ত এই রূপ বোধ হয়।"

"না, তাহা কখনই নয়। অনিষ্টকারীদিগকে আমি লঘুচেতা মনে করিয়া অবজ্ঞা করি, তাহাদিগকে শাস্তি দিতে আমার ইচ্ছা হয় না। আমি কাহাকেও কিছু বলি না, সুতরাং ভাল বাসা প্রবৃত্তিটি আমাতে স্বভাবতই বলবতী। যে কামিনী আমার মন হরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিব।

"মহাশয়! তা কি সত্য?"

"তুমি কি এ বিষয় সন্দেহ কর?"

"আপনি কি জানেন না, যে, সকল বিষয় সন্দেহ করাই আমার স্বভাব।"

"তুমি কোনও না কোনও বিষয় অবশ্যই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাক।"

"তা করি বটে। কিন্তু প্রণয় প্রভৃতি অলীক বিষয় আমি কবির কল্পনা মনে করি; প্রকৃত প্রণয় কেহই কখন পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ করেন নাই। আমার বিবেচনায় 'প্রণয়' এ কথাটির কোনও অর্থ নাই। 'প্রণয়' নাম শুনিলেই আমার হাসি পায়।"

"আচ্ছা, পৃথিবীতে ত প্রকৃত প্রণয় নাই, তুমি কি তবে বিবাহ করিবে না?"

বিলাসবতী বলিলেন, "না"। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "যাহা পৃথিবীতে কখন হইবে না, আমি তাহার প্রত্যাশায় থাকিয়াই বা কি করিব?"

"যত টুকু সম্ভবে; তুমি কি তবে তাহাতেই সম্মত?"

"কোন্ বিষয়ে।"

"স্বামীর সহিত তোমার প্রকৃত প্রণয় হইবে না, জানিয়াও কি তুমি বিবাহ করিতে সম্মত আছ?"

"সম্মত না হইয়াই বা কি করিব?"

"বিলাসবতি! তুমি কি আমাকে বিবাহ করিবে?"

রমণী মাত্রেই এ কথা শুনিলে লজ্জায় অধোবদন হইতেন; কিন্তু বিলাসবতীর প্রকৃতি অন্যরূপ। তিনি লজ্জার কোনও চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না। পঞ্চতীরাজ যে বিলাসবতীর প্রণয়পাশে বদ্ধ নন, পরন্তু কোনও এক অভিসন্ধি সাধনের জন্য তাঁহার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিতেছেন, চতুরা বিলাসবতী তাহা সম্যক প্রকারে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অনেক ক্ষণ নীরব থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মহাশয়! আপনাকে রাজকুমার বীরেন্দ্র মনে করিয়াই আমি পতিত্বে বরণ করিব; কিন্তু কস্মিন্‌কালে কোনও প্রকারে আপনি ছদ্মবেশী প্রতারক নির্ণীত হইলে নিশ্চয় জানিবেন, যে, আমাদের পরিণয় বন্ধন ছেদন হইয়া যাইবে; আর আমি আপনার পরম শত্রু হইয়া উঠিব। অল্প বা সামান্য কারণে আমি কখন বিচলিত হইব না; এবং যত দিন প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে কোনও সংশয় থাকিবে, তত দিন যথাসাধ্য আপনার পক্ষ সমর্থনে যত্নবতী থাকিব; কিন্তু আপনার ধূর্ত্ততা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিলে তদ্দণ্ডেই এ বাটী পরিত্যাগ করিব। তদ্দণ্ডেই আপনার সহিত আমার সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইবে এবং পক্ষান্তরে আমি আপনার সর্ব্বনাশ চেষ্টা পাইব। প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আমাতে সাতিশয় বলবতী, প্রতারিত হইয়াছি জানিতে পারিলে, আমি কখন তাহার প্রতিশোধ না লইয়া নিরস্ত

থাকিতে পারিব না। মহাশয়! ভবিষ্যতে কোনও কারণ বশতঃ রাজ্যবিশ্লেষ ঘটিলে আমার পিতৃদত্ত স্ত্রীধনে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে বলিয়া যদি আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তবে আপনার বিষম ভ্রম হইয়াছে জানিবেন। আমার স্ত্রীধন আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিব; আপনি তাহার কপর্দ্দক মাত্রও প্রাপ্তির আশা করিবেন না। আর আপনি প্রকৃত বীরেন্দ্র হইলেও, আপনাকে বলিতেছি, যে, আমি অতিশয় গর্ব্বিতা ও মানিনী। আমি কখন স্বামি-ধনে গ্রাসাচ্ছাদনের প্রত্যাশা রাখি না। আমার এইরূপ স্বভাব; সুতরাং আমাকে সহধর্ম্মিণী করিয়া আপনি অনর্থক সুখের আশা করিতেছেন।"

"তুমি যে রূপই হওনা কেন, আমি তোমাকে গ্রহণ করিব। আমি তোমার ধনের আকাঙ্ক্ষী নহি। প্রণয় কি সম্পদ সাপেক্ষ?"

"হাঁ, তা সত্য, কিন্তু আপনি কি প্রণয়ী?"

"তোমার কি ইহাতেও সংশয় আছে? তুমি ব্যতীত আর কেহই কিন্তু আমাকে সন্দেহ করে না।"

"প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে আমার অপেক্ষা আর কাহারও তাদৃশ প্রয়োজন নাই।"

বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পঞ্চতীরাজের আর ইচ্ছা নাই; সুতরাং তিনি বিলাসবতীর উত্তরের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না করিয়া বলিলেন, "রাত হইয়াছে চল যাই।"

বিলাসবতী চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া, "হাঁ, তাই ত রাত হইয়াছে।" এই বলিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

তাঁহারা নদীতীর, বিজন বন প্রভৃতি উত্তীর্ণ হইয়া

পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিবা মাত্র আবার মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। তাঁহাদের শুভ পরিণয়-সূচক কথাবার্ত্তার সময় মেঘ ডাকিতেছিল, বৃষ্টি পড়িতেছিল এবং চতুর্দ্দিক একেবারে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। একি অমঙ্গল-কর চিহ্ন নয়?

এক যুবক যুবতী শুভ পরিণয় পাশে চিরদিনের নিমিত্ত আবদ্ধ হইতে চলিলেন, কিন্তু প্রকৃতি দেবী সুমধুর হাসিলেন না বরং মনোদুঃখে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। এই কি পরিণয়ের পরিণাম-শুভসূচক প্রকৃতির অব্যর্থ নিদর্শন?

অপর কেহ হইলে এরূপ নিদর্শনে ভীত হইতেন, কিন্তু পঞ্চতীরাজ অথবা বিলাসবতী এতদুভয়ের কাহারও হৃদয়ে কোনও রূপ শঙ্কার উদ্রেক হইল না।

তাঁহারা উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলে, পঞ্চতীরাজ আদ্যোপান্ত সমস্ত মন্ত্রিপত্নীকে অবগত করিলেন।

মন্ত্রিপত্নী এতচ্ছ্রবণে হৃষ্ট মনে তনয়ার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া বিলাসবতী ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "মা! এখন আর আমাকে কিছু বলিও না; অন্ততঃ বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে আমাকে তুমি কোনও আদেশ করিও না। এক বৎসর অতীত হইলে, আমি তোমার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিব। এখন একেবারেই আমার বুদ্ধির স্থিরতা নাই; আমি সুবোধের কি নির্ব্বোধের কাজ করিতে চলিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে যাহা হউক, ঘরে যাই, বৃষ্টিতে বড় কষ্ট পাইয়াছি।"

"বাছা! বীরেন্দ্র বলিয়া গেলেন, তোমার নাকি কি বিপদও ঘটিয়াছিল?"

"বিপদ আপদ আমি কিছুই জানি না। তবে স্থূল কথা এই, যে, সে ব্যক্তি পলায়ন করিল, আমি তাহার দণ্ড করিতে পারিলাম না, ইহাতেই আমার মনে ক্ষোভ উপস্থিত হইতেছে।"

"আঁা বাছা! ঈশ্বর করুন, তোমার মন যেন তোমার কথার অনুরূপ না হয়!"

"হাঁ মা! আমার মন আমার কথার অনুরূপ। সে বিষয় স্মরণ হওয়ায় আমার হৃদয় একেবারে জ্বলিয়া উঠিতেছে।"

"বাছা! তুমি পুরুষ ভাব পরিত্যাগ কর।"

"আমি কি রূপে পূর্ব্ব স্বভাব পরিত্যাগ করিব?"

"কেন বাছা! শৈশবে তুমি অনেক শান্ত ছিলে।"

"ক্ষমতা হীন থাকায় আমি তখন মনের ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতাম না।"

মন্ত্রিপত্নী দুঃখিত হৃদয়ে তনয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি সাতিশয় বুদ্ধিমতী; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, স্ত্রীজাতি কোন্ কালে প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকে?"

"মা! মনের ভাব বাহিরে ফুটিয়া বলায় কি কোনও দোষ আছে?"

"বাছা! তুমি আমার একটি মাত্র সন্তান; আমার চিরটা কাল কেবল দুঃখেতেই গেল; আমি এত দিন আশা করিয়া রহিয়াছি, যে, তোমাকে একটি সৎপাত্রে সম্প্রদান করিয়া জীবনের শেষ কাল অক্লেশে অতিবাহিত করিব; কিন্তু

তোমার কার্য্য-প্রণালী দর্শনে আমি সে আশায় নিরাশ হইলাম। বাছা! আমার কিছুই বুদ্ধি নাই; আমি তোমাকেই ভার দিলাম, যাহা ইচ্ছা কর।”

বিলাসবতী নীরব রহিলেন।

“বাছা! আমি তোমায় আর বিরক্ত করিব না। তুমি একটু আরাম কর; আমি চলিলাম।” মন্ত্রিপত্নী এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ স্তবক।

অদৃষ্ট নির্ণয়ে।

কাল রূপ যবনিকা করি উদ্ঘাটন,
দুর্জ্ঞেয় অদৃষ্ট ফল জানিতে বাসনা
করিলে, হৃদয়ে বড় লাগিবে বেদনা,
ভাবী ভয়ে ভীত হয়ে পাইবে যাতন।

এদিকে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করায় জয়মানিয়া সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করা তাঁহার স্বভাব ছিল। কিন্তু আজ তিনি এখনও নিদ্রিত। তাঁহার মুখমণ্ডল কালিমায় পরিপ্লুত, লোচনযুগলের স্বাভাবিক নির্ম্মল জ্যোতি সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হইয়াছে, এবং অন্তরস্থ উদ্বেগ ঘনীভূত হইয়া আস্য প্রদেশে বিরাজ করিতেছে। তাঁহার কষ্টেরও শেষ ছিল না, তিনি সকল যন্ত্রণাই অবলীলাক্রমে সহ্য করিতেছিলেন। ফলতঃ কার্য্য-প্রণালী দ্বারা তিনি একেবারে সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন।

তাঁহার অপরাপর সঙ্গিনীরা বসন্তের কোকিল সদৃশ,—সম্পদের সঙ্গী, বিপদের কেহই নয়। তাহারা সর্ব্বদা প্রফুল্ল মনে স্বেচ্ছায় সুখ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত, কখন কোনও বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্র অসদ্‌ভাব ঘটিলে একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিত। সম্ভোগ বিলাসাদিই তাঁহাদের জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনেই তাহারা নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত থাকিত; সুতরাং বন-কুসুম-

দাম ও বৃক্ষপত্র-মেখলা প্রস্তুত ব্যতীত তাহাদের অন্য কোনও কাজ ছিল না। তাহাদের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব ব্যবসায় বাণিজ্য ছিল। তাহারা অক্ষম নয়, সুতরাং পুরুষের পদাবনত হইয়া থাকিত না। তাহারা অনেকেই রুক্ষ-স্বভাবা ও বিদ্বেষভাবাপন্না ছিল। তাহাদের মতে দুষ্কর্ম্ম গোপন থাকিলে কোনও দোষের কারণ হয় না।

তাহারা সকলেই জয়মানিয়াকে ভয় করিত, ভক্তিও করিত; কেন করিত, জানিত না। কত দূর করিত তাহাও প্রকাশ করিতে পারিত না। যে যে বিষয়ে তাহাদের সহিত জয়মানিয়ার বিসদৃশ ছিল, তাহারা তাহা বুঝিতে পারিত, তথাচ তাঁহার ন্যায় হইতে কখন বাঞ্ছা করিত না। জয়-মানিয়া সময়ে সময়ে তাহাদিগকে কুকার্য্যের নিমিত্ত তির-স্কার করিতেন, আবার অসুখের সময় প্রাণপণে সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন। জয়মানিয়া ক্রোধপরবশ হইলে, তাঁহার বিকটমুখভঙ্গী দর্শনে বৃদ্ধা ও অপরাপর কামিনীরা ভয় পাইত; কিন্তু শিশুসন্তানেরা শঙ্কিত না হইয়া অবলীলা-ক্রমে তাঁহার উৎসঙ্গে গমন পূর্ব্বক, আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকিত। শিশুরা লোকের মন বুঝিতে পারে, অতএব জয়-মানিয়ার কোপন-স্বভাব যে তাঁহার আভ্যন্তরিক কোমল বৃত্তি সমুদায়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে, জয়মানিয়া-দর্শনে শিশু-দের আমোদ প্রমোদই কি তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নহে?

জয়মানিয়ার প্রভাবেই রজমন্ প্রতি দিন নানা রূপ আপদ্ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইতেন। ক্ষীণ-কলেবর ও ভীরু স্বভাব বলিয়া সকলে তাঁহার প্রতি এতদূর অবজ্ঞা প্রদর্শন করিত, যে, হয় ত, জয়মানিয়া না থাকিলে তাঁহার

নিধনসাধন করিতেও ক্রুটি করিত না। রজমনের প্রকৃতি অতিশয় অদ্ভুত; তাঁহার স্মরণশক্তি ও প্রকৃতির অনুরূপ। তিনি সর্ব্বদাই শিশুদের ন্যায় উদ্দেশ্য-বিহীন কাজ করিতেন ও সর্ব্বদাই আত্মবিস্মৃত থাকিতেন; তিনি কেবল জয়মানিয়াকেই জানিতেন ও চিনিতেন।

জয়মানিয়া প্রহরেক কাল নিদ্রিত থাকিয়া জাগ্রত হইলেন; কিন্তু নিদ্রায় বিন্দুমাত্রও শান্তিলাভ করিলেন না; তিনি মুহুর্মুহুঃ হাই তুলিতে লাগিলেন; তাঁহার অক্ষিদ্বয় কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে ও নয়নপল্লবতলে দুইটি কালিমা রেখা পড়িয়াছে, শরীর একেবারে আলস্যে অবসন্ন হইয়াছে। রজমন তদ্দর্শনেই বুঝিতে পারিলেন, যে, জয়মানিয়া সুস্থ নন।

প্রান্তর এক প্রকার নির্জন হইয়াছে; বালক বালিকাগণ অদূরে বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে; দুই এক জন লোক অশ্ব প্রভৃতির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হওয়ায় কেবল স্থানান্তরিত হয় নাই; এতদ্ব্যতীত স্ত্রীপুরুষ প্রায় সকলেই নিকটস্থ পল্লীসমূহে স্ব স্ব ব্যবসায় ব্যপদেশে গমন করিয়াছে। জয়মানিয়ার এখন শান্তির প্রয়োজন; তাঁহাকে বিরক্ত করিতে পারে এমন কেহই প্রান্তরে নাই দেখিয়া তিনি সমাশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু জয়মানিয়ার অদৃষ্টে শান্তি নাই। বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইতে না হইতেই জিম্মা আসিয়া উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে সেই দুরাত্মা বিস্তর অপমানিত হইয়াছিল, এক্ষণে সময় পাইয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে আসিল। সে জয়মানিয়াকে দেখিবামাত্রই নিকটে আসিল, কিছুই বলিল না,

কেবল একটা জিনিস তাঁহার দিকে ফেলিয়া দিল। সেটি ভূতলে পতিত হইয়া সূর্য্য-কিরণ-সংস্পর্শে অগ্নি বমন করিতে লাগিল; জয়মানিয়া তদ্দর্শনে চকিত হইয়া ত্রস্তভাবে মণিটি ভূতল হইতে কুড়াইয়া লইয়া বারম্বার চুম্বন করিলেন, এবং বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে জিম্মা বিকট হাস্য করিয়া বলিল, 'হাঁ তবে বুঝি তুই জানিস্ এটি কাহার?'

জয়মানিয়া অকপট হৃদয়ে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন, "এইটি সেই নিরাশ্রয় পথিকের। তুমি তাঁর জিনিস চুরি করিয়া রাখিয়াছ।"

জিম্মা ঈর্ষ্যাপরবশ। সে ত জয়মানিয়ার হৃদয়ে হুতাশন প্রজ্বলিত করিতেই আসিয়াছে, জয়মানিয়ার করুণস্বরে সে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না, পরন্তু দ্বিগুণতর কঠোর হইয়া অতি কর্কশ স্বরে বলিল, "চুরি করিব কেন? আজ সকাল বেলা দক্ষিণদিক হইতে আসিতেছিলাম, এমন সময়ে, একটি শবের পার্শ্বে এই মণিটি কুড়াইয়া পাই। শৃগাল কুকুরে শবটি লইয়া টানাটানি করিতেছিল। উহার চোখ্ কান্ খাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া চিনিতে পারিলাম না। এই জিনিসটি আমি অনেকবার তোমার কাছে দেখিয়াছিলাম; তজ্জন্য ইহা তোমারই মনে করিয়া দিতে আসিয়াছি।

জিম্মার বাক্য শ্রবণে জয়মানিয়া চতুর্দ্দিক্ আঁধার দেখিলেন, তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, হৃদয়ের আবেগ বশতঃ কেবল বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

জিম্মা তাঁহার মানসিক যন্ত্রণা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "জয়মানিয়া তোমার এ কি হল ?"

জয়মানিয়া ভ্রাতৃবাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। কেবল নিস্পন্দভাবে নিবিষ্টচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন; মনে মনে বলিতে লাগিলেন, তবে কি তিনি সত্য সত্যই নাই ? জয়মানিয়ার প্রণয়াঙ্কুরের কি এই পরিণাম হইল ? কিয়ৎক্ষণ এই রূপ চিন্তা করিয়া জয়মানিয়া অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তিনি অতিশয় দুর্ব্বল ছিলেন; এই রাক্ষসেরা তাঁহার অনুসরণ করিল, ইহাতে যে তিনি পড়িয়া মরিয়া যাইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি ?"

জিম্মা, জয়মানিয়ার ধৈর্য্য বিলোকন করিয়া বিস্মিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে কি হইতেছে তাহার তিলার্দ্ধও বুঝিতে পারিল না; সে তখন বলিল, "তোমার দোষেই এত হইল।"

জয়মানিয়া প্রশান্তভাবে বলিলেন, "আমি আত্মজীবন বিনাশেও তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিলে ক্রটি করিতাম না।"

"তুমি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলে, আমি তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়া দিয়া আসিতাম। তুমি সম্মত হইলে না, সুতরাং আমিও তাঁহাকে নিরাপদ করিতে সচেষ্ট হইলাম না।"

জিম্মার বাক্যে জয়মানিয়ার অন্তরে বড় ব্যথা লাগিল; তিনি নিরতিশয় ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "তোর ন্যায় নির্ম্মম অভাগা আর জগতে নাই। তোর ন্যায় নিষ্ঠুর পামর, আমার স্বামী অথবা গর্ভজ সন্তান হইলে আমি এই

মুহূর্ত্তেই জলে ঝাঁপ দিতাম, আর কখনও লোকালয়ে মুখ দেখাইতাম না।”

জিম্মা ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিল, “আমি আজ তোকে কখনই ছাড়িব না; আমি নিশ্চয়ই এই দণ্ডে তোর অহঙ্কার চূর্ণ করিব।”

জিম্মাকে কুপিত দেখিয়া জয়মানিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। তিনি স্বকীয় হস্তদ্বয় বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া জিম্মাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

জিম্মা ভীত হইল না, হাসিতে হাসিতে বলিল, “আমি জানি আমি জানি মুরগির দৌড় মস্‌জীদ পর্য্যন্ত।”

জয়মানিয়া সূর্য্যকান্ত মণিটি লইয়া করদ্বারা কপোলে স্থাপন করিয়া উহার শৈত্য অনুভব করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ও মলিন হইল, কিন্তু তিনি হাস্য করিলেন, রোদন করিলেন না। জয়মানিয়া কি মনের সুখে হাসিলেন? তাঁহার সুখ কি? আমরা কি সকল সময়ে কেবল দুঃখেই কাঁদিয়া থাকি? সময়ে সময়ে কি আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করি না? জয়মানিয়া অতি তেজস্বিনী ও মানিনী রমণী। বাগবিতণ্ডা কিংবা রোদন স্ত্রীদের জয়লাভের অব্যর্থ উপায় হইলেও জয়মানিয়ার তাহা স্বভাব বিরুদ্ধ। তাঁহার মন আবেগে পরিপূরিত ও হৃদয় দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়াছে। বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছে। এমন সময়ে, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারিলে আবেগের আতিশয্য অনেক কমিয়া যাইত। কিন্তু জয়মানিয়া কাঁদিলেন না।—হাসিলেন, সুতরাং হাসিই কান্নার কাজ করিল।

জিম্মা জয়মানিয়ার হস্ত হইতে মণিটি কাড়িয়া লইয়া

দূরে নিক্ষেপ করিল। জয়মানিয়া বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না, কেবল চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দ ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হৃদয়ের যন্ত্রণা নিভৃতে হৃদয়েই অনুভব করিলেন। জিম্মা জয়মানিয়ার মন জানিতে আসিয়াছিল, কিন্তু জয়মানিয়া হৃদয়ের ভাব বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া, তথা হইতে চলিয়া গেল। সে গমন কালে জয়মানিয়াকে তিরস্কার করিল। তাহার তর্জ্জন গর্জ্জন, জয়মানিয়ার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ এবং মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস, মেঘমণ্ডল ভেদ করত গগনমার্গে উত্থিত হইয়াই যেন কুজ্ঝটিকা আকারে শীতরবির স্বাভাবিক নিস্তেজ কিরণ আরও নিস্তেজ করিয়া দিল।

সেই দুরাত্মা দৃষ্টিপথের অতীত হইলে, জয়মানিয়া মণিটি কুড়াইয়া লইলেন। প্রথমে গণ্ডে, পরে বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলেন। তিনি কি মণিস্পর্শে হৃদয়ের অনল প্রশমিত করিবার মানস করিয়াছিলেন? কিন্তু মণিস্পর্শে তাঁহার অন্তরস্থ অনল আরও প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অনেক দিন হইল, এই মণিটি জয়মানিয়া কোনও এক পর্ব্বত-গুহায় কুড়াইয়া পান; অনন্তর উহা স্মরণার্থে পথিককেই প্রদান করেন। পথিকও মণি পাইবামাত্র জয়মানিয়াকে বলিয়াছিলেন, "এই রত্নটি আমি চিরকাল সঙ্গে সঙ্গেই রাখিব। কখন কোনও কারণে আমা হইতে উহা বিশ্লিষ্ট হইলেই জানিবে, যে, আমার মৃত্যু হইয়াছে।"

জিম্মা এই মণিটি কোনও একটি মৃতদেহ হইতে আনিয়াছে, সুতরাং জয়মানিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, পথিক এ জগতে আর নাই, তিনি বুঝি অগ্রেই রজমনের স্বপ্নদৃষ্ট স্থলে

প্রস্থান করিয়াছেন, তবে আর জয়মানিয়ার তথায় গমনে বিলম্ব কি? শোকের সময়, দুঃখের সময়, শান্তির অতীব প্রয়োজন। পথিক যে স্থানে গমন করিয়াছেন সে স্থানে ক্লেশের লেশমাত্রও নাই, সুখময়ী শান্তি নিত্য বিরাজমানা। জয়মানিয়ার অদৃষ্টে কি সে রূপ শান্তি-প্রদ স্থান জুটিবে না? কেনই বা না জুটিবে? জয়মানিয়ার আশা আছে; আশার কারণও আছে। তিনি ভাবিলেন, পৃথিবীতে সুখ হইল না, তবে সেখানে কেনই বা না হইবে? পৃথিবীর অধিবাসীরা নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর; সেস্থলের অধিবাসীরা কি দয়ালু নন? জয়মানিয়া এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং অচিরে ভূতলশায়িনী হইয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। এমন সময়ে বৃদ্ধা আসিয়া মর্ম্মভেদী কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল, "আর অনর্থক কাল কাটাইতে হইবে না; জিম্মা আমাকে সকল কথাই কহিয়াছে; এত দিন জিম্মার জন্যই আমি তোকে ভাল বাসিতাম ও তোর মন যোগাইয়া চলিতাম। তুই দূর হইয়া যা।" বৃদ্ধার কঠোর বাক্যে জয়মানিয়ার ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি সহসা গাত্রোত্থান করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে জননীর দিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন। তাঁহার তাৎকালিক আকৃতি দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইত, কিন্তু বৃদ্ধা দ্বিগুণতর ভীষণ হইয়া বলিল, "সুন্দরী বলিয়া কি তুই কাজ না করিয়া খাইতে চাস্? তা কখনই হইবে না। যদি ভাল চাস ত এখনই কাজ করিতে আরম্ভ কর্। ঐ দেখ একটি মেয়ে কেমন আস্তে আস্তে অদৃষ্টের কথা জানিতে এই দিকে আসিতেছে। তুই শীঘ্র উহার কাছে যা, টাকা পাইবি।

জয়মানিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দ্রুতবেগে তথায় গমন করিলেন। তিনি কি মাতৃবাক্য শুনিলেন? অথবা সেই কামিনীর চঞ্চল চিত্ত সুস্থির করিতে চলিলেন? যাহাই হইক, জয়মানিয়া সেই কামিনীর পার্শ্বে গমন পূর্ব্বক নম্রস্বরে বলিলেন, "হঁ্যাগা বাছা! তোমার কপালে কি আছে কেহ কি বলিয়া দিয়াছে? আহা তুমি যে বড় লক্ষ্মী মেয়ে। তোমার চক্ষু দুইটিও যেমন কপালটিও ঠিক তেমন। মা! তুমি বড় সুখী। আমাকে একটা টাকা দাও। তোমার স্বামী যে দিন আসিবেন বলিয়া দিতেছি।"

কামিনী একটু চকিত হইয়া, "না, না, তিনি বাড়ী আছেন। তিনি আমাকে ভাল বাসেন না, কিন্তু আমি তাঁহাকে ভাল বাসি।"

"আমিও ত তাহাই বলিতেছি, তিনি তোমার কাছে আসিবেন, তোমাকে ভাল বাসিবেন। ঐ দেখ আকাশে মেঘ উঠিতেছে, তারা সকল ঢাকা পড়িতেছে, শীঘ্র শীঘ্র আমাকে কিছু দাও, নইলে বেসি মেঘ হইলে আমি আর তারা দেখিতে পাইব না। তারা দেখিতে না পাইলে, তোমার কপালে কি হইবে বলিতে পারিব না।"

কামিনী মৃদুস্বরে বলিল, "ওগো! আমি বড় কষ্টে আট আনা বই রোজগার করিতে পারি নাই। আমি সাহস করিয়া আর কাহারও কাছে যাইতে পারিলাম না। তোমায় দেখিয়া আমার ভরসা হইল; তাই তোমার কাছে আসিলাম। (কাঁপিতে কাঁপিতে) দেখ বাছা! আমার স্বামী চিরকালই আমার সতিনের বশে থাকিবেন, আমার কপালে এরূপ লেখা থাকিলে তুমি আমায় সে

কথা বলিও না। আমার আর কেহই নাই; আমি এতকাল কেবল আশা ধরিয়াই রহিয়াছি, ঐ আশা টুকু গেলে আর বাঁচিব না।"

জয়মানিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "ভাল, আট আনাতেই হইবে।" অনন্তর নানা প্রকার প্ররোচনায় মুগ্ধ করিয়া জয়মানিয়া সেই কামিনীকে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। তাহার কষ্টলব্ধ রজত-খণ্ড লইয়া বৃদ্ধার হস্তে প্রদান করিলেন, কিন্তু সেই সময় হইতে তাঁহার জাতীয় ব্যবসায়ের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল, সংসারেও বীতরাগতা উপস্থিত হইল। একটি সরলা অবলাকে প্রতারণায় মুগ্ধ করিয়াছেন বলিয়া জয়মানিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা তনয়ার হস্ত হইতে রজত খণ্ড গ্রহণ করিয়া বলিল, "আট আনা বই নয়।"

জয়মানিয়া মাতৃবাক্য শ্রবণে ব্যথিত হৃদয়ে গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ঢের হইয়াছে; একশত মিথ্যা কথার এই যথেষ্ট পুরস্কার।"

বৃদ্ধা বিস্মিত ভাবে তনয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষণকাল নীরব রহিল; সে যেন জয়মানিয়ার কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না; পরে বলিল—"মিথ্যা হউক সত্য হউক, পয়সা হইলেই হইল।"

জয়মানিয়া বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি আর পারিব না। আমার এ জীবনের সকল সুখই হইয়াছে! এই মুহূর্ত্তে মরিতে পারিলে আমি অব্যাহতি পাই।"

বৃদ্ধা রাগে বক্ বক্ করিতে করিতে চলিয়া গেল;

যাইবার সময় বলিল, "তুমি মরন কেন; তোমার মৃত্যুতে কাহার কোনও দুঃখ নাই।"

সংস্য জাতির গ্রেপ্তারের জন্য পুলিসের নামে পরোয়ানা ছিল। কিন্তু পুলিস মনোযোগ পূর্ব্বক আত্ম-কর্ত্তব্য সমাধান না করিলেও, উহারা কখন এক স্থানে অধিক দিন থাকিত না। আজ সায়ং কালে উহারা স্থানান্তরে গমন করিবে, এইটি রাষ্ট হইলে, পালে পালে গ্রামবাসিনীরা অদৃষ্ট জানিতে আসিতে লাগিল। পল্লী-গ্রামে জয়মানিয়ারই অধিক প্রতিপত্তি থাকায়, প্রায় সকলেই তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল। জয়মানিয়া সকলকেই মনোমত কথা বলিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আজকার গণনা কাহারও সম্বন্ধে নিখুত হইল না। তিনি সকলকেই সুধা প্রদান করিলেন, কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে বিন্দু মাত্র গরলও মিসাইলেন। তিনি কাহাকেও সুখের সময় মারিয়া ফেলিলেন, কাহাকেও আবার প্রণয়ের সহিত সন্দেহ রূপ বিষ প্রদান করিলেন। তিনি আগন্তুকদিগকে বলিলেন, দৈব তাঁহাকে যাহা যাহা বলিয়া দিতেছেন, তিনি ঠিক তাহাই প্রকাশ করিতেছেন; জয়মানিয়া দৈব ব্যক্ত করিতে পারে, কিন্তু দৈবের গতিরোধ করিতে পারে না। অন্যান্য দিন গণনার সময় জয়মানিয়া যেন মূর্ত্তিমতী ভবিষ্যদ্বাণী হইতেন; তাঁহার মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশ পাইতে থাকিত; তাঁহার বাক্যাবলি মধুরিমায় পূর্ণ হইত। কিন্তু আজ তাঁহার আকারগত অনেক প্রভেদ হইয়াছে; আজ তাঁহার কিছুই ভাল লাগিতেছে না; কথাও জড়তায় পূর্ণ হইতেছে।

জয়মানিয়া আজ কোনও না কোনও প্রকারে কাজ চালাইয়া দিলেন। আগন্তুকদের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব প্রভু-পত্নীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। জয়মানিয়া কাহাকে কি বলিবেন, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, তাহাদের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি যোজনা করিলে, তাহারা ভীত হইয়া এক পা দুই পা করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

এই রূপে সকলে গমন করিলে, জয়মানিয়া সন্ধ্যাকালীন সুশীতল সমীরণ সেবন মানসে কুটীরের অনতিদূরে গমন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন, শ্রমোপজীবী কৃষকেরা স্ব স্ব শিশু সন্তান স্কন্ধে করিয়া বাড়ী যাইতেছে। তাহারা সকলেই জয়মানিয়াকে অবলোকন করিয়া, তাঁহার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, আপনারা কি বলিতে বলিতে চলিল। উহাঁদের আকার দর্শনে বোধ হইল, যেন উহারা জয়মানিয়ার নয়নান্তরাল হইতে চেষ্টা করিতেছে।

জয়মানিয়া উহাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, উহারা আমাকে ভয় করিতেছে; উহারা সংস্থজাতি মাত্রকেই শত্রু মনে করে। ইহাদের মধ্যে যে দুই এক জন ভাল লোক থাকিতে পারে তাহাও বুঝি উহাদের বিশ্বাস নাই। যাহা হউক, আমি যাই দেখিগে, আমার রজমন এতক্ষণ কি করিতেছেন। আহা! রজমন আমা বই আর কাহাকেও জানেন না।

জয়মানিয়া এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে কুটীরাভিমুখী হইলে দেখিতে পাইলেন, দুই খানা সুসজ্জিত শিবিকা আসিতেছে। আরোহী দুইটি মাত্র রমণী। এক জন অধিক

বয়স্কা, অপরটি যুবতী। তাঁহাদের আকার প্রকার ও অলঙ্কার প্রভৃতি দর্শন করিয়া জয়মানিয়া বুঝিতে পারিলেন, যে, ইহারা কোনও একটি উচ্চবংশীয়া। শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে দুইটি দাসী যাইতেছিল। জয়মানিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে দেখিতে ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন। শিবিকাস্থিত যুবতীটিও জয়মানিয়াকে দেখিয়া বেহারাদিগকে পাল্কি রাখিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর জয়মানিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওগো মেয়েটি! তুমি কি অদৃষ্টের কথা বলিতে পার?"

জয়মানিয়া বলিলেন, "পারি।"

"তবে আমার অদৃষ্টের কথা বল।"

তখন অপরা বলিলেন, "বাছা! এসকল লোককে উৎসাহ দেওয়া কি তোমার উচিত?"

"মা! ও কি বলে, জানিতে আমার বড় কৌতুহল হইতেছে।"

"কিন্তু বাছা তোমার দেখাদেখি অপর লোকে কিরূপ করিবে তাহাও ত বিবেচনা করা উচিত।"

"অপর লোকে কি করিবে, আমি কখন ভাবি না। আমি যখন নিজের জ্বালাতেই জ্বলিয়া মরিতেছি, তখন আর পরের ভাবনা ভাবিয়া কি করিব।" এই বলিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ দেখি আমার হাতে কিছু লেখা আছে কি না।"

জয়মানিয়া বলিলেন, "কিছুই না।"

"তুমি কি না দেখিয়াই বলছ?"

"আমি অনেক সময় না দেখিয়াই বলিতে পারি।"

যুবতী এক তোড়া টাকা হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার কি কিছু টাকা চাই ?"

জয়মানিয়া এক বার হাসিলেন, পরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তুমি যাহা দিতে পার আমি তাহার কিছুই চাই না। পৃথিবীস্থ সমস্ত ঐশ্বর্য্যও থাকিলে, তুমি, আমার একটি অভাব পূরণ করিতে পারিবে না।"

যুবতী তাঁহার মাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখ মা! এ বড় আশ্চর্য্য লোক। কিন্তু ইহাকে ভাল বাসিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।" পরে জয়মানিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হাঁাগা বাছা! তোমার নাম কি ?"

"জয়মানিয়া।"

"তুমি বুঝি লোকের অদৃষ্টের কথা বলিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ কর।"

"আমার আয়কে আপনি আর উপজীবিকা বলিবেন না। আপনার হাতে যে অলঙ্কার দেখিতেছি তাহার মূল্য আমি দশ বৎসরেও উপার্জ্জন করিতে পারি না।"

"কি আশ্চর্য্য! তুমি একথা কিরূপে জানিলে ? আমি যে রূপ জীবন যাপন করি, তাহা জানিবার ত তোমার কোনও উপায় নাই। বাছা! তোমার কি দৈববিদ্যা আছে ? আচ্ছা, তবে বল দেখি ভবিষ্যতে আমার অদৃষ্টে কি আছে ?"

জয়মানিয়ার মুখকমল প্রস্ফুটিত হইল, নয়নযুগলে এক প্রকার অদ্ভুত জ্যোতি প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাঁহার বাক্য যেন অনর্গল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "একি হল! সকলই যে আঁধার দেখিতেছি। গ্রহ, তারা

ভয়ে কাঁপিতেছে কেন? উহারা কি বিবাদ করিতেছে? মা ঠাকরুণ! কি বল্‌ব ঐ দেখ আকাশ থেকে তারা খসে পড়ছে, তোমার ঊর্দ্ধমাথাও হেট হইয়া যাইবে। ঐ দেখ তোমার মাথায় কলঙ্কের ডালি পড়িল, তুমি দেশ ছেড়ে কোথা যাও?”

যুবতী সিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া আত্মগোপন করিলেন। অনন্তর ত্রস্ত ভাবে বাহু-লতা টানিয়া লইয়া বলিলেন, “আর না।” পরে বেহা-রাদিগকে আজ্ঞা করিবামাত্র তাহারা চলিতে আরম্ভ করিল। তিনি পাল্কি মধ্য হইতে কয়েকটি স্বর্ণ মুদ্রা জয়-মানিয়ার দিকে প্রক্ষেপ করিলে, জয়মানিয়া গর্ব্বিত ভাবে তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেলেন। যুবতী এতদ্দ-র্শনে বিস্মিত হইলেন।

জয়মানিয়ার জননী দূর হইতে নিরতিশয় আগ্রহ সহ-কারে সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে ছিল। শিবিকাবাহ-কেরা প্রস্থান করিলে, বৃদ্ধা আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মুদ্রা হস্তগত করিল।

জয়মানিয়া রজমনের উদ্দেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

জিম্মা দুই প্রহরের পর হইতে আর তথায় উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং কেহই তাঁহাকে আর জ্বালাতন করে নাই। জয়মানিয়া একাগ্রচিত্তে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, নগরাভিমুখ হইতে রজমন আসিতে ছেন। রজমনকে দেখিবা মাত্র জয়মানিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে

তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক সাদরে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজমন! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি তোমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইয়াছি।"

তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "কেন, আমি আজ সহরে গিয়াছিলাম।"

"তুমি সহরে গিয়াছিলে!"

"আমি আমোদের জন্য যাই নাই। সহরের ছেলেরা আমার গায়ে থুথু ও ধূলা দিয়াছে। আমার বড় কষ্ট হইয়াছে।"

"তবে তুমি কেন গেলে?"

"জিম্মা তোমার কাছে থেকে একেবারে মায়ের নিকটে গিয়াছিল। সেখানে সে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিয়াছিল, আমি তাহার কথা শুনিতে পাই নাই। পরিশেষে তাহার মুখে "জয়মানিকে আমি জব্দ করিব" এই কথা শুনিতে পাইয়া বিলক্ষণ ভয় পাই, সুতরাং সে সহরে গেলে আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিলাম।"

জয়মানিয়া মৃদু মধুরস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ বোকা ছেলে! সে সহরে গেল, তাতে আমাদের কি?"

রজমনের মুখ মলিন ও শুষ্ক হইল। তিনি আস্তে আস্তে জয়মানিয়ার কানে কানে বলিলেন, "সে পুলিসে গিয়াছিল।"

পুলিসের নাম শান্তিরক্ষক; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুলিসই শান্তিভক্ষক। যখন নির্দ্দোষী, সাধু লোকেরাও পুলিসের

নামে কম্পিতকলেবর হয়, তখন পুলিসকে আর কি বলা যাইতে পারে! পুলিসের নাম শ্রবণ মাত্র জয়মানিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "রজমন্ আমরা ত কাহার কোনও অনিষ্ট করি নাই, তবে আর পুলিস আমাদের কি করিবে?"

রজমন জয়মানিয়ার হাস্য দেখিয়া, বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "জিম্মা তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তোমার অনিষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছে। সে তাহাদের মধ্যস্থলে বসিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কি কথা-বার্ত্তা কহিয়াছিল। জিম্মার কথায় তাহারা সকলেই সায় দিয়াছে। জয়মানিয়া! তাহাদের চোখ দেখিয়া আমার এখনও ভয় হইতেছে। তাহাদের চোখ তোমার চখের ন্যায় প্রশান্ত নয়; আকাশের তারাগণ সদৃশও নয়। জয়মানিয়া! চল, আমরা এস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাই। ঐ দেখ সন্ধ্যা হইতেছে, এখানে আর কেহই নাই। আমরা এই সময় যাই। "এই বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।

জয়মানিয়া আবার হাস্য করিলেন, বলিলেন, "রজমন! আমার বাঁচিয়া থাকায় ফল কি?"

রজমনের চক্ষে জল আসিল; তিনি বলিলেন, "তুমি না থাকিলে আমার কি উপায় হইবে? চল এখনও সময় আছে।"

"রজমন তুমি ত জান, আমার কোনও দোষ নাই, তবে কেন ভয়ে পলাইব?"

রজমন বলিলেন, "জয়মানিয়া! পুলিসের লোকেরা বড়

ধূর্ত্ত। তাহারা কোনও এক উপায়ে তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে জেলে যাইতে হইবে। সেখানে বাতাস নাই, রৌদ্র নাই, পাখীও নাই। আমাকে তোমার কাছে যাইতে দিবে না। জয়মানিয়া! আমি তোমার কথা না শুনিলে, একদণ্ডও বাঁচিব না।”

রজমনের এই কাতরোক্তিতে জয়মানিয়ার অন্তরে ব্যথা লাগিল। তিনি বলিলেন, “রজমন্! আমি নিজের জন্য যাহা না করিতাম, তোমার জন্য তাহাও করিতে সম্মত হইলাম; কিন্তু এস্থান পরিত্যাগ করিলে, আমরা আহার না পাইয়া মারা পড়িব।”

“না। আমি স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া আমাদের দুয়েরই আহার সংগ্রহ করিব। আর বিলম্ব করিও না। এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া নদী পর্য্যন্ত একটি গুপ্ত পথ আছে। চল আমরা সেই পথে যাই। সে পথে গেলে কেহই আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না।

জয়মানিয়া আর একটি কথাও কহিলেন না; ধীরে ধীরে রজমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তরে উত্তীর্ণ হইয়া, বিজন বনে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে রজনী অন্ধকারময় হইয়া আসিল; এবং তাঁহারা দুই জনে দুইটি ছায়ার ন্যায় বনপথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চদশ স্তবক।

পূর্ব্বপরিচিত দর্শনে

"উপকারিণি বিশ্রব্ধে
শুদ্ধমতৌ যঃ সমাচরতি পাপম্।
তং জন মসত্যসন্ধং
ভগবতি বসুধে কথং বহসি॥"

হিতোপদেশঃ।

সেই বিকটাকার সংস্থসন্তানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, গৃহে আসিবার কতিপয় দিবস অতীত হইলে, এক দিন অপরাহ্নে বিলাসবতী পঞ্চতীরাজের বিশ্রাম গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! কই, আপনি ত আমাকে সে সকল চিঠি দেখাইলেন না?"

"কোন্ চিঠি?"

"আমরা আপনাকে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলাম।"

"আচ্ছা, ঘরের ভিতর আইস দেখাইতেছি।"

বিলাসবতী গৃহে প্রবেশ করিলেন; পঞ্চতীরাজের সম্মুখে একখান হস্তলিখিত বৃহৎ পুস্তক খোলা ছিল, বিলাসবতীর উপস্থিতিতে তিনি সেখানি বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে বিলাসবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! ও কি?"

"কিছুই নয়।"

"তবে আমি দেখিব?"

"তুমি ইহা দেখিয়া আর কি করিবে? তোমাকে সে সকল চিঠিই দেখাইতেছি।"

এই বলিয়া একটা টিনের বাক্স খুলিয়া কতকগুলি চিঠি বাহির করিলেন। চিঠিগুলি পুরাতন, ও স্থানে স্থানে ছিন্ন। তাহাতে পাঠের কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে নাই।

বিলাসবতী অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিঠিগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চতীরাজ ইত্যবসরে অন্যান্য কাগজ-পত্র বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

বিলাসবতী পাঠ সমাপনান্তে বলিলেন, "মহাশয়! সকলই দেখিলাম; কিন্তু আপনি আমাকে বিবাহ করিবেন না।"

"কেন?"

"একটি সংস্থকন্যা কাল বিকালে আমার অদৃষ্টের কথা গণিয়াছিল।"

"সে কি বলিয়াছিল?"

"সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, চুল পরিমাণেও সে তাহার অতিরিক্ত বলে নাই।"

"সচরাচর কি ঘটে?"

"গর্ব্বিতের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যায়।"

"তুমি ও সকল অলীক কথা বিশ্বাস করিওনা। আমিও ভবিষ্যতের কোনও ভয় করি না।"

বিলাসবতী আর কিছুই না বলিয়া, বিমর্ষভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চতীরাজও গাত্রোত্থান করিয়া উদ্যানে ইতস্ততঃ

পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; প্রশস্ত রাজবর্ত্ম অবলম্বন পূর্ব্বক অনেক দূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। নদী দৃষ্টিগোচর হইলে ফিরিলেন। কেন, তিনি ত নদী, পাদপ-শ্রেণী এবং বৃক্ষসেতু অতিশয় ভাল বাসেন। তবে ফিরিলেন কেন? অনেকবার দেখিতে দেখিতে কি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে? তিনি বৃক্ষসেতু অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; বৃক্ষসেতু তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, বিলাসবতীর চিত্রশলাকাও উহাকে অবিকল চিত্রিত করিয়াছে। কিন্তু মহারাজ যে আবার সেই দিকেই চলিলেন; বৃক্ষগণ বাহুশাখা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে কি আহ্বান করিতেছে? প্রচণ্ড পশ্চিম-বাতাস বহিতেছে; বাতাস শুষ্ক, বাষ্প বিবর্জ্জিত, সুতরাং সাতিশয় শীতল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই বাতাস স্পর্শে অবশ হইয়া গেল, তবুও তিনি তৎপ্রতি কোনও লক্ষ্য করিলেন না। একটি প্রশস্ত রাজবর্ত্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সেই বৃক্ষসেতুর সন্নিকট নদীতটে চলিলেন। তথায় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখিশ্রেণী একটি স্বাভাবিক ক্ষুদ্র নিবিড় বন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে; তদভ্যন্তরে কি একটা জিনিস পড়িয়া ধড়ফড় করিতেছে। পঞ্চতীরাজ তাহা দেখিতে পাইলেন; বুঝিতে পারিলেন না, চিনিতে পারিলেন না। ওটি কি, নির্ণয় করিবার মানসে স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন; তাঁহার ধমনীতে কি রক্তের গতিরোধ হইল? একটু পরে আবার রক্তগতি প্রবল হইয়া উঠিল; তাঁহার নিশ্বাস ঘনীভূত হইয়া আসিল, মুহুর্মুহুঃ এবং প্রবলবেগে পড়িতে লাগিল। তিনি কি ভয় পাইলেন? পরক্ষণেই সাহসে

ভর করিয়া সেই জিনিসের অতি সন্নিকট হইলেন; দেখিলেন, ছিন্ন বস্ত্রাবৃত কি এক পদার্থ পতিত রহিয়াছে; মনে করিলেন, হয়ত, শ্মশানপরিত্যক্ত বস্ত্র—কেহ সেই স্থানে তুলিয়া রাখিয়াছে। করস্থিত যষ্টিখণ্ড দ্বারা বিলোড়ন করিলেন। সহসা একটি দীন, ক্ষীণ, মনুষ্যমূর্ত্তি তদভ্যন্তরে নয়নগোচর হইল। তাহার সমস্ত শরীরের মাংস লোল হইয়াছে; একখানি মলিন এবং জীর্ণ বস্ত্র তাহার পরিধান। মুখ দেখিলেই বোধ হয়, যেন, সে আশায় নিরাশ হইয়া অতিশয় তাপিত হইয়াছে।

সে ব্যক্তি পঞ্চতীরাজকে দেখিতে পাইয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে বলিয়া উঠিল, "ভাই তুমি সুখী হয়েছ, কিন্তু আমার দুঃখ কিছুতেই ঘুচিল না। এই দেখ আমি শীতে মারা পড়িতেছি।"

পঞ্চতীরাজ চকিত হইয়া দুই এক পা পশ্চাদ্দিকে গমন করিলেন, পরে তীব্র দৃষ্টিতে তাহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিলেন, "তুমি পাগলের ন্যায় অনর্থক প্রলাপ বকিতেছ কেন? আমি ত ইতিপূর্ব্বে তোমাকে কখন দেখি নাই।"

"ভাই! তুমি কি ইহারই মধ্যে সকল কথা ভুলিয়া গেলে? তা ভুলিবে বৈ কি! তুমি যে এখন বড় লোক হইয়াছ, সেই স্থান হইতে আসিয়া অবধি আমি বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছি; কিন্তু তোমার ন্যায় আমারও বাটী আসিতে একান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। আমার হয়ত দেশেই মাটি কেনা ছিল, তাই এত দূর পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছি। ভাই! মনে করিয়াদেখ দেখি, তোমার দুঃসময়ে আমি কত দূর

সহায়তা করিয়াছিলাম, কিন্তু অসময়ে তুমি আমার একটু উপকার কর। ভাই! আমি এই জঙ্গলে অনাহারে থাকিয়া মারা পড়িতে সম্মত আছি; কিন্তু কখন অনাথাশ্রমে যাইতে পারিব না। ধনী মহাশয়েরা মনে করেন, যে, অনাথাশ্রম এবং দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেই লোকের সকল দুঃখ দূর হইয়া যায়; কিন্তু ভাই! সে সকল স্থান কারাগার বিশেষ—সে সকল স্থলে বড় কষ্ট হয়।”

“তুমি ও সকল কথা কাহাকে বলিতেছ? সাহায্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে ত বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া সহজ কথায় আপন অভীষ্ট জ্ঞাপন কর।”

বৃদ্ধ, পঞ্চতীরাজের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার কাতরতা দর্শন করিলে, পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হইত, কিন্তু পঞ্চতীরাজের অন্তরে দয়ার লেশ মাত্রও সঞ্চার হইল না। পরন্তু বৃদ্ধ তাঁহার আচরণে কুপিত হইয়া কঠিন ভাবে বলিল, “ভাই! যে রূপ অবস্থা হইতে তুমি এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছ, আমি সকলের কাছে তাহা প্রকাশ করিব, তোমার এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনও কারণ নাই।”

পঞ্চতীরাজ ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন, “কি আপদ! এমন বিভ্রাট ত কখন দেখি নাই।”

পঞ্চতীরাজের ক্রোধ প্রকাশে বৃদ্ধ নিরস্ত হইল না। সে আবার বলিল, “ভাই! তুমি বড় লোক হইয়াছ বলিয়া কি আমাকে পরিচিত জ্ঞান করিতে লজ্জিত হইতেছ? আমি এদেশে বাস করিতে আসি নাই; আর আমার দ্বারা কোনও গুপ্ত কথা প্রকাশ হইবারও সম্ভাবনা নাই।”

"ওহে তুমি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছ।"

"কেন, তোমার কি স্মরণ নাই, যে, আমরা দুই জনে প্রায় দুই বৎসর কাল এক স্থানে এক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। আর তোমাকে কি সকলে অভিরাম বলিয়া জানিত না?"

"আমাকে কেহই কখন অভিরাম বলিয়া জানে না।"

"এখানে কেহই না জানুক, কিন্তু কর্ম্মস্থলে তোমারই নাম অভিরাম ছিল। আমি আর কাহারও সমক্ষে সে সকল কথা প্রচার করিতে যাইতেছি না। তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইও না, আমি আর অনেক দিনও বাঁচিব না, আমার দ্বারা তোমার কোনও অনিষ্ট হইবে না।"

"তুমি বাঁচ আর না বাঁচ, তাহাতে আমার কি? আমি তোমার বিষয় কিছুই অবগত নহি। আমার বোধ হইতেছে, ভিক্ষা করাই তোমার ব্যবসায়; আর এই ছল করিয়াই তুমি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ। কেহ কখনও জোর করিয়া ভিক্ষা করিতে পারে না; তুমি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ; আমার সম্মুখ হইতে এখনই দূর হইয়া যাও। আমি কোনও কালে অবিনয়ীদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করি না।"

"মহাশয়! আমি কখন্ অবিনয়ী হইলাম? আর অবিনয়ী হইয়াই বা কি করিব? এই দেখুন, আমার কি হইয়াছে; এখন একটি শিশু সন্তানও আমাকে হস্তগত করিতে পারে।"

"তবে তুমি এতক্ষণ অনর্থক আমাকে অন্য ব্যক্তি নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিতেছিলে কেন?"

বিপদ্ কালে সকলেরই কিছু না কিছু উপস্থিত বুদ্ধির উদয় হয়। সেই নিরাশ্রয় দুর্ব্বল বৃদ্ধ, তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া বিনীত ভাবে আবার বলিতে লাগিল, "মহাশয়! মাপ করুন, আমি যাহার কথা বলিতেছিলাম, তাহার সহিত মহাশয়ের অনেক সৌসাদৃশ্য থাকায় ভুল হইয়াছিল। মহাশয়! আপনার আকৃতি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক জন বড় লোকের ন্যায়; কিন্তু আমার সঙ্গীর অন্য রূপ ছিল। আমার মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত। ক্ষুধায়ও যার পর নাই কাতর হইয়াছি; আপনি দয়া করিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রদান করুন।"

আমাদের পঞ্চতীর নবভূপতি যে আণ্ডামান দ্বীপে বৃদ্ধের সহকারী ছিলেন, তদ্বিষয়ে বৃদ্ধের অণু মাত্রও সংশয় ছিল না, কিন্তু সে তাঁহার কার্য্য দৃষ্টে, সরল কথা ও সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া, বক্র পথ অবলম্বন পূর্ব্বক কুটিলতা আরম্ভ করিল।

পঞ্চতীরাজ সেই স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিলেন, "তুমি নিশ্চয় জানিবে, যে, তুমি যাহাকে মনে করিতেছিলে, আমি সে লোক নই।"

"হাঁ মহাশয়! আমার ভুল হইয়াছিল; আমি না জানিয়া অতি অন্যায় কাজই করিয়াছি; কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বে কখন কাহারও নিকট ভিক্ষা করি নাই; সম্প্রতি পেটের দায়ে আপনার শরণাগত হইলাম; আপনি যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।"

পঞ্চতীরাজ ভিক্ষুককে একটি মাত্র পয়সা দিলেন; অম-

ন্তর কঠিন ভাবে বলিলেন, "দেখ আমি তোমাকে পূর্ব্বাহ্ণেই সতর্ক করিয়া দিতেছি। তোমার ন্যায় প্রতারক ভিক্ষুকদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত পুলিসের উপর ভার আছে; অতি সত্বর এ স্থান হইতে পলায়ন কর; এস্থান পরিত্যাগ না করিলে, আমি তোমাকে নিঃসংশয়ে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিব। কাহার কোনও রূপ গ্লানি করিলে কিরূপ শাস্তি পাইতে হয়, তুমি কি তাহা অবগত নও?"

বৃদ্ধ ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল, "জাল করিলে যাহা হয়, এতেও কি ঠিক তাহাই হয়?"

"আমি জানি না। কিন্তু আবার তোমাকে এই স্থানে অবস্থিতি করিতে দেখিলে, সমুচিত শাস্তি না দিয়া আমি কখন নিরস্ত হইব না।"

পঞ্চতীরাজ এই কথা বলিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধও যষ্টি খণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া পঞ্চতীরাজের পথানুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল।

পঞ্চতীরাজ গমন কালে, এক এক বার পশ্চাদ্দিকে ফিরিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রত্যেক বারেই দেখিলেন, যে সেই জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ, অদ্ভুত অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে। তিনি একবার রাজবর্ত্ম পরিত্যাগ করত অন্য এক দিকে কয়েক পদ গমন পূর্ব্বক আবার ফিরিয়া দেখিলেন, যে, সে যষ্টির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কোনও দিকে যাইতেছে না। পঞ্চতীরাজ তদ্দর্শনে শঙ্কিত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার কিসের ভয়? অন্নবস্ত্রহীন, ক্ষীণকলেবর সেই বৃদ্ধ, তাঁ-

ছার কি করিতে পারে? পঞ্চতীরাজ তাহাও জানিতেন, তথাচ চকিত হইলেন। সকলের মন কিছু সমান নহে; অনেকে সামান্য কারণেও শঙ্কিত হইয়া থাকেন; পঞ্চতীরাজও সেই রূপ লোকের এক জন। তিরস্কার কিংবা প্রহার করিয়া সেই বৃদ্ধকে দূর করিয়া দিলে সহজেই সকল গোল চুকিয়া যাইত; কিন্তু পঞ্চতীরাজ তাহা করিলেন না; করিতেও পারিলেন না; অবশেষে পলায়নই স্থির করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইলেন; দৌড়াইয়া বৃদ্ধের দৃষ্টিপথের অতীত হইলেন। পাছে তিনি আবার সেই বৃদ্ধের সম্মুখে পতিত হন, এবং সে তাঁহাকে অনুবর্ত্তন করিয়া রাজবাটী পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া সকলের নিকট তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দেয়, এই ভয়ে পঞ্চতীরাজ আর রাজপথে গমন করিলেন না। বনাভ্যন্তরস্থ গুপ্ত পথ দিয়া কষ্টে স্রষ্টে কুসুম কাননে উপস্থিত হইলেন। তিনি এতক্ষণ দৌড়াইয়া আসিতেছিলেন, সুতরাং হাঁপাইতে লাগিলেন। বিলাসবতী তাঁহাকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনি কি ভূত দেখিলেন?" বিলাসবতীর স্বর মধুর ও শ্রুতিসুখকর হইলেও পঞ্চতীরাজের কর্ণে বিষাক্ত বাণ সদৃশ বোধ হইল।

পঞ্চতীরাজ বিলাসবতীর বাক্য শ্রবণে চকিত হইয়া ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "কই এ পর্য্যন্ত তোমাকে ব্যতীত, আমি অন্য কিছুই দেখি নাই।"

"আমি এই স্থলেই অনেকক্ষণ রহিয়াছি, কিন্তু আপনি আমাকে দেখিতে পান নাই; কেবল ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়াই আসিতেছিলেন। আমি কথা না কহিলে, হয়ত

আপনি এখন পর্য্যন্ত থামিতেন না, এবং আমার সহিত কথাও কহিতেন না।"

"আমি জানি তুমি বড় মানিনী নও।"

"কথা না কহা পর্য্যন্ত, আপনি আমাকে দেখিতেও পান নাই।"

"দেখিতে পাইলে, কেনই বা দৌড়াইয়া আসিব?"

"আমিও উহাই বলিতেছিলাম।"

"তুমি আর কি বলিবে?"

"হাঁ মহাশয়! আপনিই ঐশ্বর্য্য সম্ভোগের উপযুক্ত পাত্র। আপনি দিন দিন বিলক্ষণ চালাক ও চতুর হইতেছেন।"

"তুমি কি তবে আমাকে নির্ব্বোধ মনে করিতেছিলে?"

"আমি ত অনেক দিন অবধিই মনে করিতেছিলাম, যে, আপনার বুদ্ধি থাকুক বা না থাকুক, মিষ্ট কথায় লোকের মন নরম করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে।"

"আমি কি তবে তোমার মন নরম করিতে পারিয়াছি?"

বিলাসবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "হাঁ পারিয়াছেন বৈ কি!"

"তুমি কি তবে আমাকে বিশ্বাস করিবে?"

"হাঁ বিশ্বাস করিব, ও বীরেন্দ্র বলিয়া জানিব।"

"বীরেন্দ্র না বলিয়া আর কি বলিবে?"

"কেন, নগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, হরেন্দ্র, যে অসংখ্য নাম পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার যে হয় একটা বলিলেও ত চলিতে পারে।"

বিলাসবতীর কথা শুনিতে শুনিতে পঞ্চতীরাজ এক

এক বার চকিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মর্ম্মভেদী শ্লেষ পঞ্চতীরাজের অন্তর্দ্দেশ পীড়িত করিতে লাগিল; বিলাসবতীর সমক্ষ তাঁহার বিষবল্লী বোধ হইতে লাগিল; তিনি অচিরে সে স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিতেন, কিন্তু বিলাসবতীকে কোনও রূপে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিলে, তাঁহার সকল ভাবনা, সকল ভয় দূর হইয়া যায়; সুতরাং এইটিই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য এবং ইহার জন্যই তিনি অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেও প্রস্তুত আছেন।

বিলাসবতীকে কেহই ভাল বাসিতে পারে না; পঞ্চতীরাজও ভাল বাসেন না, কিন্তু ভয় করেন। বিলাসবতীকে হস্তগত না করিলে, বিলাসবতী তাঁহার প্রতি কেনই বা সদয় হইবেন? আবার বিলাসবতী সদয় না হইলেও তাঁহার মঙ্গল নাই; সুতরাং যে কোনও উপায়েই হউক না কেন, বিলাসবতীর পাণিগ্রহণ পঞ্চতীরাজের অতীব প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। এক বার পরিণয়-পাশে বদ্ধ হইলে, প্রকৃত তথ্য বিশেষ রূপে অবগত হইতে না পারিলে, বিলাসবতী তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিবেন না, স্বমুখেই স্বীকার করিয়াছেন; আর তিনি স্বয়ং ও কখন উদ্যোগী হইয়া স্বামীর দোষদর্শী হইতে পারিবেন না। এই সংস্কার বশতই পঞ্চতীরাজ বিলাসবতী পরিগ্রহের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। কিন্তু তিনি এপর্য্যন্ত বিলাসবতীকে চিনিতে পারেন নাই—বিলাসবতীর অদ্ভুত চরিত্রের তিলার্দ্ধেও প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই। পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইলেও যে, বিলাসবতী তাঁহার পরম শত্রু হইতে পারিবেন না, পঞ্চতীরাজ তাহা কি রূপে জানিলেন? বিলাস-

বতী একটি মাত্র বন্ধন রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছেন; সেইটি ছিন্ন হইলে, যে, কি হইবে কে বলিতে পারে? বিলাসবতী কি তখন সম্পর্কের খাতির করিবেন? পূর্ব্বাহ্ণে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিলে পঞ্চতীরাজ কি বিবাহের জন্য ব্যগ্র হইতেন? পঞ্চতীরাজ আর কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে বিলাসবতী বলিলেন, "এখানে আর নয়, গৃহে গিয়াই সকল কথা হইবে। আমি বাগানে বেড়াইব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু বড় শীতল বাতাস বহিতেছে। নদীতীরে যাওয়ারও ইচ্ছা নাই; হয়ত, নদীর 'হেয়ালে' আরও অধিক শীত বোধ হইবে।"

নদীর কথা শ্রবণ মাত্র, পঞ্চতীরাজ চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নদীতীরে বেড়ান কি তোমার অভ্যাস আছে?"

"আমি কখন কখন নদীতীরে যাই।"

পঞ্চতীরাজের মুখ গম্ভীর হইল, তিনি নীরবে অধোবদন হইলেন।

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকায় বিলাসবতীর কষ্ট হইতেছিল; তিনি আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চতীরাজ ক্ষণকাল নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বনের ভিতর যেন কি দেখিতে পাইলেন, দেখিয়াই চকিত হইলেন, সে দিকে আর তাকাইতে পারিলেন না, তথায় আর দাঁড়াইতেও পারিলেন না; তিনি দৌড়াইলেন? এবং দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইলেন।

তিনি কি আবার সেই বৃদ্ধকে নয়নগোচর করিলেন,

পঞ্চদশ স্তবক।

অথবা পশ্চিমে বাতাসে প্রপীড়িত হইয়া আর বাহিরে থাকিতে পারিলেন না? তাহা তিনিই জানেন। যে কোনও কারণেই হউক, তিনি আর সন্ধ্যা সমীরণ সেবন করিলেন না; একেবারে গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন, গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং গৃহদ্বার রুদ্ধ করিলেন। কিন্তু জানালার কাছে দণ্ডায়মান হইয়া বন প্রান্তে দৃষ্টি যোজনা করিলেন, ও স্থিরকর্ণে কি যেন শুনিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই দীন-দরিদ্র-বৃদ্ধ, লাঠির উপর ভর করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইল; কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ অধিক দূর যাইতে পারিল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া সেই বনাভ্যন্তরে তৃণশয্যায় শয়ন করিল।

ষোড়শ স্তবক।

স্বসম্প্রদায় পরিত্যাগে।

"স্বপন দীনের আশা উভয় অসার,
ফলে কি সাধিলে ? কবে ফলিয়াছে কার ?"

অবকাশরঞ্জিনী।

"আহা জয়মানিয়া ! কি মেঘ করিয়াছে, একটিও তারা দেখা যাইতেছে না।" এই বলিয়া রজমন, জয়মানিয়ার ক্রোড়ে লুকাইলেন।

"সকল সময় কি তারা দেখিতে পাওয়া যায় ?"

"তা সত্য ; কিন্তু তারা সকল দেখিতে না পাইলে, আমার মনে হয়, আমি যেন একা রহিয়াছি।"

"কেন, তুমিত একা নও ; এই যে আমি তোমার কাছে আছি।"

"জয়মানিয়া ! তারা দেখা অপেক্ষা আমি তোমাকে দেখিতে বড় ভালবাসি ; কিন্তু আমার ইচ্ছা, যে, আমি তোমাকে তারা দেখাইয়া সন্তুষ্ট করি।"

"রজমন ! আমার দুঃখের জন্য তুমি ভাবিও না ; আমার দুঃখের অনেক কারণ আছে ; তারা দেখিলে সে দুঃখ যায় না। স্বজাতি সকলকে ছাড়িয়া আসিলাম বলিয়া, আমার যেন আরও মন কেমন করিতেছে। সে যাহা হউক, এরাত্রে আর দুঃখের কথা পাড়িয়া কাজ নাই।"

"উঃ বড় শীত!" রজমন কাঁদ কাঁদ স্বরে এই বলিয়া উঠিলেন।

জয়মানিয়ার গায়ে একখানি কম্বল ছিল; তিনি সেই খানি রজমনের গায়ে দিয়া বলিলেন, "আমার শীত বোধ হইতেছে না, তুমি এইখানা লও।"

রজমন চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তোমার শীত না করিলে আমার করিবে কেন? আমি কখন কম্বল লইব না। আমি এখন পর্য্যন্ত এত দূর আত্মসুখের অভিলাষী হই নাই।" এই বলিয়া তিনি আত্মশরীর হইতে কম্বল খানি জয়মানিয়ার দিকে ফেলিয়া দিলেন।

"যাতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই, অথচ তোমার প্রয়োজন, তাহা লইলে তুমি কিরূপে কেবল আত্মসুখের অভিলাষী হইলে?"

রজমন কথা কহিলেন না; কেবল মাথা নাড়িলেন।

"আচ্ছা, তবে আমরা দুই জনেই গায়ে দিতেছি।" এই বলিয়া জয়মানিয়া ঐ এক কম্বল দুই জনের শরীরে জড়াইয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আস্তে আস্তে সেই নিশাকালে, কানন অভ্যন্তর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

স্বদল হইতে পলায়ন করিতেছেন; আবার ইচ্ছামাত্রেই পুলিসের লোকে তাঁহাদিগকে ধৃত করিতে পারে, এরূপ ভয় থাকিলেও, তাঁহারা উভয়ে উভয়কে যে অকৃত্রিম ভাবে ভাল বাসেন, সেই চিন্তাই তাঁহাদের ভাবী বিপদ-আশঙ্কা এবং পথক্লেশ অনেক পরিমাণে নিবারণ করিয়াছিল।

রজমন পুলিস ও জিম্মাকে সাতিশয় ভয় করেন;

সুতরাং সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিয়া প্রত্যুষে কোনও একটি নিভৃত স্থলে লুকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। জয়মানিয়া কাহাকেও ভয় করেন না; তিনি মৃত্যুতেও ভীত নন; রজমন কি বলিতেছেন, তাহাতেও তাঁহার বিশেষ মনোযোগ নাই; তিনি রজমনের সকল কথাতেই কেবল সায় দিয়া চলিতেছিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে, রজমন জিজ্ঞাসা করিলেন, "জয়মানিয়া! এখন কোন্ পথে যাইবে বল।"

জয়মানিয়া অন্যমনস্ক ছিলেন। রজমনের বাক্য শ্রবণে বলিলেন, "যে পথে গেলে, সেই পথিককে পাইতে পারি, রজমন! চল আমরা সেই পথে যাই। আমার আর কোথা-য়ও যাইবার ইচ্ছা নাই; কিন্তু সেখানে যাইতে পারিলে বড় সুখী হই।"

রজমন শূন্যদৃষ্টিতে জয়মানিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সেখানে যাবে কেন?"

জয়মানিয়া প্রকৃত উত্তর দিতে সম্মত নন, সুতরাং বলি-লেন, "কেন নয়?"

"জয়মানিয়া! সে যে অনেক দূর।"

"না, দূর নয়; আমি এ দেশের সকল পথই বিশেষ রূপে জানি।"

রজমন তখন হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "জয়মানিয়া! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

"কি?"

"আচ্ছা আমাকে পরিত্যাগ না করিলে, তুমি যদি সেই পথিককে না পাও; তবে তুমি কি আমায় ছাড়িয়া যাইবে?"

জয়মানিয়া অধোবদন হইলেন; তাঁহার মুখমণ্ডলে লজ্জার চিহ্ন বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া আবার তখনই বলিলেন, "রঞ্জমন! তুমি বড় নির্ব্বোধ; তুমি কি জান না, যে, আমাকে লইয়া যাইতে তিনি কত জিদ করিয়াছিলেন? কিন্তু আমি ত যাই নাই।"

"জয়মানিয়া! সে কি আমারই জন্য?"

"রঞ্জমন! আমার না যাওয়ার আরও অনেক কারণ ছিল। আমি সংস্তকন্যা—বনবাসিনী। আমি কি লোকালয়ের উপযুক্ত পাত্র?"

"কেন, অন্যান্য সংস্তকুমারীদের সহিত তোমার কোনও সৌসাদৃশ্য নাই।"

"তাহা না থাকিতে পারে; কিন্তু আমি কখন লোকালয়ে বাস করিবার উপযুক্ত নহি। মনে কর, এক জাতীয় দুইটি কুসুম-তরুর একটি বিপিনে, অপরটি উদ্যানে রোপিত হইল। উদ্যানেরটি মানুষের যত্নে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল; অপরটি স্বেচ্ছায় বাড়িতে লাগিল। প্রথমটি, অতিরিক্ত শাখাপল্লবভারবিমুক্ত হইয়া মনুষ্যের শিল্পচাতুর্য্যে অল্প সময়েই দেখিতে সুন্দর হইয়া উঠিল, এবং সকলের মনঃপ্রাণ হরণ করিতে লাগিল; কিন্তু অপরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া দূরে থাকুক, চতুর্দ্দিকে অতিরিক্ত শাখাপল্লব বিস্তার করায় একেবারে বন হইয়া উঠিল। সেই বন দেখিলে কেহই সন্তুষ্ট হয় না; সকলেই বিরক্ত হয়। অতএব রঞ্জমন! এই দেখ, উদ্যান-কুসুমে ও কানন-কুসুমে কত দূর ইতর বিশেষ। উদ্যান-কুসুমের সুষমা এবং সুগন্ধে জগৎ মোহিত হয়; কিন্তু কানন-কুসুমের শোভা ও

পরিমল কেহই দেখে না—কেহই অনুভব করে না। আমি আজ সেই উদ্যান-কুসুম দেখিয়াছি; এবং তাহা দেখিবা-মাত্র স্বয়ং যে কত দূর হেয়, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। এ জন্মে আমি এ রূপ সুন্দরী রমণী আর দেখি নাই। কি মনোহর নাক! কি মনোহর চোখ! তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইতেও আমার লজ্জা হইতে লাগিল। রজমন! সেই পথিক, এইরূপ উদ্যান-কুসুম পরিত্যাগ করিয়া কি কখন কানন-কুসুমের আদর করিবেন?”

“না না, আমি জানি তিনি তোমাকে ভাল বাসেন।”

“রজমন! তাতে আর কি হইবে? সেই কামিনী সাতিশয় সুন্দরী।”

“তিনি কখন তোমার ন্যায় সুন্দরী নন।”

“তবে তুমি তাঁহাকে দেখ নাই।”

“দেখিয়াছি; রংটা বড় ফ্যাঁকাসে; আমিত তাঁহাকে পীড়িতই মনে করিয়াছিলাম। তাঁহার আচরণ দেখিয়া আমার কিন্তু তাঁহার উপর অভক্তি জন্মিয়াছিল, সুতরাং আমি অন্য এক দিকে চলিয়া গিয়াছিলাম। একটি ছোট ছেলে গাছ থেকে পড়ে গিয়া চীৎকার করিয়া কেঁদে উঠ্‌ল, তাহাতে তিনি হাসিতে হাসিতে ব’ল্লেন, যে, ছেলেটি ম’রে গেলে তিনি সুখী হতেন।”

“তিনি কি এই কথা বলিয়াছিলেন?”

“হাঁ, আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। কিন্তু তুমি যদি পাল্কিতে থাকিতে, আর তোমার সম্মুখে যদি ঐরূপ ঘটনা ঘটিত, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই পাল্কি হইতে নামিয়া, ছেলেটিকে কোলে লইয়া শান্ত করিতে।”

"রজমন! তাহাতে আর কি হইবে! আমি যে বনজ।"

"সে ত, আরও ভাল। তুমি রোদ বৃষ্টি খেয়ে শক্ত হ'য়েছ।"

জয়মানিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "রজমন! থাম, আর না; গল্প করিলে পথ এগোবে না।"

সংস্থানান্বয় সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন; সুতরাং নিশাকালে গমনজনিত ক্লেশ তাঁহাদের অনুভূত হইল না। দলস্থ সকলে রজমনকে দুর্ব্বল বলিয়া ঘৃণা করিত, কিন্তু পথশ্রান্তে তিনি কাতর হইলেন না। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে, মেঘরাশি বিদূরিত হইল; আকাশ-মণ্ডল তারকামালায় পরিশোভিত হইল; রজমন তদ্দর্শনে সানন্দে জয়মানিয়াকে বলিলেন, "ঐ দেখ তারা উঠিয়াছে, আমরা এখন আর একাকী নই।"

জয়মানিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "না, নদীর কল কল শব্দও শুনা যাইতেছে।"

রজমন তারা ভাল বাসেন, জয়মানিয়া নদী ভাল বাসেন; দৈবও অনুকূল হইয়া উভয়কেই উভয়ের অভীপ্সিত বিষয় জুটাইয়া দিলেন। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহাদের নির্ম্মল সন্তোষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল; তাঁহারা বাক্য দ্বারা হৃদয়ের হর্ষাতিশয্য প্রকাশ করিতে পারিলেন না; বাক্য আসিয়া জুটিল না। তাঁহারা অস্ফুটস্বরে নীরবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সেই কৃতজ্ঞতাই স্বর্গে পরিগৃহীত হইবে।

সমস্ত রাত্রি আকাশে কোদালে মেঘ থাকায় গাঢ় অন্ধকার হয় নাই; কিন্তু সকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে দিঙ্মণ্ডল

কুয়াশায়, আচ্ছন্ন হওয়ায়, কিছুই দেখা গেল না। তখন জয়মানিয়া স্বীয় বাহুদ্বারা রজমনকে বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "রজমন! আর একটু পরেই ফর্‌সা হইবে, এবং আমরা সেই সময়ে কোনও একটি নিভৃত স্থলে লুকাইয়া থাকিব। এখন বড় অন্ধকার হইল, কিছুই দেখা যাইতেছে না, সুতরাং আমরা আর চলিতেও পারিব না।" পরে একটু চকিত হইয়া, "রজমন! ঐ শুন, কিসের যেন শব্দ হইতেছে।"

রজমন আগ্রহ সহকারে ক্ষণকাল সেই শব্দের দিকে কর্ণপাত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অর্দ্ধভগ্ন স্বরে বলিলেন, "তাহারা বুঝি তোমাকে ধরিতে আসিতেছে। জয়মানিয়া! জেলের চেয়ে নদী ভাল; চল আমরা দুই জনে গলাগলি হইয়া নদীতে ঝাঁপ দিই।"

"তাহা হইলে লোকে বলিবে, আমি সেই কটিকে মেরে ফেলে ভয়ে ভয়ে আত্মহত্যা করিলাম। কিন্তু রজমন! আমার বোধ হইতেছে, এ যেন কাহারও আর্ত্তস্বর। হয় ত কোথায় কেহ কষ্ট পাইতেছে; চল আমরা স্বর লক্ষ্য করিয়া গিয়া দেখি ব্যাপারটা কি?"

রজমন নিষেধ করিলেন; কিন্তু জয়মানিয়া রজমনের হাত হইতে আপনার হাত ছাড়াইয়া লইয়া সবেগে সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। একটু অসাবধান হইলেই স্রোতোজলে পতিত হইয়া তিনি চিরদিনের নিমিত্ত অনন্তশয্যায় শয়ন করিতেন। পীড়িতের মর্ম্মভেদী স্বর, সেই নিস্তব্ধ অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; জয়মানিয়া উন্মত্তপ্রায় সেই

কাহাকেও জানেন না; জয়মানিয়ার যে গতি, তাঁহারও সেই গতি হইবে; সুতরাং তিনিও সেই দিকে চলিলেন। তাঁহারা যত অগ্রগামী হইতে লাগিলেন, স্বর ততই পরিস্ফুট হইতে লাগিল এবং জয়মানিয়ার অন্তঃপীড়া বাড়িতে লাগিল। পরিশেষে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি নিরাশ্রয় বৃদ্ধ একাকী সেই নির্জ্জন বনে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, এবং এক একবার হৃদ্‌বিদারক যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ করিতেছে।

জয়মানিয়া মনে করিলেন, হয়ত লোকটি শীতে ও হিমে আরও ক্লিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ত্রস্তভাবে তথায় উপবিষ্ট হইয়া বৃদ্ধের মস্তক আপনার অঙ্গে স্থাপন পূর্ব্বক, আপনাদের কম্বল দ্বারা বৃদ্ধের সকল শরীর আবৃত করিয়া, রজমনকে কোনও রূপে অগ্নি জ্বালিতে আদেশ করিলেন। রজমনের সঙ্গে চক্‌মকি ও শোলা ছিল। তিনি সেই সময়ে নানা স্থান হইতে কতকগুলি অর্দ্ধশুষ্ক বৃক্ষপত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক অতি কষ্টে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। বৃদ্ধ অগ্নির উত্তাপে একটু সুস্থ হইলে নেত্র উন্মীলন করিল, এবং আগ্রহ সহকারে জয়মানিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিল, "এখনও কি রাত আছে?"

জয়মানিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি পীড়িত?"

"না, আমার কোনও পীড়া নাই; তবে শরীরটা যেন কেমন কেমন করিতেছে, সকল শরীরে ব্যথা হইয়াছে; পা ও কোমর কন্‌ কন্‌ করিতেছে; এরূপ ব্যথা ব্যতীত, আমার আর কোনও অসুখ নাই।"

হইতে মাথাটি সরিয়া ভূতলে পতিত হইল; এবং সে তখন নিশ্চেষ্ট কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় পড়িয়া রহিল।

জয়মানিয়া আবার মধুরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি অনেক দিন অবধি পীড়িত ?"

তখন বৃদ্ধের মোহ হইয়াছিল ; কিন্তু জয়মানিয়ার স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সে কহিল, "না আমার কোনও পীড়া নাই। শরীরটা যেন কেমন কেমন করিতেছে !"

অনন্তর সে বিকলচিত্ত হইয়া, প্রলাপ বকিতে লাগিল। "কেহ যেন আমার সকল শরীরে লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিতেছে। ঐ দেখ উহারা চোখ রাগাইতেছে ! পায়ে শিকল পরাইতেছে। আমার পেটে ভাত নাই ; আমার কোনও দোষ নাই ! আমি পেটের দায়ে ঐ একটা ফল চুরি করিয়াছি ; ধর্ম্মাবতার ! দোহাই ধর্ম্মাবতার ! আমি একটা বই চুরি করি নাই; সেও ধর্ম্মাবতার ! পেটের দায়ে। ধর্ম্মাবতার ! আমার মা অতি বড় লোকের মেয়ে ; তিনি এখন নাই, ধর্ম্মাবতার ! কে আর আমায় যত্ন করিবে ?"

এই বলিতে বলিতেই বৃদ্ধের বাক্‌রোধ হইল, এবং প্রবল বেগে শ্বাস বহিতে লাগিল। সেই শ্বাস বায়ুরাশির সহিত সংমিলিত হইয়া প্রভাত সমীরণকে দূষিত করিয়া দিল।

তাঁহাকে নিরুৎসাহ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিবার মানসে জয়মানিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি কোনও রূপে তোমার উপকার করিতে পারি না ? তোমার কি আত্মীয় স্বজন কেহই নাই ?"

বৃদ্ধের আবার কথা ফুটিল ; সে অতি কাতরস্বরে বলিল,

সকাল হইলে, আমার আর দুঃখ থাকিবে না, তখন আমার টাকা হইবে, অনেক আত্মীয়ও জুটিবে। ঐ যে, ঐ ফুলবনে একটি বিলক্ষণ সুসজ্জিত অট্টালিকা দেখা যাইতেছে আমি——"

জয়মানিয়া কাতর হইয়া বলিলেন, "চুপ কর চুপ কর। তুমি এখন পীড়িত, ও সকল বিষয় চিন্তা করিলে তোমার আরও অসুখ বাড়িবে।"

সে আবার বলিল, "কই আমার ত এখন অসুখ নাই। কাল্ কোনও অসুখ থাকিবে না।"

তার পর আবার কেমন এক রূপ বিকৃত স্বরে বলিল, "ঐ বাড়ীর কর্ত্তা আমাকে একটি মাত্র পয়সা দিয়া বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন। তিনি ও আমি অনেক দিন এক সঙ্গে ছিলাম, বিপদের সময়ে আমি তাঁহার বিশেষ উপকারও করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি এখন বড় লোক হইয়াছেন, আর আমি সেই রূপই রহিয়াছি, তাহাতেই তিনি আমায় হতাদর করিলেন। সে যাহা হউক, ভাই! তুমি কোথায় গেলে——"

জয়মানিয়া উত্তর করিলেন, "আমি তোমার কাছেই আছি।"

"এখনও কি রাত আছে?"

"রাত শেষ হইয়াছে; অল্প সময়েই সকাল হইবে।"

"তা হ'লেই ত কাল্ হইবে?"

"হাঁ, তোমার কাল্ত অনেকক্ষণ পর্য্যন্তই হইয়াছে।"

"কই, তবে ত আমি এখন পর্য্যন্ত ধনী হইতে পারিলাম

জয়মানিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "তুমি অল্পক্ষণ পরেই ধনী হইতে পারিবে।"

বৃদ্ধের উৎসাহ বাড়িল; সকল রোগ যন্ত্রণা যেন তিরোহিত হইয়া গেল। সে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, চক্ষু হইতে অনবরত ধারা বহিতে লাগিল, কিছুই দেখিতে পাইল না; তাঁহার হাত পা অবশ হইয়া আসিল, এবং দেখিতে দেখিতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এ দিকে পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কার হইল; কাঞ্চনবর্ণ সূর্য্যপ্রভা, বৃদ্ধের বদনমণ্ডলে পতিত হইল; কিন্তু বৃদ্ধ আর কিছুই অনুভব করিতে পারিল না। সকাল হইল—কাল আসিল—কাল আসিবে বলিয়া বৃদ্ধের কত আমোদ কত উৎসাহ; কিন্তু সে কাল আসিল, বৃদ্ধ এখন কোথায়?

জয়মানিয়া কতকগুলি তৃণ সংগ্রহ করিয়া একটা উপাধান রচনা করিয়া তদুপরি বৃদ্ধের মস্তক স্থাপন করিলেন। রজমন জয়মানিয়ার কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; তিনি কেবল নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান হইয়া এক এক বার বৃদ্ধের এবং এক এক বার জয়মানিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এ দিকে জয়মানিয়া বৃদ্ধের শতচ্ছিন্ন বস্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়া তাহার আপাদ মস্তক আবৃত করিয়া, অতি দীনভাবে এক পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধের আশা ফলবতী হইল না, মানুষের আশা চিরকালই অসার রহিয়া যায়। আমরা যে রূপ কাজ করিয়া ফল-

ভোগ করিব, মনে করিতেছি, হয়ত পূর্ব্বাহ্নেই তাহার বিপরীত কাজ হইয়া রহিয়াছে। এরূপ স্থলে আমরা নিরুপায়।

নিকটস্থ বিচিত্র সুরম্য হর্ম্ম্যে, মন্ত্রিরাজ বিবিধ রত্নখচিত সুসজ্জিত পল্যাঙ্কে শয়ন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। রাজবাটী, স্ত্রীকন্যা এবং অসংখ্য পরিচারক পরিচারিকাবর্গে পরিবেষ্টিত ছিল; কিন্তু কেহই তাঁহার অন্তিম কালে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করে নাই। এই দীন দরিদ্র ভিক্ষুক, স্বজন বিরহিত নির্জ্জন বনপ্রদেশে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও রমণীকুলের আদর্শ-স্বরূপা জয়মানিয়া তাঁহার জন্য অশ্রু ত্যাগ করিলেন, সুতরাং এই বৃদ্ধ কি প্রতাপান্বিত মন্ত্রিরাজ অপেক্ষা ভাগ্যবান্ নহে?

বাতাস প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। মৃতশরীরাচ্ছাদিত ছিন্ন বস্ত্র এদিক্ ওদিক্ উড়িয়া যাইতে লাগিল, জয়মানিয়া এখন বৃদ্ধের কোনও উপকার করিতে সক্ষম নহেন; তথাচ সে স্থান পরিত্যাগ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে না। বৃদ্ধের মৃতদেহ তদবস্থায় রাখিয়া যাইতে, তাঁহার তিলার্দ্ধও ইচ্ছা হইতেছে না। প্রত্যূষ অতীত হইল; দিনমণি উদিতপ্রায়। রজমন এক এক বার বলিতেছেন, "জয়মানিয়া! চল আমরা যাই।" জয়মানিয়া, 'হাঁ' বলিতেছেন, কিন্তু কার্য্যে কিছুই করিতেছেন না।

অনন্তর রজমন জয়মানিয়ার হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন।

কয়েক পদ গমন পূর্ব্বক জয়মানিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; এবং সেই প্রাণবিমুক্ত নরদেহ তদবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে দেখিয়া কাতরস্বরে বলিলেন,—"আহা! না জানি ইহার ভাগ্যে আরও কি আছে।"

জয়মানিয়া ও রজমন প্রস্থান করিলে, পঞ্চতীরাজ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। সায়ংকালে, বৃদ্ধ তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করে, সুতরাং পঞ্চতীরাজ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও সে রাত্রে সুষুপ্তি সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সত্বর-পদে নদী-তীর দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া, অবশেষে সেই স্থানেই উপস্থিত হইলেন। পঞ্চতীরাজ তথায় কি দেখিলেন? যাহা কামনা করিয়াছিলেন, তাহাই দেখিলেন। তাঁহার চিন্তা-অনল নির্ব্বাপিত হইল; তিনি সুস্থ হইলেন, এবং আবার বাটী গমন পূর্ব্বক, শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। গমনকালে কেবল মাত্র বলিলেন, "যাহারা আমার বিপক্ষাচরণ করিবে, তাহাদের সকলেরই যেন এইরূপ দশা ঘটে।"

এদিকে কতিপয় পদ গমন করিয়া জয়মানিয়া রজমনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজমন! তোমার কি ক্ষুধা পেয়েছে? তুমি কিছু খাবে কি?"

রজমন মাথা নাড়িলেন; বলিলেন, "তুমি কি খাবে?"

"না।" এই বলিয়া জয়মানিয়া নীরব হইয়া গম্ভীর ভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন। অনন্তর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, "রজমন! আমি আর চলিতে পারি না; আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না; বাঁচিতেও বিন্দু মাত্র ইচ্ছা নাই।"

জয়মানিয়া আর কিছুই বলিলেন না; সহসা তথায় বসিয়া পড়িলেন; অনন্তর শয়ন করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন, তাঁহার যেন অন্তর্দাহ হইতে লাগিল।

রজমন অবাক হইয়া এই সকল প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন, কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার শরীরে জড়তা উপস্থিত হইল। তিনিও উপবেশন করিলেন এবং জাগ্রত অবস্থাতেই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। রজমুন নদীতীরে সৈকতাসনে উপবিষ্ট হইয়া ঈষৎ নিমীলিত নেত্রে অতি বিচিত্র বিচিত্র স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে নক্ষত্রলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা নভোমণ্ডলে একটি ভয়ানক শব্দ হইল এবং আকাশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল, কয়েকটি নক্ষত্রপাতও হইল। পরে সহসা এক বিকটাকার পুরুষ আসিয়া একখানি শাণিত খড়্গাঘাতে জয়মানিয়ার শিরশ্ছেদন করিল। রজমন সিহরিয়া উঠিলেন!! কিন্তু সেই অদ্ভুত ভাব, মোহ অথবা তন্দ্রা, বিদূরিত হইল না। পরিশেষে আকাশ প্রশান্তভাব ধারণ করিল, নক্ষত্রগণ বিমলরশ্মি প্রদান করিতে লাগিল; এবং একখানি সুসজ্জিত পুষ্পক রথ বিমান হইতে অবতরণ করিল। রথাবতরণ সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর কোমল বাদ্য বাজিতে লাগিল। সেই রথ হইতে একটি তেজস্বান্ মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া জয়মানিয়াকে ক্রোড়ে লইয়া রথে আরোহণ করিলেন। জয়মানিয়া তাঁহার অঙ্ক হইতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রজমনকে আহ্বান করিলে, তিনিও তাঁহার অনুবর্ত্তন করিলেন। রথ বায়ুবেগে বিমানে উঠিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে নক্ষত্রলোক নিম্নে রাখিয়া তদূর্দ্ধে একটি সুরম্য স্থানে গিয়া স্থগিত হইল। এই স্থলটি রজমন তাঁহার অদ্ভুত স্বপ্নে অনেকবার ঈক্ষণ করিয়াছেন। জয়মানিয়া সে স্থান অব-

লোকন করিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন; তাঁহার মুখ-কমল প্রফুল্ল হইল; একেবারে সকল বিবাদ তিরোহিত হইয়া গেল। শরীরে রক্ত কিংবা ক্ষত চিহ্ন কিছুই লক্ষিত হইল না। তিনি যেন মনের সুখে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। রজমন তাঁহাকে যেন কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবেন এরূপ উদ্যম করিতেছেন, এমন সময় সহসা সমস্ত অরণ্যানী বিলোড়িত হইয়া উঠিল; ভয়ানক কোলাহল হইতে লাগিল। রজমন চকিত হইলেন, আর সে নক্ষত্র-লোক, সুসজ্জিত রথ কিংবা মহাপুরুষ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে কোলাহল ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে এবং জয়মানিয়া অনতিদূরে শয়ন করিয়া অশ্রুজলে বসনপ্রান্ত আর্দ্র করিতেছেন। রজমন গাত্রোত্থান করিলেন, এবং জয়মানিয়ার পার্শ্বে গিয়া অঞ্চলপ্রান্ত দ্বারা তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া বলিলেন, "জয়মানিয়া! ঐ যে কোলাহল হইতেছে, তুমি কি শুনিতে পাইতেছ না? চল, আমরা সত্বর এস্থান হইতে পলায়ন করি নইলে উহারা এখনই আমাদিগকে ধরিয়া লইবে।"

জয়মানিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন; "উহাদের ইচ্ছা হয়, আমাকে ধরিয়া লইবে। আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।"

রজমন জয়মানিয়ার কথা শ্রবণে বুঝিলেন, যে তিনি আর এক পাও চলিবেন না, সুতরাং আর কিছু না বলিয়া নীরবে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

রজমন দুর্ব্বল, ক্ষীণ-কলেবর। জয়মানিয়াকে স্থানান্তরিত করিতে পারেন, তাঁহার শরীরে এমন শক্তি নাই।

তিনি সেই সময়ে আত্মপ্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি জয়মানিয়া ব্যতীত, স্বাধীনতালাভ অথবা জীবনরক্ষা করিতে অভিলাষী নন।

সেই কোলাহল ও জনতা ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, কিন্তু জয়মানিয়া নিস্পন্দভাবে, নির্নিমেষ-লোচনে, একভাবে রহিলেন। সূর্য্যকিরণে তাঁহার কেশপাশ এবং কপোলদেশ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। রজমন কম্পিতকলেবর হইয়া সেই স্থানে সেই অবস্থায় অবস্থান করিতে করিতে অদৃষ্টের ফল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ স্তবক।

বটবৃক্ষতলে।

"ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি।"

হিতোপদেশঃ।

বীরেন্দ্র, প্রভাবতী ও তাঁহার জনকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না; তাঁহাদের গুপ্তাবাস পরিত্যাগ করিলেন। যে জন্য তিনি সেস্থান পরিত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহার কারণ সম্মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। জঙ্গলময় প্রদেশে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম নাই; নিবিড়ারণ্যের মধ্য দিয়া উপলখণ্ডে মণ্ডিত, নানা জাতীয় কণ্টকলতাপরিপূরিত, বাঁকা চোরা, ঘুরাণ ফিরাণ এবং উঁচু নীচু পথ আছে। বীরেন্দ্র অন্যমনস্কে সেই পথ দিয়াই চলিতে লাগিলেন; পদ ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল, কিন্তু মানসিক যন্ত্রণার আতিশয্য বশতঃ কায়িক ক্লেশ, তাঁহার বিন্দুমাত্রও অনুভূত হইল না। তাঁহার সকলই অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল; নির্দ্দিষ্ট কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি শৈশবাবধি অনির্দ্দিষ্ট বিষয় লক্ষ্য করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন; কিছুতেই কিছু নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার অন্ধকারাচ্ছন্ন মানসক্ষেত্র, এক একবার আলোকে দীপিত হইতেছে; কিন্তু সে আলোক চপলা-চমকবৎ দেখিতে দেখি-

তেই আবার অপসৃত হইতেছে। তিনি সর্ব্ব প্রথমে বন্ধুত্বের সুমিষ্ট ফল আস্বাদনে ইচ্ছুক হন, কিন্তু কপট-মৈত্রীর বিষময় ফল আস্বাদনে, মৃতপ্রায় হইয়া সংসারস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন; এমন সময় দৈবযোগে সংসারসাগরের সর্ব্বপ্রধান ভেলা অবলম্বন করিয়া তীর পাইলেম। তাঁহার অন্ধকারময়-মানস-ক্ষেত্র সেই একবার আলোকিত হইল। আবার প্রবল ঝটিকা আসিল; আলোক নিবিল; তিনি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অন্ধকারে নিমগ্ন হইলেন। এমন সময় প্রভাবতী-রূপ-চপলা তাঁহার হৃদয়াকাশের মেঘমালা আর একবার আলোকময় করিল; কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। ক্ষণপ্রভার ক্ষণস্থায়ী দীপ্তির ন্যায়, নিমেষ মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হইল। বীরেন্দ্রের হৃদয় আবার পূর্ব্ববৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কি আক্ষেপের বিষয়! বীরেন্দ্র প্রতাপচন্দ্রের গুপ্তাবাসের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সে দিকে মন ফিরাইতে পারিলেন না। পদও মনের অনুসরণ করিল।

দুই দুই বার প্রণয়ালোকে তাঁহার হৃদয় আলোকিত হইল; কিন্তু তিনি একবারও সে আলোক অনুভব করিতে পারিলেন না। প্রণয়ালোক মনুষ্যহৃদয় দগ্ধ করে ও শীতল করে; শৈত্য ও উষ্ণত্ব দুই গুণই উহাতে আছে। কিন্তু বীরেন্দ্র, দাহগুণই অনুভব করিলেন। শৈত্যগুণ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না। তিনি তমিস্রা সমাচ্ছন্ন কোনও এক অনির্দ্দিষ্ট বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন, সুতরাং কিছুরই স্থিরতা করিতে পারিতেছেন না, এবং তন্নিবন্ধন ভালরূপ পথও দেখিতে পাইতেছেন না। একবার নিবিড়ারণ্যে

প্রবেশ করিতেছেন, অন্য বার গিরিগহ্বরস্থিত পঙ্কিল-জলে নিপতিত হইয়া কর্দ্দমাক্ত হইতেছেন। এইরূপে সমস্ত দিন অষ্টাদশ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত দিন আতপতাপে তাপিত হইয়াছেন, তাহাতে আবার অনাহারে পথ চলিতে হইয়াছে, সুতরাং অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন, তিনি আর চলিতে না পারিয়া, বিশ্রাম মানসে একটি বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। বসিবামাত্রই তাঁহার হৃদয় যেন সহসা আকুল হইয়া উঠিল। সেই সময়ে কৃষকেরা দিবসের কার্য্য সমাপন করিয়া স্ব স্ব গৃহে যাইতেছিল। বীরেন্দ্রকে বটবৃক্ষমূলে বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া, দুই এক জন নিকটবর্ত্তী হইয়া, সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল। বীরেন্দ্রও কৃষকমণ্ডলীর সহিত আলাপ করিয়া মানসিক উৎকণ্ঠা দূর করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাদ্ভাগে সহসা কোলাহল শ্রবণগোচর হইল। বীরেন্দ্র তচ্ছ্রবণে চকিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার মনে কি মনে হইল; তিনি বেগে সেই দিকে ধাবমান হইলেন। সম্মুখে রাজপুরুষপরিবেষ্টিত, হস্তপদে রজ্জুসংবদ্ধ দুইটি মনোহর কিশোর মানবমূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল। উহারা উভয়ে উভয়কেই সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে, এবং অজস্র অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছে।

এদিকে সূর্য্যাস্ত হইল, দিঙ্মণ্ডল অন্ধতমসে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। কৃষকেরা স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। বীরেন্দ্র সেই ব্যক্তি ব্যূহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র অতি কাতর স্বরে, "তুমি এখানে আসিলে কেন, শীঘ্র পলায়ন কর" এই

বাক্য উচ্চারিত হইল। বীরেন্দ্রের হৃদয়তন্ত্রীতে সে স্বর প্রতিধ্বনিত হইল, তিনি ব্যাকুল হইলেন। অনন্তর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিবামাত্রই জয়মানিয়া ও রজমনকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের এতাদৃশ অবস্থা দর্শনে বীরেন্দ্রের কোমল অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তিনি একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং বিকটস্বরে চীৎকার করিলেন। বীরেন্দ্রের কণ্ঠনিঃসৃত ভৈরব নিনাদে তত্রস্থ সকলে একে-বারে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া, জয়মানিয়া এবং রজমনকে বন্ধনদশা হইতে উন্মুক্ত করিয়া উভয়ের হস্ত ধরিয়া একদিকে দ্রুতবেগে লইয়া চলিলেন। এমন সময়ে তাঁহার মস্তকে একটি ভয়ানক আঘাত লাগিল। অন্ধকারে প্রহারক দৃষ্ট হইল না, কিন্তু বীরেন্দ্র প্রহারেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাজপুরু-ষেরা জয়মানিয়া এবং রজমনকে পুনর্ব্বার দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া লইয়া চলিল।

অষ্টাদশ স্তবক।

দেবগড়ে।

"আলুথালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন হীন বনসুশোভিনী
লতা!—————————"

মেঘনাদ।

সাঁওতাল পরগণা আইনবহির্ভূত প্রদেশ। তথায় বিচারপ্রণালীর সুশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া সকল বিষয়ে ঘোরতর অবিচারও হয় না। এতদ্দেশে, উকিল মোক্তার প্রভৃতি আইন ব্যবসায়ীরা, যেমন প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু না হইয়া কেবল স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত, স্বমত পোষকতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অতি সামান্য মোকর্দ্দমাও ঘোরতর জটিল করিয়া বিচারকের ভ্রম উৎপাদন করেন, তথায় প্রায়শই সে রূপ ঘটে না। বিচারক অনেক সময়ে স্বীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া প্রকৃত ঘটনাবলি যথার্থরূপে দেখিতে পান, সুতরাং বিচার সম্বন্ধে তাঁহার অতি অল্পই ভ্রম হইয়া থাকে। পুলিসের মহাপুরুষেরা কিন্তু সর্ব্বত্রই এক প্রকার।

ধূর্ত্ত ও কৌশলকুশল জিম্মার উপঢৌকনে ও প্ররোচনায়

মুগ্ধ হইয়া, পুলিস জয়মানিয়া ও রজমনকে অবরুদ্ধ করে। পথমধ্যে বীরেন্দ্র, তাঁহাদের নিষ্কৃতির উপায় অবলম্বন করিলে, জিম্মা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। পুলিসের কর্ম্মচারিগণও এ ঘটনাও অবলীলাক্রমে দেখিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছুই বলিল না; অপিচ জয়মানিয়া এবং রজমন এই দুই জনকে বন্ধন পূর্ব্বক উৎপীড়ন করিতে করিতে দেবগড়ে লইয়া গেল।

দেবগড়ে চিরপ্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ বিরাজমান। সেই শিবলিঙ্গের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে নিবিড় বন। সেই দুর্গম অসূর্য্যস্পশ্য বনাভ্যন্তরে একটি জীর্ণ অট্টালিকায় দস্যুদিগের অধিষ্ঠাত্রী কালিকার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তীর্থভ্রমণকারী যাত্রিকগণও এই নিভৃতস্থলবাসিনী দেবীর বিষয় অবগত ছিল না; অবগত থাকিলেও হয়ত কেহ তথায় যাইতে পারিত না। কোনও প্রাণী সেই স্থানে প্রবেশ করিলে, সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার সংসার সুখ হইতে বঞ্চিত হইত। তথায় আলোক নাই, বাতাস নাই, সত্ত্বাও নাই। দস্যুগণ ব্যতীত, কেহ কখন সে স্থলে গতায়াত করে না। অপর কেহ কখন প্রবেশ করিলে তথা হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত না।

জয়মানিয়া এ প্রকার স্থলে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার স্বাধীন জীবন, স্বাধীন মন; তিনি এই ভয়ানক নরকের অধিবাসিনী হইয়া একেবারে জ্ঞানশূন্যা হইলেন। তাঁহার এক আত্মা রজমনও এখন আর তাঁহার সন্নিকটে নাই। রজমন কোথায়? জয়মানিয়া জানেন না। রজমনকে দেখিতে কি তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে? জয়মানিয়ার সে জ্ঞান

নাই। জয়মানিয়া কি এই পথে বীরেন্দ্রের অনুসরণ করিতেছেন? তিনি কি সত্য সত্যই তবে বীরেন্দ্র-সমাগম-লাভ-মানসে রজমনকে পরিত্যাগ করিলেন? পাঠকবর্গ অনুমান করুন।

আপনারা জয়মানিয়াকে বীরেন্দ্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দেখিয়াছেন, জাতিব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে তিনি কিরূপ আকৃতি পরিগ্রহ করেন, তাহাও আপনারা সন্দর্শন করিয়াছেন, প্রণয়-সুবাসিত, অর্দ্ধপ্রস্ফুরিত বাক্যাবলীও কর্ণগোচর করিয়াছেন, তাঁহার নবপল্লবিত শ্যামালতিকা সম মনোহর কিশোরকায়ার প্রতিবিম্ব, স্ব স্ব হৃদয়সরোবরে প্রত্যক্ষ করিতে পাইতেছেন। এখন আবার সেই মূর্ত্তি বিলোকন করুন। ঐ যে নিশ্চেষ্টা, বিরসবদনা, আলুলায়িতকেশা, বিকীর্ণকুন্তলা, হীনপ্রভ নয়না, ধূলিশয়নশয়িতা, শ্বাসপ্রশ্বাস-বিরহিতা, জয়মানিয়া মূর্ত্তি সন্দর্শন করুন। দেখুন, জয়মানিয়া নিদ্রিত নয়, জাগ্রতও নয়; কি এক প্রকার মোহে অভিভূত। তাঁহার এখন বোধশক্তি নাই, সুতরাং যন্ত্রণার তিলার্দ্ধও তাঁহার অনুভূত হইতেছে না। তিনি অজ্ঞান, সুতরাং স্বকীয় বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় কিছুই জানেন না। চিন্তাশক্তিও এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তিনি সকলই স্বপ্ন দেখিতেছেন।

এক এক বার দ্বারোদ্ঘাটন শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল, কিন্তু রশ্মিরেখা মাত্রও তাঁহার গৃহে প্রবেশ করে নাই। আর সেই শব্দ যে কতক্ষণ অন্তর হইয়াছিল, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সেই শব্দ কি দিনে একবার, না, দুবার; না মাসে, না বৎসরে একবার, জয়মানিয়া তাহা

বুঝিতে পারেন নাই। আর একটি শব্দ জয়মানিয়ার কর্ণগোচর হইতেছিল, সে শব্দটি মধুর ও শান্তিপ্রদায়ক। জয়মানিয়া দশানন-খাতে জলতরঙ্গ-ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। মোহাবস্থায় এই ধ্বনিই অবিরাম জয়মানিয়ার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত, আর কোনও একটি নারকীয় কীট যেন এক একবার জয়মানিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করিতেছিল। সেই স্পর্শ যেন জয়মানিয়ার শরীরে বিষাক্ত শল্য বিদ্ধ করিতেছিল, সেই যন্ত্রণায় তিনি ক্ষণে ক্ষণে চকিত হইতেছিলেন।

এরূপ অবস্থায় কতকাল যাপন করিলেন, জয়মানিয়ার তাহা জ্ঞান নাই। পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইলে, সায়ংকালে যে রূপ ঘটনা উপস্থিত হয়, কিয়দংশে জয়মানিয়ার তাহা স্মরণ হইল। প্রহারে মূর্চ্ছিত ভূপতিত বীরেন্দ্র-মূর্ত্তিও জয়মানিয়ার মনে উদিত হইল। তিনি সাতিশয় উত্তেজিত হইলেন, গাত্রোত্থান করিলেন, দুই এক পা অগ্রসরও হইলেন। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। উচ্চৈঃস্বরে 'রজমন, রজমন' বলিয়া ডাকিলেন। কেহই সে স্বর শুনিল না। রজমন আসিলেন না. জয়মানিয়া উন্মনা হইয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন, ক্ষণকাল কি ভাবিতে লাগিলেন। মাথা ঘুরিল, আর চিন্তা করিতে পারিলেন না, আবার মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন।

অনন্তর এক দিন দ্বারোদ্ঘাটন শব্দ অন্যান্য দিন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইল, জয়মানিয়া সেইদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, দ্বারে একটি আলোক দৃষ্ট হইল। সেই

আলোক সম্পাতে জয়মানিয়ার নেত্রযুগল যন্ত্রণা পাইয়া মুদ্রিত হইল। ক্ষণকাল পরে উন্মীলিত হইলে, আবার বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। জয়মানিয়ার নয়নদ্বয় সেই মূর্ত্তি দর্শনেই সন্নিবিষ্ট রহিল, কিন্তু কণ্ঠ, বাক্য উচ্চারণ করিল না। বোধ হইল যেন, দুইটি প্রতিমূর্ত্তি পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। আগন্তুকের হস্তস্থিত দীপশিখা কাঁপিতেছিল, আর দীপকে জল সংযুক্ত হওয়ায়, তাহা হইতে এক প্রকার শব্দ সমুৎপন্ন হইতেছিল। নীরব বিজনপ্রদেশে জলকল্লোল আর দীপের শব্দ শ্রবণে, বোধ হইল যেন, এতদ্ব্যতীত তথায় অন্য কোনও প্রাণী নাই।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে, জয়মানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"আমি কে, তুমি কি জান না?"

এই বাক্য, উহার স্বর ও উচ্চারণ প্রণালী, জয়মানিয়াকে একেবারে আকুল করিয়া তুলিল।

আগন্তুক তখন আবার বিকৃত স্বরে বলিল, "তুমি কি তবে প্রস্তুত আছ?"

"কিসের জন্য।"

"মরিবার জন্য।"

"শীঘ্র শীঘ্র মরিলেই বাঁচি।"

আগন্তুক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "তুই বোকামী ক'রে কেন অনর্থক মারা পড়িতেছিস্।"

জয়মানিয়া নীরব রহিলেন।

আগন্তুক আবার বলিল, "তুই এখানে কেন আছিস্ তা কি জানিস্?"

জয়মানিয়া কপোলদেশ দক্ষিণ করে সংস্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, "হয়ত জানি।" তিনি আর কিছুই বলিলেন না, কেবল গম্ভীরভাবে পৃথিবী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, জয়মানিয়া সাতিশয় কাতর স্বরে বলিলেন, "তুমি যেই হওনা কেন, আমার রজমন কোথায় বলিতে পার কি? আমাকে রজমনের কাছে লইয়া চল।"

এই কথা শ্রবণমাত্র আগন্তুক ভ্রূভঙ্গী করিল, জয়মানিয়া তাহা দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর প্রশান্তভাবে "যাইবে চল" এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধরিল।

করস্পর্শে জয়মানিয়া চকিত হইয়া বলিলেন, "বল তুমি কে, আমার ভয় হইতেছে।"

আগন্তুক মুখের আবরণ একদিকে সরাইয়া হাস্য করিতে লাগিল।

জয়মানিয়া দেখিলেন, যে তাঁহার সকল প্রকার দুঃখের কারণ, বিকট দর্শন, দুরাত্মা জিম্মাই সম্মুখে উপস্থিত।

এত দিন তিনি জিম্মার কার্য্যপ্রণালী বিস্মৃত হইতেছিলেন; তাঁহার স্মরণশক্তির উপরে যেন এক খানি অতি সূক্ষ্ম আবরণ পড়িয়া প্রতিদিন উহা ক্রমশ গাঢ় হইতেছিল; অন্তরস্থ প্রবল ক্ষত যেন উপরিস্থ মেদপত্রে লুক্কায়িত হইতেছিল; কিন্তু জিম্মার মূর্ত্তি দর্শনে সেই সূক্ষ্ম আবরণ শতধা বিভক্ত হইয়া গেল; ক্ষত স্থানের মেদাবরণ ছিন্ন হওয়ায় শোণিত প্রবাহ যেন প্রবলবেগে প্রধাবিত হইল, আবার ঘা নূতন হইল। জিম্মার সমস্ত কার্য্য একেবারে জয়মানিয়ার মনে পড়িল, তিনি ত্রস্তভাবে হস্ত টানিয়া লইয়া নয়ন

ফিরাইলেন, অনন্তর বিকট স্বরে বলিলেন, "অরে নৃশংস ঘাতুক, তুই এস্থান হইতে দূর হইয়া যা। মানুষের রক্তে তোর হস্ত দূষিত হইয়াছে, তুই আমাকে স্পর্শ করিস্ না।"

জিম্মা জয়মানিয়ার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিল।

জয়মানিয়া কঠোর ভাবে বলিলেন, "কি তুই আমাকে ভয় দেখাইতেছিস্। শীঘ্র বল্ আমার রজমন কোথায়, আর সে ব্যক্তিই বা কোথায়।"

"রজমন নাই। সে ব্যক্তিও আমার কুঠারাঘাত সহ্য করিতে পারে নাই।"

"কি তুই তাঁহাদিগকে মারিয়াছিস্?"

"হাঁ। তুমি যাবে কি না বল।" এই বলিয়া আবার তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

জয়মানিয়া বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তাঁহার স্বর শ্রবণে দুরাত্মা ভয় পাইয়া হাত ছাড়িয়া দিল। জয়-মানিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিলেন; তদ্দর্শনে জিম্মা পলায়ন করিল। গমনকালে বলিল, "আচ্ছা তুই থাক্; আর বিলম্ব নাই; সদ্য সদ্যই সমুচিত শাস্তি পাইবি।"

জয়মানিয়া জিম্মার কথা শুনিতে পাইলেন না। সে প্রস্থান করিলে, তিনি আবার ভূতলশায়িনী হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিস্তব্ধ অরণ্যানী আবার নিস্তব্ধ হইল। কেবল মাত্র জলতরঙ্গ পূর্ব্বাপর সুখদ সঙ্গীত সমুৎপন্ন করিতে লাগিল।

উনবিংশ স্তবক।

ধর্ম্মাধিকরণে।

"দোষী নিষ্কৃতি পায় সেও ভাল, তথাচ নির্দ্দোষী দণ্ড না পায়।"

বেকন সন্দর্ভ।

জিম্মা এতকাল আশাতেই ঘুরিতেছিল, এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে নিরাশ হইল। জয়মানিয়াকে কিছুতেই লাভ করিতে পারিবে না, নিশ্চয় বুঝিয়া সে তাঁহার প্রাণ বিনাশে কৃত-সংকল্প হইল। অনন্তর অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করণাভিলাষে পুলিসের সহিত যোগ করিয়া, জয়মানিয়াকে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী স্থির করিয়া, বিচারালয়ে উপস্থিত হইল। রজমন, পুলিসকর্ম্মচারীর ভৃত্যভাবেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে মুহূর্ত্তকালও জয়-মানিয়াকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না; এখন কিরূপে জয়মানিয়া হারা হইয়া দাস ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতে লাগিলেন? রজমন চক্ষের অন্তরাল হইলে, জয়মানিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইতেন। তিনি পাখীর গান, গাছের ছায়া ও বনের বাতাস ভাল বাসিতেন। এ সকল হইতে বঞ্চিত হইয়া, যে রূপে সেই নিবিড়ারণ্যস্থ অন্ধকারময় গৃহে, যে সুখে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, রজমনও সেই সুখে পুলিসকর্ম্মচারীর আদেশ পালন করিতে লাগিলেন।

জয়মানিয়া বিচারাগারে আনীত হইলেন, পুলিসকর্ম্মচারিগণ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার অপরাধ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। বিচারক একদৃষ্টে জয়মানিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, দেখিলেন, অশ্রুবারি তাঁহার নিরুপম গণ্ডস্থল ধৌত করিতেছে; কিন্তু নেত্রযুগল প্রশান্ত ও সর্ব্বপ্রকার ভীতিচিহ্ন বিরহিত। জয়মানিয়ার মুখ দেখিবামাত্রই, বিচারক তাঁহাকে ধর্ম্ম-পরায়ণা বলিয়া মনে করিলেন। এ কামিনী যে নরহত্যা করিয়াছে, তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না; বিচারক জয়মানিয়াতে এরূপ রাক্ষসী স্বভাব দেখিতে পাইলেন না। ধূর্ত্ত পুলিসের লোকেরা কোনও দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য যে, এই অলীক মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মিল। সুতরাং তিনি অনুকম্পার বশবর্ত্তী হইয়া জয়মানিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! তোমার হস্ত পদ এরূপ দৃঢ় বদ্ধ হইয়াছে কেন? তোমাকে ইহারা এখানেই বা কেন আনিয়াছে?"

জয়মানিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন, "জানি না।"

পুলিসের কর্ম্মচারী এতচ্ছ্রবণে বিকৃত স্বরে বলিলেন, "কি জান না?"

বিচারক পুলিসকে বলিলেন, "কি ও? বন্ধন ছাড়িয়া দাও।"

পুক। "ধর্ম্মাবতার! আপনি এ মায়াবিনীকে ভাল মানুষ মনে করিবেন না। এ যাদুবিদ্যা জানে। সেই বিদ্যাপ্রভাবে লোক জনকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের প্রাণ বধ ও অর্থাপহরণ করে।"

বি। "আচ্ছা, তুমি আমার কথা শুন, বন্ধন ছাড়িয়া দাও।"

পুক। "ধর্ম্মাবতার! এধূর্ত্তা সম্প্রতি বীরেন্দ্র নামক পর্য্যটককে মারিয়া ফেলিয়াছে।"

বি। "কি বীরেন্দ্রকে! আচ্ছা আগে বন্ধন ছাড়িয়া দাও।"

পুলিসের কর্ম্মচারী তখন অনন্যোপায় হইয়া ক্ষুণ্ণমনে জয়মানিয়ার বন্ধন ছেদন করিতে লাগিলেন। এদিকে রজমন দৌড়াইতে দৌড়াইতে, বিচারালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়া, একেবারে জয়মানিয়ার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, "হাঁ জয়মানিয়া! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে? এই দেখ তুমি নিকটে ছিলে না ব'লে, এরা আমাকে কত বকেছে, কত মেরেছে।"

জয়মানিয়া কোনও কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, ও চক্ষের জলে রজমনকে সিক্ত করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে রজমন কাতর হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "জয়মানিয়া! তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?"

জয়মানিয়া এবারও কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল।

এ ঘটনা দৃষ্টে, বিচারালয়ের সকল লোক অবাক্ হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল। বিচারক এই অদ্ভুত ব্যাপারে হতবুদ্ধি হইয়া, প্রকৃত ঘটনার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং মোকর্দ্দমা এক মাসের জন্য স্থগিত রাখিলেন। জয়মানিয়া ও রজমনকে হাজতে পাঠাইলেন; কিন্তু ইঁহাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করিতে হাজতের অধ্যক্ষকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

বিংশ স্তবক।

পরিণয়ে।

বাদ সাধিবার আগে বিধি নিদারুণ,
রণ-সাজে প্রকৃতিরে করয়ে সজ্জিত;
তাই যবে ভূমণ্ডলে ঘটে অঘটন,
সূচনার ছায়া তার হয় প্রকাশিত।

পাঠক! একাকিনী বাতায়নে উপবিষ্টা প্রভাবতীকে চিন্তা করিতে দেখিয়াছেন; জয়মানিয়াও একাকিনী দেবগড়ের বিজনবনে কি ভাবিতেছিলেন, কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রভাবতী ও জয়মানিয়া, এপর্য্যন্ত নানা প্রকার ক্লেশেই কাল যাপন করিতেছিলেন। আজীবন ভোগসুখে প্রতিপালিত বিলাসবতীর শয়ন কক্ষে এক বার প্রবেশ করুন। রজনী-প্রভাতেই তাঁহার শুভ পরিণয়, সুতরাং তাঁহার সুন্দর মুখ-চ্ছবি একবার বিলোকন করুন। ঐ দেখুন, সুপ্রশস্ত গৃহে একটি সেজ জ্বলিতেছে। মহামূল্য রত্নখচিত পল্যঙ্কে কোমল শয্যা রচিত রহিয়াছে। পানদানে তাম্বুল; শ্বেত প্রস্তর ও সুবর্ণ পাত্রাদিতে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত রহিয়াছে। বিলাসবতী পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্টা হইয়া, বাম বাহু উপধানে স্থাপন পূর্ব্বক, একখানি পুস্তক দেখিতেছেন। তিনি 'হনুমান চরিত্রে' স্বীয় অদৃষ্ট গণনা করিতেছিলেন। 'হনুমান চরিত্র' ও সংস্থকন্যার কথা

দৃঢ়ীভূত করিল। বিলাসবতী দীপ-শিখায় পুস্তক খানি প্রজ্বলিত করিলেন। অনন্তর সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া, কত কি লিখিলেন, ও কত কি দীপ-শিখায় জ্বালাইলেন। আহার-সামগ্রী স্পর্শ পর্য্যন্ত করিলেন না। শয্যা যেরূপ রচিত হইয়াছিল, সেইরূপই রহিল, তিনি শয়ন করিলেন না। সকাল হইল, কাক ডাকিল, বিলাসবতী বসিয়াই রহিলেন। তাঁহার সম্মুখে প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল; মুখ কালিমায় আপ্লুত হইল, অক্ষিদ্বয় কোটরে প্রবেশ করিল, শরীর ও মন অসাড় ও নিশ্চেষ্ট হইল। সূর্য্যোদয়ে পরিচারিকা শয্যা তুলিবার নিমিত্ত তাঁহার কক্ষ্যে আসিল, কিন্তু বিলাসবতীর আকার প্রকার দর্শনে ভীত হইয়া, তথা হইতে চলিয়া গেল। বিলাসবতী নির্ম্মিমেষ লোচনে নিস্পন্দভাবেই বসিয়া রহিলেন।

এসকল কি মানসিক শান্তির লক্ষণ? কোনও প্রকার অভাব না থাকিলেও কি বিলাসবতী সুখী? পাঠক অনুমান করুন। বাতায়নে উপবিষ্টা, হ্রদ-সলিল-দর্শিনী প্রভাবতী একাগ্রচিত্তে একটি বিষয়ের ধ্যান করিতেছিলেন; তাঁহার হৃদয় ও মন সেই বিষয়েই সন্নিবিষ্ট ছিল; তিনি চিন্তাজনিত সুখ অনুভব করিতেছিলেন। গাঢ় অন্ধকারময় গৃহে সংরুদ্ধা জয়মানিয়াও অবিরাম জল-তরঙ্গ শ্রবণে আত্মশান্তি লাভ করিতেছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়-সরোবর আবার স্নেহ ও করুণ রসে পরিপূরিত। মহান্ অনর্থরূপ আতপতাপে তাপিত হইলেও সুশীতল হইবার উপায়, তাঁহাদের অন্তরেই বিরাজিত ছিল। কিন্তু মন্ত্রিকন্যা-বিলাসবতীর হৃদয়-প্রদেশ উত্তপ্ত মরুভূমি সদৃশ। চিন্তা রূপ ঝটিকা উত্থিত

হইয়া, তাঁহার হৃদয়ে একেবারে প্রলয় সমুপস্থিত করিল; তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন; কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

দিবা প্রহরেক অতীত হইলে, বিলাসবতী বাহিরে গমন পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্নান করিলেন, কিন্তু বেশভূষা করিলেন না। সমস্ত দিন একাকিনী একটি প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া রহিলেন, আর কত কি চিন্তা করিলেন। দিবাবসান হইলে, গোধূলি লগ্নে তিনি পঞ্চতীরাজের গলে মাল্য প্রদান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে দিঙ্মণ্ডল পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ছিল। পশ্চিম গগনে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলদজাল অস্তগমনকালীন মরীচিমালীর কিরণ মালায় বিভূষিত হইয়া, বায়ুভরে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে হইতে জগতের মনঃ প্রাণ হরণ করিতেছিল; কিন্তু সহসা সে সকল অন্তর্হিত হইল। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। মাল্য-বিনিময়-কালে, প্রচণ্ড মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎপাতে, সমাগত দুইটি লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইল; অভ্যাগত সকলেই কাঁপিয়া উঠিল; বিলাসবতীর হস্তও বিচলিত হইল; মালা ধরাতলে পড়িয়া গেল।

একি ভাবী দুর্ঘটনার পূর্ব্ব প্রকাশিত ছায়া? প্রাকৃতিক ঘটনাবলিই কি বিধাতার অভিপ্রায় জ্ঞাপক?

পরদিন অপরাহ্নে, নবদম্পতীর পঞ্চতী গমনোপযোগী আয়োজন হইল; বিলাসবতী পঞ্চতীরাজের সহিত এক পাল্কিতে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, এবং তাঁহার ইচ্ছাও ফলবতী হইল। গমনকালে, রাস্তার দুই পার্শ্বে অসংখ্য লোকের সমাগম হইল। পঞ্চতীরাজ হৃষ্ট মনে, সেই লোক-

ন্দ দেখিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তিনি সহসা এক প্রচণ্ড চীৎকার করিলেন। তাঁহার কপালে ঘর্ম্ম হইল; হাত পা অবশ হইয়া আসিল; তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না।

বিলাসবতী, পঞ্চতীরাজের এরূপ অচিন্তনীয় অবস্থা দর্শনে, ব্যাকুল হইলেন; তাঁহাকে অঞ্চল-প্রান্ত দ্বারা বাতাস করিতে করিতে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি কোনও অসুখ হয়েছে?"

পঞ্চতীরাজ বিলাসবতীর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন; সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আমার কোনও অসুখ হয় নাই; কিন্তু কে যেন আমাকে মারিতে আসিতেছে!"

বিলাসবতীর কোমল ভাব দূর হইল। তিনি তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"তোমার কি হইয়াছে আমাকে স্বরূপ বল।"

পঞ্চতীরাজ অনেকক্ষণ পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, "আমার এক প্রকার মূর্চ্ছা রোগ আছে; আমাকে ক্ষণকাল কথা কহাইও না।"

বিলাসবতী কিছুই বলিলেন না; কিন্তু পঞ্চতীরাজের অন্তরে যে ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর একটু হাসিলেন। এ হাসি মধুর নয়,—তীব্র।

এমন সময় পঞ্চতীরাজ বলিলেন, "বিলাসবতী এই দেখ আমি ভাল হইয়াছি; এরূপ মূর্চ্ছা অনেক ক্ষণ থাকে না।"

পঞ্চতীরাজ মুখে বলিলেন, যে, তিনি ভাল হইয়াছেন;

কিন্তু তাঁহার অন্তর্যাতনা, মুখমণ্ডলে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়যন্ত্রণা, ফাঁসি-কাষ্ঠে লম্বমান-দণ্ডার্হের যন্ত্রণা অপেক্ষাও অধিক। বিলাসবতী, স্বীয় পতির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি তোমার কোনও গুপ্ত বিষয় থাকে, এখনও বল, আমি তোমার সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইব; কিন্তু সে বিষয় কোনও রূপে কাল, পরশ্ব, কিংবা সপ্তাহ অথবা বৎসর কাল পরে প্রকাশ হইলে, তুমি আমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিবে।"

পঞ্চতীরাজ কর্কশ স্বরে বলিলেন, "আমার কোনও গুপ্ত বিষয় নাই।"

"তাহা হইলেই ভাল। তুমি তবে এ রোগের চিকিৎসা কর না কেন?"

"আমি কাশীতে একজন ভাল বৈদ্য পাইয়াছিলাম; কিন্তু তখন তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিতে হইয়াছিল বলিয়া চিকিৎসা হইতে পারে নাই। আমি আবার তথায় যাইব মনে করিতেছি।"

"আচ্ছা তবে কালই চল; আর বিলম্বে কাজ নাই। আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।"

পঞ্চতীরাজ সম্মত হইলেন।

একবিংশ স্তবক।

বিভীষিকা দর্শনে।

"না থাকে যদ্যপি দোষ কারে তব ভয়।
আছাড়ে রজক ম্লান বসন নিচয়॥"

সদ্ভাবশতক।

বিবাহের পরেই কন্যা ও জামাতা বিদেশে যাইবেন শুনিয়া, মন্ত্রিপত্নীর বড় দুঃখ হইল। জামাতা পীড়িত; তিনি যাহাতে সত্বর আরোগ্য হন, মন্ত্রিপত্নীর তাহাতে অনভিমত নাই, তথাচ দুই এক দিন বিলম্ব করিয়া গেলেও ক্ষতি নাই। পঞ্চতীরাজ মন্ত্রিপত্নীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, সুতরাং তিনি কখন শ্বশ্রূবাক্য লঙ্ঘন করিবেন না; কিন্তু বিলাসবতী এক বার এক কথা বলিলে, তাহার অন্যথা করেন না। তিনি কাল্ যাইতে চাহিয়াছেন, তাঁহার কথার অন্যথা হইবে না, মনে করিয়া, মন্ত্রিপত্নী তাঁহা-দের কাশী গমনের প্রতিকূলে কিছুই বলিলেন না।

রাত্রির গাড়িতে যাওয়াই স্থির হইল। সমস্ত উদ্যোগ হইতে লাগিল; পাল্কি আসিল। তাঁহারা উভয়ে শিবি-কার সমীপবর্ত্তী হইলেন, আরোহণ করিবেন, এমন সময়ে বিলাসবতী পঞ্চতীরাজকে বলিলেন, "আমি রাজরাণী হইয়া আজ রাজগৃহ পরিত্যাগ করিতেছি, আবার কখন, কোন্ অবস্থায় ফিরিয়া আসিব, তাহার কিছুই ঠিকানা

নাই ; কিন্তু আমার নিকট তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা পালন করিবে কি না যথার্থ করিয়া বল।”

“করিব।”

“শপথ করিয়া বলিলে।”

“হাঁ বলিলাম।”

“তবে পাল্কিতে উঠ, সকাল সকাল যাওয়া যাউক ; না জানি আবার কখন কি বিভ্রাট ঘটে।”

পঞ্চতীরাজ বিভ্রাটের কথা শুনিয়া চকিত হইলেন ; তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল। তিনি বলিলেন, “আর কিছুই হইবে না ?”

অনন্তর উভয়ে শিবিকায় আরোহণ করিলেন। গিরিডি ষ্টেসনে তাঁহারা রেলে উঠিবেন। পঞ্চতী হইতে গিরিডি প্রায় পাঁচ ক্রোশ। নূতন বিবাহের পরেই রাজা বিদেশে চলিলেন, প্রজারা রাস্তার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকলের হাতে এক একটি মশাল জ্বলিতে লাগিল। পঞ্চতীরাজ কখন ষ্টেসনে পৌঁছেন এই চিন্তাতেই সাতিশয় উদ্বিগ্ন ; সুতরাং সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক রহিয়াছেন। পঞ্চতীরাজ ‘স্পেসেল ট্রেণে’ যাইবেন ; গাড়ি তাঁহার আজ্ঞায় চলিবে, তিনি আরোহণ করিবা মাত্র গাড়ী শ্বা শ্বা করিয়া চলিতে থাকিবে। তাহা হইলেই সকল আপদ্ বিপদ্ ঘুচিয়া যাইবে।

পাল্কি ষ্টেসনে পৌঁছিল। পঞ্চতীরাজ অবতরণ করিবেন এমন সময়ে দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে অসংখ্য লোক, তন্মধ্যে এক জনের মুখ-মণ্ডল বিকৃত, ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত, দন্ত দন্তের উপর স্থাপিত হইয়া ঘর্ষিত হইতেছে ; বাম কপা-

লের নিম্নদেশে, ভ্রূর ঈষদূর্দ্ধে একটি ক্ষত চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। পঞ্চতীরাজ সেই মুর্ত্তি দর্শনে পাল্কি হইতে নামিতে পারিলেন না; তদভ্যন্তরেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বাহকেরা শশব্যস্তে তাঁহাকে তদবস্থাতেই লইয়া গিয়া ট্রেণে চড়াইয়া দিল। তিনি অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "কি আপদ্, এখানেও তাই। আহা! কি কষ্ট, কি কষ্ট!"

পঞ্চতীরাজকে দ্বিতীয় বার মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া বিলাসবতী অবাক হইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে 'কষ্ট' এই কথাটি শুনিয়া ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "অশুদ্ধ মনের নানা কষ্ট।" পরে আবার বলিলেন, "এ সকল হতভাগারাই বা কেন আসিল? উহারা হাঁ করিয়া কি দেখিতেছে! উহারা বুঝি রাজার সম্মান করিতে আসিয়াছে; রাজা যে বাতাসের ভরে মূর্চ্ছা যান, তা ও কি ওরা জানে না?" অনন্তর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বিকট হাস্য করিলেন, কপালে একটি করাঘাত করিয়া বলিলেন, "অদ্ভুত রহস্য! অদ্ভুত রহস্য! সংস্থকন্যা! তুমি কি সত্য সত্যই আমার অদৃষ্ট জানিতে পারিয়াছিলে?"

এ দিকে গাড়ি চলিতে লাগিল; পঞ্চতীরাজ একটু হাস্য করিলেন; মনে মনে বলিলেন, 'ঐ গাড়ি চলিতেছে; এখন কে আর আমার কি করিবে?'

তাঁহার কথা কেহই শুনিল না; তিনিই শুনিলেন এবং তিনিই আশ্বস্ত হইলেন।

দ্বাবিংশ স্তবক।

অতিথি আগমনে।

"প্রাণীরঙ্গভূমি ধনীর আশ্রয়,
নহে কাঙ্গালের দেশ।"

আশাকানন।

জিম্মার কুঠারাঘাতেও বীরেন্দ্রের প্রাণ বিয়োগ হয় নাই; এপ্রকার লোকের মৃত্যুও সহসা হয় না। তাঁহার অদৃষ্টে মৃত্যু থাকিলে, তিনি কখন অভিরামের হস্তে পরিত্রাণ পাইতেন না। তিনি আঘাতে ভূতলে পতিত হইলে, জিম্মা পুলিসের সঙ্গে সঙ্গে দেবগড়ে গমন করে; বীরেন্দ্র বাঁচিলেন, কি মরিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান রাখে না; সুতরাং তিনি সমস্ত রাত্রি তথায় তদবস্থাতেই পড়িয়া রহিলেন। প্রত্যুষে, ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র সস্ত্রীক শিবিকারোহণে সেই পথে যাইতেছিলেন। দৈবই যেন কোনও মহৎ কাজ সাধন করিবার আশয়ে পূর্ব্বাহ্লেই, বীরেন্দ্রের প্রাণদানের নিমিত্ত, একটি সদুপায় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা না হইলে, কি কখন এরূপ অদ্ভুত সংঘটন সম্ভবিত?

শিবিকাবাহকেরা ভূপতিত একটি নিশ্চেষ্ট নরদেহ সন্দর্শন করিয়া স্বীয় প্রভুকে সংবাদ প্রদান করে। শ্রীশচন্দ্রও অবিলম্বে শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া, যন্ত্র ও ঔষধ

পূর্ণ একটি বাক্স লইয়া তথায় গমন করিয়া, তাঁহারই পরম সুহৃদ বীরেন্দ্রকে অচৈতন্যাবস্থায় শয়িত দেখিতে পান। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক, যে বীরেন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র ও অভিরাম শৈশবে এক সঙ্গে অবস্থান ও বিদ্যাভ্যাস করিতেন, এবং শ্রীশচন্দ্র বীরেন্দ্রের জনকের অন্নেই প্রতিপালিত হন। স্বীয় প্রতিপালক-পুত্র পরম মিত্রের এতাদৃশ অবস্থা দর্শনে, শ্রীশচন্দ্র যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া ত্রস্তভাবে শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। আহত স্থান হইতে এখনও শোণিত বহির্গত হইতেছে। তিনি মলম দিয়া সেই স্থানে একটি ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলেন। অনন্তর স্বকীয় পাল্কিতে তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে গমন পূর্ব্বক, একটি বাসস্থান নির্ণয় করিয়া যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

গ্রামে গমন করিবার কিয়ৎক্ষণ পরে, বীরেন্দ্র চৈতন্য লাভ করিয়া, নেত্রোন্মীলন করিলে সম্মুখেই শ্রীশকে দেখিতে পাইয়া হর্ষে ও বিস্ময়ে নিমগ্ন হইয়া বলিলেন, "ভাই তুমি এখানে! তুমি কি আমার দুর্গতির বিষয় জানিতে পারিয়াছিলে?"

শ্রীশ বলিলেন, "না ভাই, অনেক দিন আমি তোমার কোনও সংবাদ পাই নাই। হাজারিবাগ হইতে কাশী যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে তোমাকে ভূপতিত দেখিয়া যে কত দূর শঙ্কা হইয়াছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু এখন আমার সকল ভয়ই দূর হইয়াছে, তোমার জীবনরক্ষা বিষয়ে আর সংশয় নাই।"

ক্রমে দুই পক্ষ অতীত হইল, বীরেন্দ্র অনেক সুস্থ হইলেন। শ্রীশচন্দ্রও আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিলেন। গমন কালে, বীরেন্দ্রের প্রমুখাৎ তাঁহার জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলি শ্রবণে, যার পর নাই চমৎকৃত হইলেন।

শ্রীশচন্দ্র প্রস্থান করিলে, বীরেন্দ্র একাকী হইলেন, সুতরাং সকল প্রকার চিন্তা আবার তাঁহার অন্তর্দ্দেশ আক্রমণ করিল। দুঃখ-প্রবণ বীরেন্দ্র-হৃদয়ে দুঃখই এক মাত্র অবলম্বন। বাল্যকালে, মাতৃপিতৃহীন হওয়ায়, তিনি মাতা পিতার যত্ন ও স্নেহ কিছুই জানিতে পারেন নাই। প্রবলপ্রতাপান্বিত নরপতিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও সামান্য লোকের ন্যায় তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কোনও বিষয়ে কোনও প্রকার লক্ষ্য না থাকিলে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। পঞ্চতীর সিংহাসন পাইতে পারিবেন কি না, বীরেন্দ্রের তাহাও স্থির নাই। প্রভাবতী কার্য্যে স্বকীয় আনুরক্তির প্রভূত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু প্রতাপচন্দ্রের গুপ্তাবাসে যাইতে বীরেন্দ্রের আর ইচ্ছা হইতেছে না। জয়মানিয়ার স্নেহ ও যত্ন প্রভাবতীর মমতা অপেক্ষা যে কতগুণে শ্রেষ্ঠ, বলা যায় না। বীরেন্দ্র, বলিতে গেলে, জয়মানিয়ার নিকট প্রাণদান পাইয়াছেন। জয়মানিয়া প্রাণদান না করিলে, প্রভাবতী বীরেন্দ্রের নয়নগোচরও হইতেন না। সেই জয়মানিয়াকে বীরেন্দ্র বিপদগ্রস্ত দেখিয়াছেন, জয়মানিয়া বীরেন্দ্রের জন্যই বিপদে পড়িয়াছেন। জয়মানিয়ার নিষ্কৃতি সাধন করিতে না পারিলে, বীরেন্দ্রের জীবনে প্রয়োজন নাই। এখন প্রভা-

বতীও বীরেন্দ্রের মনোরঞ্জন করিতে পারিবেন না। প্রতিহিংসাবৃত্তিও এখন বীরেন্দ্র-হৃদয় পরিত্যাগ করিয়াছে। বীরেন্দ্র, সম্প্রতি কৃতজ্ঞতা রসাস্বাদনে অভিলাষী হইয়াছেন; কৃতজ্ঞতাবৃত্তি চরিতার্থ না হইলে, পৃথিবীতে আর বীরেন্দ্র সুখ বা শান্তি লাভ করিতে পারিবেন না। কিন্তু জয়মানিয়া কোথায়, কি অবস্থায়, কালযাপন করিতেছেন, বীরেন্দ্র জানেন না। একাকী বনভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে, আবার বিপদ্ ঘটিতে পারে, সুতরাং পঞ্চতী গমন পূর্ব্বক লোক জন সমভিব্যাহারে তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানে বহির্গত হইবেন, স্থির করিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে পঞ্চতীর কি অবস্থা ঘটিয়াছে, কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন কি না, তাহাও সন্দেহ স্থল। এ সত্ত্বেও পঞ্চতী গমনই তাঁহার স্থির হইল। অনন্তর জয়মানিয়া প্রদত্ত কয়েকটি মাত্র মুদ্রা গৃহস্বামীকে প্রদান পূর্ব্বক, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পঞ্চতী সে স্থান হইতে আট ক্রোশের ন্যূন নয়। বীরেন্দ্র সমস্ত দিনে এই আট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, দিবাবসানে নগরের সীমায় উত্তীর্ণ হইলেন।

নগর উৎসবময়। তথায় সকলেই প্রফুল্ল; সকলের মুখেই আনন্দের চিহ্ন বিরাজমান। বীরেন্দ্র এ সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইলেন; এবং পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া একটি লোককে জিজ্ঞাসিলেন, "ব্যাপারটা কি?"

লোকটি বিস্মিত ভাবে বলিল, "সে কি! তুমি কি কিছুই জান না? কাল আমাদের রাজার বে হয়েছে; তাতেই সকলে মেতে উঠেছে।"

"পঞ্চতীরাজের না মৃত্যু হইয়াছে?"

"হাঁ মন্ত্রিরাজ মশায় মরেছেন।"

"তবে কি রাজকুমারের বিবাহ হ'ল?"

"হাঁ, হাঁ, ঠিক কথা।"

"আচ্ছা, নূতন রাজাকে কি সকলে ভাল বাসে?"

"আমি মশায়! ও সকল কথা কিছু জানি না। ওঁরা বড় লোক; গরিব লোকের কখন খবরাখবর করেন না; তবে, বে কি অন্য কোনও পর্ব্বের দিন আমাদিগকে একটা খ্যাট দেন। আমরা কোন দিনও পেট ভরে খেতে পাই না; তবে যদি কেহ কোন দিন খাওয়ান, তা হ'লে, অসুখের ভয়ে কম করিয়া খাই। মশায়! বড় বড় লোকে আমাদিগকে এক দিন পেট ভরে খেতে দেন, কিন্তু বচ্ছর ভরে আবার তার শোধ তোলেন।" এই বলিয়া সে লোকটি একটি বার, বিকট হাসি হাসিল, তার পর তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। বীরেন্দ্রকে সে বড় লোক বলিয়া জানিতে পারে নাই; কিন্তু পাছে কেহ ছদ্ম বেশে উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাহার এই ভয়। দুঃখীদের ত পদে পদে বিপদ। সে পথিককে অভিবাদন করিল; পথিক বড় লোক হইলে, যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে, তিনি রাগ করিতে পারিবেন না; আর ছোট লোক হইলেও ত বিলক্ষণ শিষ্টাচার হইয়াছে।

বীরেন্দ্রও অন্যমনস্কে সম্মুখের দিকে যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গেলে, দেখিলেন একটি অপ্রশস্ত রাস্তায় বৃহৎ জনতা হইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া একখানি পাল্কি আসিতেছে। বীরেন্দ্র তদ্দর্শনে দাঁড়াইলেন; ক্রমে কোলা-

হল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, বীরেন্দ্র সেই অবস্থায় সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। এটি বিবাহের সজ্জা। বাহকেরা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল, বীরেন্দ্র পথ ছাড়িলেন না। পাল্কি থামিল, এবং সহসা তদভ্যন্তর হইতে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

বীরেন্দ্র এই মূর্ত্তি দেখিবার জন্যই কি ব্যগ্র হইয়াছিলেন? তিনি যে নির্নিমেষ লোচনে ক্ষণকাল ঐ মূর্ত্তির দিকেই চাহিয়া রহিলেন! ভ্রূকুটি করিলেন,পরে অন্য দিকে সরিয়া গেলেন।

আহা একি হইল! আমাদের বর যে মূর্চ্ছিত হইলেন! কোনও শ্মশানবাসী প্রেতাত্মা কি সহসা আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া গেল! অথবা এই দীন দরিদ্র মলিন-বসন-পরিহিত পথিক যাদুমন্ত্রপ্রভাবে তাঁহার চৈতন্য হরণ করিল। যাহাই হউক, এমন সুখের ব্যাঘাত ঘটা বড় কষ্টকর। স্বামীর ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে আমাদের নববধূর হৃদয় বুঝি আকুল হইয়া উঠিল। সুবাস কুসুমটি বুঝি মুকুলিত হইতে না হইতেই শুকাইয়া যাইবে?

আহা! কি আশ্চর্য্য! এক যাত্রায় পৃথক ফল। একের অদ্ভুত উন্নতি, অপরের অদ্ভুত অবনতি!

দীন দুঃখীরাই ধনীদিগের ভয়ে সদা সশঙ্কিত হয়; কিন্তু ধনীরা ত চিরকালই দরিদ্রদিগকে তৃণবৎ মনে করিয়া থাকেন।

বীরেন্দ্র, রাস্তাপ্রান্ত হইতে একদৃষ্টে পাল্কির গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পরিশ্রমে একান্ত ক্লান্ত ও দুর্ভাবনায় নিতান্ত অধীর হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে এখন সহসা এক প্রকার হাসি প্রকাশ পাইল।

তিনি তখন আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, "হাঁ আমাকে চিনিতে পারিয়াছে; আচ্ছা আমার সহিত আবারও দেখা হইবে, আমি ব্যস্ত হইতেছি না!"

সেই দিন সায়ংকালে, মুকুন্দরামের বাটীতে এক জন অতিথি আসিলেন। নবরাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে, মুকুন্দরামই তাঁহার প্রধান অমাত্য হইয়াছেন। রাজার বিবাহ উপলক্ষে মন্ত্রি মহাশয়ের বাটীতেও বিলক্ষণ আমোদ প্রমোদ হইতেছিল। তিনি সমস্ত পারিষদবর্গে মিলিত হইয়া, উপরের একটি প্রশস্ত গৃহে গান বাদ্য করিতেছিলেন। অতিথি আসিয়াছেন, শ্রবণমাত্র তিনি বন্ধুবর্গকে বসিতে বলিয়া স্বয়ংই তাঁহার সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত, বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। বৈঠকখানাটিও বিলক্ষণ সুসজ্জিত, উহার মধ্যদেশে একটা সেজ জ্বলিতেছিল। মুকুন্দরাম গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সেজের পরিষ্কার আলোকে আগন্তুকের মুখ দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন, এবং ব্যস্ত ভাবে স্বকীয় কর দ্বারা তাঁহার চরণযুগল বন্দন করিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হায় কি সর্ব্বনাশ! আমরা কি করিলাম!"

অতিথি সোদ্বেগে বলিলেন, "চুপ কর চুপ কর; দোরটি ভেজিয়ে দাও; আর গোল করিও না।"

এদিকে মুকুন্দরামের পারিষদবর্গ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিরক্তও হইলেন। এমন সময়ে, মুকুন্দরাম তথায় উপস্থিত হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ভাই সকল, আমি একটি ভয়ানক বিপদে

পড়িয়াছি। তোমরা কিছু মনে করিওনা। আমার মনের ভাব এখন যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে আমি কোনও মতে আমোদ করিতে পারিব না। আমাকে এখন নির্জ্জনে কোনও একটি বিষয় পরামর্শ করিতে হইবেক। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক যে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, তোমরা কখন এরূপ মনে করিও না। আমি চলিলাম; এত আর পরের বাড়ী নয়; তোমরা সকলে মিলিয়া আমোদ প্রমোদ কর।"

মুকুন্দরামের বাক্য শ্রবণে, সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি না থাকিলে, কখন গান বাদ্য জমিবে না। আপনি চলিলেন, আমরা থাকিয়াই বা কি করিব? এই বলিয়া সকলেই তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমোদ-প্রিয় মন্ত্রি মহাশয়ের সহসা যে কেন আমোদে এত দূর অনাস্থা জন্মিল, কেহই অনুমান করিতে পারিলেন না।

ত্রয়োবিংশ স্তবক।

একাকিনী।

অনাথিনী করি মোরে জনক আমার,
ত্যজিলেন ধরাতল সুখধাম আশে;
সঙ্গিনী দুহিতা ছিল সংসারে পিতার,
একাকিনী আজি এবে পারাবারে ভাসে।

সকলই অনিত্য,—অস্থায়ী। আমোদ প্রমোদ আর ক দিন থাকিবে! এক বার পরিণাম ভাবিয়া দেখ। ঐ দেখ, ওদিকে কি হইতেছে! একটি জীব নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অনন্তকালের নিমিত্ত অনন্তশয্যায় শয়ন করি তেছে!

"প্রভাবতী মা আমার!"

এই বাৎসল্য পূর্ণ কথা কয়েকটি অতি কাতর স্বরে উচ্চারিত হইবা মাত্রই, প্রভাবতী জনকের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"বাছা আমি চলিলাম, কিন্তু তোমার কিছুই করিয়া যাইতে পারিলাম না।"

"বাবা, তুমি আমার জন্য ভেব না। নিঃসহায়ের ঈশ্বরই সহায় হন।"

"বাছা পৃথিবী বড় নিদারুণ।"

প্রভাবতীর চক্ষে জল আসিল। তাঁহার প্রফুল্ল মুখের

স্বাভাবিক সুমধুর হাসি অন্তর্হিত হইল। তিনি বলিলেন, "বাবা তুমি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইও না। আমি অক্লেশে সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারিব। বিপদে কাতর হওয়া আমার স্বভাব নয়।"

প্রতাপচন্দ্র স্বীয় ক্ষীণ বাহু বিস্তার পূর্ব্বক, প্রভাবতীকে ধরিলেন। অনন্তর তাঁহার মুখকমল চুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাছারে তুমিই আমার জীবনের সম্বল। আমি এত দিন তোমাকে দেখিয়াই জীবিত ছিলাম।"

প্রভাবতীর মুখে বাক্য সরিল না; তিনি অশ্রুজলে বৃদ্ধের শয্যা সিক্ত করিতেছিলেন।

"বাছা, আমি কি তোমাকে না দেখে সেখানে থাকিতে পারিব। ওকি! তুমি কি কাঁদছ? ছি, কেঁদ না। আজ আমার অসহ্য কষ্ট হইতেছে, আমি চলিলাম, আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। বাছা রাত্রি কত?"

প্রভাবতীর কোনও উত্তর করিবার পূর্ব্বে পাখী ডাকিল। মুমূর্ষু ব্যক্তি এক মনে সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া একটু প্রফুল্ল হইলেন। তাঁহার যেন সহসা জ্ঞানোদয় হইল; সহসা যেন প্রবোধ দিনকর তাঁহার মানসকুজ্ঝটিকায় প্রবিষ্ট হইয়া, বিমল রশ্মি প্রদান করিতে লাগিল, তিনি যেন দিব্যচক্ষে ভবিষ্যৎ সন্দর্শন করিয়া বলিলেন, "বাছা ঐ শুন পাখী ডাকিতেছে; কুক্কুটের স্বরও শুনা যাইতেছে; আমার আর অধিক বিলম্ব নাই; আমি অচিরে গিয়া তোমার জননী ও ছোট ছোট কয়েকটি ভাই ভগিনীর সহিত সংমিলিত হইব।"

প্রভাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা এখনও

সকাল হয় নাই, তোমার ভুল হয়েছে, এই মাত্র ও যে চক্রবাক ডাকিল।”

প্রতাপচন্দ্র নীরব রহিলেন। প্রভাবতী তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া আবার বলিলেন, “বাবা, দাদা বাড়ী আসিলে আমি কি তোমার আশীর্ব্বাদ জানাইব?”

তিনি কিছুই বলিলেন না; তাঁহার মুখমণ্ডলের জ্যোতি তিরোহিত হইল, মুখ গম্ভীর হইল; তাঁহার বুঝি অন্তর্যাতনা হইতে লাগিল। গতানুশোচনাই বুঝি, তাঁহার ভাবী আশা ভরসা বিনষ্ট করিল। কিন্তু প্রতিক্ষণেই স্বর্গ সন্নিকট হওয়ায়, পার্থিব বিষয় সকলও তাঁহার হৃদয় হইতে তিরোহিত হইতে লাগিল। তিনি পৃথিবীর সংস্রব পরিত্যাগ করিতেছেন, পৃথিবীর যন্ত্রণাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে।

প্রভাবতী পিতার নীরবে ভীতা হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলে, বৃদ্ধ অতি কাতর কিন্তু স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, “বাছা সে অনুতাপিত হইলে, তুমি তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিবে, এবং আমার শেষ আশীর্ব্বাদ জানাইবে।” প্রভাবতী-জনকের এই শেষ কথা। দুই এক বার তাঁহার অধরোষ্ঠ কাঁপিল, হয়ত তিনি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিলেন। পরিশেষে তনয়ার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; প্রভাবতীর জন্যই বুঝি তাঁহার অতিশয় যন্ত্রণা হইতেছিল। প্রভাবতী, একাকিনীই পিতার শয্যার উপবিষ্টা আছেন। তথায় পরিচারিকা নাই; তিনিই আসিতে দেন নাই; কারণ প্রভাবতী জনকের মন জানিতেন, অপর কাহারও আগমন তাঁহাকে সেই সময়ে বিরক্ত করিতে পারে। রজনী

নিস্তব্ধ। মৃত্যুকালীন দীর্ঘশ্বাস, এবং বাহিরে বৃষ্টির শব্দ ব্যতীত, অন্য কোনও রূপ গোলযোগ নাই। আসন্নকালে নিস্তব্ধতার বিশেষ প্রয়োজন। চক্ষে জল দেখিলে, পাছে পিতার অধিক কষ্ট হয়, প্রভাবতী এই আশঙ্কায় অনেক কষ্টে অশ্রু সংবরণ পূর্ব্বক বিমর্ষভাবে পিতৃমুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে কথাটি নাই; চক্ষে পলক পর্য্যন্ত পড়িতেছে না; কিন্তু এ সত্বেও বদনকমলে যে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় মনোহর ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতেই প্রভাবতী পিতাকে বিশেষ সান্ত্বনা করিতে-ছেন। অতিশয় কারুণ্যরসোদ্দীপক বাক্যও কখন এত দূর করিতে পারিত না।

সম্প্রতি বৃদ্ধের এক প্রকার মোহ উপস্থিত হইল। এ নিদ্রা নয়, তন্দ্রাও নয়, তথাচ তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইয়া আসিল; তিনি আর প্রভাবতীকে ধরিতে পারিলেন না; হস্তদ্বয় স্বকীয় বক্ষঃস্থলেই স্থাপিত হইল।

তিনি হঠাৎ চকিত হইলেন; তাঁহার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কি যেন দেখিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল; স্বর্গীয় জ্যোতি প্রকাশ পাইল। অধরোষ্ঠে অনির্ব্বচনীয় এক প্রকার মধুর হাসি বিরাজ করিতে লাগিল; তাঁহার অক্ষি-দ্বয় পলকহীন হইল; পত্র পড়িল; নয়ন মুদ্রিত হইল। তিনি সুকুমার বালকের ন্যায় মধুর হাসি হাসিতে হাসি-তেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মুখ প্রফুল্ল রহিল, অধরোষ্ঠেও হাসি রহিল, কিন্তু এ নিদ্রা এ জগতে আর ভাঙ্গিল না।

প্রভাবতী, জনকের মুখের কাছে মুখ লইলেন ; কিন্তু তাঁহার আর নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়িতেছে না, জানিতে পারিলেন ; সহসা কি হইল বুঝিতে পারিলেন না। নূতন শোকে প্রভাবতী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। শৈশবাবধি তিনি জনক আর ভ্রাতা ব্যতীত, কাহাকেও জানেন না ; এখন সে ভ্রাতাই বা কোথায় ; জনকই বা কোথায় গেলেন। প্রভাবতী এখন একাকিনী। সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে, বৃদ্ধের কোনও অসুখ ছিল না ; কিন্তু এখন তাঁহার দশা কি হইল ! জনকের অবস্থা সহসা এরূপ হইল কেন, প্রভাবতী এক প্রকার বুঝিলেন। ধনক্ষয়ে কখন তাঁহার এরূপ হয় নাই। সোপার্জ্জিত সমুদায় সম্পত্তি নষ্ট হইলে তিনি এক দিনও দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যখন 'ভয়ানক বিষয় অচিরে প্রকাশ হইয়া পড়িবে,' পথিকের মুখ হইতে এরূপ বাক্য নিঃসারিত হইয়াছিল ; সে যে কোন্ বিষয় এবং কতদূর ভয়ানক, তাহা স্থিরীকৃত না হইলেও বৃদ্ধের হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার শরীরও মন উভয়ই এখন নিস্তেজ হইয়াছে ; তিনি আর কোনও রূপ অপমানজনক বিষয় সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। ভাবী অপমান ভয়ে, প্রতাপচন্দ্র সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন ; তাঁহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইল ; শরীরও ক্ষীণ হইতে লাগিল ; এবং তিনি একেবারে সকল প্রকার কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

দুর্ভাবনায় প্রভাবতী-জনকের মৃত্যু প্রকৃত সময়ের অনেক পূর্ব্বে হইল ; কিন্তু এ জগতে কটা বিষয় সর্ব্বতোভাবে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে ? তাঁহার কয়েকটি বিষয়ের

অসুখ থাকিলেও তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবান অতি বিরল। চিরকাল, বিশেষতঃ বার্দ্ধক্য দশায় প্রীত হইয়া জীবনাতি-পাত করা কজনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? কি আহারে, কি বিহারে, কি শয়নে, কি উপবেশনে, কি সুখে, কি দুঃখে সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই জগতের সংবর্দ্ধিনী রমণীরত্ন কজনের আদেশ পরিপালনে, সতত সন্তর্পণে, অবস্থিতি করেন। তিনি স্নেহপূর্ণা সহোদরা, অথবা প্রেমময়ী প্রণয়িনী অথবা প্রাণসমা দুহিতাই হউন না কেন, প্রকৃতির সুনিপুণ কর সকলেতেই সমানরূপে কারুণ্য রস প্রদান করিয়াছে। তিনি সর্ব্বদা তোমাকে সুখী করিবার নিমিত্ত, তোমার নিকট অবস্থান করিতেছেন; মুহূর্ত্তকের জন্যও তিনি না হইলে, তোমার চলে না; তিনিও মুহূর্ত্তকের জন্য তোমাকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না; তোমার তাঁহাকে প্রয়োজন, তাঁহারও তোমাকে প্রয়োজন; তোমাকে তিনি কত ভাল বাসেন, তোমার কাছে কতক্ষণ থাকেন তাতেই নির্ণয় করিতেছে; তুমি মনে মনে বিলক্ষণ বুঝিতেছ, ইনি সকল সময়ে আমার কাছে থাকেন, কারণ ইঁহার অন্তরের প্রধান বৃত্তি আমাতেই সন্নিবিষ্ট, আমি তাঁহাকে দেখিতেছি; তাঁহার মনও দেখিতেছি। সমগ্র জগতের অত্যয়েও এক জন চিরকাল আমার অনুরক্ত থাকিবেন। কি গমন কি উপবেশন কি কথোপকথন সকল স্থলেই তিনি সেই আনুরক্তির পরিচয় দিতেছেন; আমার দুর্ব্বল অবস্থায় তিনিই আমার বল; দুঃখ দুর্দ্দিনে পতিত হইয়া নৈরাশ্য সাগরে নিমগ্ন হইলে, তিনিই আমার আশ্রয় স্থল হইবেন, আমাকে অকূল হইতে উদ্ধার করিবেন; এ চিন্তা কতদূর মনোহারিণী!

যাঁহার অদৃষ্টে এরূপ ঘটে, তিনি কতদূর ভাগ্যবান! আমাকে কেহ ভাল বাসে, এই বোধই মানবজীবনের একটি প্রধান সুখ। আমার গুণে আমাকে ভাল বাসে; না, আমার কোনও গুণ না থাকিলেও আমাকে ভাল বাসে, এরূপ জ্ঞানই অধিক সুখকর। প্রভাবতী-জনকের কি এরূপ জ্ঞান ছিল না? তিনি কি এরূপে জীবনের এক অতি প্রধান সুখের অধিকারী নন। তাঁহার কিসের অভাব? প্রতি মুহূর্ত্তেই ত তাঁহার নয়ন-তারা সম্মুখেই রহিয়াছেন। যিনি প্রীতিরস সম্ভোগে সমর্থ, তাঁহার কোনও কালে কোনও রূপ কষ্ট হয় না। পবিত্র সন্তানের অনুরাগ তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, সুতরাং অন্যান্য পার্থিব ক্লেশ তাঁহাতে বিলয় পাইতেছিল। গুপ্তাবাস অবধি প্রতাপচন্দ্র বলিতে গেলে, একেবারে পৃথিবীর সহিত সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি নিরন্তর প্রকৃতিরূপিণী হৃদয়ানন্দ-দায়িনীকে সন্দর্শন করিয়া মনঃপ্রাণ শীতল করিতেন। তাঁহার আহার-দ্রব্য সেই স্নেহময়ীর হস্তেই প্রস্তুত হইত; তিনি শয়ন করিলে, সেই করই তাঁহার শরীরে আবর্ত্তিত হইত; তিনি সেই কৃষাঙ্গীকেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্দ্দেশ অন্ধতমসে সমাচ্ছন্ন হইলেও, একটি স্বর্গীয় কুসুম তথায় প্রস্ফুটিত হইয়া স্বকীয় মহোজ্জ্বল প্রভায় সেই তমঃ সর্ব্বাংশে বিদূরিত করিতেছিল। নিদ্রিতাবস্থায় তিনি সেই কুসুম স্বপ্নে দেখিতেন, জাগ্রতে প্রত্যক্ষ বিলোকন করিতেন। তাঁহার হৃদয়কন্দর উহার সুবাসে পরিপূরিত এবং প্রভায় আলোকিত। তিনি নির্জ্জন বন প্রদেশেও অমরাবতীর সুখ ভোগ করিতে

ছিলেন ; এখন অনন্ত কালের নিমিত্ত অমরাবতীতেই প্রস্থান করিলেন।

প্রভাবতী এখন একাকিনী। পিতৃবিয়োগে তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। কয়েকদিন অতীত হইলে, শোকের আতিশয্য একটু কমিল। তিনি এখন কি করিবেন ? কোথায় যাইবেন ? কেই বা তাঁহাকে আর স্নেহ ও যত্ন করিবে? পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তথায় এমন একটিও লোক নাই। তিনি অতি পবিত্র রত্ন ; তাঁহার স্বভাবও পবিত্র। দুর্নিবার দারিদ্র্য বিকট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কবলিত করিতে আসিতেছে, তিনি বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহাকে কি অবশেষে ভিকারিণী হইতে হইবে ?

এ ত লোকালয় নয় ; এখানে মুষ্টি ভিক্ষাও দুর্লভ। তিনি কি তবে এই তরুণ বয়সে যোগিনী হইয়া ফল মূল আহার পূর্ব্বক বনে বনে বিচরণ করিবেন ? পিতার সঞ্চিত ধনও নাই। ব্যবহারোপযোগী যে সকল দ্রব্য জাত আছে তাহা বিক্রয় করিবারও এখানে কোনও সুবিধা নাই। বিপদের সময় ধৈর্য্যের বিশেষ প্রয়োজন, প্রভাবতীও ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি এক এক বার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার মানস করিলেন, কিন্তু তথায় কিরূপেই বা যাইবেন, এবং কিরূপই বা সকলে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবে, এই আশঙ্কা আবার তাঁহাকে ঐ চিন্তা হইতে বিরত করিতে লাগিল। দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার কিছুই স্থির হইল না।

ক্রমে সপ্তাহ অতীত হইলে এক দিন তাঁহাদের মহেশ্বর-মন্দিরে দুইটি অতিথি আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের এক

অন্য যুবক, অপরটি যুবকের পরিণীতা। যুবক কাশীতে রাজ-কার্য্যোপলক্ষে সস্ত্রীক তথায় আসিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব বিশুদ্ধ; সকল প্রকার সদ্‌গুণই তাঁহাতে আছে। কিন্তু যুবতীটির প্রকৃতি অন্যরূপ। ... অনল তাঁহার হৃদয়ে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় নিরন্তর ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছে; সামান্য বাতাসেই সেই অনল প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠে। তাঁহার হৃদয় কারুণ্য ... বিবর্জ্জিত, পশু-হৃদয় সদৃশ। সৎকার্য্যে তাঁহার আস্থা ..., কিন্তু কুকার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রভাবতী সায়ংকালে পরিচারিকাকে সঙ্গে ... করিয়া দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিলে, সেই দুইটি অপরিচিত যুবক যুবতীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে দেখি... নীরবে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল ..., যুবক প্রভাবতীকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে..., "ভদ্রে আপনি কে? এবং এখানে এরূপ অবস্থাতে ... বা কেন অবস্থিতি করিতেছেন?" প্রভাবতী বিষণ্ণ ভাবে উত্তর করিলেন, "মহাশয় আমার পিতা আমাকে লইয়া কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এই মহাদেব-মন্দিরের পার্শ্বস্থ গৃহে বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; আমি এখন একাকিনী এই অরণ্যে পতিত হইয়াছি। মহাদেবের সায়ংকৃত্য সমাধানের নিমিত্ত এখন এখানে আসিয়াছিলাম।"

"আপনাদের এস্থলের ব্যয় কিরূপে চলিত?"

"যে সকল মহাপুরুষেরা মহাদেবের অর্চ্চনায় আসিতেন, তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ দানেই আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।"

"আপনি এখন কিরূপে মহাদেবের পূজা চালাইবেন, আর একাকিনীই বা কেমনে থাকিবেন ?"

"উভয় কাজই আমার পক্ষে কষ্টকর।"

"আপনি লোকালয়ে যাইতে বাসনা করেন কি ?"

"আমি কোথায় যাইব, ত্রিসংসারে আমার কেহই নাই। আমি সংসারে একাকিনী !"

প্রভাবতীর এই সকল কথায় যুবকের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হওয়ায় তিনি বলিলেন, "আমরা কাশী যাইব, সেখানে অনেক সাধু পুরুষ আছেন ; যাহাতে কাহারও কোনও রূপ পদমর্য্যাদার লাঘব না হয়, অথচ অক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যায়, তাঁহারা এরূপ কোনও সদুপায় করিয়া দিয়া থাকেন। আপনি সেখানে যাইতে ইচ্ছা করিলে, আমি আপনাকে সহোদরা ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া যত্ন পূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারি।"

প্রভাবতী এখন বিপদে পড়িয়াছেন ; তিনি মনোবৃত্তি সকল কঠোর করিতে শিখিয়াছেন ; বনপ্রদেশে থাকিলেত নিঃসন্দেহই মারা পড়িবেন, লোকালয়ে গেলে কোনও না কোনও সুবিধা হইলেও হইতে পারে ; মনে মনে এরূপ আন্দোলন করিয়া যুবকের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। প্রভাতেই তাঁহাদের গমন স্থির হইল ; এবং প্রভাবতী পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, পিতৃপ্রতিষ্ঠিত মহাদেবমন্দির পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকালয়ে প্রবেশ করিলেন।

পাঠক কি অভ্যাগত যুবককে চিনিতে পারিয়াছেন ? ইনি আপনাদের পরিচিত সেই শ্রীশচন্দ্র।

চতুর্বিংশ স্তবক।

ভ্রাতৃ-সম্ভাষণে।

"আর কারে করি ভয়, ব্যাঘ্র সর্পে তত নয়,
মানুষ জন্তুকে যত ডরি।"

বঙ্গসুন্দরী।

শ্রীশচন্দ্র অল্প দিন মাত্র সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি এখন পর্য্যন্ত সংসারের রীতি নীতি কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। নানা বিষয় দেখিলে শুনিলে, যে দূর-দর্শী প্রজ্ঞা জন্মে তাঁহার তাহা এখনও জন্মে নাই। তাঁহার পবিত্র হৃদয়, তিনি সকলকেই পবিত্র মনে করিতেছেন। তিনি গ্রন্থে লোকের যে রূপ গুণ-কীর্ত্তন পাঠ করিয়াছেন, তাহাই সংসারে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহার এখন কল্পনাশক্তি সাতিশয় তেজস্বিনী। তিনি কল্পনাবলে সকল দিকেই সুধা দেখিতেছেন; গরল তাঁহার চিন্তার অতীত। তিনি লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। কাশী পবিত্র ক্ষেত্র, সাধুদিগের বাসস্থান, সুতরাং তিনি মনে করিলেন, কাশী সদৃশ পুণ্যক্ষেত্রে কেন একটি সরলা বালিকা সৎপথে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে না পারিবে? কিন্তু সময় আসিল, তিনি প্রকৃত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে

লাগিলেন। তাঁহার কল্পনার প্রাধান্য কমিয়া গিয়া, প্রজ্ঞা বাড়িল; চিরন্তন বিশ্বাস সকলও শিথিল হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে যে মনুষ্যকে তিনি ঈশ্বরের মহৎ কাজ, জগতের শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; এখন প্রকৃত চক্ষে তাহারি কার্য্যপ্রণালী প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে অতি হেয় ও অসার জীব মনে করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে মনুষ্য দেখিলেই তিনি সমাদর করিতেন; তাঁহার অন্তঃকরণ সাতিশয় প্রফুল্ল হইত; কিন্তু এখন সেই মনুষ্য দেখিলেই দূরে পলায়ন করেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক কখন তাহার সঙ্গ কামনা করেন না।

শ্রীশচন্দ্র কাশীতে গিয়া, প্রভাবতীকে কাহারও নিকট রাখিবেন, মানস করিয়া তত্রস্থ প্রসিদ্ধ সাধুদিগের বিশেষ অনুসন্ধান করিলে, জানিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভণ্ডতপস্বী। তিনি একটি সরলা অবলাকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিরুদ্বেগে থাকিতে পারিবেন না, মনে করিয়া, আপন বাটীতেই রাখিতে সম্মত হইলেন। প্রভাবতী কয়েক দিন তথায় অবস্থিতি করিলে, বাড়ীর কর্ত্রীটি সাতিশয় ঈর্ষাপরায়ণা হইয়া উঠিলেন। প্রভাবতীর অনুপম রূপরাশিই এখন তাঁহার পরম শত্রু হইল। শ্রীশচন্দ্রের পত্নী স্বীয় পতি এবং প্রভাবতীর চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইয়া প্রভাবতীর অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীশচন্দ্র স্ত্রীর এরূপ অনৈসর্গিক ব্যবহারে সাতিশয় বিরক্ত হইলেন, কিন্তু ইহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর তাঁহাকে সৎপাত্রস্থা করিয়া নিরুদ্বেগ হইতে ইচ্ছা করিলেন। এ সম্বন্ধে প্রভাবতীর অভিপ্রায় কি, জানিবার মানসে এক

দিন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভগিনি! তুমি দিন দিন যে রূপ ক্ষীণ হইতেছ, তাহাতে আমার যার পর নাই কষ্ট হইতেছে; তোমার বাবা তোমাকে এ অবস্থায় দেখিলে, না জানি কি মনে করিতেন?"

"তিনি থাকিলে, কখন এরূপ হইত না।"

"ভগিনি! তোমার যে এখানে কষ্ট হইতেছে, আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু কি করিব, আমি নিরুপায়। আমার ইচ্ছা আমি তোমাকে একটি সৎপাত্রে সম্প্রদান করিয়া সুখী হই।"

প্রভাবতী লজ্জিতা হইলেন, এবং অবনতমুখে মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "আমাকে গ্রহণ করিতে কেহই সম্মত হইবেন না। আপনি ত জানেন, যে, ত্রিসংসারে আমার কেহই নাই।" প্রভাবতী আর কিছুই বলিতে পারিলেন না; নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীশচন্দ্র প্রভাবতীকে সাতিশয় বিকলচিত্ত দেখিয়া নানা প্রকার উৎসাহের বাক্য কহিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন।

প্রভাবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে রোদন করিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন; কিন্তু তখন আবার নানা প্রকার চিন্তা তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি স্বকীয় জীবনের আনুপূর্ব্বিক ভাবিতে লাগিলেন। প্রতাপচন্দ্র কেবল তিন বৎসর মাত্র দুহিতা সমভিব্যাহারে অরণ্যে বাস করিতেছিলেন। প্রভাবতীও এই তিন বৎসর জনক ব্যতীত, আর কাহাকেও জানিতেন না। বীরেন্দ্র তাঁহাদের গুপ্ত আবাসে উপস্থিত হইলে, প্রভাবতী তিন বৎসর পরে কেবল সেই এক বার অপরিচিত পুরুষ দেখিতে পান। তিন বৎসর পূর্ব্বে

তাঁহার মনের ভাব এক রূপ ছিল, এখন অন্যরূপ হইয়াছে। তিনি এখন কটাক্ষপাত করিতে শিখিয়াছেন। তিনি কটাক্ষ-বাণে বীরেন্দ্রকে বিদ্ধ করেন, এবং আপনিও বীরেন্দ্রের কটাক্ষে বিদ্ধ হন। প্রভাবতী এ বিদ্যা কোথায়, কাহার নিকট শিখিলেন? কেন, বয়স রূপ উপদেষ্টা ত' তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গকেই উহাদের প্রয়োজনীয় বিদ্যা বিশেষরূপে শিখাইতেছে।

আজ কাল অনেকে কটাক্ষের ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, কটাক্ষ কখন উভয়ের অন্তরে প্রণয় সঞ্চার করে না। এ সকল লোকের কথা সত্য কি মিথ্যা, আমরা জানি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে, দর্শন মাত্রেই প্রভাবতী বীরেন্দ্রের অনুরাগিণী হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। তিনি পুরুষান্তর পরিগ্রহ করিবেন না বিধায়, কৌশলে শ্রীশচন্দ্রকে বিবাহের উদ্যোগচেষ্টা হইতে নিবারণ করেন। কেহ কেহ, হয়ত, বলিবেন প্রভাবতী লজ্জাবশতই বিবাহ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার তাৎকালিক কার্য্যপ্রণালী অন্য বিষয় জ্ঞাপক। শ্রীশচন্দ্র প্রস্থান করিলে, কর্ত্রীটির কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি প্রতি দিন যে রূপ ঈর্ষাপরায়ণা হইয়া উঠিতেছেন, তাহাতে তথায় অবস্থান আর নিরাপদ নয় এক প্রকার বুঝিলেন। বীরেন্দ্র সমাগম লাভেও আর তাঁহার আশা নাই; সুতরাং জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক একেবারে সকল প্রকার ক্লেশের অবসান করিতে স্থির সংকল্প হইলেন। অনন্তর দ্বারের বাহিরে রাস্তায় উপস্থিত হইয়া সচকিত ভাবে চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত

করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কে যেন তাঁহার দিকে আসিতেছে। আগন্তুককে দেখিবামাত্রই প্রভাবতী যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। সেই লোকটি দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে, প্রভাবতী দৌড়াইয়া গিয়া বাহুপাশ দ্বারা তাহাকে ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দাদা! আমার দুঃখ জানিতে পারিয়া তুমি কি আমারই কাছে আসিতেছিলে। দাদা! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?"

সেই লোকটি নির্নিমেষ লোচনে প্রভাবতীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিল, ক্ষণকাল নীরব রহিল; পরে তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তিরস্কার করিতে করিতে বলিল, "তোমার দাদা কে?"

প্রভাবতী ধীরে ধীরে ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সজল নয়নে আবার তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "দাদা! দাদা! আর আমাকে প্রতারণা করিও না; দাদা! বাবা নাই; তোমার প্রভাবতী আজ একাকিনী। তুমি আমাকে হতাদর করিলে আমি কোথায় যাইব?"

চতুর্দ্দিক হইতে কৌতুক দেখিবার জন্য রাস্তার দুই পার্শ্বে অসংখ্য লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে সেই ব্যক্তি ক্রোধভরে প্রভাবতীর প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কাশীর মেয়েদের বুঝি এই রীতি। তুমি শীঘ্র আমাকে ছাড়িয়া দাও; নইলে আমি এখনই পুলিস ডাকিয়া তোমাকে জব্দ করিব।

এই কথা শ্রবণমাত্র, প্রভাবতীর হস্ত আগন্তুকের গাত্র হইতে স্খলিত হইল, তিনি নিস্পন্দভাবে পুত্তলিকাবৎ

দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই ব্যক্তি এই অবসরে তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক এক খান গাড়ি ভাড়া করিয়া প্রস্থান করিল।

প্রভাবতী একদৃষ্টে, গাড়ির দিকে চাহিয়া রহিলেন, গাড়ি দৃষ্টিপথের অতীত হইলে, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে অজস্র ধারা বহিতে লাগিল, তিনি সহসা ভূতলে পতিত হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন।

পঞ্চবিংশ স্তবক।

কারাগারে।

"হায়! সে দিন কি পাব?
সুখে তরুবিটপে বসিব
পঞ্চম তানে ললিত গাইব
* * *
কবে নয়ন জুড়াইবে
কবে শৃঙ্খল বন্ধন ঘুচিবে।"

সদ্ভাবশতক।

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলেও অতিথি মুকুন্দরামের আলয় পরিত্যাগ করিলেন না। সপ্তাহ অতীত হইল, তিনি তথায়ই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মাস অতীত হইল, তিনি অন্যত্র গমন করিলেন না। তিনি সমস্ত দিন হয়, একাকী নির্জ্জনে বসিয়া থাকেন, না হয়, মুকুন্দরামের সঙ্গে কোনও এক গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ করেন। পঞ্চীতে চোরের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব থাকায় মুকুন্দরামের পত্নী প্রথমে অতিথিকে আশ্রয় দেওয়ায় স্বামীর উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অতিথি তাঁহাদের দ্রব্যাদি অপহরণ করিলেন না, পরন্তু তাঁহার সন্তানদিগের সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন দেখিয়া, তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা থাকিল না। তিনি

অতিথির পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন, কিন্তু লজ্জাবশত স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

পাঠকবর্গ কি অতিথির পরিচয় জানিতে চান? ইনিই পঞ্চতীর একমাত্র রাজকুমার বীরেন্দ্র। এস্থলে, এরূপ ভাবে অবস্থান কালীন, কেহ বীরেন্দ্রকে প্রফুল্লচিত্ত দেখে নাই। তিনি সর্ব্বদাই গম্ভীরভাবে থাকিতেন। সরলা নাম্নী মুকুন্দরামের সর্ব্বকনিষ্ঠা দুহিতা বীরেন্দ্রের সাতিশয় প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠে; সরলাই বালস্বভাবসুলভ নানা রূপ ক্রীড়া করিয়া তাঁহাকে দুই এক বার হাসাইত। বীরেন্দ্র সমস্ত দিন বাটীর বাহির হইতেন না, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে নগর পরিভ্রমণ করিতে যাইতেন। পঞ্চতী প্রবেশের পর দিন হইতেই তিনি এরূপ করিতেন; কারণ কি, কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না।

যত দিন যাইতে লাগিল, তাঁহার মানসিক যন্ত্রণা ততই বাড়িতে লাগিল, তিনি ততই অধীর হইতে লাগিলেন। এক দিন, অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াই তিনি ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। কিয়দ্দূর গমন করিলে, এক প্রকার বাদ্যধ্বনি শুনিতে পান; সেই ধ্বনি তাঁহার শ্রবণে অমৃত বর্ষণ করিল, তিনি সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া চলিলেন। পরিশেষে যে স্থান হইতে সেই স্বর নির্গত হইতেছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, প্রান্তর মধ্যে কয়েকটি মাত্র শিবির সংস্থাপিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে কয়েকটি ইউরোপীয় যুবক যুবতী গান বাদ্য করিতেছে। বীরেন্দ্র তথায় একখানি শৈলমূলে উপবেশন পূর্ব্বক, সেই আরামদায়ক সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। তিনি সে

দিবস অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার এক প্রকার রাত্রি জাগরণই হইয়াছিল। আর এই কয়েক ক্রোশ চলিয়া আসায় পরিশ্রমও হইয়াছে, সুতরাং অনতিবিলম্বেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল নিদ্রার পরই তাঁহার কর্ণে কিসের শব্দ প্রবেশ করিল। মনে হইল, কেহ যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে; তিনি জাগিলেন, উঠিয়া বসিলেন, সম্মুখের দিকে দেখিলেন, বর্ম্ম পরিধান একটি শ্বেতকায় মহাপুরুষ দণ্ডায়মান আছেন। বীরেন্দ্র ক্ষণকাল তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত দেখিয়া সেই মহাপুরুষ হাস্যবিকসিত মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরেন্দ্র বাবু! তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

বীরেন্দ্র বিস্মিত ভাবে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কিছুই ঠিকানা করিতে পারিলেন না, সুতরাং লজ্জিত ভাবে বলিলেন, "না।"

"আমার নাম উইলমট। আমি তোমাদের জমীদারীর ম্যানেজার ছিলাম; এখন দেবগড়ে আছি।"

"হাঁ এখন চিনিয়াছি।" এই বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি এখানে কেন?"

"বড় দিন উপলক্ষে আমরা আমোদ প্রমোদ করিতে আসিয়াছি।" এই কথা বলিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরেন্দ্র বাবু! কে নাকি তোমাকে মারিয়াছিল?"

"সে কি, আপনি তাহা কিরূপে শুনিলেন!"

"তা পরে বলিব, কিরূপে বাঁচিলেন, আগে বলুন।"

"কোনও একটি কামিনীর যত্নে জীবন পাইয়াছি।"

"কি! একটি স্ত্রীলোকই না তোমাকে মারিয়াছিল?"

"না, না; সংস্থ সম্প্রদায়ের জয়মানিয়া নাম্নী একটি কন্যা আমার জীবন দান করিয়াছে। সাহেব! আপনি শীঘ্র বলুন, এ বিষয় কি রূপে জানিলেন? জয়মানিয়া কোথায় কি অবস্থায় আছেন, আপনি কি বলিতে পারেন? সেই দয়াশীলা নির্ম্মলস্বভাবা স্বর্গীয়া কামিনী আমার প্রাণ দান করিয়া বিষম বিপদে পড়িয়াছেন; আমি নানা স্থানে তাঁহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি কিন্তু কুত্রাপি সন্ধান পাইতেছি না।" এই কথা বলিতে বলিতে বাষ্পরাশি বীরেন্দ্রের কণ্ঠ রোধ করিল। তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

উইলমট সাহেব যাহা সন্দেহ করিয়া মোকর্দ্দমা স্থগিত রাখেন, এখন তাহাই ঠিক হইল দেখিয়া, সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বীরেন্দ্রের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "বাবু! উদ্বিগ্ন হইও না, সেই সংস্থকন্যা দেবগড়ের জেলে আছে; কিন্তু তথায় তাহার কোনও কষ্ট হইতেছে না। আমি এ সম্বন্ধে লোকজনকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছি।"

এতচ্ছ্রবণে বীরেন্দ্র বলিলেন, "সাহেব! আমি একবার তথায় যাইব।"

"আচ্ছা, আমিও এখন যাইতেছি, চল।" এই বলিয়া সাহেব চাপরাশিকে দুই খানা পাল্কি আনিতে আদেশ করিলেন। পাল্কি আসিলে দুইজনে দেবগড় গমন করিলেন।

দেবগড়ে গমন পূর্ব্বক, আহারাদি সমাপন করিয়া অপরাহ্নে বীরেন্দ্র উইলমট সাহেবের সমভিব্যাহারে জেলে

প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, জয়মানিয়া নিস্পন্দ ভাবে এক দৃষ্টে প্রাচীরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার শরীর কৃশ হইয়াছে। বীরেন্দ্র তদ্দৃষ্টে ব্যথিত হৃদয়ে 'জয়-মানিয়া জয়মানিয়া' বলিয়া ডাকিলেন।

স্বর শ্রবণে জয়মানিয়া চকিত ভাবে সেই দিকে নেত্র-পাত করিলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল সহসা প্রফুল্ল হইল, এবং নেত্র হইতে এক প্রকার অদ্ভুত জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল। ক্ষণ কাল এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, "বাবা উহারা সকলই পারে!" এই কয়েকটি কথা বলিয়াই যেন কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন।

"জয়মানিয়া কি ও?"

"জিম্মা দুই দুই বার আমাকে প্রতারণা করিয়াছে।"

"কি প্রকার।"

"সে দুই দুই বার আমাকে তোমার কুসংবাদ দেয়।"

বীরেন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "জয়মানিয়া আমি ত ফিরিয়া আসিলাম, তুমি এখন কি করিবে?"

"আমি আর কি করিব। আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব; আমার রজমনকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তুমি রজমনের লালন পালন করিও।" এই বলিয়া জয়-মানিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

জয়মানিয়াকে এরূপ কাতর দেখিয়া বীরেন্দ্র বলিলেন, "জয়মানিয়া! না জানি আমি তোমাকে কত কষ্টই দিয়াছি।"

"আপনি আমাকে কোনও কষ্ট দেন নাই; আমি স্বেচ্ছাতেই আপনার জন্য কষ্ট পাইয়াছি।"

"জয়মানিয়া! তুমি এত কষ্ট করিলে; আমার কি তার কিছু প্রতিশোধ করা উচিত নয়?"

"আপনি কি মনে করেন, আমি প্রতিশোধের প্রত্যাশায় আপনার উপকার করিয়াছিলাম?"

"কিন্তু আমার ইচ্ছা হইতেছে——————"

"আর বার পুরস্কারের কথা কহিলে, আমি আপনাকে ঘৃণা করিব। আমি সংস্থকন্যা; ভিক্ষালব্ধ আমার উপজীবিকা, অদৃষ্টগণনা আমার ব্যবসায়, তাই বুঝি আপনি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছেন; আর আমার দ্বারা আপনার যৎসামান্য উপকার হইয়াছিল বলিয়া, প্রত্যুপকারের নিমিত্ত এত দূর ব্যস্ত হইতেছেন। আমি ইতিপূর্ব্বে কখন কাহারও কোনও উপকার করিবার সুবিধা পাই নাই; কোনও লাভের প্রত্যাশা না থাকিলে, কাহারও কিছু করিলে, মনে যে আনন্দ হয়, আপনি আমাকে সে আনন্দের সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।"

বীরেন্দ্র সেই অশিক্ষিতা বনবিহারিণী সংস্থকন্যার মুখে এত দূর জ্ঞানের কথা শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। পবিত্র প্রণয় এক বার মনুষ্যশরীরে প্রবিষ্ট হইলে সমস্ত কলুষ নাশ করে এবং দিন দিন মনুষ্যকে উৎকর্ষের সোপানে আরোহণ করায়; জয়মানিয়ার হৃদয়ে যে সেই প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তিনি তাহা একবারও মনে করেন নাই।

জয়মানিয়ার হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তি সকল নিহিত ছিল। সংসর্গ দোষে এত দিন সে সকলের সম্যক উৎকর্ষ সাধন হয় নাই। বীরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই সর্ব্বতোভাবে তাঁহার ন্যায় হইতে জয়মানিয়ার একান্ত ইচ্ছা জন্মে।

বীরেন্দ্র যে তাঁহাকে ভাল বাসিবেন, জয়মানিয়া এক দিনও সে আশা করেন নাই; সে আশা করিতেও তাঁহার সাহস হয় নাই। তিনি বীরেন্দ্রকে ভাল বাসেন; বীরেন্দ্র কোনও একটি গুণবতী কামিনীর পরিণয়ে সর্ব্বাঙ্গীন সুখী হইলে, জয়মানিয়ার তাহাতেও সুখ। বীরেন্দ্র এখন অভিনিবেশ পূর্ব্বক, জয়মানিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করায়, তাঁহার মুখ-মণ্ডলে নব নব ভাব সকল সন্দর্শন করিলেন। আসন্ন বিপৎপাতেও জয়মানিয়ার মুখ-মণ্ডলে ভীতির লক্ষণ মাত্র লক্ষিত হইল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই বোধ হইল, যেন স্বর্গীয় ভাব হৃদয়ে বিরাজিত। বদনকমলে তাহারই আভা প্রকাশ পাইতেছে। জয়মানিয়ার এপ্রকার শ্রী দর্শনে বীরেন্দ্র মুগ্ধ হইলেন, অনন্তর বলিলেন, "আমি আর তোমাকে বনে বনে বিচরণ করিতে দিব না। স্বয়ংই যত্ন পূর্ব্বক, তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইব।"

এতচ্ছ্রবণে জয়মানিয়ার অধরোষ্ঠ ঈষৎ স্ফীত হইল. তিনি কি হাসিলেন? না, এ হাসি নয়; তিনি একটু লজ্জিত হইলেন। কিন্তু সে ভাব অল্প ক্ষণ রহিল। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল, তিনি বলিলেন, "না মহাশয়, তা হইবে না। এস্থান হইতে নিষ্কৃতি পাইলে, আমি রজমনের সঙ্গে অন্যত্র গিয়া অবস্থান করিব। রজমন এবং আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত একটি বিস্তীর্ণ অরণ্যের অন্বেষণ করিতেছি। তথায় সূর্য্যকিরণ কিংবা তারা দেখিতে পাইব। মৃত্যুকালে নীলবর্ণ আকাশ ও অসংখ্য তারা দেখিতে পাইলেই আমাদের সকল ক্লেশ দূর হইবে। বনে আমাদের জন্ম হইয়াছে, বনেই মৃত্যু হইবে, ইহা অপেক্ষা অধিক সুখকর আর কি?"

"জয়মানিয়া! এরূপ করিও না; আমার কথা রাখ।"

"আপনি আমায় জিদ্ করিবেন না।"

"জয়মানিয়া! তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছ না?"

"আপনার জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি।"

"তবে একটি গোপনীয় বিষয় কেন আমাকে বিশ্বাস করিয়া বলিতেছ না?"

"আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার গোপনীয় বিষয় কিছুই নাই।"

"জয়মানিয়া! আমি বুঝিতে পারিতেছি, যে, কোনও বিশেষ কারণে তুমি আমার কথায় সম্মত হইতেছ না। তুমি কি রজমনের জন্য ভয় পাইতেছ? কেন, আমি রজমনকেও পালন করিব। পরে রজমন সঙ্গতিপন্ন হইলে তোমাদের উভয়ে বিবাহ দিব।"

জয়মানিয়া চকিত হইয়া বলিলেন, "কি, আমি রজমনকে বিবাহ করিব; রজমন যে আমার সন্তান সদৃশ।"

"জয়মানিয়া! আমার একান্ত ইচ্ছা———"

"আপনি এরূপ ইচ্ছা করিবেন না।" এই বলিতে বলিতে জয়মানিয়া সহসা যেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, "এখন যে আমায় আর কিছু বলিবে, আমি তাহাকে বিনাশ করিব।"

বীরেন্দ্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; উন্মনার ন্যায় তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "জয়মানিয়া! 'এখন' এ কথাটির অর্থ কি?"

সহসা জয়মানিয়ার নয়নপত্র মুদিত হইল; এবং অধ-

রোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। তিনি মধুর ও প্রণয়পূর্ণ বচনে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি বড় নিষ্ঠুর। আমি সংস্থ-কন্যা—বনবাসিনী; কখনও মনোগত ভাব গোপন করিতে অভ্যাস করি নাই; তাতেই বুঝি আপনি মনে করিতেছেন, যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, সে সকলই বলিয়া ফেলিব। কিন্তু মহাশয়! আমি যে কৌশলে ইতিপূর্ব্বে নৃশংস নরঘাতুকদের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলাম; এক্ষণে আবার সেই কৌশলেই আত্মরক্ষা করিতে পারিব। কোনও মতে আত্ম প্রকাশ করিব, আপনি কখনও সে আশা করিবেন না।"

বীরেন্দ্র, জয়মানিয়ার বাক্যে দুঃখিত হইয়া, বলিলেন, "জয়মানিয়া! তোমার এ কি হইল? যাহাতে তোমার বিন্দুমাত্রও কষ্ট হয়, অথবা ক্ষোভ জন্মে, আমা হইতে কি কখনও সেরূপ কাজ হইতে পারে? তুমি আমার জীবন দান করিবার জন্য কত যত্ন ও কত শুশ্রূষা করিয়াছিলে; আমার ইচ্ছা যে, আমি তোমাকে আত্মরক্ষা করি পর্য্যন্ত পাইতে দিব না। জয়মানিয়া! তুমি যে সুন্দরী, তাও কি জান না?"

জয়মানিয়া বীরেন্দ্রের মুখে স্বকীয় সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া, সন্তুষ্ট হওয়ার কোনও চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না; কেবল বলিলেন, "হাঁ জানি।"

"আমার ও কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তোমার ন্যায় কামিনীর রজমন সদৃশ অক্ষম পুরুষের সঙ্গে যথা তথা বিচরণ করিয়া বেড়ান ভাল দেখায় না।"

"আপনি কি মনে করেন, আমি স্ত্রীলোক বলিয়া আত্ম-

রক্ষা করিতে জানি না। আমার উৎপত্তি স্থান কি আপনি ইহার মধ্যেই ভুলিয়া গেলেন ?”

“জয়মানিয়া ! তুমি কি তবে আমার নিকট সাহায্য পাইতে ইচ্ছুক নও ?”

“আমার কোনও সাহায্যের প্রয়োজন নাই; এ স্থান হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই আমি বাঁচিয়া যাই।”

এমন সময়ে, উইলমট সাহেব জেলের অন্য দিক হইতে আসিয়া বলিলেন, “বাবু! ঐ দেখ সন্ধ্যা হইল, চল আজ যাওয়া যাউক; কাল কাছারিতেই জয়মানিয়ার বিচার হইবে।”

বীরেন্দ্র সম্মত হইলেন। তাঁহারা বাহিরে আসিলে, পশ্চাদ্ভাগে দ্বার রুদ্ধ হইল। সাহেব কুঠিতে গমন করিলেন, বীরেন্দ্রও অন্যত্র গিয়া বাসা করিলেন।

—০:০—

ষড়্‌বিংশ স্তবক।

নিষ্কৃতি।

"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।"

মহাভারত।

দিবা দ্বিতীয় প্রহর। সহস্ররশ্মি শীর্ষদেশের ঈষৎ দক্ষিণে আরোহণ করিয়া বক্রভাবে কিরণমালা প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। [illegible]াড়ের বিচারাগারের পশ্চিম বারেন্দায় রৌদ্র যাইতে লাগিল। সমাগত লোকের মধ্যে অনেকে আতপতাপে শীত নিবারণ করিতে লাগিল। কাছারির ঘড়িতে বারটা বাজিল। উইলমট সাহেব বিচারাসন পরিগ্রহ করিলেন। আজ জয়মানিয়ার বিচার হইবে, পুলিস কর্ম্মচারিগণ সজ্জিত হইয়া, বিচারালয়ে উপস্থিত হইল। জিম্মাও কৌতুক দর্শনাভিলাষে আগমন করিয়াছে। জয়মানিয়া ও রজমন বিচারাসনের সম্মুখে উপস্থিত। বিচারাগার নিস্তব্ধ। রাজদূতের "চুপ, আস্তে" ব্যতীত অন্য কোনও শব্দ শুনা যাইতেছে না।

এমন সময়ে এক জন দূত, এক খানি কাগজ আনিয়া সাহেবের হস্তে প্রদান করিলে, তিনি বাহিরে গমন করিয়া, অপর এক ব্যক্তিকে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, আনিয়া স্বকীয় দক্ষিণ দিকে উপবেশন করাইলেন। বিচারাগারের সকল লোকের

নয়নই সে দিকে আকৃষ্ট হইল। জিম্মা ও পুলিস-কর্ম্মচারী আগন্তুককে দেখিবামাত্রই সিহরিয়া উঠিল। তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল ; কপালে ঘাম হইতে লাগিল। বিচারক আগন্তুকের সহিত কথা বার্ত্তায় নিবিষ্ট রহিয়াছেন দেখিয়া, জিম্মা ও পুলিস-কর্ম্মচারী বাহিরের দিকে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে বিচারক বলিয়া উঠিলেন, "পাহারাওয়ালা! দেখিও, কেহ যেন ঘর হইতে বাহিরে না যায়।"

পাহারাওয়ালা পুলিস-কর্ম্মচারীর অধীনের লোক হইলেও সাহেবের হুকুম পাইয়া তাহাদের গতি রোধ করিল। অনন্তর বিচারক, পুলিস-কর্ম্মচারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ এ ব্যক্তিকে চিনিতে পার কি না?"

পুলিস-কর্ম্মচারীর মুখে বাক্য সরিল না; সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

সাহেব আর কাহাকেও কিছুই না বলিয়া কাগজ কলম লইয়া লিখিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে লেখা শেষ হইলে, তিনি জয়মানিয়া ও রজমনকে বলিলেন, "আজ ধর্ম্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিলেন। যে ধূর্ত্তেরা এত কাল তোমাদিগকে অনর্থক কষ্ট দিয়াছে, তাহাদিগকে মনোমত শাস্তি দিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ রহিল। তোমরা নিষ্কৃতি পাইলে, তোমার অনিষ্টকারীরা জেলে প্রেরিত হইল।"

সাহেবের কথা শেষ হইবামাত্র রাজদূতেরা পুলিস কর্ম্মচারী ও জিম্মার হস্ত বন্ধন পূর্ব্বক, শ্রীঘরে লইয়া গেল। বীরেন্দ্রও সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া, রজমন ও জয়মানিয়ার সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দূর আগমন করিয়া বীরেন্দ্র পঞ্চতীতে যাইবার নিমিত্ত নানা প্রকারে জয়মানিয়াকে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পরিশেষে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কয়েকটি মাত্র মুদ্রা বাহির করিয়া জয়মানিয়ার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "জয়মানিয়া! অন্ততঃ এই কয়েকটি টাকা লও, পথের সম্বল হইবে। তুমি টাকা না লইলে আমার মনে কষ্ট হইবে।"

জয়মানিয়া আর কিছুই না বলিয়া, টাকা লইলেন। অনন্তর রজমনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, চলিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র একাগ্রচিত্তে স্থির দৃষ্টিতে তাঁহাদের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তাঁহারা দৃষ্টিপথের অতীত হইলে, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অশ্রুপূর্ণ লোচনে বাসায় গমন করিলেন।

কখন এবং কোন সময়ে জয়মানিয়ার সহিত বীরেন্দ্রের যে আর এক বার সাক্ষাৎ হইবে, তিনি তাহা একবারও মনে করিলেন না।

—০ঃ০—

সপ্তবিংশ স্তবক।

কর্ত্তব্য নির্ব্বাচনে।

"উদ্যম বিহনে কবে পূরে মনোরথ।"

সদ্ভাবশতক।

নব দম্পতীর কাশী গমনাবধি পঞ্চতীরাজের আর এক দিনও মূর্চ্ছা হয় নাই; সুতরাং তিনি চিকিৎসার কোনও উদ্যোগী করিলেন না। দিন কয়েক অবস্থানের পরই বিলাসবতীর কাশী ভাল লাগিল না। অনন্তর এক দিন পঞ্চতীরাজকে বলিলেন, "যদি চিকিৎসাই না করিবে, তবে আর এখানে থাকিয়া কি হইবে? আমার বড় কষ্ট হইতেছে।"

"আমাদের এখানে আসাই অন্যায় হইয়াছিল।"

"হাঁ, তুমি চিকিৎসার কথা না বলিলে, আমি কখনই আসিতাম না।"

"আচ্ছা দেশ ভ্রমণ কি ভাল নয়?"

"কেন, তোমার ত এক বার দেশ ভ্রমণ হইয়াছে।"

"আমি তোমার কথাই বলিতেছিলাম।"

"আমি বিদেশ ভাল বাসি না।"

"তুমি যে এত স্বদেশ ভক্ত আমি জানিতাম না।"

বিলাসবতী সগর্ব্বে বলিলেন, "তুমি এ পর্য্যন্ত আমাকে চিনিতে পার নাই। যাহা হউক, আর কখন বিদেশে গমন করিলে, আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।"

বিলাসবতীর এ কথায় কি কোনও অর্থ আছে? অথবা তিনি হঠাৎ একটা মুখের কথা বলিয়া ফেলিলেন। পঞ্চতী-রাজ কিন্তু বিলাসবতীর কথায় কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং চকিত ভাবে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক আস্তে আস্তে বলিলেন, "আমার বোধ হয়, আমি যেখানে যাইব, তুমিও সেখানে যাইবে।"

"কেন যাইব?"

"আমরা অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়াছি; এ সূত্র ছিন্ন করা কি তোমার উচিত?"

"আমি বিবাহ-সূত্র ছিন্ন করিতেছি না, বিবাহ কালে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমার দ্বারা কদাপি তাহার লঙ্ঘন হইবে না।"

সে দিন এই পর্য্যন্ত।

পঞ্চতীরাজ দুঃখিত হৃদয়ে এক বার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আসিলেন, কিন্তু কিছুতেই মানসিক শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। রাত্রি কালে আহার করিতে বসিলেন, আহারে রুচি হইল না; পরিশেষে শয্যায় শয়ন করিলেন, নিদ্রাবেশে নানা রূপ বিভীষিকা সন্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইলেন। তিনি কি জাগ্রত, কি নিদ্রিত, কোনও অবস্থাতেই শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না।

বিলাসবতী বিবাহের পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, বিবাহের পর এক বৎসর স্বশরীরে বিবাহিতা কামিনীর কোনও লক্ষণ ধারণ করিবেন না; তাঁহার এরূপ প্রতিজ্ঞার একটি বিশেষ কারণও ছিল, এবং ইতিপূর্ব্বে জননীর সমক্ষে, মনের ভাব কিঞ্চিৎ প্রকাশও করিয়া-

ছিলেন। তিনি পঞ্চতীরাজ সম্বন্ধে প্রথমে যে রূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছিলেন, রাজার কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে তাহার অপনয়ন হওয়া দূরে থাকুক, সেই সন্দেহ দিন দিন বদ্ধমূল হইতে লাগিল। পঞ্চতীরাজের সহিত সে দিন বাগ্বিতণ্ডা হওয়ায় বিলাসবতীর মানসিক অসুখ বাড়িল; নানা রূপ চিন্তা তাঁহার অন্তর্দ্দেশ আক্রমণ করিল, সুতরাং রজনীর প্রথমার্দ্ধে তাঁহার নিদ্রা হইল না। রাত্রিশেষে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সূর্য্যোদয়ের পরে গাত্রো-ত্থান করিয়া নিম্ন গৃহে যাইবার সময় পরিচারিকা এক খানি লিপি লইয়া তাঁহার হস্তে দিল। বিলাসবতী উৎসুক ভাবে পত্র খানি খুলিলেন, দেখিলেন, পঞ্চতী হইতে আসিয়াছে। বিলাসবতী ব্যস্ত হইয়া পত্র পাঠ করিলেন, তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল এবং নয়নদ্বয় রক্ত বর্ণ ধারণ করিল। তিনি অতি সত্বর পদে পঞ্চতীরাজের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কর্কশ স্বরে বলিলেন, "মা লিখিতে-ছেন, পঞ্চতীতে এক জন লোক উপস্থিত হইয়া বলিতেছে যে, সে তুমি।"

পঞ্চতীরাজ বিলাসবতীর কথায় সিহরিয়া উঠিলেন; শূন্য দৃষ্টিতে ক্ষণ কাল তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বিলাসবতি! 'সে আমি' এ কথার অর্থ কি?"

বিলাসবতী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "অপর কোনও ব্যক্তি পঞ্চতীরাজ হইতে পারেন।"

"তা কি রূপে হইবেন?"

বিলাসবতী উত্তর করিলেন না; কেবল নিস্পন্দ ভাবে,

নির্নিমেষ লোচনে, স্থির দৃষ্টিতে পঞ্চতীরাজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিলাসবতীর মুখভঙ্গী দর্শনে পঞ্চতী-রাজ শঙ্কিত হইলেন; তিরস্কৃত হইলেও কখন তাঁহার এত কষ্ট হইত না। পরিশেষে ক্রোধ ভরে বলিলেন, "বিলাস-বতি! নীরব রহিলে কেন?"

"নীরব না থাকিয়া আর কি করিব।"

"এক ব্যক্তি যখন প্রতিদ্বন্দী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন কি আমাকে সৎ পরামর্শ প্রদান করা তোমার উচিত নয়?"

"এ বিষয়ে আর কি পরামর্শ প্রদান করিব? পঞ্চতী গমন পূর্ব্বক আগন্তুককে প্রতারক নির্দ্দেশ করাই তোমার কর্ত্তব্য।"

"এত লোক জন থাকিতেও কি আমাকে স্বয়ং যাইতে হইবে?"

"হাঁ। কারণ, যে ব্যক্তি তোমার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনের প্রার্থী হইতেছে; সে অচিরে প্রজাবর্গকে বশ করিতে চেষ্টা করিবে। প্রজাগণ তাহার বশীভূত হইলেই তোমার সর্ব্বনাশ।"

"কেন, রাজসভা হইতে ত এখনও কোনও সংবাদ পাই নাই।"

"রাজসভা হইতে সংবাদ না পাওয়ায় আমার অধিক ভয় হইতেছে।"

বিলাসবতীর এই কথা শ্রবণে পঞ্চতীরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বিলাসবতি! তোমার কি কিছুই বুদ্ধি নাই; একটা সামান্য বিষয়েই একেবারে ভাবনায় অধীর

হইয়া পড়িলে। তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি আজই ইহার কোনও একটা সদুপায় করিব। কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ আমাকে এখন স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে; পঞ্চবটী গমন করা বিধেয় কি না আজ অপরাহ্নেই স্থির করিব।” অনন্তর তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিলাসবতী তথায় উপবেশন করিয়াই রহিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইলে, পরিচারিকা আর এক খানি লিপি লইয়া আসিল। এ খানি মুকুন্দরামের লিখিত; বিলাসবতী দর্শন মাত্রেই খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। লিপি পাঠে তাঁহার সুরক্তিম মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল; সরস অধরোষ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল; নীলাভ উজ্জ্বল নয়নদ্বয় তেজোহীন হইয়া আসিল। তিনি মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মানসিক চঞ্চলতা বাড়িল; ক্ষণ কাল আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; এ দিক ও দিক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং অন্তর্যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বকীয় প্রকোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন, লিপি খানি সম্মুখে খোলা রহিল, তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন; আমার সন্দেহই কি সত্য হইল! আমি কি সত্য সত্যই প্রতারককে বরণ করিয়াছি? মুকুন্দরাম লিখিতেছেন, যে, দেবগড়ের উইলমট সাহেব পর্য্যন্ত আগন্তুককে বীরেন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। এখন কি হইবে? কি করিব? স্বামী পরিত্যাগ করাই কি আমার বিধেয়? তবে কি বীরেন্দ্রের শরণাগত হইব? তাহাতে আমার লাভ কি?

বীরেন্দ্র জীবিত থাকিয়া স্বরাজ্যের অধীশ্বর হইলে, আমার কোনও লাভ নাই। শৈশবে আমি বীরেন্দ্রকে ভাল বাসিতাম; কিন্তু সকলে জানিত, আমি বীরেন্দ্রকে অবজ্ঞা করি। কেহই আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিত না। এখন আর আমি বীরেন্দ্রকে ভাল বাসিব কেন? আমার অভিলাষ সুসম্পন্ন হইল না; আমি বীরেন্দ্রকেই বা কেন রাজ্য ভোগ করিতে দিব? আমার পিতাও ত রাজ্যলোভে বীরেন্দ্রের পিতার প্রাণ সংহার করেন। লোকে বলে, দুষ্কর্ম্ম কখন গোপন থাকে না। কই, এক ব্যক্তিও ত আমার পিতার কার্য্য জানে না। আর এ দুষ্কর্ম্মই বা কি? আপনার উন্নতি করিতে গেলেই পরের মন্দ করিতে হয়। এখন কোনও রূপে আমার স্বামীকে পঞ্চতীর অধীশ্বর করিতে পারিলেই আমার মঙ্গল। কিন্তু ইনি যে রূপ ভীরুস্বভাব তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধির কোনও সম্ভাবনা নাই। তা এখন কি করিব? খেলিতে জানিলে, কানা কড়িতেও খেলা যায়। উপযুক্ত মন্ত্রণা দিতে পারিলে, ইনি যে রূপই হউন না কেন, কৃতকার্য্য হওয়াও অসম্ভব নহে। আশা পূর্ণ হইবে না বলিয়া, নিশ্চেষ্ট থাকা এক প্রকার মূর্খতা। এক বার চেষ্টা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমার ত সর্ব্বনাশই হইয়াছে। শেষ উদ্যমে বিফল হইলেও অধিক অশুভকর কিছুই হইবে না; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, একেবারে সকল প্রকার দুঃখের অবসান হইবে। রাজ্যলাভ করিতে পারিলে, পঞ্চতীরাজও আমার বুদ্ধিকৌশল দর্শনে চমৎকৃত হইবেন, এবং কখন আমার অপ্রীতিকর কার্য্য করিতে সাহস করিবেন না। এই রূপ মীমাংসা করিয়া বিলাস-

বতী পঞ্চতী গমনই শ্রেয়স্কর মনে করিলেন, এবং তদুপযোগী আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে পঞ্চতীরাজ তথায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহারও মুখমণ্ডল মলিন হইয়াছে, এবং বিকৃত আকৃতি ধারণ করিয়াছে। তিনি অন্যমনস্ক, মনে মনে যেন কোনও বিষয় আন্দোলন করিতেছেন। বিলাসবতী তাঁহাকে ঈদৃশ ভাবাপন্ন দেখিয়া প্রশান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও কি পঞ্চতীর কোনও সংবাদ পাইয়াছ?"

পঞ্চতীরাজ বলিলেন, "না।"

"আমাদিগকে আজই পঞ্চতী যাইতে হইবে?"

"আচ্ছা যাইব।"

অষ্টাবিংশ স্তবক।

আত্মীয় সংলাপে।

ভবিষ্যতে অন্ধ করি জগত-জীবন
সুখ দুঃখ সকলের হরিছেন সদা,
সম্মুখেতে প্রতিদিন ঘটিছে ঘটন
অজ্ঞাতে সংশ্লিষ্ট তাহে নহে কেবা কদা ?

এদিকে প্রভাবতী চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলেন, একটি প্রশস্ত গৃহে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার শয্যায় তিনটি অপরিচিত লোক পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। তাঁহাদের মুখমণ্ডলে কোমলতার চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছিল। তাঁহাদের একজন যত্ন পূর্ব্বক এক এক বার, তাঁহার মুখে দুগ্ধ প্রদান করিতেছিলেন।

প্রভাবতী ক্ষণকাল পরে, নেত্রোন্মীলন পূর্ব্বক, সম্মুখে একটি বৃদ্ধ স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায় আছি আপনি বলিয়া দিন।"

বৃদ্ধা ঈষৎ হাস্য করিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক একটি শুভ্রকেশ বৃদ্ধকে দেখাইয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।" সে ব্যক্তিকে প্রভাবতী যেন ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছেন মনে হইল; কিন্তু কোথায় এবং কোন্

সময় কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলেন না। সুতরাং বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "আমি এ কোথায়?"

তিনি বলিলেন, "তুমি নিজের বাড়ীতেই আছ।"

প্রভাবতী বলিলেন, "তা কি রূপে হইবে, আমার বাবাও নাই, বাড়ীও নাই।"

"কেন, বাছা! তোমার বাবা ব্যতীত, কি আর কোনও আত্মীয় নাই?"

"হাঁ আছেন।" এই বলিয়া প্রভাবতী অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদ বচনে আবার বলিলেন, "আপনি আমাকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

প্রভাবতীর এতাদৃশ অবস্থা দর্শনে বৃদ্ধের অন্তরে বড় ব্যথা লাগিল। তিনি বলিলেন, "না বাছা! আমি তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি না। আমি তোমার বিষয় সকলই জানি।"

"আপনি কি সকলই জানেন?"

"হাঁ বাছা সকলই জানি।"

প্রভাবতী সাতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "এক জনের দোষে যে সমস্ত পরিবারের কলঙ্ক হয়, তাহা আমার এতক্ষণ স্মরণ ছিল না।"

বৃদ্ধ তখন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মহাশয়! প্রভাবতীর এখন আর কোনও ভয় নাই।"

ডাক্তার ক্ষণকাল তাঁহার নাড়ী দেখিয়া সানন্দে বলিলেন, "না এখন আর কোনও ভয়ের কারণ নাই।

"আচ্ছা আপনি তবে এখন একটু ঐ পার্শ্বের গৃহে

ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন।” তিনি বৃদ্ধাকে বলিলেন, “তুমিও একবার এখান হইতে অন্তর হও।”

তাঁহারা উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলে, বৃদ্ধ প্রভাবতীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, “বাছা! দেখ দেখি আমাকে চিনিতে পার কি না?”

প্রভাবতী তাঁহার প্রশ্নের কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না, কেবল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বৃদ্ধ আবার বলিলেন, “বাছা চুপ করিয়া রইলে কেন? বল না, ভয় কি?”

প্রভাবতী ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, বলিলেন, “আপনাকে ভদ্রলোক বলিয়া জানিতে পারিতেছি।”

“না বাছা! আমি তোমায় সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। ভাল আমার আকার প্রকার দেখিয়া, তোমার কি কিছু মনে হইতেছে না?”

প্রভাবতী, এ প্রশ্নে আরও স্তম্ভিত হইলেন।

প্রভাবতীকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া, বৃদ্ধ আবার বলিলেন, “বাছা! কুণ্ঠিত হইও না। আমাকে চিনিতে না পারায় তোমার দোষ নাই। তুমি আমাকে যে রূপ দেখিয়াছিলে, তদপেক্ষা আমার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।”

“মহাশয়! আপনাকে আমি কখন দেখি নাই।”

বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “কি কখন না?”

“হাঁ মহাশয়! কখন না।”

“না বাছা! আমার আকৃতি তোমারই ন্যায় ছিল।”

“আমার ন্যায়!”

"হাঁ বাছা! তোমারই ন্যায়। এক বংশ হইতে উৎপন্ন হইলে, যে রূপ সৌসাদৃশ্য থাকে, তোমাতে আমাতে এখনও সে রূপ আছে।"

প্রভাবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না, সুতরাং নীরব রহিলেন।

বৃদ্ধ কিয়ৎকাল প্রভাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, পরে মধুর বাক্যে বলিলেন, "বাছা! আমাকে চিনিতে পারিলে না বলিয়া দুঃখ করিও না। তুমি যখন আমাকে দেখ, তখন নিতান্ত শিশু ছিলে; সুতরাং তোমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করাই আমার অন্যায় হইয়াছে। ভাল, বল দেখি তোমার কি উদয়চন্দ্রের কথা মনে পড়ে?"

"হাঁ, এই কথা বলিয়া প্রভাবতী একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।"

"তুমি মনে করিয়াছিলে, বুঝি তিনি তোমাদিগের আর তত্ত্বাবধান করিবেন না।"

প্রভাবতী কিছুই বলিলেন না।

"বাছা! সত্য সত্যই তোমার দাদার সম্বন্ধে তোমার বাবা আমাকে যে সকল কথা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমি সাতিশয় ক্ষুন্ন হই। আমি তোমার দাদাকে যে রূপ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে সে ইচ্ছা করিলে, এত দিন এক জন বড় লোক হইতে পারিত। বাছা! তুমিই বল দেখি, আমি তাহার এত দূর উপকার করিলাম, আর সে আমারই অনিষ্ট চেষ্টা করিল; ইহাতে আমার রাগ হইতে পারে কি না? তোমার দাদার কার্য্যে ক্রুদ্ধ হইয়া, আমি তোমার বাবার কাছে তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া একখানি

পত্র লিখি। তোমার বাবা যদি আর কিছু না লিখিতেন, তাহা হইলে অল্পেই আমার রাগ পড়িত। বাছা! তোমার জন্য আমি অনেক দিন হইতেই অতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিলাম; কিন্তু আত্মম্ভরিতার জন্য এত কাল কিছুই করি নাই। তুমি আমার সহোদরার দুহিতা। তোমাকে আজ এত দূর কাতর দেখিয়', আমার যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট হইয়াছে বলিতে পারি না। মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িবামাত্রই, আমি তোমাকে তুলিয়া লইয়া আমার বাড়ীতে আনিয়াছি। যত দিন তোমার বাড়ী না হইবে, তত দিন তুমি এখানেই পরম সুখে থাকিবে।

প্রভাবতী উদয়চন্দ্রের বাক্যে একেবারে মুগ্ধ হইলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না; স্বীয় ভুজবল্লী দ্বারা তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধারণ পূর্ব্বক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; পরিশেষে অতি কষ্টে ও ভগ্নস্বরে বলিলেন,—"মামা দাদা তোমার সহিত যে রূপ ব্যাবহার করিয়াছেন, তাহাতে তুমি কি রূপে আমাকে বিশ্বাস করিবে?"

"বাছা! আমি তোমাকে জানি।"

"মামা! বাবার মৃত্যুর পর আমার যে কত কষ্ট হইয়াছে--"

"বাছা! তুমি আমার কাছে আসিলে না কেন? তোমার যে এত দূর দুর্গতি হইয়াছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও আমি জানিতাম না।"

"মামা! দাদা যদি তোমার সঙ্গে ওরূপ ব্যবহার না করিতেন, তাহা হইলে আমি আসিতাম।"

"বাছা! আমি এক জনের দোষে আর এক জনকে অপরাধী মনে করি না। আর অভিরাম আমার অপেক্ষা তোমারই অধিক অনিষ্ট করিয়াছে।"

প্রভাবতী তখন অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন, "মামা! দাদার জন্য বাবারও মৃত্যু হইল। তিনি গুপ্তাবাস অবধি প্রতিদিনই কাহিল হইয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার আরও অখ্যাতি হইবে, এরূপ আভাস পাওয়ার সপ্তাহ কালও গত হইল না; বাবা মরিলেন; আমিও একাকিনী হইলাম।

"বাছা! তুমি এখন আর একাকিনী নও?"

"না মামা।"

প্রভাবতী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া উদয়চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সম্প্রতি অভিরামকে দেখিয়াছেন কি না।

উদয়চন্দ্র ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ বাছা, আমার বোধ হয়, আমি তাহাকে ইতিমধ্যে দেখিয়াছি। কোথায় ও কখন কোনও গোলমাল, অথবা লোকের ভিড় হইলে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা আমার এক প্রকার স্বভাব। সে দিন, তুমি মূর্চ্ছিত হইয়া রাস্তায় পড়িলে, আমি তোমার কাছে যাইবার সময়, এক ব্যক্তিকে দ্রুতবেগে লোকের ভিড় হইতে বাহির হইয়া গাড়ি করিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। আমি প্রথমে তাহাকে এক জন দস্যু মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু পরিশেষে তাহার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল, যেন সে তোমারই দাদা অভিরাম।"

প্রভাবতী অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন, "মামা! তুমি যে

আমাকে চিনিতে পারিলে, তাহাতেই আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।”

“বাছা! তোমার শরীরে কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; তাই দেখিবামাত্রই, আমি তোমাকে প্রভাবতী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলাম।”

প্রভাবতী তখন সাতিশয় সরলভাবে বলিলেন, “মামা! তুমিই এবার আমার প্রাণদান করিলে। তুমি তখন উপস্থিত না হইলে, আমি এতক্ষণ কোথায় যাইতাম?”

এমন সময়ে, সেই স্ত্রীলোকটি সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে, উদয়চন্দ্র বলিলেন, “বাছা! ঐ দেখ, তোমার মামী আসিতেছেন। তোমার মামীর সন্তান সন্ততি হয় নাই; তোমাকে পাইয়া ইনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন; এবং পরম যত্নে পালন করিবেন।

বৃদ্ধা এইরূপে পরিচিতা হইয়া, প্রভাবতীর পার্শ্বে উপবেশন করত বলিলেন, “বাছা! ভয় কি? তুমি কিছুই ভাবিও না। তোমার মুখ এত বিরস হইল কেন? এ স্থান নূতন মনে করিয়া তোমাকে সঙ্কুচিত হইতে হইবে না। এ তোমার আপন বাড়ী, আপন ঘর, মনে করিবে।”

কি আশ্চর্য্য! প্রভাবতী কি এ সকল স্বপ্ন দেখিতেছেন, না প্রকৃত ঘটনা সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছেন? কেহ কি মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে মুগ্ধ করিতেছে? প্রভাবতী এখন সুস্থ হইলেন, এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। আশাই তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী হইল। চিকিৎসকের যত্নও যে কার্য্য সম্পাদনে সম্পূর্ণ বিফল হইতেছিল, কেবল আশাই এখন তাহার সমাধান করিল।

রজনী প্রভাত হইলে, প্রভাবতী বিলক্ষণ সুস্থ ও সবল হইলেন। তিনি দ্বিতল গৃহ হইতে চলিয়া নিম্নতল গৃহে যাইতে পারিলেন, কোনও কষ্ট হইল না। এদিকে শ্রীশচন্দ্র এই সংবাদে যার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন; এবং প্রভাবতীর সহিত আলাপে পরম সন্তোষ লাভ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মূর্চ্ছান্তে যে সকল ঘটনা হয়, প্রভাবতী মাতুলের মুখে তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় বুঝিলেন, যে, অভিরামই সে দিন তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

উদয়চন্দ্র সকাল বেলা এক খানি সাময়িক সংবাদ পত্র পাঠ করিতে করিতে বলিলেন, "প্রভাবতি! এই কাগজে একটি আশ্চর্য্য সংবাদ আছে। তুমি কি কখন পঞ্চতীর নাম শুনিয়াছ?"

প্রভাবতী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ শুনিয়াছি। দাদা একবার আমাকে লিখিয়াছিলেন, যে সেখানকার রাজপুত্র তাঁহাকে বড় ভাল বাসেন এবং সময়ে সময়ে সাহায্যও করিয়া থাকেন। কেন মামা! সেখানে কি হইয়াছে? এ কাগজে কি নূতন সংবাদ আছে?"

"পঞ্চতীরাজ সস্ত্রীক দেশভ্রমণে বহির্গত হওয়ায়, এক জন নূতন লোক উপস্থিত হইয়া, পঞ্চতীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছে।

প্রভাবতী সংবাদ শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন না; সুতরাং স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু উদয়চন্দ্র এক মনে কাগজ পড়িতে লাগিলেন।

প্রভাবতীর জীবনের সহিত এ সংবাদের কি কোনও সম্বন্ধ নাই?

কিছু দিন পরে, তিনি যাহা জানিবেন, যদি পূর্ব্বাহ্লেই তাহা অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে কি তিনি মাতুলের নিকট ঐ সংবাদ সম্বন্ধে নানা রূপ প্রশ্ন করিতেন না? তাহা হইলে কি তিনি ঔদাস্য প্রকাশ পূর্ব্বক এত শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিতেন? যে ভয়ানক ব্যাপার পঞ্চতী নগরে ঘটিয়াছে, প্রভাবতী অনেক দূরে থাকিলেও, সময়ে তাঁহাকে তজ্জন্য লজ্জিত ও আনন্দিত হইতে হইবেক। লজ্জা ক্ষণ-স্থায়িনী, কিন্তু সুখ প্রভাবতীর আজীবন থাকিবেক।

ঊনত্রিংশ স্তবক।

রাজতোরণে।

"সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়
দুঃসময়ে হায় হায় কেহ কার নয়।"

সদ্ভাব শতক।

বেলা অবসান প্রায়। কুজ্ঝটিকা জাল, নীল ও ধবলাম্বরে পরিশোভিত হইয়া, কোনও অবয়ব বিহীন প্রেতাত্মার ন্যায় বিশ্ব রাজ্যের উপর দিয়া অস্ফুট রূপে লক্ষিত হইয়া রাজ্য করিতে লাগিল। তদূর্দ্ধে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম তুলা রাশি সদৃশ জলদ জাল বায়ু বেগ ভরে নানা দিকে সঞ্চালিত হইতে হইতে আকাশ মার্গে বিচরণ করিতে লাগিল। অস্ত গমন কালীন দিনমণির কিরণমালা, মহারণ্যে পরিবৃত পঞ্চতী-রাজপ্রাসাদের শীর্ষ প্রদেশ কাঞ্চন প্রভায় চিত্রিত করিয়া বিশ্ব চিত্রকরের চিত্র চাতুর্যের বিশিষ্ট প্রমাণ প্রদান করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে নব পল্লবিনী তরুশাখা বিগত বর্ষা ও ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও অক্ষত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। স্রোতস্বতী সমস্ত দিন আকাশ মার্গে বিচরণকারী মেঘাবরণে মলিন ভাব ধারণ পূর্ব্বক মৃদু মধুর শোক নিনাদ প্রকাশ করত, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে আলোকমালায় প্রতিভাসিত হইয়া সন্ধ্যা সমীরণ স্পর্শে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিলেন। শীতাগমন ভয়ে বিহগ-

কুল, আশ্রয় লাভ মানসে দূর দেশে পলায়ন করিয়াছে; কেবল দুই একটি বায়স আপন আপন নীড়ে আগমন করিতেছে। দয়াল পরমানন্দে বৃক্ষ শাখায় উপবেশন পূর্ব্বক, শীস দিতেছে। বাদুড় নতমূর্দ্ধ হইয়া তরুশাখে দুলিতেছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালী শাখা হইতে শাখান্তরে যাইতেছে। বানরদল তদ্দর্শনে হৃষ্টচিত্তে লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করিতেছে এবং মনের সুখে আপনারা কি বলাবলি করিতেছে। আনন্দে বিরাজমান। সকলেই প্রফুল্ল। সৌধশিখরও প্রকৃতির বিমল সুখ দর্শনে স্বভাবের সহানুভূতি করিয়া, হাস্য বিকসিত মুখে অতঃপর ঘটনাবলীর প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

অদূরে শস্য ক্ষেত্র। প্রান্তর সর্ব্বতোভাবে হরিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। বায়ুভরে শস্য সমূহ দুলিতেছে বলিয়া, বোধ হয়, যেন হরিৎ সমুদ্র ঊর্ম্মি সমূহে পরিপূরিত হইয়া একবার অগ্রে, আরবার বা পশ্চাতে গমন করিতেছে। কৃষকেরা ঈষৎ নত হইয়া শস্য সংগ্রহ করিতেছে, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য সঙ্গীত গান করায়, বোধ হইতেছে, যেন, উহারা সঙ্গীত প্রবাহে বরুণ দেবকে মুগ্ধ করিয়া, অবলীলাক্রমে তরঙ্গ নিচয় বিনাশ পূর্ব্বক, তরি সঞ্চালন করিতেছে। পত্রপল্লব-বিহীন তরুগণ ফল ফুল ভারে সংনমিত হইতেছে না, কিন্তু বায়ুভরে দোদুল্যমান মলিন শাখাবৃন্দের পশ্চিম ভাগে ভাস্কর কিরণ নিপতিত হওয়ায়, এক অতি অপূর্ব্ব নয়ন প্রীতিকর শ্রী ধারণ করিয়াছে।

এ প্রকার নৈসর্গিক শোভা দর্শনে কি সকলেরই হৃদয়ে বিমল আনন্দের উদ্রেক হয়? সকলেই কি নৈসর্গিক শোভা

সন্দর্শনে সমর্থ? আনন্দ সম্ভোগও সময় সাপেক্ষ। সময়ানুসারে, নৈসর্গিক শোভা কাহারও চিত্ত-ক্ষেত্রে শান্তি-বারি সেচন করে, কাহারও বা হৃদয়ে হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করে। প্রতিসূর্য্যক যেমন স্থানে স্থানে নানা রূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, সময়ও সেইরূপ অবস্থা বিশেষে মনুষ্য হৃদয়ে সুখ দুঃখ সমুৎপাদন করে। আবেগ-বিরহিত হৃদয় স্বাভাবিক শোভা দর্শনে আকৃষ্ট হয়; আবেগাতিশয্যে পরিপূরিত দগ্ধ হৃদয়ও প্রকৃতির শোভা দেখিতে পাইলে, কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতে পারে; কিন্তু সে হৃদয় সে দিকে আকৃষ্ট হয় না; সুতরাং প্রকৃতির আরামদায়িনী শোভাও সে রূপ হৃদয়ের যন্ত্রণার তিলার্দ্ধও উপশম করিতে পারে না। ঐ দেখ, পঞ্চতীর রাজপথে এক খানি শিবিকা যাইতেছে। উহার আরোহীদ্বয় যুবক যুবতী। উভয়েই মহামূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত; উভয়েরই শরীর সুঠাম ও সুচিক্কণ। কিন্তু কেহই একবারও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের প্রতি নেত্রপাত করিতেছেন না; উভয়েই যেন বিমর্ষ ভাবে অধোবদন হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন। পাল্কি দেখিতে দেখিতে পঞ্চতীর রাজতোরণে উপনীত হইল। দ্বার অভ্যন্তর হইতে রুদ্ধ রহিয়াছে। বাহকেরা সজোরে দ্বারে আঘাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। দ্বার উন্মুক্ত হইল না। অভ্যন্তর হইতে প্রশ্ন হইল, "কে দ্বারে আঘাত করে? রাজকুমার বীরেন্দ্র বিশ্রাম করিতেছেন, কোনও রূপ গোল করিও না।"

বাহকেরা বলিল, "রাজকুমার সস্ত্রীক দ্বারেই উপস্থিত।"

অভ্যন্তর হইতে বিকট হাস্য শ্রবণ গোচর হইল; অনন্তর

"রাজকুমার রাজপুরীতেই আছেন, তোমরা কে বল।" এই কথা উচ্চারিত হইল।

বাহকেরা বিস্মিত হইয়া, আরও গোল করিতে লাগিল।

রাজতোরণে ভয়ানক গোলযোগ হইতেছে, শুনিয়া বীরেন্দ্র ও মুকুন্দরাম তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিতে আদেশ দিলেন। দ্বারোন্মুক্ত হইলে, বাহকেরা শিবিকা লইয়া পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। গঞ্জীরাজ ও বিলাসবতী অবতরণ করিলেন।

বিলাসবতী সম্মুখে মুকুন্দরামকে দেখিতে পাইয়া, কঠোর ভাবে বলিলেন, "তোমার এই কাজ? তুমি এক জন ছদ্মবেশী প্রতারককে অনায়াসে রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে দিলে?"

মুকুন্দরাম প্রশান্ত ভাবে বলিলেন, "বিলাসবতি! তোমার স্বামীই ছদ্মবেশী প্রতারক।"

"তুমি স্বয়ংই যে ইতি পূর্ব্বে আমার স্বামীকে প্রকৃত রাজকুমার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলে।"

"তখন তোমার স্বামী আমার কূট প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া, আমি প্রতারিত হইয়াছিলাম। আর বিদায় কালে, তোমার সঙ্গে বীরেন্দ্রের যে কথা বার্ত্তা হয় তাহা জ্ঞাত থাকা কি বিস্ময়কর নহে?"

"তুমি কিসে জানিলে যে, পূর্ব্বে প্রতারিত হইয়াছিলে, আর এখনই প্রকৃত বিষয় ঠিক জানিতে পারিতেছ।"

"পূর্ব্বে যে প্রতারিত হইয়াছিলাম, এখন তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।"

"তোমরা সামান্য কারণেও সন্তুষ্ট হইতে পার, কিন্তু আমি কিছুতেই অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারি না।"

"বিলাসবতি! তোমার স্বামীর ধূর্ত্ততার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তুমি কি সে বিষয় জানিতে চাঁও?"

"হাঁ, চাই বৈ কি।"

"বীরেন্দ্র রাজবাটী প্রবেশ করিবার কতিপয় দিন অতীত হইলে, আমরা এক দিন তোমার স্বামীর গৃহের বাক্স, আলমারি, সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করি। তাহাতে তোমার লিখিত কয়েক খানি চিঠি প্রাপ্ত হই। সেই চিঠির সঙ্গে আর এক খানি খাতাও পাওয়া গিয়াছে, সেই খাতাতেই বীরেন্দ্র যখন যে কাজ করিয়াছেন, যাহার সঙ্গে যে রূপ ব্যবহার করিয়াছেন ও কথা বার্ত্তা কহিয়াছেন, তৎসমুদায়ই লেখা আছে। তোমার স্বামী ঐ খাতা ও পত্রাদি হস্তগত করাতেই তোমার ও আমার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিয়াছিলেন।"

"এই বুঝি তোমার প্রচুর প্রমাণ।"

"না, আরও আছে।"

"কি?"

"তোমার শ্বশুর প্রতাপচন্দ্রের লিখিত অনেক চিঠি, এবং তোমার স্বামীর চাকুরীর সংক্রান্ত অনেক দলিলও পাওয়া গিয়াছে।"

মুকুন্দরামের বাক্য শ্রবণে পঞ্চতীরাজের মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল। চির দিন দুষ্কর্ম্ম করিয়া কৃতকার্য্য হইলেও সময় বিশেষে আত্মপ্রকাশ সম্ভাবনা ঘটিলে, মানসিক স্থৈর্য্য সম্পাদন করা অতীব কঠিন কাজ। আত্মসংযম দুরূহ হইলেও, একেবারে অসম্ভব নহে; কিন্তু বাহ্যিক আকারে মানসিক ভাব গোপন চেষ্টা করিলেও উহা অপ্রকাশ থাকে

না। অন্তর্বৃত্তি সমুদায় কোনও না কোনও রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে। পঞ্চভীরাজ অনেকবার দুষ্কর্ম্মে রত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক বারও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মুকুন্দরামের বাক্যাবলী তাঁহার শ্রবণে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রত্যেক শীরায় শীরায় তাড়িৎবেগে চালিত হইতে লাগিল, রক্তধার উষ্ণ করিয়া তুলিল; শোণিত প্রবাহ প্রবল বেগে ঊর্দ্ধ প্রধাবিত হইল; সুতরাং তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল; ললাট দেশে স্বেদ বিগলিত হইতে লাগিল।

বীরেন্দ্র পঞ্চভীরাজের ভাবান্তর উপস্থিত দেখিয়া হাস্য করিলেন। বলিলেন, "কি ভাই অভিরাম!"

পঞ্চভীরাজ বীরেন্দ্রের দিকে আর দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না; অধোবদন হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

বিলাসবতী ক্ষণকাল মৌন হইয়া যেন কি চিন্তা করিলেন; পরে রোষ ভরে আবার কিছু বলিবার উপক্রম করিলে, বীরেন্দ্র মৃদুস্বরে বলিলেন, "বিলাসবতি! নিরস্ত হও, অনেক দূর হইতে আসিয়াছ, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। অনতিবিলম্বেই স্বামীর গুণপনা জানিতে পারিবে।"

বিলাসবতী সমধিক ভীষণ হইয়া সগর্ব্বে বলিলেন, "আর শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে হইবে না। আমি এখন মাতৃ ভবনে চলিলাম। যদি কখন তোমার ধৃষ্টতার প্রতিশোধ করিতে পারি, তবে আবার এ পুরীতে পদার্পণ করিব।" এই বলিয়া শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক, পঞ্চভীরাজ সমভিব্যাহারে মাতৃ ভবনে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিংশ স্তবক।

স্ত্রীপুরুষে।

রাজচ্ছত্র লভিবারে বড় সাধ মনে,
ভয় কেন পাও তবে উপায় চিন্তনে?

মুকুন্দরামের আলয়ে অতিথি আসিবার পরদিন হইতেই পঞ্চতী নগরে বিলক্ষণ গোলোযোগ উপস্থিত হয়। কি রাজপথে, কি বিশ্রামভবনে, সকল স্থলেই পঞ্চতীরাজ সম্বন্ধে নানা রূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। গর্ব্বিতা বিলাসবতীর প্রতি পুরবাসীদের কাহারও শ্রদ্ধা ছিল না; সকলেই এক্ষণে সময় পাইয়া, তাঁহার নানা প্রকার কুৎসা করিতে লাগিল। জলাশয়কূলে কুলকামিনীরা পরস্পর বিলাসবতী ও পঞ্চতীরাজ সম্বন্ধে, স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে নানা রূপ কথা কহিতে লাগিলেন। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মন্ত্রিপত্নী যার পর নাই মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি এখন আর গৃহের বাহির হয়েন না; অপর লোকও আর এখন তাঁহার আলয়ে আগমন করে না। তিনি একাকিনী, দিবারাত্র অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশা ভরসা সকলই তিরোহিত হইল; আহার নিদ্রাও তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করিল। তনয়া ও জামাতাকে দেখিতে পাইলেও মন্ত্রিপত্নী এখন

বিলক্ষণ সুখানুভব করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারাও আসিতেছেন না।

যে দিন বিলাসবতী ও পঞ্চতীরাজ কাশী হইতে যাত্রা করেন, সে দিন মন্ত্রিপত্নীর মন অধিকতর চঞ্চল হইল; তিনি একবার বা শয্যায় আরবার বা বাতায়নে বসিতে লাগিলেন। এইরূপে সন্ধ্যা অতীত হইলে, পরিচারিকা আসিয়া বিলাসবতী ও পঞ্চতীরাজের আগমন সংবাদ প্রদান করিল। এই সংবাদে মন্ত্রিপত্নী সাতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং সত্বরপদে তাঁহাদের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। বিলাসবতীর চিত্ত সুস্থির ছিল না; তিনি অসংলগ্ন নানা রূপ কথা কহিতে লাগিলেন, এতচ্ছ্রবণে মন্ত্রিপত্নীর হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হইল, কিন্তু তিনি সাহস করিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

অনন্তর আহারাদি সমাপন হইলে, বিলাসবতী গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল; সূর্য্যকিরণ জানালার ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল; এমন সময়ে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চকিত হইয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি কেবল নানা রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন, আরামদায়িনী নিদ্রা একেবারে হয় নাই। তিনি চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত, তাঁহার মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক উজ্জ্বল জ্যোতি তিরোহিত হইয়াছে। পরিচারিকা গৃহে প্রবেশ করিল, বিলাসবতী আত্মগোপন করিলেন। দাসী চতুর্দ্দিকে নানা রূপ গুজব শুনিয়াছিল, বিলাসবতীর কোনও রূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই, দেখিয়া সে মনে করিল, হয়ত, তিনি ও সকল হুজুগের

কোনও কথা শুনেন নাই; অথবা নিজের কোনও রূপ অমঙ্গল হইবার আশঙ্কা নাই, নিশ্চয় জানিয়া, এতদূর প্রফুল্ল-চিত্ত রহিয়াছেন।

তাঁহার এরূপ সতেজ ভাব সন্দর্শনে কেবল যে পরিচারিকা বিমুগ্ধ হইল, এমন নহে; ইতিপূর্ব্বে যে সকল রাজকীয় ভৃত্যেরা পঞ্চতীরাজের প্রতি অযত্ন বা অনাদর প্রদর্শন করিতেছিল, তাহারাও ভয় পাইয়া, আবার শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল; বিলাসবতী বাহিরে যে রূপ দেখাউন না কেন, তাঁহার অন্তরে প্রলয় পবন বহিতে লাগিল। তিনি সকালে সকালে যৎসামান্য আহারাদি করিয়া স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কোনও পরামর্শ করিতে হইবে বলিয়া, অপরাহ্লে পঞ্চতীরাজকে আপন গৃহে ডাকাইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে, সাদরে তাঁহার কর গ্রহণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে আমাকে বল।"

বিলাসবতীর এই কথা শ্রবণে, পঞ্চতীরাজের মুখ শুষ্ক হইল, তিনি কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। বিলাসবতী পঞ্চতীরাজকে নীরব দেখিয়া, তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, "যে দুরাচারেরা স্বীয় দুষ্কর্ম গোপন রাখিতেও জানেনা, তাহাদের মরণই মঙ্গল।"

পঞ্চতীরাজ শূন্যদৃষ্টিতে বিলাসবতীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তোমার কথায় আমি সাহস করিয়া মরিতে পারি; কিন্তু সে ব্যক্তি যে আর কখন ফিরিয়া আসিবে, আমি এক দিনও মনে করি নাই।"

"তুমি কি তবে ওঁকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলে?"

পঞ্চতীরাজ নীরব রহিলেন।

বিলাসবতী আবার বলিলেন, "চুপ করিয়া রৈলে কেন, তুমি কি ওঁকে মারিতে চেষ্টা করিয়াছিলে?"

"আমি মনে করিয়াছিলাম, ওঁর মৃত্যু হইয়াছে।"

"হাঁ আমার অদৃষ্ট! যে কাজ সম্পন্ন করিতে সাহস নাই, অনর্থক কেন তাহার চেষ্টা করিয়াছিলে?"

পঞ্চতীরাজ এতদিন মর্ম্মভেদী অন্তর্যাতনা অক্লেশে সহ্য করিতেছিলেন, কখন কোনও রূপে আত্ম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু বিলাসবতীর ঘৃণাপূর্ণ তিরস্কার শ্রবণে তাঁহার আত্মসংযম ক্ষমতা একেবারে দূর হইয়া গেল; তিনি সজল-নয়নে পত্নীর প্রতি দৃষ্টি যোজনা করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "আমার কি উপায় হইবে? আমি এখন কি করিব?"

বিলাসবতী অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি ভীরু না হইলে, আমি তোমাকে কোনও সদুপায় বলিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু তোমার উপর কোনও বিষয়ের ভারার্পণ করিতে আমার সাহস হয় না। তথাচ আমি অন্য আর এক উপায় চিন্তা করিয়াছি। আমার পরামর্শ গ্রহণ করিলে, তুমি এখনও সুখী হইতে পার। তুমি মুকুন্দ-রামের অতিথিকে বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া এক পত্র লিখ। তুমি যে স্বকীয় কার্য্যের জন্য প্রকৃতই অনুতপ্ত হইয়াছ, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া তাহাই জানাইবে। শৈশবাবধি তিনি তোমার উপকার করিয়া আসিতেছেন, তদ্বিষয় তাঁহাকে স্মরণ করাইবে। পরিশেষে আগামী কল্য প্রত্যূষে বৃক্ষসেতুর সন্নিকট নিকুঞ্জে একবার তাঁহার আগমন প্রার্থনা

করিবে। এরূপ প্রার্থনার কারণ এই যে, তুমি স্বকীয় দোষ স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার চরণে শরণ লইবে। অপর কেহ তাঁহার সঙ্গে থাকিলে, দোষ স্বীকার করিতে তোমার লজ্জা বোধ হইবে, ইহাও তাঁহাকে জানান আবশ্যক। আরও লিখিবে, যে, তিনি এবার তোমায় রক্ষা করিলে, তুমি এ জন্মের মত এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবে; আর কখন কাহারও অহিত সাধন করিবে না। আমি বিলক্ষণ জানি, যে, বীরেন্দ্র সাতিশয় দয়ালু এবং সজ্জন। তোমার কাকুতি মিনতিতে তাঁহার হৃদয় নরম হইবে এবং তিনি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। তুমি এক জন বিলক্ষণ ধূর্ত্ত লোক; নানা রূপ অভিসন্ধিও সম্যক্ প্রকারে অবগত আছ। বীরেন্দ্র তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলে, তোমার কি কর্ত্তব্য, আমি আর বলিয়া দিতে পারিব না। হতাশ্বাসের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না; তাহার আক্রমণ রোধ করাও সহজ ব্যাপার নহে। তুমি যদি এবারও বিফল মনোরথ হও; তাহা হইলেও তোমার বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। এ কার্য্যের ফলাফল কি ঘটে না ঘটে, জানিতেও আমার তাদৃশ ইচ্ছা নাই। কিন্তু এখন যাও। এই রূপ কাজ কর; আর বিলম্ব করিও না।”

পঞ্চতীরাজ পত্নীর পরামর্শে আহ্লাদিত হইলেন; তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন, “আচ্ছা আমি চলিলাম, কিন্তু তিনি যদি না আসেন তবে কি হইবে?”

“তিনি আসিবেন; তবে তোমার ভয়ে অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে আনিতে পারেন; কিন্তু একটু বিবেচনা পূর্ব্বক পত্র লিখিতে

পারিলে, তিনি তোমাকে সমধিক দয়ার পাত্রই মনে করিবেন; তোমাতে আশঙ্কার কোনও কারণ নাই, নিশ্চয় জানিলে, তিনি কখন অস্ত্র আনিবেন না।"

"যদি তিনি মুকুন্দরামকে সঙ্গে লইয়া আসেন, তবে কি হইবে?"

"তবে তোমার অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে, আমার সহিত তোমার সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইবে; আমি আর তোমার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইব না।"

বিলাসবতী অর্থ ও পদমর্য্যাদার অতিশয় অনুরক্ত। এ দুয়ের জন্যই তিনি পঞ্চতীরাজের সহধর্ম্মিণী হন; যাহাতে এই দুটি বজায় থাকে, তিনি তাহাতেই বিশেষ যত্নবতী। তিনি আবার ইহার জন্যই পঞ্চতীরাজের সহিত সম্পর্ক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। বিলাসবতীর সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণে, পঞ্চতীরাজ চকিত হইয়া উঠিলেন; তিনি যেন সহসা জ্ঞানালোকে প্রকৃত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পাইলেন।

বিলাসবতী, তাঁহার ভাবান্তরের প্রতি কোনও লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "তুমি আত্মপদ দৃঢ় করিবার মানসে, আমাকে বিবাহ করিয়াছিলে; কিন্তু আমি রাজরাণী হইয়া সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিব বলিয়া, তোমায় বরণ করি; অতএব তুমিও আমাকে চিনিতে পার নাই; আমিও তোমাকে চিনিতে পারি নাই। তোমাকে পরিত্যাগ করিলে, একটি ব্যতীত, আমি কিছুরই অভাবী নই।"

"আচ্ছা সেই একটিই কি কিছু নয়?"

"হাঁ কিছু বটে। কিন্তু দ্যূত ক্রীড়ার সময় সর্ব্বস্ব পণ

করিলে, সর্ব্বস্বান্ত হইবারও সম্ভাবনা। তুমি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলে, সুতরাং সর্ব্বস্বান্ত হইলে ; আমি সর্ব্বস্ব পণ করি নাই, সুতরাং আমার যৎকিঞ্চিৎ রহিল।”

বিলাসবতীর এতদূর আত্মানুরাগিতার কথা শ্রবণে, পঞ্চতীরাজ সকাতরে বলিলেন, “বিলাসবতি! তুমি বড় নিষ্ঠুর।”

“নিষ্ঠুর না হইলে, কি কখন আমি তোমার পত্নী হইতাম? কিন্তু এ সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই ; সময় যাইতেছে ; যাও, তুমি একাকী গিয়া তাঁহাকে পত্র লেখ। আমি কাল থেকে কেবল তোমার ভাবনাই ভাবিতেছি ; এখন এক বার নিজের কর্ত্তব্যতা চিন্তা করিতে হইবে। বীরেন্দ্রের অন্তঃকরণ বিলক্ষণ উন্নত, তিনি নিঃসন্দেহই আমাকে দয়া করিবেন। এই বলিয়া, বিলাসবতী একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, “তুমি কি জান না, যে, সকল মেয়েরাই ভাল ভাল কাপড় ও গয়না পরিতে ভাল বাসে।”

বিলাসবতী, এই শ্লেষ বাক্যে পঞ্চতীরাজকে অভীষ্ট সাধনে যত্নবান হইতে আদেশ করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বিলাসবতী নিষ্ঠুরা হইলেও সাতিশয় সুন্দরী। পঞ্চতীরাজ প্রাণান্তেও বিলাসবতীর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিবেন না।

তিনি কি বিলাসবতীকে ভাল বাসেন? না, কখনই না। প্রণয় একটি পবিত্র মনোবৃত্তি। প্রণয় কখন লোককে কুকর্ম্মে অনুরক্ত করে না ; প্রণয় কখন রূপ ও গুণের পক্ষপাতী হয় না। বিলাসবতী, সৌন্দর্য রূপ যাদু মন্ত্রে, পঞ্চতীরাজকে

মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং তিনি তাঁহার জন্য এতদূর দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চলিলেন।

পঞ্চতীরাজ রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজ্য লাভ করিয়াও কি তিনি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইলেন না; স্বমস্তকে কলঙ্কের ভার বহন করিলেন না? তিনি আবার ও অতি জঘন্য পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক, সেই রাজ্য রক্ষা করিতে যত্ন করিতেছেন। তিনি বিলাসবতীর মুখে আত্ম সুখ্যাতি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এবার কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, পথ নিষ্কণ্টক হইবে; এবং বিলাসবতীও তাঁহাকে আর ভীরু বলিয়া তিরস্কার করিতে সমর্থ হইবেন না।

বিলাসবতী পঞ্চতীরাজের পরামর্শ দাতা, সুতরাং তাঁহার সহকারিণী। সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহাদের বাধ্য-বাধকতা যত দূর না হউক; এবার তদপেক্ষা, অনেক পরিমাণে অধিক হইবে। অতঃপর তাঁহাদের উভয়ের মধ্যের অন্তর বিদূরিত হইয়া, ঘনিষ্ঠতা বাড়িবে।

পঞ্চতীরাজের হৃদয়ে সহসা এরূপ ভাবের উদয় হইল, দেখিয়া তিনি স্বয়ংও চকিত হইলেন; কিন্তু এ চমক তিলার্দ্ধও থাকিল না। তিনি স্বভাবতঃ ভীরু। কিন্তু বিলাসবতীর মনোরঞ্জন করিবার এই সুযোগ উপস্থিত। তাঁহার বিশাল নেত্রের কটাক্ষের পাত্র হইবারও এই প্রশস্ত সময়। সুতরাং তাঁহার শরীরে অপ্রমিত সাহস আসিল। এ নিরাশ্বাসের শেষ সাহস! তিনি তদনন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, এক খানি লিপি লিখিলেন। এই লিপিই তাঁহার অদৃষ্ট নির্ণয় করিবে। এই লিপিই আবার এই বিপদসঙ্কুল রাজ্য নিরাপদ করিবে।

একত্রিংশ স্তবক।

বিবেক দাহন।

কার্য্য বলে ভাগ্যদেবী স্ববশে আনিব,
অক্ষয় সন্তোষ আমি সতত ভুঞ্জিব;
আত্মদোষে মনোরথ হইলে বিফল
একেবারে পাসরিব যাতনা সকল।

অপরাহ্নে পঞ্চতীরাজ পত্নীর পরামর্শ ক্রমে মুকুন্দরামের অতিথিকে এক পত্র লিখেন। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে সেই পত্রের উত্তর আসিল। আগন্তুক প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। পঞ্চতীরাজ উত্তর পাঠ করিয়া স্বগৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পাঠক! চলুন আমরাও তথায় যাই; দেখি তিনি এখন কি করেন। লোকের সমক্ষে মনুষ্য মাত্রেই কার্য্য দ্বারা হৃদয়ের ভাব গোপন করেন; কিন্তু একাকী নির্জ্জনে অবস্থিতি করিলে, ভাব-বৃন্দ আপনা হইতেই অবিকৃত রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে; সুতরাং পঞ্চতীরাজের হৃদয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার এই প্রশস্ত সময়। তাঁহার জীবনের এই শেষ উদ্যম। এ উদ্যমের ফলাফল ও অনির্দ্দিষ্ট। মনুষ্য-হৃদয়ে সৎ প্রবৃত্তি নিহিত আছে কি না, তাহা কেবল বিবেকের কার্য্যেই জানা যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বে এক বার পঞ্চতীরাজের বিবেকের খেলা সন্দর্শন করিয়াছি; এখন আবার সেই খেলাই সুচারু রূপে প্রত্যক্ষ করিতে চলিলাম।

মানব-নেত্র, মানব ব্যতীত, আর কোথায়ও দৃষ্টিসংহারিণী জ্যোতি অথবা গভীরান্ধকার দেখিতে পায় না। মানব-জীবনই মিশ্র, অব্যক্ত, অসীম এবং ভয়ানক ভাব লহরীতে পরিপূর্ণ। আকাশ—অনন্ত—বারিনিধি অপেক্ষায় গভীর; মনুষ্য হৃদয় আকাশ অপেক্ষায়ও গভীর।

মনুষ্য হৃদয় বিবৃত করা অতি কঠিন কাজ। সামান্য শ্রমোপজীবী কৃষকের অন্তরেও সতত যে সকল ভাব খেলা করিতেছে, পৃথিবীস্থ সমস্ত উৎকৃষ্ট কবিদের সংগ্রহ একত্র করিলেও তাহার কণা মাত্র প্রকাশ পায় না। মনুষ্য-বিবেক স্বপ্ন-স্রষ্টা; লোভ, মোহ প্রভৃতি ষড়্ রিপুর উৎপত্তি এবং বিবাদ স্থল। নিন্দা পরিবাদ বিবেকেই পুষ্টি সাধন করে। ঐ যে চিন্তাশীল প্রাণী, হৃষ্টমনে কি ভাবিতেছেন; সময়ে সময়ে তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হও; বাহ্যিক হর্ষে কি ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক বার বিলোকন কর; সেই নিভৃত অন্তঃস্থান এক বার সন্দর্শন কর। বাহিরে নিভৃত নীরব; কিন্তু দেখিবে, অন্তরে নিরন্তরই দৈত্য দানবের সংগ্রাম হইতেছে; কুরুক্ষেত্র অথবা লঙ্কাকাণ্ডের ক্ষণিকও বিরাম নাই। শরীরাভ্যন্তরে অসীম আত্মা বাস করেন; তিনি গভীর অন্ধতমসে নিরন্তরই সমাচ্ছন্ন রহিয়াছেন। মানবগণ নৈরাশ্য-সাগরে নিমগ্ন হইলে জ্ঞানালোকও নিবিয়া যায়; সুতরাং জীবনতরি অন্ধকারেই পরিচালিত হইতে থাকে।

গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞানিত স্থলে গমন করিতে সকলেরই হৃদয়ে শঙ্কা হয়; আমরাও সম্প্রতি শঙ্কিত হৃদয়ে, এক জনের অন্ধকারাবৃত মানস ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে চলিলাম।

বীরেন্দ্রকে অস্ত্রাঘাতে অর্দ্ধ হত করিয়া অভিরাম এক প্রকার নূতন সংসারে নূতন লোক হন। অনন্তর তিনি যে যে কাজ করিয়াছেন, পাঠক মহাশয়েরা তৎসমুদায় পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন; সুতরাং এখন সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সেই সময় অবধিই তিনি একটি মাত্র চিন্তা অবলম্বন পূর্ব্বক কাজ করিতে লাগিলেন, সময়ানুসারে সেইটি দুই ভাগে বিভক্ত হইল। পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারই তাঁহার প্রথম চিন্তা। এইটিই সময় ধর্ম্মে পঞ্চতীর সিংহাসনে অধিরোহণ এবং বিলাসবতীর পাণিগ্রহণ এই দুইটি অতি সন্নিকট শাখায় বিভক্ত হইল। এই দুইটিই একত্রে তাঁহার প্রথম ও প্রধান চিন্তা; ইহারাই সেই প্রথম চিন্তার সহকারক ও ফল নির্ণায়ক। এই দুইটি চিন্তা সাতিশয় বলবতী; ইহারাই উগ্র মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সামান্য সামান্য কার্য্যও শাসন করিতে লাগিল। ইহাদের উভয়েরই এক লক্ষ্য; উভয়েই নিরন্তর এক বর্ত্মানুগামিনী; সুতরাং ইহাদের মধ্যে কখনও বিরোধ নাই। তিনি ইতিপূর্ব্বে, অস্ফুট রূপে এই বিষয় কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বীরেন্দ্রের মুখে আত্মনাম শ্রবণ করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত মূর্চ্ছিত হন; মূর্চ্ছার পূর্ব্বে চমক হয়। এত কাল যত্ন পূর্ব্বক, তিনি যে নামটি গোপন করিবার চেষ্টা করেন, পরিশেষে সেই নামটি প্রকাশ হইল; বৃহৎ বাত্যার প্রারম্ভে মহীরুহের ন্যায় তিনি হেলিতে দুলিতে লাগিলেন; ঝড়ের প্রবল বেগে বুঝি বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়? অচিরে তাঁহার মস্তকোপরি বজ্রপাত হইবে, সূচনাতেই পূর্ব্বাহ্লে

মেঘ উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। বীরেন্দ্রের মহৎ অন্তঃকরণের কথা স্মরণ করিয়া অভিরাম এক এক বার আপনার সকল দোষ স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার চরণে শরণ লইতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। তিনি এত কাল অবধি উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতেছিলেন, তাহা কতক পরিমাণে সফল হইলেও, এক দিনেরও জন্য সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই; মানসিক শান্তি তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল; তিনি এখন আত্ম অভিলাষেও সম্পূর্ণ বিফল হইতেছেন; তবে আর কেন অনর্থক যত্নপূর্ব্বক একেবারে ভয়ানক পাপ রাক্ষসীর কুক্ষিগত হইবেন। এক বার তাঁহার হৃদয়ে এ রূপ চিন্তার উদয় হইল; তিনি এ রূপ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিলেও সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে সুখ নাই; তিনি অদৃষ্টের দাস, অদৃষ্ট তাঁহাকে যে পথে লইয়া চলিল, তিনি সেই পথেই চলিলেন। প্রথম চিন্তা, তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আত্মরক্ষার উপদেশ প্রদান করিল পরক্ষণেই বিলাসবতীর কঠোর ভ্রূকুটি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল; প্রথম চিন্তা তাঁহার অন্তরে উদয় হইতে না হইতেই লোপ পাইল; তিনি আবার সেই সময় হইতেই বাহিরে প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার অন্তরে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। নানা রূপ নূতন নূতন ভাব তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল; মস্তিষ্ক গরম হইল; ধারণাশক্তির হ্রাস হইল; ভাবরন্দের শৃঙ্খলতা দূর হইল।

তিনি রাত্রিকালে আহার করিতে বসিলেন, আহারেও অরুচি হইল না।

শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া আবার চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চতীরাজ অনির্ব্বচনীয় ও অশ্রুত পূর্ব্ব অবস্থায় পতিত হইয়াছেন; তিনি স্বীয় অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে একেবারে উন্মনা হইয়া উঠিলেন; জাগ্রতেই স্বপ্ন দেখিলেন; অতি ত্রস্ত ভাবে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিলেন। কেহ পাছে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করে; তাঁহার কার্য্য পরম্পরা সন্দর্শন করে; তিনি এই ভয়ে সশঙ্কিত; সুতরাং দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে ভয় দূর করিলেন।

তাঁহার গৃহে আলোক জ্বলিতেছিল; তাঁহার কষ্ট হইল; তিনি আলোকটি নিবাইয়া ফেলিলেন।

আলোক থাকিলে হয়ত কেহ তাঁহাকে দেখিবে?

কে দেখিবে?

আহা! তিনি যাহার ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিলেন, যাহার ভয়ে আলোক নিবাইলেন; রুদ্ধ দ্বার তাহার আগমন বারণ করিতে পারিল না; অন্ধকারও তাহার দৃষ্টি শক্তি বিনাশ করিতে পারিল না। তাঁহার বিবেক তাঁহাতেই রহিল।

প্রথমে মনে হইল, নির্জ্জন হইলেই তিনি নিরাপদ হইতে পারিবেন। অর্গলাবরুদ্ধ গৃহে কেহই প্রবেশ করিতে পারিবে না; অন্ধকারে কেহই দেখিতে পাইবে না। তিনি এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শয়ন করিলেন; শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

আমি কোথায় আছি? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? আমি আজ কি শুনিলাম; কি দেখিলাম? আমি কি সত্য সত্যই বীরেন্দ্রকে দেখিলাম, না বীরেন্দ্রের প্রেতাত্মা

আমাকে ভয় দেখাইয়া গেল? আমি কাল এমন সময় কি করিতেছিলাম; আজই বা কি করিতেছি; সহসা এ কি হইল?

তাঁহার এই অন্তর্যাতনা, এই বিবেকের দাহ হইতে লাগিল। মস্তিষ্ক শুষ্ক হইল; চিন্তাবেগ প্রবল তরঙ্গের ন্যায় আসিতে লাগিল, যাইতে লাগিল; তিনি কোনও বিষয় স্থিরসিদ্ধান্ত করিবেন; তাঁহাকে চিন্তার গতি রোধ করিতে হইবে; সুতরাং দুই কর দ্বারা সজোরে কপালের দুই শীরা ধারণ করিলেন।

মস্তিষ্ক হইতে অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল; জ্বলিতে লাগিল। তিনি জানালায় গিয়া খড়খড়ি খুলিলেন; শীতল বাতাস গৃহে প্রবেশ করিল, কিন্তু যন্ত্রণার তিলার্দ্ধও লাঘব হইল না। আকাশে নেত্রপাত করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার দৃষ্টিশক্তিরও লোপ হইল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আবার শয্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

ক্রমে ক্রমে অস্ফুট চিন্তা পরিস্ফুট হইতে লাগিল, তিনি স্বীয় অবস্থা কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিলেন। তিনি যেন গভীর নিদ্রাবেশ হইতে জাগ্রত হইয়া দেখিলেন, এক অতি উচ্চ পর্ব্বতশিখরে দণ্ডায়মান, তাঁহার সম্মুখেই একটি গহ্বর মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে; ভয়ে তাঁহার পা কাঁপিতেছে। সেই অন্ধকার নিশিতেই, বীরেন্দ্র ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভয় দেখাইতে আসিতেছেন; তিনি সেই গিরিগুহায় নিপতিত হইয়াই বুঝি এ জন্মের মত চলিলেন। এই চিন্তা সমধিক বলবতী হইল, তিনি সিহরিয়া উঠিলেন।

ক্ষণকাল পরেই সে ভাব বিদূরিত হইল; তিনি আলোক জ্বালিলেন; সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল; তাঁহার অন্তরে যেন কোনও নূতন আশার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, আমার ভয় কি? আমি কেন অনর্থক এ সকল বিষয় চিন্তা করিতেছি? বিলাসবতী আমাকে ত বেশ পরামর্শ দিয়াছেন! তাঁহার পরামর্শানুসারে চলিলেই ত সকল ভয় দূর হইয়া যাইবে। আমিত ইচ্ছা পূর্ব্বক কাহা-রও অনিষ্ট করিতেছি না। আত্মরক্ষা সকলের প্রধান কাজ, আত্মরক্ষায় কাহার কোনও অনিষ্ট হইলে, আমার দোষ কি? আমি ত অদৃষ্ট অনুসারেই চলিতেছি। অদৃষ্ট আমাকে যে পথে লইতেছেন, আমি ত সেই পথেই যাইতেছি। বিধি আমার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, আমি তাহাই করিব। বিধিলিপি খণ্ডন করা কি আমার সাধ্য? পক্ষীরাজ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন। অনন্তর গাত্রোত্থান করিয়া আবার গৃহাভ্যন্তরে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আর ভয় কি? এই ত আমার যুক্তি স্থির হইল।

কিন্তু তাঁহার আহ্লাদ হইল না।

তিনি বিলক্ষণ পরিতাপ অনুভব করিতে লাগিলেন। বর্ষা কালে নদীর বেগ কেহই বন্ধ করিতে পারে না; মনুষ্য-হৃদয়ে ভাবের স্রোতেরও কেহ গতিরোধ করিতে পারে না। সমুদ্রে বাণ ডাকিলে নদী সকল উথলিয়া উঠে; মনুষ্য হৃদয়ে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলে, অন্যান্য সকল প্রবৃত্তিই নিস্তেজ হইয়া যায়। যিনি অকূলের প্রশান্ত ভাব বিনাশ করেন, তিনিই আবার মনুষ্যহৃদয়ে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে, পঞ্চুতীরাজ আবার কথোপকথন আরম্ভ করিলেন; এ কথোপকথনে তিনিই বক্তা আবার তিনিই শ্রোতা। তিনি বলিতেছেন, যে, তিনি নীরব থাকিবেন; কিন্তু যে বিষয় শুনিতে তাঁহার ইচ্ছামাত্রও নাই, তিনি আবার সে বিষয়ই শুনিতে পাইতেছেন।

এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে এস্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজন হইতেছে।

আমরা যে, সময়ে সময়ে আপনার সঙ্গে আপনিই কথা কহিয়া থাকি, তাহা হয়ত, মনুষ্য মাত্রেই অবগত আছেন। হৃদয়-সরোবর ভাবরন্দের উর্ম্মিমালায় পরিপূরিত হইলে, হৃদয় ও মন তদ্গত হয়; বাহ্যেন্দ্রিয়গণ প্রায়শই নিশ্চেষ্ট থাকে, আর আমরা তখনই আপনা আপনি কথা কহিয়া থাকি। কথা মনুষ্যের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এক বার বিবেক হইতে চিন্তায়,আবার চিন্তা হইতে বিবেকে গমনাগমন করে। এ অধ্যায়ের 'তিনি কহিলেন' প্রভৃতি স্থলে, কথা এই অর্থ জ্ঞাপক; এ সকল স্থলে বাহ্যিক নিস্তব্ধতার বিনাশ হয় না। অভ্যন্তরে বিলক্ষণ গোলযোগ হয়, সে খানে সকলেই কথা কহে, কিন্তু জিহ্বা নিশ্চেষ্ট-স্বকার্য্যে বিরত। আত্মার আনুষঙ্গিক বৃত্তি সমূহ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও, তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই।

পঞ্চুতীরাজ আপনাকে নানা রূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং আপনিই সে সমুদায়ের সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে যে পথাবলম্বন তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহার বিপদ সঙ্কুলও স্মৃতি পথে উদিত

হইল। তিনি যে একটি জঘন্য কাজে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাও বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু সে কার্য্য সম্পাদন এখন তাঁহার আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহার অদৃষ্টও তাঁহাকে সেই পথে লইতেছে, সুতরাং তিনি আর কি করিবেন।

এই সকল দুরূহ চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইল। শরীরের শোণিত স্রোতোবেগে শীর্ষদেশে প্রধাবিত হইল, তিনি মূর্দ্ধার উষ্ণত্ব অনুভব করিলেন। তিনি অনেক ক্ষণ গৃহমধ্যে পদচারণা করিতেছিলেন, এখন ব্যথা অনুভব করিয়া বসিয়া পড়িলেন। এমন সময় রজনী দ্বি প্রহর জ্ঞাপনার্থ ঘণ্টা বাজিল।

তিনি এক এক বার মনে করিতেছিলেন হয়ত বিলাসবতী তাঁহার সহিত এই বিষয়ের পরামর্শ করিতে এখনই এখানে আসিবেন; কিন্তু রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল, বিলাস বতী আসিলেন না। তিনি একাকীই এই কার্য্য সম্পন্ন করুন, বিলাসবতীর এই বুঝি আন্তরিক ইচ্ছা; কার্য্য সাধন করিতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হইলেও বুঝি বিলাসবতী দুঃখিতা নন। এই চিন্তা পঞ্চতীরাজের আবার সমধিক কষ্টকর হইল।

এই উদ্বেগ প্রবল হওয়ায় তাঁহার অতি অল্প ক্ষণ স্থায়ী এক প্রকার মোহ হইল, তিনি সকল বিষয় বিস্মৃত হইলেন। মোহাবসানে তিনি আবার অনেক কষ্টে পূর্ব্ব চিন্তিত বিষয় স্মরণ করিলেন, গাত্রোত্থান করিলেন, আবার গৃহ মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল; তিনি এই বার সন্তুষ্ট হইলেন।

মণি মুক্তাদি মহার্ঘ রত্নাবলী পৃথিবীর অতি নিভৃত স্থলে লুক্কায়িত থাকে; সত্যও নিরন্তর নিভৃত স্থলে গভীর অন্ধ-

তমসে সমাচ্ছন্ন থাকে। পঞ্চতীরাজ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অন্তরস্থ নিভৃত স্থলে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্ধকারে বিস্তর অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে সেই সত্য প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এই বার সেই সত্য স্বহস্তে ধারণ করিয়াছেন; উহার প্রখর জ্যোতিতে তাঁহার নয়ন পীড়িত হইতে লাগিল।

তিনি বলিলেন, এই ঠিক হইল। এই আমি এখন প্রকৃত পথ অবলম্বন করিলাম। আমার সন্দেহ দূর হইল। আমি এখন এক পথ ধরিয়া চলিলাম। এই বলিয়া, তিনি সেই গৃহের একটি কোণে গমন পূর্ব্বক একটা বাক্স খুলিলেন; এক বার দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাঁহার বোধ হইল, কেহ যেন, তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে। বাক্স খুলিয়া তদভ্যন্তর হইতে এক খান শাণিত অস্ত্র বাহির করিলেন, এবং সেই অস্ত্রে দীপের আলোক পতিত হওয়ায় অস্ত্র চক্ চক্ করিয়া উঠিল। তিনি বস্ত্রাভ্যন্তরে অস্ত্র খানি লুক্কায়িত করিলেন; আলোকটি নিবাইলেন এবং শয্যায় উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, গবাক্ষ দ্বার দিয়া গৃহে আলোক প্রবেশ করিয়াছে; পূর্ব্ব দিক ধূসর বর্ণ হইয়াছে; সুতরাং আর বিলম্ব করা বিধেয় নয় মনে করিয়া, পঞ্চতীরাজ এক গ্লাস সুরা পান করিলেন এবং সজ্জিত হইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন।

বাহিরে একবার গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার সেই বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিলে, মনুষ্য কেন, বন্য পশুরাও চকিত হইত। পঞ্চতীরাজ আবার বহির্দ্দেশে আগমন করিয়া এক পা বাহিরে এবং অপর পা গৃহাভ্যন্তরে স্থাপন পূর্ব্বক এক মনে স্থিরকর্ণে

কি শুনিতে লাগিলেন। ভৃত্যেরা একতল গৃহে কথা কহিতেছে। পঞ্চতীরাজ তখন ধীরে ধীরে বিলাসবতীর গৃহের দিকে গমন করিলেন। দ্বার ভ্যাজান রহিয়াছে—অর্গলে রুদ্ধ নয়। তিনি হস্ত দ্বারা বিলোড়ন করিবামাত্রই দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। পঞ্চতীরাজ বিলাসবতীকে না দেখিয়া, কার্য্যোদ্ধার করিতে গমন করিতে পারিলেন না। বিলাসবতীর সহিত তাঁহার কি এই শেষ দর্শন ? কে বলিবে। তিনি একেবারে উন্মত্ত হইয়াছেন ; ধীরে ধীরে বিলাসবতীর পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। বিলাসবতী স্বকরে কপোল স্থাপন পূর্ব্বক, অর্দ্ধ নিমীলিতনেত্রে গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন ; নিদ্রিত নয়—জাগ্রত, কিন্তু একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য। পঞ্চতীরাজ যে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছেন, বিলাসবতী তদ্বিষয় কিছুমাত্রও জানিতে পারিলেন না। তাঁহাকে এরূপ অবস্থায় বিলোকন করিয়া পঞ্চতীরাজ একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন ; তিনি স্বীয় বাহু দ্বারা তদীয় গ্রীবাদেশ ধারণ পূর্ব্বক, সজোরে মুখ চুম্বন করিলেন।

বিলাসবতী ক্রোধে এবং দুঃখে অধীর হইয়া পঞ্চতীরাজের বাহু হইতে আত্মগ্রীবা বিমুক্ত করিয়া বিকৃতস্বরে বলিলেন, "তোমার কি বিন্দুমাত্রও ভয় হইল না? তুমি কোন্ সাহসে বিবাহ কালীন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে ?"

পঞ্চতীরাজ সকাতরে বলিলেন, "আমি এ সময়ে আর কি প্রতিজ্ঞা পালন করিব ?"

"কেন, এ সময়ে কেন ?"

"তোমায় আমায় এ জীবনে আর সাক্ষাৎও না হইতে

পারে? তুমি কি আমাকে একটি বিপদ-সঙ্কুল কার্য্যে প্রবৃত্ত কর নাই?

পঞ্চতীরাজ এতচ্ছ্রবণে যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিথিল হইয়া আসিল। বিলাসবতী তখন আবার তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করি-লেন। তিনি স্বীয় রূপরাশির প্রলোভনে স্বীয় পতিকে পাপ পঙ্কে নিমগ্ন করিতে উদ্যত হইলেন।

বিলাসবতী স্বামীর সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। তাঁহার আলুলায়িত কেশপাশ মেঘের ন্যায় বদন-সুধাকরের প্রফুল্ল জ্যোতি হরণ করিল; কিন্তু অধরোষ্ঠের উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ভেদভ্যান্তর হইতে বিনির্গত হইয়া মনোহর ছটায় পঞ্চতীরাজকে উন্মত্ত করিল। বিলাসবতী স্বকরে পতির কর ধারণ পূর্ব্বক, মধুর বচনে বলিলেন, "আমি তোমায় তামাসা করিতেছিলাম, কিছু মনে করিও না। আমরা ইচ্ছা করিলে, এখনও সুখী হইতে পারি। আমি একবার তোমার সাহসের পরিচয় পাইলে, নিঃসংশয়েই তোমাকে মনে প্রাণে ভাল বাসিব। উপস্থিত বিপদ্ হইতে একবার নিরাপদ হইতে পারিলে, আর কেহই আমাদের সুখের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবে না।"

পঞ্চতীরাজ বিলাসবতীর মুখে এই প্রথম মধুর প্রণয় সম্ভাষণ শুনিলেন; সুতরাং যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিলেন। পাছে উদ্যমে বিফল মনোরথ হইলে, বিলাসবতী তাঁহার প্রতি আবার বিরূপ হন, তিনি এই আশঙ্কায় বলি-লেন, "বিলাসবতি! এই কাজ কত দূর দুরূহ, তুমি কি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছ?"

"বিবেচনা পূর্ব্বক সম্পন্ন করিলে, কোনও কাজ কঠিন হয় না?"

"বিলাসবতি! তোমার অভিপ্রায় কি?"

"আমি আর কিছুই বলিব না। তিনি একাকী আসিলে, তুমি কি যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে না?"

"তিনি কি চুপ করিয়া থাকিবেন?"

"কেন, কুঞ্জবনের সন্নিকটে কি নদী প্রবাহিত হইতেছে না? তুমি যদি বিবেচনা পূর্ব্বক, কাজ কর, তবে যে গৃহের বাহির হইয়াছিলে ইহাও কেহ জানিতে পারিবে না। একাকী তাঁহার সঙ্গে সেই সময় সাক্ষাৎ করা যুক্তি সিদ্ধ নয়, মনে করিয়া, তুমি যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় না গিয়া আমারই কাছে ছিলে, আমি যে রূপে পারি তাহার প্রমাণ করিব। আর বিলম্ব করিও না, হয়ত, তিনি তোমার জন্য নদীতীরে অপেক্ষা করিতেছেন। ভয় কি? এরূপ ঘটনা ত প্রতিদিনই ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য ত কেহ কাহাকেও সন্দেহ করে না। সকলেও যে কাজ করিয়া থাকে, তুমিও তাহা করিতে না পারিবে কেন?"

"বিলাসবতি! আমার ভয় হইতেছে। আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ।"

ভয় করিলে, কোনও কাজ হইবে না। মনে কর, মুকুন্দরামের অতিথি যে বীরেন্দ্র, তদ্বিষয়ে এখনও অনেকের সন্দেহ দূর হয় নাই। তাঁহার অবর্ত্তমানে মুকুন্দরামও আমাদের বিপক্ষতাচরণ করিয়া কোনও ফল পাইবেন না। দিন দুই পরে সকলেই এ বিষয় ভুলিয়া যাইবে, আমাদেরও সুখের আর কোনও ব্যাঘাত ঘটিবে না।

"কাজ সম্পন্ন হইলে ত ?"

"না হওয়ার ত কোনও কারণ নাই।"

পঞ্চতীরাজ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল ; তিনি সম্মুখে সুখসাগর সন্দর্শন করিতেছেন ; কিন্তু ভয়ানক দুঃখ এবং হতাশতা বিকট ব্যাদানে তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। তিনি আর এক পা অগ্রসর হইলেই সেই রাক্ষসীর উদরস্থ হইবেন, উহার কুক্ষি হইতে নিষ্কৃতি পাইলে, সুখে সাগরে অবগাহন করিতে পারেন সত্য, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কি হইবে, কে বলিতে পারে ?

বিলাসবতী পঞ্চতীরাজকে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "ভয় কি বিলম্ব করিও না, আহারের পূর্ব্বে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে"

অনন্তর বিলাসবতী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, পঞ্চতীরাজও হতাশ্বাসের অপ্রমিত বলে বলী হইয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থলে চলিলেন।

দ্বাত্রিংশ স্তবক।

দুশ্চিন্তনে।

"চিন্তাবিষে মন যার জ্বরে একবার,
নিরুপায় সেই জন বুঝিলাম সার।"
চিন্তাতরঙ্গিণী।

পঞ্চতীরাজের সহিত যে রূপ বন্দোবস্ত হইল, বীরেন্দ্র তাহার বিন্দুমাত্রও মুকুন্দরামকে অবগত করিলেন না। তিনি গোপনে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলে একবারে তাঁহাকে জানাইবেন, নচেৎ তাঁহার শৈশবসখার কোনও বিপদ ঘটিতে পারে।

বীরেন্দ্রের হৃদয়পটে প্রভাবতী-মূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে, তিনি প্রভাবতীর জন্যই, পঞ্চতীরাজের গর্হিতাচরণে বিস্তর ক্লেশ পাইয়াও তাঁহার সকল কার্য্য বিস্মৃত হইতে মনন করিলেন, প্রভাবতীর জন্যই সেই ধূর্ত্ত প্রতারককে আবার বিশ্বাস করিলেন, এবং প্রভাবতীর জন্যই মুকুন্দরামের অজ্ঞাতসারে বিপৎপাতের প্রতি কোনও লক্ষ্য না রাখিয়া, একাকী সেই নিভৃত স্থলে কপট-মিত্রের সহিত সংলাপ করিতে প্রস্থান করিলেন।

বীরেন্দ্র গম্ভীরভাবে, ধীর ধীরে নির্দ্দিষ্ট স্থলে চলিলেন। অনতিদূরে তাঁহার প্রাণের সরলা ভ্রাতার

সহিত খেলা করিতেছিল। সে দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের প্রান্তর ধারণ পূর্ব্বক, মধুর অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে বেড়া'তে যাব, তুমি আমাকে কোলে করিবে, আমি তোমার ভয় তাড়া'ব।"

বীরেন্দ্র সরলার গাল টিপিয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "না সরলা, তুমি এখন তোমার দাদার সঙ্গে খেলা কর; আমার সঙ্গে গেলে, তোমার দাদা রাগ করিবে।"

"না, দাদা এখন খেলা করিবে না।"

অন্য সময়ে বীরেন্দ্র কখন সরলার কথা অবহেলা করিতে পারিতেন না, কিন্তু এখন তিনি একটি প্রয়োজনীয় কর্ম্মে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন; এখন তিনি সরলার আবদার রাখিতে পারিলেন না।

দুঃখিতা বালিকা, কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া, অতিশয় ক্ষুণ্ণমনে মুখ ভার করিয়া আবার দাদার কাছে গিয়া জুটিল।

আহা! কি রমণীয় প্রাতঃকাল। নীহারবিন্দু দূর্ব্বাদলে এবং বৃক্ষপত্রে পতিত হইয়া অসংখ্য মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। নব রবির কাঞ্চনময় কিরণ তদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আরও মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পালে পালে গো মেষাদি চরিয়া বেড়াইতেছে; স্রোতস্বতীও কল কল করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বনস্থল এবং কুঞ্জবন এখন পর্য্যন্ত মনুষ্য-সমাগম-শূন্য হইয়া রহিয়াছে। শিশির শুষ্ক না হইলে, নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত, কে আর এমন সময় অরণ্যে প্রবেশ করে?

বীরেন্দ্র স্বকার্য্য সাধন করিবেন; অতি দুরাচার শৈশব-সখার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া প্রভাবতী এবং তাঁহার জনকের ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিবেন; প্রভা-বতী-লাভেও আর তাঁহার কোনও ব্যাঘাত ঘটিবে না; তিনি এই আশয়ে, সানন্দে নির্দ্দিষ্ট স্থলে যাইতে লাগিলেন। আশাজনিত সুখ বিলক্ষণ অনুভব করিলেন। এক এক বার ভাবিতে লাগিলেন, আমি মুকুন্দরামকে এই বিষয় জ্ঞাত না করিয়া বড় বুদ্ধির কাজই করিয়াছি, তিনি জানিলে, কি কখন আমাকে একাকী যাইতে দিতেন; আমি কি তাহা হইলে, অভিরামকে ক্ষমা করিয়া প্রভাবতীর মনস্তুষ্টি জন্মা-ইবার উপায় করিতে পারিতাম। প্রভাবতী-সমাগম-লাভে আমার কোনও আশা নাই, কিন্তু অভিরামের অনিষ্ট না করিয়া আজীবন অকৃতদার থাকিলেও আমার সুখ। আমি যে কারণে, সকলের অজ্ঞাতসারে সেই বনাশ্রম হইতে আগমন পূর্ব্বক, অবিনয়ীর কার্য্য করিয়াছি; বৃদ্ধ মহাশয় এ সকল অবগত হইলে, কি কখনও আমার উপর ক্রুদ্ধ হই-বেন? এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে তিনি কানন উত্তীর্ণ হইয়া কুঞ্জবনের সন্নিকট হইলেন।

বীরেন্দ্র, সরলার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অরণ্যে প্রবেশ-কালে, প্রান্তরে ছায়া সদৃশ দুইটি মনুষ্য দেখিতে পাইলেন; একটি বালক অপরটি যুবতী। তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন, সুতরাং সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়াই এক মনে নির্দ্দিষ্ট স্থলের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু একটু অগ্রসর হইয়া বীরেন্দ্র জয়মানিয়া ও রজমনকে চিনিতে পারিলে, কি করিতেন তাহা তিনিই জানেন।

কারাগার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার পর জয়মানিয়া আরও কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছেন; শরীরের লাবণ্যও অন্তর্হিত হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে, বোধ হয়, যেন তিনি কোনও আন্তরিক পীড়ায় কালগ্রাসে যাইতেছেন। রজমনও কাহিল হইতেছেন; তাঁহার কোনও পীড়া নাই; জয়-মানিয়ার অসুখেই তাঁহার অসুখ; এক শোণিতেই বুঝি তাঁহাদের উভয়ের পুষ্টিসাধন হয়।

তাঁহারা ধীরে ধীরে এক মনে নদীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন, জয়মানিয়ার শুষ্ক ও মলিন মুখ পৃথিবী পরি-দর্শনেই নিবিষ্ট রহিয়াছে। সম্প্রতি তাঁহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত এক প্রকার অনাহারীই রহিয়াছেন। স্বীয় ব্যবসা-য়ের প্রতি জয়মানিয়ার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে; আর অভিমান বশত তিনি ভিক্ষা করিতেও সম্মত নন। নদীর সন্নিকট হইলে, জয়মানিয়া রজমনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ রজমন্! আমার আর বাঁচিয়া ফল কি? সংস্থ বলিয়া সকলেই ত ঘৃণা করে।"

রজমন জয়মানিয়ার কথার কোনও উত্তর না করিয়া বলিলেন, "জয়মানিয়া! আমার আজ বড় মন কেমন করিতেছে। কাল রাত্রে আমি খড়ের উপর শয়ন করিয়া আকাশের তারা দেখিতেছিলাম, এমন সময়ে আমার মাথার উপরে সহসা একটা তারা উঠিল। আমি উহাকে জয়মানিয়া বলিয়া ডাকিলাম। জয়মানিয়া! তোমাকে বলিব কি, সেই তারাটি দেখিতে দেখিতে চাঁদের মত হইয়া উঠিল, তাহার উজ্জ্বল কিরণে একেবারে সকল অন্ধকার দূর হইল; কিন্তু তারাটির যেন আবার কিসের ভয় হইল; সে

কাঁপিতে লাগিল এবং আকাশ হইতে খসিয়া আমার বুকের উপর পড়িয়া কোথায় যেন চলিয়া গেল। উহা দেখিয়াই আমার মনে ভয় হইল; বোধ হইল যেন, আমি জয়মানিয়াকে হারাইলাম। জয়মানিয়া! সেই সময় হইতেই আমার মন খারাপ হইয়াছে; চখে জল পড়িতেছে; ভয় হইতেছে, বুঝি আর তোমাকে দেখিতে পাইব না।"

জয়মানিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "রজমন! তোমার বুদ্ধি নাই।"

রজমন সজল নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোনও উত্তর করিলেন না।

তখন জয়মানিয়া রজমনকে বলিলেন, "দেখ রজমন! আমার কাছে তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।"

"কি?"

"কাল রাত্রে, যেমন আকাশের সেই তারাটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে তুমি আর দেখ্‌তে পাইলে না; যদি কোনও দিন আমাকেও আর দেখ্‌তে না পাও, তবে যিনি সে দিন আমাদিগকে জেল হইতে বাঁচাইয়াছিলেন, তুমি তাঁহারই কাছে যাইবে। বলিতে গেলে, তুমিই তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে; আমি জীবিত নাই জানিলে, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে পালন করিবেন। রজমন! বল তুমি আমার এই কথাটি রাখিবে কি না?"

"তুমি না থাকিলে, আমি আর বাঁচিয়া কি করিব?"

"রজমন! তুমি কখন ওরূপ কথা বলিও না। তুমি কখন ইচ্ছা করিয়া ওরূপ কাজ করিও না। দুঃখ সহ্য করা ভাল। আমার এখন কষ্ট হইতেছে, আমি প্রতিদিনই

রাত্রি জাগিয়া থাকি এবং ঐ সকল তারা দেখি। ঐ সকল তারাদের মধ্যে যাইতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে। রজমন! এখন আমার আর কিছুই ভাল লাগে না।"

"তুমি কিছু খাও না; তোমার ক্ষুধা পায়, তাতেই তোমার কিছু ভাল লাগে না।"

"না না, রজমন তা নয়।"

"তবে কি?"

আমার বড় কাশি হয়েছে! সে যাহা হউক, আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখিলে, তুমি আমাকে একটি বিজন বনে লইয়া যাইবে, কাহাকেও আমার বিষয় জানাইবে না। রজমন! আমি বনের ভিতর খোলা বাতাসে তোমাকে দেখিতে দেখিতে মনের সুখে মরিব।"

সরলহৃদয় রজমন জয়মানিয়ার এই কথায় মনে বড় ব্যথা পাইলেন। তাঁহার চোখ হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল; তিনি বস্ত্র দ্বারা নয়ন আবৃত করিয়া ফেলিলেন এবং কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জয়মানিয়া স্বকীয় দুর্ব্বল বাহুপাশে তাঁহাকে বন্ধন করিয়া অঞ্চল প্রান্ত দ্বারা অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "রজমন! এত কাতর হইলে কেন? সৎপথে থাকিলে, তোমাতে আমাতে আবারও দেখা হইবে।"

জয়মানিয়া সংস্থকন্যা—বনবাসিনী। তিনি এ সকল পবিত্র বিষয় কি রূপে, কোথায় শিখিলেন? কেন, পবিত্র মন কি পবিত্র ভাবের জন্ম স্থান নয়?

এমন সময়ে, বীরেন্দ্র বনস্থল উত্তীর্ণ হইয়া নদীতীরস্থ কুঞ্জবনে সমুপস্থিত হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ স্তবক।

অকৃত্রিম অনুরাগ।

প্রকৃত প্রণয়ী বিনা কি কেহ,
প্রাণেশে রক্ষায় ত্যজয়ে দেহ ?

নদীতীরস্থ সৈকতে মনুষ্যের পদধ্বনি শ্রুত হইল। শুষ্ক বৃক্ষপত্র মর্ম্মর করিয়া উঠিল। পঞ্চতীরাজ চকিত হইলেন, দেখিলেন, সম্মুখেই বীরেন্দ্র। একি! বীরেন্দ্র হেটমুখ হইলেন কেন? তিনি কি শৈশবসখার সহিত কথা কহিতে সম্মত নন। তিনি কি কোনও দুরভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত পাপ মনে তথায় আসিয়াছেন, যে মনোগত ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িবে বলিয়া সঙ্কুচিত হইতেছেন। অথবা তাঁহাকে দেখিলে, পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণে পঞ্চতীরাজ লজ্জিত হইবেন, এই আশঙ্কায় বীরেন্দ্র তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে কিঞ্চিৎ অবসর দিলেন।

পঞ্চতীরাজ কিন্তু স্বীয় স্বাভাবিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই আসিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের কদর্য্য ভাব মুখমণ্ডলে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা বীরেন্দ্র মনে করিলেন তাঁহার মিত্র অনুতাপেই দগ্ধ হইতেছেন; সুতরাং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, "ভাই! অতীত বিষয় সকল বিস্মৃত হও; এখনকার কর্ত্তব্য এখন সম্পাদন কর।"

পঞ্চতীরাজ অন্যমনস্কে বলিলেন, "মুকুন্দরাম কি তোমার সঙ্গে আসিয়াছেন?"

"না, তিনি এ বিষয়ের কিছুই জানেন না।"

"আমার পত্রও কি তিনি দেখেন নাই।"

"না। তোমার পত্র তাঁহাকে দেখাই নাই। আমার ইচ্ছা, যে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই আমাদের বিবাদ মিটিয়া যাউক। তোমার অনিষ্ট করিবার আমার আন্তরিক ইচ্ছা নাই। প্রভাবতীর ঋণ পরিশোধের এই সময়। ভাই! মনে করিয়া দেখ দেখি, আমি আত্ম-বিপদের প্রতি জ্রক্ষেপ না করিয়াও, তোমার বিপদের সময় কত দূর সাহায্য করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি আমার প্রাণ নাশের উদ্যম করিয়াছিলে। সে যাহা হউক, তুমি যদি এখনও সকল দোষ স্বীকার পূর্ব্বক আমার রাজ্য আমাকে প্রত্যর্পণ কর, তাহা হইলে, আমি তোমার সকল অপরাধ বিস্মৃত হইব এবং এবারও আত্ম-বিপদ উপেক্ষা করিয়া তোমাকে রাজদণ্ড হইতে পরিত্রাণ করিব। আর যাহাতে ভবিষ্যতে ধর্ম্মপথে থাকিয়া অক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পার তাহারও সদুপায় করিয়া দিব।"

"ভাই! আমি ত তোমাকে প্রথমেই বলিয়াছি অর্থ ও সম্পত্তি বল থাকিলে ধর্ম্মের কথা কহা অতি সহজ।"

"অভিরাম! আমার নামটি পর্য্যন্ত অপহৃত হইয়াছে; এখন বল দেখি, আমা অপেক্ষা দীন-দরিদ্র এ সংসারে আর কে আছে?"

বীরেন্দ্রের এই করুণ-বাক্যেও অভিরামের পাষাণ-হৃদয় দ্রব হইল না। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া কঠোর ভাবে

বলিলেন, "অতীত অপরাধ স্মরণ করাইবে বলিয়াই কি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া এখানে আসিয়াছ? আমি মনে করিয়াছিলাম, আমাদের বিবাদ এখন চুকিবে।"

"অভিরাম! আমি বিবাদ মিটাইতেই আসিয়াছি, কিন্তু তোমার নিকট ইহা অপেক্ষা, অনেক ভদ্র ব্যবহার প্রত্যাশা করি।"

অভিরাম অতিশয় কর্কশ স্বরে উত্তর করিলেন, "আমার খোলা মন, আমি ভিতরে এক, বাহিরে আর দেখিতে পারি না। তুমি উন্নত হইয়াছ বলিয়া কি গর্ব্ব করিবে?"

"অভিরাম! তোমার ভুল হইতেছে। তোমার যে উপকার করিয়াছি, তাহা কেবল ঈশ্বরই জানেন। তুমি বাল্যসখ্যতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছ। আমায় আর ঘাটাইও না। তুমি সেই গভীর রজনীতে আমার প্রাণ সংহার পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলে, কিন্তু নদী দয়াবতী হইয়া সিকতাময় কূলে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন বলিয়া আমি জীবন পাই। তোমার আঘাতের ক্ষত শুষ্ক হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই বেদনা আমার এখনও অনুভূত হইতেছে। তোমার কথাক্রমেই সে সকল বিষয় উদ্ঘাটিত হইল। নইলে, আমি কখন তাহার উল্লেখ করিতাম না।"

অভিরাম সমধিক ভীষণ হইয়া উঠিলেন, নয়নদ্বয় অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল; তিনি যার পর নাই কঠোর ভাবে বলিলেন, "তোমার ক্ষমাগুণের এই বিলক্ষণ পরিচয় পাইলাম। আমি নিতান্ত শিশু অথবা বোকা নই যে, তোমার মিষ্ট কথায় ভুলিব। তুমি আমার নিকট আর স্বীয় ঔদার্য্যগুণের পরিচয় দিও না।"

বীরেন্দ্র সাতিশয় উত্তেজিত হইলেও, স্বকীয় হৃদয়ের আবেগাতিশয্য প্রকাশ করিলেন না; পরন্তু প্রশান্তভাবে বলিলেন, "তোমার কিঞ্চিৎ বিবেচনা পূর্ব্বক কথা বলা উচিত হইতেছে। আমি তোমার উপকার করিব বলিয়াই আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি সম্মত না হইলে আমি আর কি করিব। আমি অতঃপর মুকুন্দরামের হস্তেই সমস্ত কার্য্যের ভারার্পণ করিব।" এই বলিয়া বীরেন্দ্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রস্থানের উদ্যম করিলেন।

অভিরাম কিঞ্চিৎ নরম হইয়া বলিলেন, "ভাই! এত তাড়াতাড়ি করিয়া চলিলে কেন? ক্ষণকাল বিলম্ব কর, আমি বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা হয় বলিতেছি।"

"বিবেচনা করিবার জন্য ত তুমি কাল সকল রাত্রিই পাইয়াছিলে।"

"হাঁ তা সত্য; কিন্তু আমার ন্যায় কাহারও চতুর্দ্দিক হইতে এই রূপ নানা বিপদ উপস্থিত হইলে, সে কখন কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে না। আর এ কুঞ্জবনটী অতিশয় উষ্ণ; চল নদীতীরে যাই সেখানে গিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করা যাইবে।"

নদীর নাম শ্রবণ মাত্র বীরেন্দ্র চকিত ভাবে বলিলেন, "না, না আমি কখন সেখানে যাইব না।"

"তবে কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না।"

"না, তা নয়। কিন্তু নদীতরঙ্গ সন্দর্শন মাত্রই আমার সকল বিষয় স্মরণ হইবে, সুতরাং তোমার প্রতি সদয় হওয়া আমার পক্ষে অতি কঠিন হইয়া উঠিবে।"

"তুমি ত এস্থান হইতে তরঙ্গ-শব্দ শুনিতে পাইতেছ?"

"আমরা যখন কথা কই, তখন কিছুই শুনিতে পাই না।"

"নদী যে কল কল করিতেছে তাহা ত জানিতেছ।"

"হাঁ সে বিষয় স্বপ্নবৎ আমার অস্ফুট বোধ হইতেছে।"

"আচ্ছা তবে এখানেই বইস; আমরা স্থির হইয়া ঐ বিষয় যুক্তি করিয়া দেখি।"

বীরেন্দ্র এখন অভিরামের বিকৃত মুখমণ্ডল; কুঞ্চিত ভ্রূযুগল এবং আরক্ত নয়ন দেখিলে কখন তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতেন না। কিন্তু মনুষ্য জাতিকে অবিশ্বাস করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। অভিরাম যে দুরভিসন্ধির দাস; প্রকারান্তরে তাঁহার সর্ব্বনাশ চেষ্টা করিতেছে, তিনি একবারও তাহা ভাবিলেন না। অপর কেহ হইলে, অভিরামের কথার ভঙ্গীতে তাঁহার উপর সন্দিগ্ধ হইয়া কখন তাঁহাকে বিশ্বাস করিত না; কিন্তু বীরেন্দ্র তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া আবার তথায় উপবেশন করিলেন। বলিলেন, "আর বিলম্বে কাজ নাই; তুমি যে ছদ্মবেশে আমার রাজ্য হরণ করিয়াছ সেই বিষয় স্বীকার করিয়া কেবল মাত্র কয়েকটি কথা লিখিয়া তোমার প্রকৃত নাম স্বাক্ষর কর। আমি অনেক ক্ষণ আসিয়াছি, হয় ত মুকুন্দরাম এতক্ষণ আমার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন।"

"আমি এখানে কিরূপে লিখিব?"

"কেন, আমি লিখিবার উপকরণ সকলই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।" বীরেন্দ্র এই বলিয়া লিখিবার উপকরণ তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

অভিরাম ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, পরে হতাশ্বাসের শেষ অবলম্বনই আশ্রয় করিয়া বলিলেন, "আমার পত্র

আমাকে দাও। পরে তুমি আমাকে যাহা বলিবে, আমি তাহাই লিখিয়া দিব। কিন্তু বিলাসবতীর অসমক্ষে আমি কখন নাম স্বাক্ষর করিব না। আমি কিরূপ অবস্থায় পড়িয়া তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, জানিতে না পারিলে, বিলাসবতী কখন আমার সহিত কথা কহিবে না; আর আমি প্রাণান্তেও বিলাসবতীর বিরাগভাজন হইতে পারিব না।"

অভিরামের হিতসাধন না করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিলে, বীরেন্দ্র প্রভাবতী ও তাঁহার জনকের স্নেহভাজন হইতে পারেন; আর প্রভাবতীই সম্প্রতি তাঁহার জীবনের প্রধান সাধন হইয়াছেন সুতরাং তিনি হৃষ্ট চিত্তে অভিরামের এ প্রস্তাবেও সম্মত হইলেন। অনন্তর নিঃশঙ্ক চিত্তে সেই লিপি অভিরামের হস্তে ন্যস্ত করিলেন; এবং লিখিবার উপকরণ স্ববস্ত্রাভ্যন্তরে স্থাপন পূর্ব্বক, কুঞ্জবন অতিক্রম করিয়া প্রাসাদের অভিমুখে গমন করিলেন।

দুরাত্মা অভিরাম তাঁহাকে অনুবর্ত্তন করিতে লাগিল। সে ভয়ঙ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিবে; সুতরাং তাহার মুখ অতি-শয় বিকটাকার ধারণ করিল। তাহার বাম হস্ত বক্ষঃস্থলে স্থাপিত, দক্ষিণ হস্ত সম্মুখের দিকে প্রসারিত; সেই হস্তের পঞ্চাঙ্গুলীই শীকার দৃঢ় রূপে ধারণ করিবার আশয়ে ঈষৎ বক্র হইয়া রহিয়াছে।

তাঁহারা কুঞ্জবন উত্তীর্ণ হইয়া বৃক্ষসেতুর সমীপস্থ নদী-কূলে উপস্থিত হইলেন এবং কুসুমোদ্যানের পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, বীরেন্দ্র সেতু

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। এমন সময়ে যেন কোনও নিদারুণ পরুষহস্ত তাঁহার স্কন্ধে অর্পিত হইয়া শ্বাস রোধ করিল। আবার সেই সময়েই অন্য হস্ত তাঁহার বক্ষঃস্থলে সজোরে এক চপটাঘাত করিল। বীরেন্দ্রের কণ্ঠ রোধ হইয়াছে; তিনি চীৎকার করিতেও পারিলেন না। এই বারই বুঝি তাঁহার মৃত্যু অবধারিত। তখনি নিকটে মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুত হইল। বীরেন্দ্রের গ্রীবা হইতে দৃঢ় মুষ্টিও স্খলিত হইল। তিনি সহসা ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহারই পরম সুহৃদ অভিরাম তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত। সুহৃদের এত দূর বিশ্বাসঘাতকতা সন্দর্শন করিয়া শান্ত-প্রকৃতি বীরেন্দ্রও অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। অভি-রামের শরীরে অপ্রমিত বল ছিল, কিন্তু বীরেন্দ্রও বিলক্ষণ সাহসী পুরুষ। তাঁহার এখন আবার প্রাণের দায়। তিনি মহা আস্ফালন সহকারে অভিরামের সহিত মল্ল-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিয়া দ্রুতবেগে বাটীর অভি-মুখে প্রধাবিত হইলেন। অভিরামও সেই মুহূর্ত্তে ভূতল হইতে উঠিয়া বক্ষঃস্থল হইতে লুক্কায়িত ছুরিকা বাহির করিয়া সজোরে বীরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া প্রক্ষেপ করিল। সেই ছুরি চক্ মক্ করিতে করিতে শূন্যে চলিতে লাগিল। স্বয়ং ঈশ্বর ব্যতীত, এই বার বীরেন্দ্রকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

বীরেন্দ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ মৃত্যু-কালীন আর্ত্তনাদ এবং তৎপর কেহ যেন ভূতলে পতিত হইল এই রূপ শব্দ শুনিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, ছুরিকাবিদ্ধা রক্তাক্ত-কলেবরা জয়মানিয়া ভূতলে

পণ্ডিতা: আর অদূরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে রজমন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তিনি দেখিয়াই বুঝিলেন জয়মানিয়া আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক, অভিরামের কাল অসি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না দেখিয়া, অভিরাম অতিশয় ক্ষুণ্ণ-মনে সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিল। বীরেন্দ্র জয়মানিয়াকে তদবস্থ সন্দর্শন করিয়া আর এক পাও চলিতে পারিলেন না; সেখানেই বসিয়া পড়িলেন, এবং জয়মানিয়ার মুখের কাছে মুখ লইয়া অতিশয় করুণ এবং স্নেহ পূর্ণ বচনে বলিলেন, "জয়মানিয়া! তোমার শরীরে সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে?"

জয়মানিয়ার অধরে প্রফুল্ল হাসি প্রকাশ পাইতে লাগিল; তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "কই আমার এমন কিছুই হয় নাই।"

বীরেন্দ্র আর একটিও কথা কহিলেন না। জয়মানিয়াকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং অঙ্গুলী-সঙ্কেতে রজমনকে আহ্বান করিয়া প্রাসাদাভিমুখে নীরবে ও বিষণ্ণমনে প্রস্থান করিলেন। পঞ্চতীরাজ বনাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ স্তবক।

প্রতিনিবৃত্তে।

" সাগরে শয়ন হয়েছে আমার
শিশিরে যাইতে কেন ডরাই। "

বঙ্গসুন্দরী।

বীরেন্দ্র সেই দেহভার বহন করিয়া রাজবাটী পৌঁছিবামাত্রই দেখিলেন, বিলাসবতী উন্মনার ন্যায় হইয়া পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন। বীরেন্দ্রকে দেখিবামাত্রই সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন, " তুমি এখানে কেন ? রাজবাটী ছদ্মবেশী প্রতারকদিগের বাসস্থান নয়।"

বীরেন্দ্র, বিলাসবতীকে অভিরামের সাহায্যকারিণী বলিয়া জানিতে পারিলেন, সুতরাং তাঁহার এত দূর গর্ব্বিত বাক্যে আর নিরস্ত থাকিতে না পারিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "নরহত্যা পর্য্যন্ত হইয়া গেল, আর কেন। বিলাসবতি! তুমি জান যে আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত তোমার স্বামীর জন্যই নানা কষ্ট সহ্য করিতেছি; কিন্তু আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিব না। তাঁহাকে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে এই পাপের সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। এই সদাশয়া বালিকা আমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আত্মজীবন সমর্পণ

করিয়াছে, আমি নিঃসংশয়েই ইঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইব। তুমি পথ ছাড়িয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া যাও। এ বাটী আমার; এ সকলই আমার; আমি এ বাটী প্রবেশ পূর্ব্বক আমার রক্ষাকারিণীর জীবন দান করিব। তুমি উচ্চ বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও কোনও অংশে এই বালিকার ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করিতে পার নাই।”

তিনি এই বলিতে বলিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং জয়মানিয়াকে এক খানি স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইয়া বৈদ্য ডাকিতে পাঠাইলেন। জয়মানিয়া নিস্তব্ধভাবে নিমীলিত নেত্রেই শুইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে এক প্রকার প্রফুল্ল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই কি মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ব্ব প্রকার নীরোগ চিহ্ন? ক্ষণকাল পরেই কি মুখমণ্ডল একেবারে অনন্তকালের নিমিত্ত মলিন হইয়া যাইবে; এবং ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্যে বিরত হইবে?

এই স্নেহপ্রবণা প্রশান্তভাবে জীবন পরিত্যাগ করিতেছেন; অর্দ্ধবিকসিত কমল কলিকাটি অকালেই শুষ্ক হইতেছে; প্রতিহিংসা রূপ কঠোর ভাব কি বীরেন্দ্রের কোমল হৃদয়ে এখন মুহূর্ত্তেকের জন্যও স্থান পাইতে পারে? তিনি স্বকরে তাঁহার কর ধারণ পূর্ব্বক, সমধিক ব্যগ্রভাবে জয়মানিয়া কতক্ষণে অক্ষি উন্মীলন করেন, দেখিবার জন্য বসিয়া রহিলেন।

রজমনও অনতিদূরে ভূতলশায়ী হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহার চক্ষে জল নাই; কিন্তু এক এক বার নিদারুণ অথচ অস্ফুট আর্ত্তনাদ তাঁহার মর্ম্মবেদনা পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ করিতেছে। বীরেন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার আশয়ে

নানা রূপ মিষ্ট কথা কহিতেছেন, কিন্তু রজমন তাঁহার কথার প্রতি লক্ষ্যও করিতেছেন না।

জয়মানিয়া এ পর্য্যন্ত একটি কথাও কহেন নাই; তাঁহার নয়ন পূর্ব্ববৎ মুদ্রিতই রহিয়াছে। ক্ষণকাল পরে বৈদ্য আসিয়া ক্ষত স্থানটি বিলক্ষণ রূপে ধৌত করিয়া তথায় এক প্রকার মলম দিলেন; অনন্তর নাড়ী দেখিয়া বিষণ্ণ ভাবে কিঞ্চিৎ মাদক সংযুক্ত ঔষধ সেবন করাইয়াদিলেন। জয়-মানিয়ার নেশা হইল, তিনি তদবস্থাতেই রহিলেন। অনতি-বিলম্বেই পঞ্চতীর সকল স্থানে এ বিষয় প্রচার হইয়া পড়িল। মুকুন্দরাম রাজবাটীতেই ছিলেন। তিনি শশব্যস্তে বীরেন্দ্রের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অভিরামকে ধৃত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, সুতরাং বৈদ্য ও অনুচরবর্গের হস্তে জয়মানিয়াকে সমর্পণ করিয়া বীরেন্দ্র মুকুন্দরামের সহিত গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তিনি কেবল রোয়াকে পা দিবেন, এমন সময় সম্মুখে বিলাস-বতীকে দেখিয়াই অধোবদন হইলেন। বিলাসবতী তদ্দর্শনে বলিলেন, "মহাশয় ব্যাপার কি? আমি কিছুই জানি না।"

বীরেন্দ্র বলিলেন, "তুমিই মন্ত্রণা দিয়া এ অনর্থ ঘটাই-য়াছ।"

বিলাসবতী বলিলেন, "না, মহাশয় আমার কোনও দোষ নাই।"

মানুষকে সহজে বিশ্বাস করিলে, যত দূর কষ্ট পাইতে হয় বীরেন্দ্র তাহা পাইয়াছেন, তিনি কি আর এখন মিষ্ট কথায় ভুলিবেন? যাহা হউক, বীরেন্দ্র স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বিলাসবতীকে দুঃখিত করিতেও ইচ্ছুক নন।

বিলাসবতীর কার্য্যপ্রণালী অতিশয় জঘন্য হইলেও তিনি স্ত্রীলোক; সুতরাং দয়ার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু তাঁহার কার্য্য-দোষে বীরেন্দ্র যে কষ্ট পাইতেছেন, তাহাতে কোনও মতে আর তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারেন না; সুতরাং গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "বিলাসবতি! তুমি অতি সত্বর এ বাটী হইতে প্রস্থান করিয়া তোমার জননীর আলয়ে আশ্রয় লও; আমি এতদ্ব্যতীত, তোমার প্রতি আর কোনও রূপ সদ্ব্যবহার করিতে পারি না।"

বিলাসবতী বীরেন্দ্রের বাক্যের কোনও প্রত্যুত্তর না করিয়া বলিলেন, "আপনার শত্রু এখন কোথায়?"

"তুমি কি তোমার স্বামীর কথা কহিতেছ?"

"হাঁ, আমি তাঁহারই কথা কহিতেছি। তিনি কি ধৃত হইয়াছেন?"

"আমি এখন লোক জন লইয়া তাঁহারই অনুসরণ করিতে যাইতেছি। আমি তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি; এবার আর কিছুতেই ছাড়ব না। তুমি যদি সুবোধ হও, তবে তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিও না; তোমার মাতৃভবনে প্রস্থান কর।"

"তা যাচ্ছি; আপনার কোনও সাহায্য করিতে পারিব কি না, জানিবার জন্য এতক্ষণ ছিলাম।"

"বিলাসবতি! ইচ্ছা করিলে, তুমি আমার সহায়তা করিতে পারিতে; কিন্তু এখন আর আমার কি করিবে?"

বিলাসবতী দেখিলেন, যে, সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। বীরেন্দ্রের করুণ-হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করিতে যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাও বিফল হইয়া গেল। তিনি সম্পূর্ণ

পরাভূত হইলেন, এখন নিবৃত্ত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইতেছে; কিন্তু সহজ ছাড়িবেন কেন? তাঁহার জীবনের প্রলোভন সকলই অন্তরিত হইয়াছে। তিনি সমুদ্রে শয়ন করিয়াছেন, তবে আর শিশিরে ভয় করিবেন কেন? তিনি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, উগ্রচণ্ডা হইয়া উঠিলেন; কটমট্ করিয়া বীরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি বীরেন্দ্র হইলেও, এরাজ্যে তোমার অধিকার নাই। তুমি মহারাজের ত্যাজ্যপুত্র। তোমার পিতার উইল আমার নিকট আছে। তিনি আমাকেই স্বরাজ্য সমর্পণ করিয়াছেন। আমার পিতা তোমাকে ভাল বাসিতেন বলিয়া, তোমার সহিত আমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তুমি এখন বলপূর্ব্বক, একটি স্ত্রীলোকের সম্পত্তি হরণ করিলে; তোমাকে অচিরেই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে।" বিলাসবতী এই বলিয়া বীরেন্দ্রের প্রত্যুত্তর পাইবার পূর্ব্বেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বীরেন্দ্রও মুকুন্দরামের সহিত অভিরামের উদ্দেশে গমন করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ স্তবক।

শেষ অবলম্বনে।

জীবনের প্রলোভন হইলে অতীত,
মৃত্যু-চিন্তা জাগে সদা ভীরুদের মনে ;
নব বলে বলী হয় নির্ভীক নিয়ত
আজীবন লড়ে তারা অদৃষ্টের সনে।

বীরেন্দ্র ও মুকুন্দরাম পঞ্চতীর নানা স্থানে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও অভিরামের সন্ধান পাইলেন না। অনন্তর অন্যান্য দিকে কয়েক জন অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ প্রেরণ করিয়া, আপনারা গিরিডির অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে, দুরাত্মা অভিরাম বিফল-মনোরথ হইয়া গাড়িতে আরোহণ পূর্ব্বক, দূরদেশে পলায়ন করিবার মানসে গিরিডিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে অদ্ভুত কৌশলে দৈব-দোষীর দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। সে দিন গিরিডির পূর্ব্বস্থ একটি ষ্টেসনে গাড়ি রেলচ্যুত হওয়ায়, প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত গিরিডিতে গাড়ি গমনাগমন স্থগিত থাকে; সুতরাং ষ্টেসন ঘরের বারেন্দায় বিলক্ষণ জনতা হয়।

মুকুন্দরাম এবং বীরেন্দ্র ষ্টেসনে পৌছিবা মাত্র দেখিলেন, এক খানি গাড়ি গিরিডিতে আসিতেছে এবং আর এক খানি গিরিডি হইতে অন্যত্র যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বীরেন্দ্র জনতার একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, সে স্থান হইতে ভিড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, দেখিতে পাইলেন, অভিরাম তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছে। তিনি মুকুন্দরামকে এ ঘটনা দেখাইবেন, এমন সময়ে গাড়ি খানি ষ্টেসনে পৌঁছিল। সেই গাড়ি হইতে এক জন বৃদ্ধ এবং তাঁহার সঙ্গে একটি যুবতী অবতরণ করিলেন। এদিকে অপর গাড়ির প্রস্থানসূচক ঘণ্টা বাজিল। আরোহীরা ছুটাছুটি করিতে করিতে সেই গাড়িতে উঠিতে লাগিল। যুবতীটি গাড়ি হইতে নামিয়াই সম্মুখস্থ একটি লোকের গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক, "দাদা দাদা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বীরেন্দ্রের কর্ণে সেই স্বর প্রবিষ্ট হইয়াই যেন অমৃত বর্ষণ করিল। তিনি তখন সেই দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, তাঁহারই কপট মিত্র অভিরাম তাঁহার হৃদয়ানন্দদায়িনী প্রভাবতীর কোমল কর হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পলায়ন করিল। আহা! দুরাত্মার গণ্ডস্থলে এবং কপোল প্রদেশে যেন কালিমা ঘনীভূত হইয়া পড়িয়াছে। মুখ বিকৃত, নয়নদ্বয় চঞ্চল এবং রক্তবর্ণ হইয়াছে।

অভিরাম প্রভাবতীর হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াই একেবারে মুকুন্দরামের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাঁহার লোকেরা ধৃত করিবার উপক্রম করিতেছে, দেখিয়া অভিরাম উম্মত্ত প্রায় এক লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, রেলের উপর পতিত

হইলেন, এবং গাড়ি তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া গেল। প্রভাবতী ভ্রাতার এই দশা দেখিয়া বৃদ্ধের অঙ্কেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বীরেন্দ্রও এ সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ষড়্‌ত্রিংশ স্তবক।

অদ্ভুত মিলনে।

অদৃষ্টেতে যার যেবা রয়েছে লিখিত,
ফলভোগ তার কভু না হবে খণ্ডিত।
চিরদিন কেহ দুঃখী সুখী কভু নয়,
সুখ দুঃখ সমভাগে কেহ বা ভুঞ্জয়।

তাঁহার সমক্ষে যে সকল অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল, বীরেন্দ্র তাহাতে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত ছিলেন। সে মোহভাব বিদূরিত হইলেই, সম্মুখে প্রভাবতীকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় হৃষ্টমনে মুকুন্দরামের নিকটে প্রভাবতী সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন, এবং স্বয়ং তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া রাজবাটী যাইতে অনুরোধ করিলেন। প্রভাবতী মাতুলের সহিত বাটী যাইতেছিলেন। প্রথমে বীরেন্দ্রকে ষ্টেসনে সন্দর্শন, তৎপরে তাঁহার অনুরোধ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে যেন কেমন এক প্রকার নূতন ভাবের আবির্ভাব অনুভব করিলেন। তিনিও মাতুলের নিকট বীরেন্দ্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলেন। উদয়চন্দ্র ভাগিনেয়ীর কথায় বিস্মিত হইলেন এবং রাজার আতিথ্য সৎকার স্বীকার করিলেন। তখন মুকুন্দরাম অভিরামের ষড়যন্ত্র বিশেষ রূপে বিবৃত করিলে, প্রভাবতী বনাশ্রমে অতিথির প্রথমতঃ

আতিথ্য সৎকার স্বীকারে অসম্মতি ও অনন্তর অতর্কিত-ভাবে পলায়ন স্মরণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

তিনি ভাবিলেন, আহা! বীরেন্দ্র কি তেজস্বী সাহসী পুরুষ; আর তিনি সহিষ্ণুতারই বা কি অদ্ভুত পরিচয় দিয়াছেন! তিনি ইতিপূর্ব্বে বীরেন্দ্রকে জনকের মৃত্যুর কারণ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন সকল বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে, তাঁহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

প্রতাপচন্দ্র এখন স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছেন, লোক-নিন্দা ও কলহ তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। অভিরামও আত্ম-জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, স্ব পাপের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

প্রভাবতীর অন্তরে এত দিন একটি আশালতা প্রচ্ছন্ন-ভাবে অঙ্কুরিত হইতেছিল; এত দিনে সেইটি বুঝি উৎপাটিত হইল। প্রভাবতী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বীরেন্দ্র কি অভিরামের ভগিনীকে কখন বিশ্বাস করিতে পারেন?

যাহার যেটি অধিক প্রয়োজন তিনি সেইটিই চিন্তা করিতে করিতে পঞ্চতীর রাজবাটীতে উত্তীর্ণ হইলেন।

বীরেন্দ্র অতিথিদ্বয়ের সম্বর্দ্ধনার ভার মুকুন্দরামের হস্তে ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং গিয়া জয়মানিয়ার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। ঔষধ সেবনাবধিই জয়মানিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, বীরেন্দ্রের তথায় যাওয়ার একটু পরে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল এবং তিনি চোখ মেলিয়া বীরেন্দ্রকে পার্শ্বে দেখিতে পাইয়া কাতর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "আমি কোথায় আছি?"

বীরেন্দ্র জয়মানিয়ার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন, "জয়মানিয়া! তুমি আমার বাড়ীতে আছ। আমি পীড়িত হইলে, তুমি আমার কত শুশ্রূষা করিয়াছিলে. তোমার কি তাহা স্মরণ নাই?

জয়মানিয়া ক্ষণকাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার রজমন কোথায়?"

"রজমন এখানেই আছেন।"

"আমি তাঁহাকে একবার দেখিতে চাই।"

জয়মানিয়ার এরূপ অবস্থা দর্শনে রজমনের অন্তরে প্রলয়-পবন বহিতেছিল। কিন্তু জয়মানিয়ার কথা শ্রবণ মাত্র তিনি আস্তে আস্তে নিমীলিত নেত্রে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন, বলিলেন, "জয়মানিয়া! আমি এখানেই আছি।"

জয়মানিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তুমি কি এখানে? আমার আবার চোখে কি হইল? আমি সকলই আবছায়ার ন্যায় দেখিতেছি।"

রজমন এতক্ষণ নীরবে কাঁদিতেছিলেন; কিন্তু জয়মানিয়ার এই কথা শ্রবণে ফুকরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

জয়মানিয়া করুণস্বরে রজমনকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "রজমন! তুমি ত এখন আর নিতান্ত ছেলে মানুষ নও, তবে অনর্থক কাঁদিবে কেন? আচ্ছা সে দিন বনের ভিতর যে বৃদ্ধটির মৃত্যু হয়, তাঁর কথা কি তোমার স্মরণ আছে?"

জয়মানিয়া রজমনের উত্তরের অপেক্ষায় আগ্রহ সহকারে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন বুঝিতে পারিয়া, বলিলেন, "হাঁ আছে।"

"রজমন! সেই বৃদ্ধটি যে স্থানে গিয়াছেন, হয়ত আজ রাত্রিতে আমিও সেই স্থানে যাইব। আমার যেন আজ কেমন একরূপ বোধ হইতেছে। আমার কোনও যন্ত্রণা নাই; কিন্তু মন কেমন উড়ু উড়ু করিতেছে। রজমন এখনও কি রাত্রি হয় নাই?"

"না।"

"রজমন! অন্ধকার না হইতেই আমি অন্ধকার দেখিতেছি। তুমি একবার আমার মুখের কাছে কান আন, আমি তোমার কানে কানে একটা কথা বলিব।"

রজমন তাহাই করিলেন।

"দেখ, রজমন! সেখানে যাইতে তোমার বিলম্ব না থাকিলে, আমি তোমার জন্য একটি স্থান রাখিব।"

তখন রজমন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি শীঘ্রই সেখানে যাইব। তুমি গেলে কেহই আমাকে এখানে রাখিতে পারিবে না।"

"সময় না হওয়া পর্য্যন্ত, তোমাকে অবশ্যই থাকিতে হইবে।"

রজমন নৈরাশ্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া বলিলেন, "তুমি না থাকিলে, আমার থাকা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিবে।"

জয়মানিয়া স্বীয় বাহুলতা দ্বারা রজমনের গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া, আবার তাঁহার কানে কানে বলিলেন, "কেন রজমন! তুমি সে স্থান অনেক দূরের পথ মনে করিবে। দিন যাইবে, রাত আসিবে, আকাশে তারা উঠিবে; তাহা দেখিয়াই ত তুমি মনে করিতে পারিবে,

যে, তুমি দিন দিনই আমার নিকটবর্ত্তী হইতেছ। কেমন এরূপ চিন্তায় কি তুমি সন্তুষ্ট হইবে না?"

একথা বলিতে বলিতেই জয়মানিয়ার দুর্ব্বল হস্ত ব্রজমনের গ্রীবাদেশ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল।

এমন সময়ে বীরেন্দ্র স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া জয়মানিয়ার কণ্ঠে দিলেন। ঔষধ উদরস্থ হইলে, তিনি আস্তে আস্তে জয়মানিয়া জয়মানিয়া বলিয়া ডাকিলেন।

জয়মানিয়ার একটি গোপনীয় বিষয় ছিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে গৌরব সহকারে বলিয়াছিলেন, "সংস্কৃকন্যা আত্মরক্ষা করিতে জানে।" সেই গোপনীয় বিষয় অপ্রকাশ থাকিলে, জয়মানিয়ার মৃত্যুতেও সুখ নাই। তিনি সেইটি প্রকাশ করিতে পারিলে শ্মশান হইতেও ফিরিয়া আসিতেন। বীরেন্দ্রের মধুর কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্র তিনি নেত্র উন্মীলন করিলেন এবং সম্মুখে বীরেন্দ্রকেই দেখিতে পাইলেন। বীরেন্দ্র ব্যতীত, আর কেহই তাঁহার নয়নগোচর হইল না।

জয়মানিয়ার মুখ এখন প্রফুল্ল হইল। তাঁহার সকল যন্ত্রণাই দূর হইল। দীর্ঘকাল তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যে একটি স্বাতন্ত্র্য ভাব ছিল; এখন যেন সেটি অন্তরিত হইল। তিনি ইতিপূর্ব্বে, কখন বীরেন্দ্র নাম মুখে আনেন নাই; কিন্তু জয়মানিয়া এখন বলিলেন, "বীরেন্দ্র।"

জয়মানিয়ার মুখে স্বনাম শ্রবণ মাত্র বীরেন্দ্র সানন্দে তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইলেন।

জয়মানিয়া প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন, "আমি তোমাকে

পাইবার জন্য বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছি, তোমাকে পাইলাম, এখন সহজেই মরিতে পারিব।”

“জয়মানিয়া! তুমি আমার জীবনদাত্রী। আমার ইচ্ছা, যে, তুমি ত্বরায় নীরোগ হও। তুমি আমার উপকার করিয়াছ; আমি তোমার পুরস্কার করিব।”

জয়মানিয়া কিঞ্চিৎ কঠোর ভাবে বলিলেন, “আমি কি পুরস্কারের প্রত্যাশী?”

বীরেন্দ্র প্রশান্তভাবে বলিলেন, “জয়মানিয়া! আমি তোমাকে যে পুরস্কার প্রদান করিব মনে করিতেছি, তাহা আমার অনুরোধে তোমাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। আমার ইচ্ছা আমি সংস্থকন্যাকে পঞ্চতীর রাণী করিয়া সকল প্রজা-বর্গকে দেখাইব যে ‘কানন-কুসুম’ উদ্যান-কুসুমে পরিণত হইলে, কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে।”

জয়মানিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, “রাণী কি! আমি রাণী হইয়া কি করিব? আমার ইচ্ছা, তোমার পত্নী হই।”

“জয়মানিয়া! তুমি এ দুই ই হইবে।”

জয়মানিয়ার মুখ-কমল বিকসিত হইল, তিনি বলিলেন, “আমি কি তোমার পত্নী হইব? আমি এত দিন নানা রূপ কষ্ট পাইয়াও তোমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছি; কিন্তু এক দিনও এ আশা করি নাই। বীরেন্দ্র! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, তুমি আর কেন এমন সময় আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিলে। বীরেন্দ্র! আমি চলিলাম, তোমার কথা সত্য কি মিথ্যা সেখানে গিয়াই জানিতে পারিব।”

“জয়মানিয়া! আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, যে, আমরা যদি তোমাকে এ যাত্রায় বাঁচাইতে পারি, তবে

সমগ্র জগতের সমক্ষে তোমার পাণিগ্রহণ করিব। তুমি যে অতি পামরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মহৎগুণে রমণীরত্ন, আমার তদ্বিষয়ে তিলার্দ্ধও সংশয় নাই। জয়মানিয়া! তোমার এ অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আমি আর কিছুই বলিতে পারিলাম না। তুমি এই শরীরে দুই বার জীবন দান করিয়াছ, তুমি জীবিত থাকিতে এ শরীর আর কাহারও নয়।"

জয়মানিয়া ক্ষণকাল বীরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি অন্ধকারময় জগতে প্রস্থান করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। কোনও বিষয়ই যেন এখন আর তাঁহার অবিদিত নাই। তিনি যেন বীরেন্দ্রের অন্তরস্থ কোনও গূঢ় বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "না বীরেন্দ্র! আমার এখন মরণই মঙ্গল। তুমি যে তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করিবে, তদ্বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাকে বিবাহ করিলে, কখন সুখী হইতে পারিবে না। বীরেন্দ্র! আমি তোমাকে যত দূর ভাল বাসি, তুমি আমাকে কখন তত দূর ভাল বাস না।" এমন সময় বীরেন্দ্র কিছু বলিবার উপক্রম করায়, তিনি আবার বলিলেন, "না, না, বীরেন্দ্র! তুমি মিথ্যা বলিও না; আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি।"

"জয়মানিয়া! তোমাকে আমি কতদূর ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি তা কি জান না?"

"হাঁ! তা আমি বিলক্ষণ জানি; কিন্তু আমার আর দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিবার কোনও প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। তুমি যাহা মনে করিতেছ, তাহা কখন হইবে

না। আমি তোমার পত্নী হইলে, তোমার সুখ হইবে না। জন্মসুলভ সাংস্থ রীতি নীতি আমাতে সততই রহিয়াছে; আমার শরীরে সাংস্থ-রক্তও প্রবাহিত হইতেছে। সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে থাকিতে পারিলে, আমার কারাগারও ভাল লাগিতে পারে; আর আমি তোমার অঙ্কে স্থির ভাবে থাকিতে পারি বটে, কিন্তু জাতিসুলভ চাঞ্চল্য কিছুতেই যাইবার নয়। পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। আমি এ পর্য্যন্ত বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। আর সহ্য করিতে পারি না। আমার এখন শান্তির প্রয়োজন, অতএব আমি শান্তি-নিকেতনেই চলিলাম।" এই বলিয়া জয়মানিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই নেত্র উন্মীলন করিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি রূপসী অতি বিষণ্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। যুবতীর নেত্র জয়মানিয়ার দিকেই নিবিষ্ট রহিয়াছে; মুখ-কমল মলিন হইয়াছে এবং কোনও একটি দুঃসহ চিন্তা যেন তাঁহাকে পীড়িত করিতেছে। জয়-মানিয়ার করুণ-হৃদয় সেই বিষণ্ণ রমণী-মূর্ত্তি দর্শনেই একে-বারে উথলিয়া উঠিল। রূপসীর দুঃখ বিমোচন করিতে না পারিলে যেন, পরলোক গমনেও তাঁহার শান্তি লাভ সম্ভাবনা নাই। বীরেন্দ্রকে, কামিনীর কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিলেন, "জয়মানিয়া! তুমি যে পাপাত্মার হস্ত হইতে দুই বার আমাকে রক্ষা করিয়াছ, এই কৃশাঙ্গী তাহারই কনিষ্ঠা, নাম প্রভাবতী। আমাকে তোমাদের আবাস হইতে মুক্তির উপায় করিয়া দিলে, বনাশ্রমে এই কামিনীর যত্নেই জীবন পাই। সেই দুরাত্মা কেবল যে আমারই অনিষ্ট করিয়াছে এমত নহে, এই দেখ

এমন সুকুমারীরও পদে পদে অহিত সাধন করিয়াছে। এই সুলোচনার প্রশান্ত নেত্রে ভ্রাতৃদোষেই অশ্রুপাত হইয়াছে।

জয়মানিয়া প্রশান্ত ভাবে, স্থির চিত্তে, বীরেন্দ্রের মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়া, প্রভাবতীকে তাঁহার কাছে যাইতে বলিলেন। অনন্তর তাঁহার কোমল কর স্বকরে ধারণ পূর্ব্বক, বীরেন্দ্রের হস্তে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "বীরেন্দ্র! তুমি আমার কার্য্যের জন্য সন্তুষ্ট হইয়া অনেক দিন হইতে আমাকে পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইতেছিলে। আমি এতকাল তোমার পুরস্কার গ্রহণ করি নাই। এই আমার অন্তিম কাল উপস্থিত। আমি এই তোমার পুরস্কার গ্রহণ করিতেছি। আমি তোমাকে ইতিপূর্ব্বে একটি মণি প্রদান করিয়াছিলাম, এখন এই গৌরাঙ্গীকে তোমাকে সম্প্রদান করিলাম। তুমি প্রভাবতীকে গ্রহণ করিলে, স্বকর্ণে এই কথা শুনিলে, অন্তরে যে বিমল সুখ সম্ভোগ করিব, সেই আমার এখনকার প্রশস্ত পুরস্কার। আমি এখন পৃথিবী হইতে চলিলাম, পার্থিব কোনও বিষয়েই আমার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া জয়মানিয়া নীরব হইলেন, নয়ন মুদ্রিত করিলেন। তিনি পৃথিবীতে আর কথা কহিলেন না, তাঁহার নয়ন আর উন্মীলিত হইল না। ক্ষণ কাল পরে তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইল, জীবনের কোনও চিহ্ন আর লক্ষিত হইল না।

রজমন এতক্ষণ একটু দূরে দণ্ডায়মান হইয়া কাঁপিতেছিলেন। তিনি জয়মানিয়ার ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উদয়চন্দ্র ও মুকুন্দরাম রজমনের কণ্ঠস্বরে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া সত্বর সেই গৃহে উপস্থিত হইয়া এই অস্বাভাবিক ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইলেন। বীরেন্দ্র ও প্রভাবতী জড় পদার্থের ন্যায় সেই স্থলেই বসিয়া রহিলেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইলে, বীরেন্দ্র শোকাতিশয্য প্রশমন করিতে সমর্থ হইয়া জয়মানিয়া ও রজমনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আদেশ দিলেন। জয়মানিয়ার অন্তিমকালীন অনুরোধ ও বীরেন্দ্রের তাহাতে সম্মতি শ্রবণ করিয়া, উদয়চন্দ্র হৃষ্টমনে ভাগিনেয়ীর সহিত রাজবাটীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে, বীরেন্দ্র সেই বৃক্ষসেতুর স[illegible]স্থ কুঞ্জবনে একটি বিচিত্র হর্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া তদভ্যন্তরে প্রস্তর নির্ম্মিত জয়মানিয়ার এবং রজমনের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, এবং তাঁহাদের সদ্গতির নিমিত্ত দীন-দরিদ্র প্রজাবর্গকে বিস্তর অর্থ দান করিলেন।

সপ্তত্রিংশ স্তবক।

আর এক বার।

"তুফানে পড়েছি কিন্তু ছাড়িব না হা'ল,
আজিকে বিফল হ'ল হতে পারে কাল।"

নবীন তপস্বিনী।

আশ্চর্য্য রূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনে মন্ত্রিপত্নী একেবারে বিকলচিত্ত হইয়া, মনুষ্যমাত্রের সহিত আলাপ পর্য্যন্ত রহিত করিলেন। পঞ্চতীরাজের পলায়নের পর, তিনি আর তনয়ার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। বিলাসবতীও জননী-সমক্ষে উপস্থিত হন নাই। তাঁহার কল্পনা সুসম্পন্ন হয় নাই। পঞ্চতীরাজ পলায়ন করিয়াও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি দৈবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন, দৈবই তাঁহার দণ্ডবিধান করিলেন। বিলাসবতী এখন আর একবারও গৃহের বাহির হয়েন না; জননীর সমক্ষেও ক্ষণকাল অবস্থিতি করেন না; একাকিনী কেবল নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া চিন্তা করেন। তিনি কি চিন্তা করেন, তিনিই কেবল বলিতে পারেন।

জয়মানিয়া ও রজমনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল, বিলাসবতী সংবাদ পাইলেন। বীরেন্দ্র রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, প্রভাবতী রাজমহিষী হইবেন, বিলাসবতী জানিতে পারিলেন। তিনি শৈশবাবধি রাজবাটীতে

অবস্থিতি করিতেছিলেন, স্বয়ং রাজ্যেশ্বরী হইয়া সুখে কালাতিপাত করিবেন নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, শৈশবে ক্রীড়া-কৌতুকে বীরেন্দ্রের সহিত যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ তাঁহার একটি আশাও সুসম্পন্ন হইল না। স্বকীয় মনোরথ সুসিদ্ধ করিবার আশয়েই প্রথমতঃ পঞ্চতীরাজকে বরণ করিতে সম্মত হন, এবং তজ্জন্যই পরিশেষে আবার তাঁহার সহধর্ম্মিণী হন। তিনি চিরদিন সুখে অতিবাহিত করিবেন বলিয়াই পঞ্চতীরাজকে বীরেন্দ্রের প্রাণসংহার রূপ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। পঞ্চতীরাজ অকৃতকার্য্য হইলেন ; বিলাসবতী, বীরেন্দ্রের শরণাগত হইতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু বীরেন্দ্র অভিরামের পত্নীকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সুতরাং বিলাসবতীর এ আশাও পূর্ণ হইল না। শৈশবে বীরেন্দ্রের প্রতি তাঁহার যেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, সেটি ইতিপূর্ব্বে ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে ; বীরেন্দ্র বিলাসবতীর পরম শত্রু হইয়াছেন। বীরেন্দ্র এক্ষণে প্রভাবতীকে বিবাহ করিয়া অবিচ্ছেদে রাজ্য-সুখ সম্ভোগ করিবার উপক্রম করিতেছেন, বিলাসবতী এ সংবাদ শ্রবণে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। শত্রুর সুখোদয় মনুষ্যমাত্রেরই অসহ্য। বিলাসবতী অবাধে সকল সহ্য করিতে পারিবেন ; কিন্তু বীরেন্দ্রকে সুখী দেখিতে পারিবেন না। তাঁহার হৃদয়ে এ রূপ ভাব উদিত হইল ; তিনি জ্ঞান-শূন্যা হইলেন ; নিবিষ্ট-চিত্তে দিবারাত্র কেবল বীরেন্দ্রের সুখের ব্যাঘাত জন্মাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। বিবাহের দিন স্থির

হইয়াছে, শুনিতে পাইয়া বিলাসবতী আর এক বার চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি হৃদয়ের করুণভাব সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া, কঠোর ভাবের প্রশ্রয় দিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু সে ভাব-প্রতিবিম্ব কেহই দেখিল না—দেখিতে পাইল না। সাগর রত্নাকর হইলেও যাবতীয় হিংস্র জল-জন্তুর পুষ্টি-সাধন করে। কোমল রমণী-হৃদয় শান্তি-নিকেতন হইলেও তথা হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে অনলপ্রবাহ উদ্ভূত হইতে পারে। স্বাভাবিক তিক্ত ফল আস্বাদন কষ্টকর নয়, কিন্তু গলিত সুমিষ্ট ফলও এক প্রকার বিষময়। কোমল রমণী-হৃদয় কারুণ্যরস বিবর্জ্জিত হইলে, যে, কি হইতে পারে, পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন।

অষ্টত্রিংশ স্তবক।

উপসংহারে।

"সুপবিত্র পরিণয়, অবনীতে যদি হয়,
সুখমন্দাকিনীর নিদান।
যুবক যুবতীদ্বয়, হৃদয়ের বিনিময়,
করিবার বিহিত বিধান॥"

লীলাবতী।

৭ই ফাল্গুন বিবাহের দিন। নভোমণ্ডল পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। সন্ধ্যার প্রারম্ভে তারকামালা বিমান হইতে শুভ্র রশ্মিজাল বিস্তার করিতে লাগিল। দেবগণই বুঝি প্রভাবতী ও বীরেন্দ্রের শুভ পরিণয় দিনে স্বর্গ হইতে মাঙ্গল্য শ্বেত কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রণয়ী-যুগল মহার্ঘ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত। তাঁহাদের শরীর হইতে নিরুপম কান্তি বিনির্গত হইতেছে; বদনমণ্ডলে হাসি বিরাজিত। হৃদয় প্রদেশও পবিত্র প্রণয়-প্রবাহে পরিপূরিত। প্রণয় সুবাস কুসুমের বাস ও সুষমা সততই বাক্যে ও প্রশ্বাসে অন্তর্দ্দেশ হইতে বহির্গত হইয়া সকলকেই মধুরিমা প্রদান করিতেছে। তাঁহাদের জীবনে এই সুখের সময়। সুখের সময় কাহাকেও নিরানন্দ দেখিলে দুঃখ উপস্থিত হয়; সেই জন্য পঞ্চতী নগর আজ একেবারে সুখসরিতে অবগাহন করিতেছে। প্রভাবতী রূপ কমল এতদিন মুদিত ছিল; আজ বিকসিত হইবে। এখনও শুভদৃষ্টি হয় নাই; এখনও

হৃদয়ে হৃদয়ে, মনে প্রাণে গাঁথা হয় নাই। কিন্তু উভয়েই উভয়কে মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেছেন—ধ্যান করিতেছেন; ধ্যান-জনিত সুখও অনুভব করিতেছেন। বীরেন্দ্র মনে করিতেছেন, প্রভাবতী প্রভাময়; সন্তাপ-নাশিনী, স্নিগ্ধকারিণী। প্রভাবতী আবার বীরেন্দ্রকে তেজোময় জ্ঞান করিতেছেন। এই তেজই যেন প্রভাবতী রূপ সুস্নিগ্ধ সরোবর হইতে বাষ্প উত্থিত করিয়া উভয়ের মধ্যে ক্ষণ-স্থায়ী জলদজাল সমুৎপন্ন করিল। ভৈরব নাদে বিদ্যুৎপাত হইল। সেই নাদে তাঁহাদের হৃদয়তন্ত্রী প্রতিধ্বনিত হইল। চপলা-চমকবৎ উভয়ের দিকে, উভয়ে প্রধাবিত হইলেন। উভয়ের মধ্যস্থ অন্তর বিদূরিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহারা উভয়ে সংযোজিত হইলেন। তাঁহাদের হৃদয় কন্দর ভাবরসে পরিপূরিত হইল। শরীর রোমাঞ্চ হইল; চিত্ত চঞ্চল ও ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইয়া আসিল। এ প্রকার ভাব, এ প্রকার জ্ঞান উভয়ের যে কতবার হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

পূর্ব্বের ক্লেশ, হৃদয়-তাপ, এখন সুখবর্দ্ধন হইয়া উঠিল। বিবাহের লগ্ন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই পূর্ব্বের অনিদ্রা, হতাশতা, দারুণ মানসিক যন্ত্রণা, রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, তাঁহাদের সুখের কারণ হইতে লাগিল।

এই দিন তাঁহাদের সম্বন্ধে অলীক কল্পনা এবং বাস্তব ঘটনা এ দুয়ে মিশ্রিত। তাঁহারা অতীত বিষয় স্মরণ করিতে লাগিলেন, বর্ত্তমান ভোগ করিতে লাগিলেন এবং ভবিষ্যতের আশায় সুখী হইতে লাগিলেন। প্রভাবতী ও বীরেন্দ্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থলে থাকিলেও, উভয়েই কল্পনাবলে এক সঙ্গে অবস্থিতি করিতেছেন; উভয়েই উভয়কে মানস-

নেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এমন সময় শঙ্খনাদ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য বাদন হইতে লাগিল! লগ্ন উপস্থিত। বীরেন্দ্র বর, প্রভাবতী কন্যা। প্রজাপতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সূত্রে সংবদ্ধ করিয়া এই যুবক যুবতীকে প্রতিদিনই সন্নিকট আকর্ষণ করিতেছিলেন—উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সাধন করিতেছিলেন। আজ তিনি সূত্রদ্বয় এক সঙ্গে মিলাইলেন; গ্রন্থি দ্বারা উভয় সূত্র আবদ্ধ করিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তই, এরূপ কত শত সূত্র সংবদ্ধ করিতেছেন; কত প্রকার সংবদ্ধ সূত্রও ছিন্ন করিতেছেন। যাঁহাদের সূত্র চিরদিন গ্রথিত থাকে তাঁহারাই ভাগ্যবান। রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা সাধারণ ধাতুনির্ম্মিত পাত্রে, কঠিন ধাতুর তরলতা সম্পাদন করেন। বিধাতাও প্রণয় রূপ মহাপাত্রে স্ত্রী পুরুষের সরস ভাব সম্পাদন করেন। পৃথগ্‌ভাবাপন্ন যুগল রূপ স্ত্রী পুরুষ এই পাত্রে হৃদয়ে হৃদয়ে, শরীরে শরীরে, মিশ্রিত হইয়া একতা প্রাপ্ত হন, এবং নূতন প্রাণীর উৎপত্তি সাধন করেন। এই মহাপাত্র হইতেই জগতের সংরক্ষক তৃতীয়ের উদ্ভব। জগৎ ও অনন্ত অসীম, সুতরাং এ মহাপাত্রও নিঃসীম।

যে স্থলে প্রকৃত প্রণয় বিদ্যমান, সে স্থলে দুঃখ নাই; সুখ সততই বিরাজমান। যখন এই প্রণয়ী-যুগলের প্রণয় সংবর্দ্ধক ক্ষণস্থায়ী লজ্জাবরণ বিচ্যুত হইয়া যাইবে; যখন অত্যদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি উভয়কে আকর্ষণ করিতে থাকিবে; যখন উভয়ে উভয়ের বদনসুধারসাস্বাদনে উন্মত্ত হইবেন; তখন নক্ষত্রগণের বিচিত্র গতি, ক্ষিতির অদ্ভুত ভ্রমণ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডলীর নিরাশ্রয় অবস্থানও অধিক স্রষ্টার কৌশল-কুশল পরিচায়ক বলিয়া মনে হইবে না।